শব্দে শব্দে আল কুরআন

চতুর্দশ খণ্ড

আমপারা

মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

শব্দে শব্দে আল কুরআন

চতুর্দশ খণ্ড

(আমপারা)

সূরা আন নাবা থেকে সূরা আন নাস

মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪
ISBN-978-984-416-035-4

আঃ প্রঃ ৩৭১

৩য় প্রকাশ

রজব	১৪৩৫
জ্যৈষ্ঠ	১৪২১
জুন	২০১৪

বিনিময় ঃ ২০০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

SHABDE SHABDE AL QURAN 14th Volume by Moulana Mohammad Habibur Rahman. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 200.00 Only

কিছু কথা

কুরআন মাজীদ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব। কিয়ামত পর্যন্ত যতো মানুষের আগমন পৃথিবীতে ঘটবে সকলের জন্য এ কিতাবের বিধানই অনুসরণীয়। তাই সকল মানুষ যাতে এ কুরআনকে বুঝতে পারে সেজন্য যেসব ভাষার প্রচলন পৃথিবীতে রয়েছে সেসব ভাষায় এ কিতাবের অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন।

মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদকে মানুষের জন্য সহজবোধ্য করে নাযিল করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

"আর আমি নিশ্চয় কুরআন মাজীদকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, আছে কি কোনো উপদেশ গ্রহণকারী ?"–সূরা আল ক্বামার ঃ ১৭

সুতরাং কুরআন মাজীদকে গিলাফে বন্দী করে সম্মানের সাথে তাকের উপর না রেখে বরং তাকে গণমানুষের সামনে সম্ভাব্য সকল উপায়ে তুলে ধরে তদনুযায়ী ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি গঠন করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ।

এ পর্যন্ত অনেক ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে। বাংলা ভাষায়ও এর বেশ কিছু অনুবাদ রয়েছে। তারপরও আধুনিক শিক্ষিতজনদের চাহিদা ও দাবির প্রতি লক্ষ্য রেখে আধুনিক প্রকাশনী এ মহান উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য না করে পাঠকদের জন্য যাতে সহজবোধ্য হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে পারিভাষিক পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। প্রতিটি লাইনের অনুবাদ সে লাইনেই সীমিত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। তাতে পারিভাষিক অনুবাদের বিশেষত্ব কোথাও কোথাও ক্ষুণ্ন হয়েছে। অতপর অনূদিত অংশের শব্দে শব্দে অর্থ প্রদান করা হয়েছে। এরপরেই সংক্ষিপ্ত কিছু টীকা সংযোজিত হয়েছে। প্রতিটি রুকূ'র শেষে সংশ্লিষ্ট রুকূ'র শিক্ষণীয় বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় কুরআন মাজীদের অনেক ব্যাপক বিস্তৃত তাফসীর রয়েছে। এসব তাফসীর গ্রন্থের কিছু কিছু বাংলা ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে। তবে আমাদের এ সংকলনের পদ্ধতি অনুযায়ী ইতোপূর্বে কেউ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। ওলামায়ে কেরামের জন্য সহায়ক অনেক তাফসীর গ্রন্থ রয়েছে। আমরা আধুনিক শিক্ষিত ও সাধারণ পাঠকদেরকে সামনে রেখেই এ ধরনের অনুবাদ-সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। এ ধরনের অনুবাদের মাধ্যমেই তাঁরা বেশী উপকৃত হবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। কুরআন মাজীদকে গণমানুষের জন্য অবাধ-উন্মুক্ত করে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য। কুরআন মাজীদের এ অনুবাদ-সংকলনে নিম্নে উল্লেখিত তাফসীর ও অনুবাদ গ্রন্থসমূহের সাহায্য নেয়া হয়েছে ঃ (১) আল কুরআনুল কারীম—ইসলামিক ফাউণ্ডেশন; (২) মাআরেফুল কুরআন ; (৩) তালখীস তাফহীমুল কুরআন ; (৪) তাদাব্বুরে কুরআন ; (৫) লুগাতুল কুরআন ; (৬) মিসবাহুল লুগাত।

কুরআন মাজীদের এ অনন্য অনুবাদ-সংকলনটির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছেন জনাব মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান।

এ সংকলনের চতুর্দশ খণ্ডের প্রকাশ লগ্নে এর সংকলক, সহায়ক গ্রন্থসমূহের প্রণেতা ও প্রকাশক এবং অত্র সংকলনের প্রকাশনার কাজে নিয়োজিত সর্বস্তরের সহযোগীদের জন্য আল্লাহ্র দরবারে উত্তম প্রতিদানের প্রার্থনা জানাচ্ছি।

পরিশেষে যে কথাটি না বললেই নয় তা হলো, মানুষ ভুল-ত্রুটির উর্ধে নয়। আমাদের এ অনন্য দুরূহ কর্মে কোথাও যদি কোনো ভুল-ত্রুটি সম্মানিত পাঠকবৃন্দের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে তা অনুগ্রহ করে আমাদেরকে অবহিত করার জন্য বিনীত অনুরোধ রইলো।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের এ দীনী খিদমতকে কবুল করুন এবং মানবজাতিকে আল কুরআনের আলোয় আলোকিত করুন। আমীন।

বিনীত
—প্রকাশক

গ্রন্থকারের কথা

সর্ব শক্তিমান রাব্বুল আলামীনের লাখো কোটি শোকর, যিনি আমার মতো তাঁর এক নগণ্য বান্দাহর হাতে তাঁর চিরন্তন হিদায়াতের একমাত্র মহাগ্রন্থ আল কুরআনের এ বিশাল খিদমত নিয়ে তাঁর এ বান্দার জীবনকে মহিমান্বিত করেছেন। দরূদ ও সালাম সকল নবী-রাসূল ও মুসলিম উম্মাহর চিরন্তন নেতা, খাতামুন নাবিয়্যিন, শাফিউল মুযনাবীন ও আফদালুল বাশার হযরত মুহাম্মদ সা.-এর উপর। আল্লাহ অশেষ রহমত বর্ষণ করুন তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবায়ে কিরামের উপর। মহান আল্লাহর দরবারে এ বান্দাহর আকুল আবেদন এই যে, তিনি যেন তাঁর এ নগণ্য বান্দার খিদমতটুকু-কে আখিরাতে তার নাজাতের উসীলা হিসেবে গ্রহণ করেন।

আধুনিক প্রকাশনী বাংলাদেশের সম্ভ্রান্ত প্রকাশনা সংস্থাগুলোর অন্যতম। মূলত এ ধরনের তাফসীর সংকলনের উদ্যোক্তা এ প্রতিষ্ঠান। আমি শুধু তাদের উদ্যোগকে কাজে পরিণত করেছি। প্রতিষ্ঠানের প্রকাশনা ম্যানেজার জনাব আনোয়ার হুসাইন সাহেবের পরিকল্পনা অনুযায়ী এবং তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রকাশনা বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট দীনী ভাইদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার ফলে এ অনন্য তাফসীর সংকলনটি আলোর মুখ দেখেছে। আল্লাহ তাঁদের সকলের খিদমতের উত্তম বিনিময় দান করুন। কাজ শুরু করার পর থেকে সুদীর্ঘ দশটি বছর ইতোমধ্যে অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। অতপর মহান আল্লাহর খাস মেহেরবানীতে কাজটি সমাপ্ত হয়েছে। সমাপ্তি লগ্নে সেই মহান আল্লাহর শোকর পুনরায় আদায় করছি।

মু: হাবিবুর রহমান
১৯/০৫/২০১২ ইং

সূচিপত্র

সূরা আন নাবা
আয়াত : ৪০
রুকূ' : ২

নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতের النَّبَاِ শব্দটিকে সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। 'আন নাবা' শব্দটি দ্বারা কেয়ামত বুঝানো হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ 'বিশেষ খবর'। সূরাটিতে কেয়ামত ও আখেরাতের বিষয়-ই আলোচিত হয়েছে, সেদিক থেকে 'আন নাবা' শব্দটিকে সূরার আলোচ্য বিষয়ের শিরোনামও বলা যায়।

নাযিল হওয়ার সময়কাল

মুফাসসিরীনে কেরামের মতে এ সূরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাক্কী জীবনের প্রথম দিকেই নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

কেয়ামত ও আখেরাত সংঘটিত হওয়ার প্রমাণ পেশ এবং তা না মানার পরিণতি বর্ণনা করাই এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয়। মাক্কী জীবনে রাসূলুল্লাহ (স)-এর দাওয়াত তিনটি বিষয়ে বিভক্ত ছিল। এক, তাওহীদ তথা আল্লাহর একক সার্বভৌম ক্ষমতা ও একচ্ছত্র মালিকানা, এতে তাঁর কোনো শরীক বা অংশীদার না থাকা। দুই, রেসালাত তথা তাঁর নিজের আল্লাহ কর্তৃক রাসূল মনোনীত হওয়া। তিন, কেয়ামত ও আখেরাত তথা এ দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়া এবং অন্য এক জগত সৃষ্টি হওয়া, মানুষের পুনর্জীবন লাভ, এ দুনিয়ার কাজকর্মের হিসেব নিকেশ প্রদান এবং বিচারের মাধ্যমে জান্নাত বা জাহান্নাম লাভ।

আলোচ্য সূরায় কেয়ামত ও আখেরাত সম্পর্কে বিভিন্ন যুক্তি-প্রমাণ পেশ করে এ দুটোর বিশ্বাসকে কাফেরদের মনে দৃঢ়-বদ্ধমূল করে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। কাফেররা আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাসী ছিল ; যদিও তারা আল্লাহর সাথে শরীক করতো, কারণ আল্লাহ যে সর্বস্রষ্টা তা অস্বীকার করার কোনো যুক্তি ছিল না। তারা যা মানতে চাইতো না, তাহলো—মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াত এবং কেয়ামত ও আখেরাত। এ সূরায় যেসব উদাহরণ পেশ করে কেয়ামত ও আখেরাতের বিশ্বাসকে তাদের মনে বদ্ধমূল করার চেষ্টা করা হয়েছে, সেসব উদাহরণের দ্বারা তাওহীদ ও রেসালাতের পক্ষেও প্রমাণ সাব্যস্ত হয়ে যায়।

অতপর আখেরাত অবিশ্বাসের পরিণাম এবং আখেরাত বিশ্বাস করে জীবন যাপন করা তথা আখেরাতে জবাবদিহির ভয় মনে রেখে জীবন যাপন করার পুরস্কার সম্পর্কে

আলোচনা পেশ করা হয়েছে। এ পর্যায়ে আখেরাতে আল্লাহর আদালত কিরূপ হবে, তার একটা চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

সবশেষে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে যে, যারা কেয়ামত ও আখেরাতকে অস্বীকার করছে তাদের জেনে রাখা উচিত—সে দিনের আগমন অবশ্যম্ভাবী। সেদিন এসব অস্বীকারকারীদের আফসোস করা ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না। কারণ তখন আর নিজ বিশ্বাস ও কর্মের পরিশোধন সম্ভব নয়।

❐

রুকূ' ২ | ## ৭৮. সূরা আন নাবা-মাক্কী | আয়াত ৪০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

① عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ ② عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ ③ الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ

১. কি সম্পর্কে তারা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করছে ? ২. সেই মহা খবরটা[১] সম্পর্কে কি ? ৩. যে বিষয়ে তারা

مُخْتَلِفُوْنَ ④ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ⑤ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ⑥ اَلَمْ نَجْعَلِ

পরস্পর মতভেদকারী ? ৪. কক্ষণো নয়,[২] তারা শীঘ্রই তা জানবে।[৩] ৫. আবার (শুনুন), কক্ষণো নয়, তারা শীঘ্রই তা জানবে। ৬. আমি কি করে দেইনি

①عَمَّ-কি সম্পর্কে ; يَتَسَآءَلُوْنَ-তারা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করছে।②عَنْ-সম্পর্কে কি ; النَّبَا-সেই খবরটা ; الْعَظِيْمِ-মহা।③الَّذِىْ-যে ; هُمْ-তারা ; فِيْهِ-বিষয়ে ; مُخْتَلِفُوْنَ-পরস্পর মতভেদকারী ④كَلَّا-কক্ষণো নয় ; سَيَعْلَمُوْنَ-তারা শীঘ্রই তা জানবে।⑤ثُمَّ-আবার (বলি) ; كَلَّا-কক্ষণো নয় ; سَيَعْلَمُوْنَ-তারা শীঘ্রই তা জানবে।⑥اَلَمْ نَجْعَلِ-(ا+لم نجعل)-আমি কি করে দেইনি ;

১. 'মহা খবরটা' দ্বারা কেয়ামত সংঘটিত হওয়া এবং আখেরাতের জীবনে ঘটিতব্য যাবতীয় বিষয় বুঝানো হয়েছে। 'কেয়ামত' ও 'আখেরাত' সম্পর্কে কাফেরদের বিশ্বাস এক রকম ছিল না। তাদের কিছু লোকের বিশ্বাস ছিল যে, কেয়ামত হবে না, দুনিয়া যেভাবে চলে আসছে সামনেও একইভাবে চলতে থাকবে। আর মানুষ মরে যাবার পর মাটির সাথে মিশে যাবে। তাদের কিছু লোক আবার খৃস্টানদের মতই বিশ্বাস করতো যে, আখেরাতের জীবন সত্য হলেও তা দৈহিক হবে না, তা হবে আত্মিক। আবার কিছু লোক এ সম্পর্কে সন্দিহান ছিল। এসব লোক মনে করতো যে, কেয়ামত ও আখেরাতের ব্যাপার সত্য হলেও হতে পারে—মৃত্যুর পর যা হবার হবে, এ নিয়ে এখন মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। আসলে এ ধরনের লোকেরা নিছক আন্দায-অনুমানের উপর এসব কথা বলে ; এদের নিকট এসব কথার মূলে নিশ্চিত কোনো তথ্যসূত্র নেই। যদি তাদের নিকট নিশ্চিত কোনো তথ্যসূত্র থাকতো তাহলে সকলের কথাই এক রকম হতো। এ ব্যাপারে নবী-রাসূলদের উপস্থাপিত বক্তব্যই এর প্রমাণ। তাঁদের জ্ঞান যেহেতু একই স্থান থেকে একই মাধ্যমে আহরিত, তাই কেয়ামত ও আখেরাত সম্পর্কে তাঁদের সকলের মতামত এক রকম। মানব ইতিহাসের আদিকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত সকল যুগেই এ ধরনের সংশয়বাদী লোক ছিল এবং তা কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত থাকবে।

الْأَرْضَ مِهٰدًا ۝٦ وَّالْجِبَالَ أَوْتَادًا ۝٧ وَّخَلَقْنٰكُمْ أَزْوَاجًا ۝٨

যমীনকে বিছানা ;[৪] ৭. আর পাহাড়গুলোকে পেরেক স্বরূপ।[৫]
৮. আর আমি সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায়।[৬]

الْأَرْضَ-যমীনকে ; مِهٰدًا-বিছানা। ⑦ وَّ-আর ; الْجِبَالَ-পাহাড়গুলোকে ; أَوْتَادًا-পেরেক স্বরূপ। ⑧ وَّ-আর ; خَلَقْنٰكُمْ-(خلقنا+كم)-আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি ; أَزْوَاجًا-জোড়ায় জোড়ায়।

২. অর্থাৎ কেয়ামত ও আখেরাত সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস এবং সে অনুসারে তাদের মতবিরোধপূর্ণ কথাবার্তা কোনো মতেই সঠিক নয়।

৩. অর্থাৎ এসব লোকেরা তাদের বিশ্বাসের ভ্রান্তি সম্পর্কে অচিরেই জানতে পারবে। তারা তখন বুঝতে পারবে যে, রাসূল (স) কেয়ামত ও আখেরাত সম্পর্কে যে সংবাদ দিয়েছেন তা-ই একমাত্র সত্য তাদের ধারণা-বিশ্বাস নিতান্তই আন্দায-অনুমানের ভিত্তিতে গঠিত। তবে তখন আর বিশ্বাসের সংশোধন-পরিবর্তন সম্ভব নয়।

৪. যমীনকে বিছানা করার অর্থ এটাকে মানুষ, জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ ও উদ্ভিদরাজী ইত্যাদির জন্য শান্তিময় আবাসভূমিতে পরিণত করা। অর্থাৎ এ যমীনকে আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য যে শান্তিময় আবাসভূমিতে পরিণত করে দিয়েছেন সে সম্পর্কে তোমরা যদি চিন্তা-গবেষণা কর, তাহলে এর মধ্যে আল্লাহর যে নির্ভুল ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান, ক্ষমতা ও কর্মকুশলতা সক্রিয় রয়েছে তা তোমাদের সামনে ফুটে উঠবে। তোমরা তখন বুঝতে সক্ষম হবে যে, আল্লাহ অবশ্যই কেয়ামত সংঘটিত করতে এবং আখেরাতে হিসেব নিতে সক্ষম।

৫. অর্থাৎ যমীনে পাহাড় সৃষ্টির উপকারিতা এখানে বলা হয়েছে। পাহাড় দ্বারাই যমীনের থরথর কম্পন বন্ধ করা হয়েছে এবং যমীনকে ধীরস্থির রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাই বলা হয়েছে যে, এ পাহাড়গুলোকে পেরেক স্বরূপ সৃষ্টি করা হয়েছে। পেরেক যেমন কোনো কিছুকে আঁটকে রাখে যেন তা নড়াচড়া করতে না পারে, তেমনি পাহাড়গুলো যমীনকে স্থিরভাবে রেখেছে। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে পাহাড় সৃষ্টির এ কল্যাণের কথা-ই বলা হয়েছে। তবে এছাড়া পাহাড়ের আরো যেসব উপকারিতা রয়েছে, সেগুলো মুখ্য নয়, সেগুলো আনুষংগিক মাত্র।

৬. মহান স্রষ্টা আল্লাহর কুদরতের নিশানা তথা মানব জাতিকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করায় তাঁর লক্ষ-উদ্দেশ্য হলো—তিনি মানব জাতিকে একই শ্রেণী করে সৃষ্টি করেননি ; বরং সমগ্র মানব জাতিকে দুটো লিঙ্গগত শ্রেণীতে বিভক্ত করে সৃষ্টি করেছেন। এ উভয় শ্রেণীর মানুষ বাহ্যিক আকৃতির দিক থেকে এক রকম হলেও তাদের দৈহিক গঠনে আভ্যন্তরীণ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে এবং তাদের দৈহিক ও মানসিক

٩ وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ١٠ وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ١١ وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ

৯. এবং তোমাদের ঘুমকে করেছি আরামদায়ক।[৭] ১০. আর রাতকে করেছি আবরণ। ১১. এবং দিনকে করে দিয়েছি

مَعَاشًا ١٢ وَّبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ١٣ وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا ۝

জীবিকা অর্জনের সময়।[৮] ১২. আর বানিয়ে দিয়েছি তোমাদের উপর সাতটি মযবুত আসমান।[৯] ১৩. এবং স্থাপন করেছি আমি অতি উজ্জ্বল বাতি (সূর্য)।[১০]

(৯)-وَّ-এবং ; جَعَلْنَا-করেছি ; (نوم+كم)-نَوْمَكُمْ-তোমাদের ঘুমকে ; سُبَاتًا-আরামদায়ক। (১০)-وَّ-আর ; جَعَلْنَا-করেছি ; الَّيْلَ-রাতকে ; لِبَاسًا-আবরণ। (১১)-وَّ-এবং ; جَعَلْنَا-করে দিয়েছি ; النَّهَارَ-দিনকে ; مَعَاشًا-জীবিকা অর্জনের সময়। (১২)-وَّ-আর ; بَنَيْنَا-বানিয়ে দিয়েছি ; (فوق+كم)-فَوْقَكُمْ-তোমাদের উপর ; سَبْعًا-সাতটি ; شِدَادًا-মযবুত আসমান। (১৩)-وَّ-এবং ; جَعَلْنَا-স্থাপন করেছি আমি ; سِرَاجًا-বাতি ; وَّهَّاجًا-অতি তপ্ত-উজ্জ্বল।

চাহিদায় অনেক পার্থক্য রয়েছে। তা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে এমন এক সামঞ্জস্যশীল বৈশিষ্ট্য রেখে দেয়া হয়েছে যে, তারা একে অপরের জোড়া। তাদের একের দৈহিক ও মানসিক চাহিদা অপর শ্রেণীর দৈহিক ও মানসিক চাহিদার দ্বারাই পূর্ণতা লাভ করে। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই মহান স্রষ্টা সৃষ্টির শুরু থেকে একইভাবে মানব বংশধারা জারী রেখেছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ সবকিছুই একমাত্র একই স্রষ্টার কুদরতের বহিঃপ্রকাশ—এতে দ্বিতীয় কোনো স্রষ্টা বা দ্বিতীয় কোনো সত্তার অস্তিত্ব নেই।

৭. মহান আল্লাহ তাআলা মানুষের প্রকৃতিতে এমন জিনিস রেখে দিয়েছেন যে, তারা ক্রমাগত পরিশ্রম করে যেতে পারে না ; বরং কয়েক ঘণ্টা পরিশ্রম করার পর আবার কয়েক ঘণ্টা আরাম করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা মানুষের মধ্যে শুধুমাত্র হাঁপিয়ে উঠার অনুভূতি এবং আরাম করার ইচ্ছা জাগ্রত করে দিয়েই শেষ করেননি ; বরং তার প্রকৃতির মধ্যে ঘুমের মতো একটি শক্তিশালী চাহিদা সৃষ্টি করেছেন, যা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কয়েক ঘণ্টা পরিশ্রম করা বা জাগ্রত থাকার পর কিছু সময় বিশ্রাম নিতে বাধ্য করে। এ ঘুমের হাকীকত ও মূল কারণ আজও মানুষ যথার্থভাবে বুঝতে সক্ষম হয়নি। এটা মানুষের সত্তাগত মৌলিক বৈশিষ্ট্য। মানুষ তার স্বাভাবিক শারীরিক প্রয়োজনেই ঘুমাতে বাধ্য হয়। এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, এটা কোনো আকস্মিক ঘটনা মাত্র নয় ; বরং এর পেছনে সুবিজ্ঞ মহান স্রষ্টার হিকমত ও মহৎ উদ্দেশ্য কার্যকর রয়েছে।

৮. অর্থাৎ রাতকে তোমাদের জন্য আবরণ তথা অন্ধকার করে দিয়েছি যাতে তোমরা আলোর প্রভাব মুক্ত হয়ে ঘুমের মাধ্যমে তোমাদের শ্রমজনিত অবসাদ দূর করে নিজেকে

﴿١٤﴾ وَّأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ﴿١٥﴾ لِّنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ○

১৪. আর আমি বর্ষণ করেছি মেঘমালা থেকে প্রচুর পানি। ১৫. যাতে তার দ্বারা উৎপন্ন করতে পারি খাদ্যশস্য ও উদ্ভিদরাজী ;

﴿١٦﴾ وَّجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ﴿١٧﴾ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ﴿١٨﴾ يَوْمَ يُنفَخُ

১৬. এবং ঘন-সন্নিবিষ্ট বাগ-বাগিচা।[১১] ১৭. নিশ্চয়ই বিচারের দিনটি সুনির্দিষ্ট হয়ে আছে। ১৮. যেদিন দেয়া হবে ফুঁক

⑭ وَ-আর ; أَنْزَلْنَا-আমি বর্ষণ করেছি ; مِنَ-থেকে ; الْمُعْصِرَاتِ-(ال+معصرات)-
মেঘমালা ; مَاءً-পানি ; ثَجَّاجًا-প্রচুর। ⑮ لِنُخْرِجَ-যাতে উৎপন্ন করতে পারি ; بِهِ-
তার দ্বারা ; حَبًّا-খাদ্যশস্য ; وَ-ও ; نَبَاتًا-উদ্ভিদরাজী। ⑯ وَ-এবং ; جَنَّاتٍ-বাগ-
বাগিচা ; أَلْفَافًا-ঘন-সন্নিবিষ্ট। ⑰ إِنَّ-নিশ্চয়ই ; يَوْمَ-দিনটি ; الْفَصْلِ-(ال+فصل)-
বিচারের ; كَانَ-হয়ে আছে ; مِيقَاتًا-সুনির্দিষ্ট ⑱ يَوْمَ-যেদিন ; يُنْفَخُ-ফুঁক দেয়া হবে ;

পরবর্তী আলোকময় অবস্থায় জীবিকা উপার্জনের জন্য তৈরি করে নিতে পারো। রাত ও দিনের যথানিয়মে ক্রমাগত আবর্তনের মাধ্যমে যে মানুষের কল্যাণ রয়েছে, এখানে আল্লাহ তাআলা সে কথাই বুঝাতে চেয়েছেন। অর্থাৎ রাত-দিনের আবর্তন কোনো উদ্দেশ্যহীন ব্যাপার নয় ; বরং এক মহান জ্ঞানময় সত্তা তাঁর সৃষ্টির কল্যাণের লক্ষে এসব বিষয়ের সুব্যবস্থা করেছেন।

৯. 'মযবুত আকাশ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, আকাশের সীমান্ত এমনই সুসংবদ্ধ যে, এ সীমান্ত অতিক্রম করে মহাকাশের অগণিত গ্রহ-নক্ষত্রের কোনো একটিও কক্ষচ্যুত হয়ে অন্যটার সাথে সংঘর্ষ বাঁধায় না। অথবা কোনো গ্রহ-নক্ষত্রই কক্ষচ্যুত হয়ে ভেঙে পড়তে পারে না। আর এ সুদৃঢ় আকাশের সংস্থাপনের মধ্যেও সেই মহামহিম আল্লাহর অস্তিত্বই আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

১০. এখানে 'সিরাজ' দ্বারা সূর্যকে বুঝানো হয়েছে। 'ওয়াহ্হাজ' অর্থ অত্যন্ত গরম ও উজ্জ্বল। আল্লাহ তাআলা এ সূর্যের দিকে ইংগীত করে বুঝাতে চেয়েছেন যে, এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলেই তো তোমরা আমার অস্তিত্ব ও শক্তি-ক্ষমতা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করতে সক্ষম হবে। তখন তোমরা কেয়ামত সংঘটিত হওয়া এবং আখেরাতের হিসেব-নিকেশের বিষয়টি সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে আস্থা লাভ করতে সক্ষম হবে।

১১. দুনিয়াতে সৃষ্টিকুলের প্রয়োজন অনুপাতে বৃষ্টিপাতের ব্যবস্থাপনা এবং অগণিত উদ্ভিদের সবুজ-শ্যামল হয়ে উঠার মধ্যে মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতা ও সৃষ্টি কুশলতার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তার মাধ্যমেও মানুষ কেয়ামত ও আখেরাতের জীবন যে

فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ⑲ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ○

শিঙায়, তখন তোমরা বেরিয়ে আসবে দলে দলে,[১২] ১৯. এবং খুলে দেয়া হবে আসমান, তখন তা হয়ে যাবে বহু দরজা বিশিষ্ট।

⑳ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ㉑ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ○

২০. আর (সেদিন) চলমান করে দেয়া হবে পাহাড়গুলোকে। তখন সেগুলো হয়ে যাবে মরিচিকা।[১৩] ২১. নিশ্চয়ই জাহান্নাম হলো ওঁত পেতে থাকার ঘাটি।[১৪]

㉒ لِلطَّاغِينَ مَآبًا ㉓ لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ㉔ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا

২২. সীমা লংঘনকারীদের ঠিকানা ; ২৩. তারা যুগ যুগ ধরে তাতে অবস্থানকারী হবে।[১৫] ২৪. তাতে তারা পাবে না স্বাদ শীতলতার

فِي الصُّوْرِ-(فى+ال+صور)-শিঙায় ; فَتَأْتُوْنَ-(ف+تاتون)-তখন তোমরা বেরিয়ে আসবে ; أَفْوَاجًا-দলে দলে। ⑲ وَ-এবং ; فُتِحَتْ-খুলে দেয়া হবে ; السَّمَاءُ-(ال+سماء)-আসমান ; فَكَانَتْ-(ف+كانت)-তখন তা হয়ে যাবে ; أَبْوَابًا-বহু দরজা বিশিষ্ট। ⑳ وَ-আর ; سُيِّرَتْ-চলমান করে দেয়া হবে ; الْجِبَالُ-পাহাড়গুলোকে ; فَكَانَتْ-(ف+كانت)-তখন সেগুলো হয়ে যাবে ; سَرَابًا-মরিচিকা। ㉑ إِنَّ-নিশ্চয়ই ; جَهَنَّمَ-জাহান্নাম ; كَانَتْ-হলো ; مِرْصَادًا-ওঁত পেতে থাকার ঘাটি। ㉒ لِلطَّاغِيْنَ-(ل+ال+طاغين)-সীমালংঘনকারীদের ; مَآبًا-ঠিকানা। ㉓ لَابِثِيْنَ-তারা অবস্থানকারী ; فِيْهَا-তাতে ; أَحْقَابًا-যুগ যুগ। ㉔ لَا يَذُوْقُوْنَ-তারা পাবে না স্বাদ ; فِيْهَا-তাতে ; بَرْدًا-শীতলতার ;

অবশ্যম্ভাবী তার প্রমাণ পেতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন শুধু এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা ; একটু চিন্তা-ফিকির করলে মানুষ সহজেই বুঝতে পারে যে, যে আল্লাহ এসব কিছু করতে সক্ষম, তাঁর পক্ষে এসব কিছু ধ্বংস করে দেয়াও কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। আর মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করে তার থেকে দুনিয়ার জীবনের কাজ-কর্মের হিসেব গ্রহণ করে শাস্তি বা পুরস্কার প্রদান করাও তাঁর জন্য নিতান্তই সহজ কাজ।

১২. এখানে শিঙায় শেষ ফুঁক দেয়ার কথা বলা হয়েছে। এর শব্দ আসার সাথে সাথে সকল মৃত মানুষ জেগে উঠবে এবং দলে দলে হাশর মাঠে সমবেত হতে শুরু করবে। আল্লাহ তাআলা এখানে 'তোমরা' বলে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময়কার মানুষগুলোকে সম্বোধন করেননি ; বরং সৃষ্টির শুরু থেকে নিয়ে কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ দুনিয়াতে আসবে তাদের সকলকেই সম্বোধন করেছেন।

وَلَا شَرَابًا ﴿٢٤﴾ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿٢٥﴾ جَزَاءً وِفَاقًا ﴿٢٦﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ

আর না কোনো পানীয়ের ; ২৫. ফুটন্ত পানি ও পুঁজ ছাড়া ;[১৬] ২৬. এটাই (তাদের কাজের) যথার্থ প্রতিফল ; ২৭. নিশ্চয়ই তারা আশা করতো না

حِسَابًا ﴿٢٧﴾ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا ﴿٢٨﴾ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ﴿٢٩﴾

হিসেব দেয়ার। ২৮. আর তারা দৃঢ়ভাবে আমার আয়াতগুলোকে অস্বীকার করেছিল।[১৭]
২৯. অথচ প্রত্যেকটি বিষয় আমি হিসেব করে লিখিতভাবে সংরক্ষণ করেছি।[১৮]

وَ-আর ; لَا- না; شَرَابًا-কোনো পানীয়ের। ﴿٢٥﴾ إِلَّا-ছাড়া ; حَمِيمًا-ফুটন্ত পানি ; وَ-ও ; غَسَّاقًا-পুঁজ। ﴿٢٦﴾ جَزَاءً-এটাই প্রতিফল (তাদের কাজের) ; وِفَاقًا-যথার্থ, উপযুক্ত। ﴿٢٧﴾ إِنَّهُمْ-নিশ্চয়ই তারা ; كَانُوا لَا يَرْجُونَ-আশা করতো না ; حِسَابًا-হিসেব দেয়ার। ﴿٢٨﴾ وَ-আর ; كَذَّبُوا-তারা অস্বীকার করেছিল ; بِآيَاتِنَا-(ب+ايات+نا)-আমার আয়াত-গুলোকে ; كِذَّابًا-দৃঢ়ভাবে। ﴿٢٩﴾ وَ-অথচ ; كُلَّ-প্রত্যেকটি ; شَيْءٍ-বিষয় ; أَحْصَيْنَاهُ-(احصينا+ه)-আমি হিসেব করে সংরক্ষণ করেছি ; كِتَابًا-লিখিতভাবে।

১৩. এখানে কেয়ামতের বিভিন্ন পর্যায়ের অবস্থা সম্পর্কে একই সাথে আলোকপাত করা হয়েছে। শিঙায় তিনবার ফুঁক দেয়া হবে। ১৮ আয়াতে তৃতীয় দফা শিঙায় ফুঁক দেয়ার পরবর্তী অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। ১৯ ও ২০ আয়াতে দ্বিতীয় দফা শিঙায় ফুঁক দেয়ার পরবর্তী অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। 'আকাশ খুলে দেয়া'র অর্থ উপরের জগত থেকে এবং সর্বদিক থেকে বিপদ-আপদ এমনভাবে আসতে থাকবে যেন আকাশের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়েছে। কোনো বাধা-বন্ধন ছাড়াই বিপদ-মুসীবত আসতে থাকবে। পাহাড়-পর্বতগুলো নিজের স্থান থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে এবং ধূলোয় পরিণত হবে। তখন সেগুলোকে মরীচিকার মত মনে হবে। এটা সম্ভবত এজন্য হবে যে, তখন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে অকার্যকর করে দেয়া হবে, যার ফলে পৃথিবী ও তার মধ্যকার যাবতীয় সবকিছুই ধূলোয় পরিণত হয়ে শূন্যে উড়তে থাকবে ; অতপর পৃথিবীকে সমতল করে দেয়া হবে। তারপর তৃতীয় দফা শিঙায় ফুঁক দেয়ার পর সমতল যমীন থেকে মানুষ উদ্ভিদের ন্যায় উঠতে থাকবে।

১৪. জাহান্নাম হবে আল্লাহদ্রোহী লোকদেরকে ধরার জন্য একটি গোপন ঘাঁটি। শিকার যেমন অজ্ঞাতসারে তার জন্য পাতা ফাঁদে নিজেই গিয়ে ধরা দেয়, তদ্রূপ যারা দুনিয়ায় আল্লাহর দীনের বিরুদ্ধে লম্ফঝম্ফ করেছে, আল্লাহর যমীনে বসবাস করে আল্লাহর দেয়া রিয্ক ভোগ করে তাঁরই বিরুদ্ধাচরণ করেছে এবং মনে করেছে যে, তাদেরকে পাকড়াও করার শক্তি কারো নেই, তাদেরকে এ ঘাঁটিতে এমনভাবে আটকে দেয়া হবে যে, তারা তা বুঝতেই পারবে না।

٣٠ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ○

৩০. অতএব তোমরা মজা বুঝো, যেহেতু আমি তোমাদের জন্য শাস্তি ছাড়া কিছুই বাড়াবো না।

٣٠ فَذُوقُوا-(ف+ذوقوا)-অতএব তোমরা মজা বুঝ ; فَلَنْ نَّزِيدَكُمْ-(ف+لن)-(نزيد+كم)-যেহেতু আমি বাড়াবো না কিছুই ; إِلَّا-ছাড়া ; عَذَابًا-শাস্তি।

১৫. 'আহকাব' অর্থ পরপর আসা দীর্ঘ সময়। ক্রমাগত এমন যুগসমূহ যে, এক যুগ শেষ হওয়ার পর পরবর্তী যুগ শুরু হয়ে যায়। এভাবে ধারাবাহিকভাবে চলতেই থাকবে। এমন কোনো যুগ আসবে না যে যুগের পর আরেকটি যুগ আসবে না। অতএব এমন ধারণা করার কোনোই অবকাশ নেই যে, জাহান্নাম চিরন্তন হবে না ; কারণ 'আহকাব' তথা 'যুগ যুগ' বলার কারণে কেউ মনে করতে পারে যে, এক সময় যুগের পরিসমাপ্তি ঘটবে। তাছাড়া কুরআন মজীদে জাহান্নামবাসীদের জন্য 'খুল্দ' তথা চিরন্তন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, কাফেরদের শাস্তি হবে অফুরন্ত।

১৬. 'গাস্সাক' শব্দের অর্থ পুঁজ, রক্ত, ক্ষত থেকে নির্গত দুর্গন্ধময় পানি যা কঠোর নির্যাতনের ফলে গায়ের চামড়া ফেটে গড়িয়ে পড়ে।

১৭. জাহান্নামে কঠিন শাস্তির যোগ্য হওয়ার এটাই হলো মূল কারণ। অর্থাৎ তারা আখেরাতে আল্লাহর সামনে হাযির হয়ে এ দুনিয়ার জীবনের পুংখানুপুংখ হিসেব দিতে হবে বলে বিশ্বাস তো করতোই না ; উপরন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী-রাসূলদের মাধ্যমে যেসব হিদায়াত এসেছে সেগুলোকে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করতো।

১৮. অর্থাৎ তাদের সকল কথাবার্তা, কাজকর্ম এবং তাদের নড়াচড়া ও চলাফেরা এমন কি তাদের চিন্তা-কল্পনা, মনোভাব, সংকল্প এবং মনের অভ্যন্তরে লুকায়িত গোপন উদ্দেশ্যাবলীও কিছুই বাদ যায়নি—সবই আমি পরিপূর্ণভাবে সংরক্ষণ করে রেখেছি।

১ম রুকূ' (১-৩০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. কুরআন মজীদে কেয়ামত ও আখেরাত সম্পর্কে যেসব বর্ণনা রয়েছে এবং বর্ণিত অন্যান্য সকল বিষয়ের উপর নিসন্দেহে বিশ্বাস করা ঈমানের দাবী। কেউ যদি এতে কোনো প্রকার সন্দেহ-সংশয় পোষণ করে তাতে তার ঈমান থাকবে না।

২. আল্লাহ তাআলা যমীনকে সমতল করে দিয়ে এবং পাহাড়গুলোকে তার উপর পেরেকের মতো গেড়ে দিয়ে আমাদের বসবাসের উপযোগী করে দিয়েছেন। অতএব আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাঁর হুকুম-ই মেনে চলতে হবে।

৩. মানুষের বংশধারা জারী রাখার জন্যই তিনি মানুষকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন।

৪. তিনি মানুষের সৃষ্টি-প্রকৃতির মধ্যেই বিশ্রাম করার জন্য ঘুমকে তাদের জন্য অলংঘনীয় করে দিয়েছেন।

৫. ঘুমের মাধ্যমে বিশ্রাম লাভের সময় হিসেবে রাতকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন আর দিনকে জীবিকা উপার্জনের সময় হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অতএব এ নিয়মের ব্যতিক্রম করা সঠিক কাজ নয়।

৬. অধুনা বিজ্ঞান-গবেষণার ফলাফল যা-ই হোক না কেন আকাশের সাতটি স্তর রয়েছে—এটাই আমাদের ঈমান। কারণ বিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ জ্ঞান অকাট্য নয়, কিন্তু ওহীর মাধ্যমে আগত জ্ঞান অকাট্য। মানুষ সীমিত জ্ঞানের অধিকারী।

৭. সৃষ্টিকুলের জন্য প্রয়োজনীয় পানি আল্লাহ-ই সৃষ্টি করেছেন। কেয়ামত পর্যন্ত যত পানি সৃষ্টি কুলের প্রয়োজন তা আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেই রেখেছেন। সৃষ্টি জীবের ব্যবহারে পানি দূষিত হচ্ছে, আবার প্রাকৃতিক নিয়মের মাধ্যমে সেই পানি পরিশোধন করে আল্লাহ তাআলা ব্যবহারের যোগ্য করে দিচ্ছেন।

৮. শিঙায় প্রথম ও দ্বিতীয় ফুঁকের মাধ্যমে সবকিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। অতপর তৃতীয় ফুঁকের সাথে সাথে সকল মানুষ মাটি থেকে দলে দলে বেরিয়ে আসবে। তারপর সকল মানুষই একত্রিত হবে হাশরের মাঠে।

৯. কেয়ামত ও আখেরাত সম্পর্কে বর্ণিত বিষয়গুলোকে অবিশ্বাসকারীরা নিসন্দেহে সীমা লংঘনকারী কাফের। এদের জন্য জাহান্নাম তৈরি করে রাখা হয়েছে। অনন্তকাল তারা জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।

১০. জাহান্নামের শাস্তি কখনো কমবে না ; বরং তা ক্রমাগত বাড়তেই থাকবে। অতএব আমাদেরকে বর্ণিত বিষয়গুলোতে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করতে হবে।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-২
আয়াত সংখ্যা-১০

﴿٣١﴾ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿٣٢﴾ حَدَآئِقَ وَأَعْنَابًا ﴿٣٣﴾ وَّكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ﴿

৩১. নিশ্চয়ই মুত্তাকীদের[১৯] জন্যই রয়েছে সাফল্য ৩২. বাগানসমূহ এবং বিভিন্ন প্রকার আঙুর। ৩৩. আর (রয়েছে) পূর্ণ যৌবনা ও সমবয়স্কা তরুণীগণ;[২০]

﴿٣٤﴾ وَّكَأْسًا دِهَاقًا ﴿٣٥﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا ﴿٣٦﴾ جَزَآءً مِّن رَّبِّكَ

৩৪. এবং (রয়েছে) উপচে পড়া পানপাত্রসমূহ। ৩৫. সেখানে তারা শুনবে না কোনো অর্থহীন কথাবার্তা আর না কোনো মিথ্যা বাক্য।[২১] ৩৬. এটা আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রতিদান—

عَطَآءً حِسَابًا ﴿٣٧﴾ رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ

যথোপযুক্ত পুরস্কার।[২২] ৩৭. যিনি আসমান ও যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছুর প্রতিপালক—পরম দয়ালু,

(৩১)اِنَّ-নিশ্চয়ই ; لِلْمُتَّقِيْنَ-(ل+ال+متقين)-মুত্তাকীদের জন্যই রয়েছে ; مَفَازًا-সাফল্য। (৩২)حَدَآئِقَ-বাগানসমূহ ; وَّ-এবং ; اَعْنَابًا-বিভিন্ন প্রকার আঙুর। (৩৩)وَّ-আর ; كَوَاعِبَ-পূর্ণ যৌবনা ; اَتْرَابًا-সমবয়স্কা তরুণীগণ। (৩৪)وَّ-এবং (রয়েছে) ; كَاْسًا-পানপাত্রসমূহ; دِهَاقًا-উপচেপড়া। (৩৫)لَايَسْمَعُوْنَ-তারা শুনবে না ; فِيْهَا-সেখানে ; لَغْوًا-কোনো অর্থহীন কথাবার্তা ; وَّ-আর ; لَا-না ; كِذّٰبًا-কোনো মিথ্যা বাক্য। (৩৬)جَزَآءً-(এটা) প্রতিদান ; مِّنْ-পক্ষ থেকে ; رَّبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ; عَطَآءً-পুরস্কার; حِسَابًا-যথোপযুক্ত। (৩৭)رَّبِّ-যিনি প্রতিপালক ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْاَرْضِ-যমীন ; وَ-এবং ; مَا-যা কিছু আছে ; بَيْنَهُمَا-(بين+هما)-এতদুভয়ের মধ্যে ; الرَّحْمٰنِ-পরম দয়ালু ;

১৯. এখানে 'মুত্তাকী' দ্বারা সেসব লোককে বুঝানো হয়েছে, যারা কেয়ামত ও আখেরাতকে বিশ্বাস করে দুনিয়াতে জীবন যাপন করেছে। যারা বিশ্বাস করেছে যে, দুনিয়ার যাবতীয় কাজ-কর্মের হিসেব আখেরাতে আল্লাহর সামনে পেশ করতে হবে। মুত্তাকীদের বিপরীতে রয়েছে সেসব লোক যারা কেয়ামত ও আখেরাত সম্পর্কে অবিশ্বাসী।

২০. অর্থাৎ সেসব তরুণী বয়সের দিক থেকে নিজেদের মধ্যে একে অপরের সমবয়স্কা হবে। অথবা তারা যে পুরুষের স্ত্রী হবে সে পুরুষের বয়সের সমান হবে।

لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿٣٧﴾ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَٰئِكَةُ صَفًّا ۖ

তাঁর কাছে কিছু বলার ক্ষমতা তাদের থাকবে না।[২৩] ৩৮. সেদিন রূহ[২৪] ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে ;

لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ○

কেউ কোনো কথা বলতে পারবে না সে ছাড়া, যাকে দয়াময় অনুমতি দান করবেন[২৫] এবং সে সঠিক কথাই বলবে।

﴿٣٩﴾ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۖ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا ﴿٤٠﴾ إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ

৩৯. সেই দিনটি সুনিশ্চিত ; অতএব যে চায় তার প্রতিপালকের নিকট-ই আশ্রয় গ্রহণ করুক। ৪০. আমি নিশ্চিত তোমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছি

لَا يَمْلِكُوْنَ-শক্তি-ক্ষমতা তাদের থাকবে না ; مِنْهُ-তাঁর কাছে ; خِطَابًا-কিছু বলার। ﴿٣٨﴾ يَوْمَ-সেদিন ; يَقُوْمُ-দাঁড়িয়ে থাকবে ; الرُّوْحُ-রূহ (জিবরাঈল) ; وَ-ও ; الْمَلٰئِكَةُ-ফেরেশতাগণ ; صَفًّا-সারিবদ্ধ হয়ে ; لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ-কেউ কোনো কথা বলতে পারবে না ; اِلَّا مَنْ-সে ছাড়া ; اَذِنَ-অনুমতি দান করবেন ; لَهُ-যাকে ; الرَّحْمٰنُ-দয়াময় ; وَ-এবং ; قَالَ-সে বলবে ; صَوَابًا-সঠিক কথা-ই। ﴿٣٩﴾ ذٰلِكَ-সেই ; الْيَوْمُ-দিনটি ; الْحَقُّ-সুনিশ্চিত ; فَمَنْ-(ف+من)-অতএব যে ; شَاءَ-চায় ; اتَّخَذَ-গ্রহণ করুক ; اِلٰى-নিকট-ই ; رَبِّهٖ-(رب+ه)-তার প্রতিপালকের ; مَاٰبًا-আশ্রয়। ﴿٤٠﴾ اِنَّا-আমি নিশ্চিত ; اَنْذَرْنٰكُمْ-(انذرنا+كم)-তোমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছি ;

২১. জান্নাতের অধিবাসীদের জন্য একটি বিশেষ নিয়ামত হবে—সেখানে তারা কোনো প্রকার আজেবাজে, অশ্লীল, মিথ্যা, অর্থহীন ও গীবত-গালি মনোকষ্ট দানকারী কথাবার্তা শুনবে না। কেউ কারো সাথে মিথ্যা ও ধোঁকা-প্রতারণামূলক কথা বলবে না। কেউ কারো উপর দোষারোপ করবে না।

২২. 'আতা' শব্দের অর্থ প্রতিদান, পুরস্কার, দান। জান্নাতবাসীদেরকে শুধুমাত্র দুনিয়ার সৎকাজের বিনিময়ই দেয়া হবে না, বরং তাকে অতিরিক্ত আশাতীত পুরস্কার দেয়া হবে। অপরদিকে জাহান্নামবাসীদেরকে দেয়া হবে তাদের মন্দ কাজের পূর্ণ প্রতিফল। অর্থাৎ তাদের যে যে মন্দ কাজের জন্য যে যে প্রতিফল নির্ধারিত আছে তার চেয়ে একটুও বেশি বা কম দেয়া হবে না।

২৩. অর্থাৎ হাশরের ময়দানে মহান আল্লাহ তাআলার দরবারের শানশওকত ও প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখার পর কারো কোনো কথা বলার সাহস-হিম্মত হবে না।

عَذَابًا قَرِيْبًا ۚ يَّوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ وَيَقُوْلُ

নিকটতম আযাবের,[২৬] সেদিন মানুষ দেখতে পাবে যা তার হাত দুটো আগে প্রেরণ করেছে, আর বলবে

الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرٰبًا ۝

কাফের ব্যক্তি—হায়! (এর আগেই) আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম।[২৭]

عَذَابًا-আযাবের ; قَرِيْبًا-নিকটতম ; يَوْمَ-সেদিন ; يَنْظُرُ-দেখতে পাবে ; الْمَرْءُ-মানুষ (ব্যক্তি) ; مَا-যা ; قَدَّمَتْ-আগে প্রেরণ করেছে ; يَدٰهُ-(يدا+ه)-তার হাত দুটো ; وَ-আর ; يَقُوْلُ-বলবে ; الْكٰفِرُ-কাফের ; يٰلَيْتَنِىْ-(يا+ليت+نى)-হায়! আমি যদি ; كُنْتُ-হয়ে যেতাম ; تُرٰبًا-মাটি।

২৪. 'রূহ' দ্বারা হযরত জিবরাঈল (আ)-কে বুঝানো হয়েছে। মুফাস্‌সিরীনে কেরামের মতে আল্লাহর দরবারে তাঁর উন্নত মর্যাদার কারণে এখানে আলাদাভাবে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

২৫. 'কথা বলা' দ্বারা শাফায়াত তথা সুপারিশ করার কথা বলা হয়েছে। সুপারিশ একমাত্র সে-ই করতে পারবে যাকে আল্লাহ অনুমতি দেবেন। আর সে-ও কোনো অন্যায় সুপারিশ করতে পারবে না। সুপারিশ পাওয়ার যোগ্য লোকের জন্যই সুপারিশ করতে হবে।

২৬. 'নিকটতম' আযাব এজন্য বলা হয়েছে যে, মৃতুকালীন সময়ে মানুষের সুদীর্ঘ হায়াতকেও নিতান্ত নগণ্য বলে মনে হবে। অপর দিকে মৃত্যুর পর থেকে হাশর পর্যন্ত সময় (যার পরিমাণ একমাত্র আল্লাহ-ই জানেন) সম্পর্কে মানুষের কোনো চেতনা ও অনুভূতি থাকবে না। আর সে জন্যই হাশর ময়দানে মানুষ যখন পুনরায় জীবিত হয়ে উঠবে তখন তার মৃত্যুকাল থেকে হাশর পর্যন্ত দীর্ঘ সময়কে মনে হবে একেবারেই কম সময়। সে মনে করবে যে, সে কিছুক্ষণ আগে ঘুমিয়েছিল, হাশরের শোরগোল তাকে জাগিয়ে দিল। হাজার বা লক্ষ বছর পর তাকে জীবিত করা হয়েছে। এ অনুভূতি ও চেতনা তার মধ্যে মোটেই থাকবে না।

২৭. অর্থাৎ দুনিয়াতে মানুষ হিসেবে যদি আমার জন্মই না হতো তাহলে তো আমি মাটিই থেকে যেতাম; অথবা মৃত্যুর পর যদি আমি মাটির সাথে মিশে যেতে পারতাম।

২য় রুকূ' (৩১-৪০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. দুনিয়াতে মানুষ যেসব বিষয়কে সুখের উপকরণ মনে করে, আখেরাতেও সেগুলোই সুখের উপকরণ থাকবে। তবে দুনিয়াতে সুখের সাথে দুঃখের সংমিশ্রণ থাকে ; কিন্তু আখেরাতের সুখ হবে অনাবিল, সেখানে যারা সুখী হবে তাদের মধ্যে দুঃখের লেশমাত্রও থাকবে না।

২. বিপরীত পক্ষে দুঃখের ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য। আখেরাতে যারা দুঃখী হবে, তারা সুখের ঘ্রাণও পাবে না।

৩. দুনিয়ার সৎকর্মের প্রতিদান আল্লাহ তাআলা আখেরাতে এত উত্তম ও বেশি দেবেন যা মানুষের চিন্তা ও কল্পনার অতীত।

৪. আখেরাতে আল্লাহর আদালতের সামনে উপস্থিত সারিবদ্ধ ফেরেশতাকুল নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকবে। কেউ কোনো কথা বলতে পারবে না। কোনো মানুষতো দূরের কথা আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতারাও কোনো কথা বলার সাহস ও অধিকার পাবে না। তবে আল্লাহ রহমানুর রাহীম যাকে অনুমতি দেবেন, সে-ই কথা বলতে পারবে ; কিন্তু সে-ও সত্য ও ন্যায় কথা-ই বলবে।

৫. আখেরাতের সেই কঠিন মুসীবতের দিনের বিপদ থেকে বাঁচার জন্য এ দুনিয়া থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে যেতে হবে। এজন্য আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা অনুযায়ী দুনিয়ার জীবন পরিচালনা করতে হবে, তবেই আল্লাহর রহমতের আশ্রয় লাভ করা যাবে।

৬. ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জীবন শেষ হওয়ার সাথে সাথেই আখেরাতের জীবন শুরু হয়ে যাবে। মানুষ যখন তার সকল কৃতকর্মের পুংখানুপুংখ প্রতিবেদন তার সামনে উপস্থিত পাবে, তখন কাফের-অবিশ্বাসীরা লজ্জা ও অনুশোচনায় মাটির সাথে মিশে যেতে চাইবে ; কিন্তু তা-তো আর হবার নয়।

সূরা আন নাযিয়াত
আয়াত ঃ ৪৬
রুকূ' ঃ ২

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দটিকেই এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

মাক্কী জীবনের প্রথম দিকে সূরা আন নাবা'র পর এ সূরাটি নাযিল হয়েছে। বিষয়বস্তুর আলোকেও এটা প্রতীয়মান হয়।

মূল আলোচ্য বিষয়

কেয়ামত ও আখেরাত তথা এ দুনিয়ার বিলয় ও পরকালীন জীবনের প্রমাণ দান ; সে সাথে আল্লাহর রাসূলের দাওয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার কঠোর পরিণাম সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ-ই এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয়।

সূরার প্রথম দিকে সেসব ফেরেশতাদের শপথ করেছেন যারা মানুষের প্রাণ হরণ, আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়ন এবং আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে বিশ্ব-জগতের যাবতীয় বিষয় পরিচালনায় নিয়োজিত। অতপর আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন যে, এসব ফেরেশতারা উল্লেখিত কাজসমূহ আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে, তেমনি নিকট ভবিষ্যতে আল্লাহর হুকুমে তারাই এ বিশ্ব-ব্যবস্থা ভেঙে চুরমার করে দেবে এবং সেই স্থানে এক নতুন ব্যবস্থার সূচনা করবে ; আর সেটাই হবে আখেরাত।

এরপর বলা হয়েছে যে, এ কাজটি আল্লাহর জন্য মোটেই কঠিন নয়। কারণ এ বিশ্ব-ব্যবস্থাপনা ধ্বংস করে দেয়ার জন্য মাত্র একটি ঝাঁকুনী প্রয়োজন।

অতপর মূসা (আ) ও ফেরাউনের উদাহরণ পেশ করে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে যে, রাসূলকে অমান্য-অস্বীকার করার যে পরিণতি ফেরাউনের হয়েছিল তা থেকে তোমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

তারপর মানুষকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি যে অত্যন্ত সহজ কাজ, তার উপর যুক্তি পেশ করা হয়েছে। যে আল্লাহ মানুষকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন বিশাল সৌরজগত তাঁর পক্ষে মানুষকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা কঠিন হবে—এটা যুক্তিসংগত কথা নয়। মানুষকে তো আল্লাহ অনর্থক সৃষ্টি করেননি। তিনি দুনিয়াতে মানুষ ও জীব-জন্তুর জীবন ধারণের উপকরণ সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে বুদ্ধিসম্পন্ন ও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন জীব সৃষ্টি করেছেন—এসব কিছুই তো সাক্ষ দেয় যে, তিনি অবশ্যই মানুষের নিকট থেকে এসব ব্যাপারে হিসেব গ্রহণ করবেন। তাঁর দেয়া স্বাধীনতা ও উপায়-উপকরণ কোথায়

কিভাবে ব্যয় করেছে তার হিসেব তিনি মানুষের নিকট থেকে নেবেন না এটা কোনো যুক্তির কথা হতে পারে না। কারণ মানুষকে দেয়া স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও দায়িত্বের স্বাভাবিক, নৈতিক ও যুক্তিসংগত দাবী তো এটাই যে, তার নিকট থেকে হিসেব নেয়ার ভিত্তিতে তাকে পুরস্কার বা শাস্তি দেয়া হবে।

সর্বশেষে কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় সম্পর্কে কাফেরদের প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে যে, এর সময় সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ-ই জানেন। রাসূলের দায়িত্ব একমাত্র কেয়ামত ও আখেরাত সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া। এখন মানুষ ইচ্ছা করলে রাসূলের সতর্কতাকে গুরুত্ব দিয়ে নিজের জীবনকে গড়ে নিতে পারে, অথবা এ সতর্কতাকে গুরুত্ব না দিয়ে নিজের জীবনকে বরবাদ করে দিতে পারে। অতপর দুনিয়ার সংক্ষিপ্ত জীবন শেষ হয়ে যাওয়ার পর সে বুঝতে পারবে রাসূলের সতর্ক করার গুরুত্ব, কিন্তু তখনতো আর শোধরাবার কোনো উপায় থাকবে না।

❐

রুকূ' ২ | **৭৯. সূরা আন নাযিয়াত-মাক্কী** | আয়াত ৪৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

۝١ وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ۝٢ وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ۝٣ وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا ۝

১. কসম সজোরে উৎপাটনকারী (ফেরেশতার) যারা নির্মমভাবে টেনে বের করে। ২. কসম মৃদুভাবে বন্ধন মুক্তকারী (ফেরেশতা)দের যারা মৃদুভাবে টেনে বের করে। ৩. কসম দ্রুত সাঁতারকারী (ফেরেশতা)দের যারা (শূন্য লোকে) সাঁতরায়।

۝٤ فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا ۝٥ فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ۝٦ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۝

৪. অতপর (কসম) দ্রুত গতিশীল (ফেরেশতা)-দের যারা দ্রুত এগিয়ে যায়। ৫. তারপর (কসম) সকল কার্যনির্বাহক (ফেরেশতা)-দের।[১] ৬. সেই দিন কাঁপিয়ে দেবে প্রকম্পনকারী।

①وَ-কসম ; النّٰزِعٰتِ-(ال+نزعت)-কঠোরভাবে উৎপাটনকারীদের ; غَرْقًا -যারা নির্মমভাবে টেনে বের করে।②وَّ-কসম ; النّٰشِطٰتِ-(ال+نشطت)-মৃদুভাবে বন্ধন মুক্তকারীদের ; نَشْطًا-যারা মৃদুভাবে টেনে বের করে।③وَّ-কসম ; السّٰبِحٰتِ-(ال+سبحت)-দ্রুত সাঁতারকারীদের ; سَبْحًا-যারা (শূন্য লোকে) সাঁতরে চলে। ④ فَالسّٰبِقٰتِ-(ف+ال+سبقت)-অতপর (কসম) দ্রুত গতিশীলদের ; سَبْقًا-যারা দ্রুত এগিয়ে যায়।⑤فَالْمُدَبِّرٰتِ-(ف+ال+مدبرت)-তারপর (কসম) নির্বাহকদের ; اَمْرًا - সকল কার্য ⑥يَوْمَ-সেইদিন ; تَرْجُفُ-কাঁপিয়ে দেবে ; الرَّاجِفَةُ-(ال+راجفة)-প্রকম্পনকারী।

১. আল্লাহ তাআলা এ সূরার প্রথম পাঁচটি আয়াতে পাঁচটি গুণসম্পন্ন অদৃশ্য সত্তার কসম করেছেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা না করলেও মশহুর সাহাবী ও তাবেয়ী মুফাস্সিরদের মতে, এখানে ফেরেশতাদের কথা বলা হয়েছে। প্রথম আয়াতে কসম করা হয়েছে সেসব ফেরেশতার যারা কাফেরদের শরীরের শিরা-উপশিরা থেকে তাদের রূহকে অতি নির্মমভাবে টেনে বের করে। দ্বিতীয় আয়াতে কসম করা হয়েছে সেসব ফেরেশতার যারা মু'মিনদের রূহকে অত্যন্ত সহজভাবে দেহের সাথে তার বন্ধনকে খুলে দেয়, ফলে সহজেই মু'মিনের রূহ বের হয়ে আসে। তৃতীয় আয়াতে কসম করা হয়েছে সেসব ফেরেশতার যারা মানুষের রূহকে কবয করার পর অতি দ্রুতগতিতে শূণ্যলোকে সাঁতার কেটে আকাশের দিকে নিয়ে যায়। চতুর্থ আয়াতে কসম করা হয়েছে সেসব ফেরেশতার মানুষের রূহ হাতে আসার পর যারা রূহকে ভাল বা মন্দ স্থানে পৌছানোর জন্য প্রতিযোগিতার সাথে এগিয়ে যায়। পঞ্চম আয়াতে বিশ্ব-ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ফেরেশতাদের কসম করা হয়েছে। অতপর কেয়ামত ও মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের বিষয়

⑦ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ⑧ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ⑨ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ

৭. তাকে অনুসরণ করবে অনুগমনকারী।[২] ৮. কতক অন্তর সেদিন ভীত-সন্ত্রস্ত হবে।[৩] ৯. তাদের দৃষ্টিসমূহ হবে ভয়ে অবনমিত।

⑩ يَقُولُونَ ءَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ⑪ ءَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً

১০. তারা বলবে—সত্যিই কি আমরা আগের অবস্থায় প্রত্যাবর্তিত হবো ? ১১. তখনো কি, যখন আমরা পরিণত হবো চূর্ণ-বিচূর্ণ হাড্ডিতে ?

⑦ تَتْبَعُهَا-(تتبع+ها)-তাকে অনুসরণ করবে ; الرَّادِفَةُ-(ال+رادفة)-অনুগমনকারী। ⑧ قُلُوبٌ-কতক অন্তর ; يَوْمَئِذٍ-সেইদিন ; وَّاجِفَةٌ-ভীত-সন্ত্রস্ত হবে। ⑨ أَبْصَارُهَا-(ابصار+ها)-তাদের দৃষ্টিসমূহ হবে; خَاشِعَةٌ-ভয়ে অবনমিত। ⑩ يَقُولُونَ-তারা বলবে; ءَ إِنَّا-(ء+انا)-সত্যিই কি আমরা ; لَمَرْدُودُونَ-(ل+مردودون)- প্রত্যাবর্তিত হবো ; فِي الْحَافِرَةِ-(فى+ال+حافرة)-আগের অবস্থায়। ⑪ ءَ إِذَا-(ء+اذا)-তখনো কি যখন ; كُنَّا-আমরা পরিণত হবো ; عِظَامًا-হাড্ডিতে ; نَّخِرَةً-চূর্ণ-বিচূর্ণ।

আলোচনা করে একথাই বুঝানো হয়েছে যে, কেয়ামত অবশ্যম্ভাবী এবং মৃত্যুর পরে মানুষকে নিশ্চিতভাবেই নতুন করে জীবিত করা হবে।

এখানে ফেরেশতাদের পাঁচটি গুণ উল্লেখ করে কসম করার কারণ হলো—কাফেররা যেহেতু আল্লাহর অস্তিত্ব, ফেরেশতাদের অস্তিত্ব এবং তাদের বিভিন্ন গুণ সম্পর্কে অবিশ্বাসী ছিল না, যদিও মূর্খতাবশত তাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলতো এবং তাদেরকে নিজেদের মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছিল, তাই কেয়ামত ও আখেরাতের প্রমাণ হিসেবে ফেরেশতাদের পাঁচটি গুণ উল্লেখ করে কসম করা হয়েছে। অর্থাৎ যে আল্লাহর হুকুমে ফেরেশতারা তোমাদের রূহ কবয করে যথাস্থানে নিয়ে যায় এবং যে আল্লাহর হুকুমে তারা বিশ্বজাহান পরিচালনায় নিয়োজিত, সেই আল্লাহর হুকুমেই তারা এ বিশ্বজাহান ধ্বংস করে দিতে এবং নতুন এক জগত সৃষ্টি করতেও সক্ষম। তাঁর হুকুম পেলে তা তামিল করতে তাদের এক মুহূর্ত দেরীও হয় না, আর হয় না সামান্যতম শৈথিল্য।

২. এখানে শিঙার যে ফুঁকের মাধ্যমে আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যকার সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে তার কথাই বলা হয়েছে। এর পরবর্তী ফুঁকের মাধ্যমে মানুষ আবার জেগে উঠবে এবং অবাক চোখে সবকিছু দেখতে থাকবে।

৩. কেয়ামতের দিন কাফের-মুশরিক ও মুনাফিকদের অন্তরই ভীত-সন্ত্রস্ত হবে, তাদের দৃষ্টি হবে আতঙ্কগ্রস্ত। 'কতক অন্তর' বলে সেদিকেই ইংগীত করা হয়েছে। কারণ মু'মিনদের উপর এ ধরনের ভয়ের কোনো চিহ্ন দেখা যাবে না।

(১২) قَالُوْا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ (১৩) فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ ۝

১২. তারা বলে—তখন তো সেই প্রত্যাবর্তন হবে খুবই ক্ষতিকর।[৪]
১৩. তখন তো তা হবে শুধুমাত্র একটি বিকট ধমক।

(১৪) فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ (১৫) هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى (১৬) اِذْ نَادٰىهُ

১৪. তৎক্ষণাৎ তারা (উপস্থিত) হবে খোলা ময়দানে।[৫] ১৫. মূসার খবর কি আপনার[৬] কাছে পৌঁছেছে ? ১৬. যখন তাকে ডেকে বললেন

رَبُّهٗ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى (১৭) اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ۝

তাঁর প্রতিপালক পবিত্র 'তুয়া'[৭] উপত্যকায় ; ১৭. তুমি ফেরাউনের নিকট যাও, সে অবশ্যই বিদ্রোহ করেছে ;

(১২) قَالُوْا-তারা বলে ; تِلْكَ-সেই ; اِذًا-তখনতো ; كَرَّةٌ-প্রত্যাবর্তন হবে ; خَاسِرَةٌ-খুবই ক্ষতিকর। (১৩) فَاِنَّمَا-তখন তো হবে শুধুমাত্র ; هِيَ-তা ; زَجْرَةٌ-বিকট ধমক ; وَاحِدَةٌ-একটি। (১৪) فَاِذَا-(ف+اذا)-তৎক্ষণাৎ ; هُمْ-তারা (উপস্থিত) হবে ; بِالسَّاهِرَةِ-(ب+ال+ساهرة)-খোলা ময়দানে। (১৫) هَلْ اَتٰكَ-(هل+اتى+ك)-আপনার কাছে পৌঁছেছে কি ? ; حَدِيْثُ-খবর ; مُوْسٰى-মূসার। (১৬) اِذْ-যখন ; نَادٰهُ-(نادى+ه)-তাঁকে ডেকে বললেন ; رَبُّهٗ-(رب+ه)-তাঁর প্রতিপালক ; بِالْوَادِ-(ب+ال+واد)-উপত্যকায় ; الْمُقَدَّسِ-(ال+مقدس)-পবিত্র ; طُوًى-তুয়া। (১৭) اِذْهَبْ-তুমি যাও ; اِلٰى-নিকট ; فِرْعَوْنَ-ফেরাউনের ; اِنَّهٗ-সে অবশ্যই ; طَغٰى-বিদ্রোহ করেছে।

৪. এটা ছিল আখেরাত নিয়ে কাফেরদের উপহাস ছলে বলা কথা। তারা যখন বললো—আমাদের হাড্ডিগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাওয়ার পরও কি আমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করা হবে ? জবাবে বলা হলো যে, হ্যাঁ এমনই হবে, তখন তারা উপহাস করে বললো—তাহলে তো আমাদের পুনরায় জীবিত হয়ে উঠা খুবই ক্ষতির ব্যাপার হবে। আমাদের তো আর বাঁচার পথ থাকবে না।

৫. অর্থাৎ তোমাদের হাড্ডি-মাংস চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাওয়ার এবং সবকিছু মাটি হয়ে যাওয়ার পর একটি মাত্র ধমক বা ঝাঁকুনি দিলেই তোমরা জীবিত হয়ে নিজেদেরকে হাশরের মাঠে উপস্থিত দেখতে পাবে। তোমরা যতই হাসি-ঠাট্টা বা বিদ্রূপ কর না কেন এবং যতই তা থেকে পালিয়ে থাকতে চাও না কেন, কেয়ামত ও আখেরাত অবশ্যম্ভাবী।

৬. কাফেরদের কেয়ামত ও আখেরাত সম্পর্কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর রাসূলকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা ও তাঁকে কষ্ট দেয়া। আল্লাহ তাআলা এখানে আখেরাতের

⑱ فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰٓى اَنْ تَزَكّٰى ⑲ وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى ○

১৮. আর (তাকে) বলো—তোমার কি পবিত্র হওয়ার ইচ্ছা আছে ? ১৯. এবং আমি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের দিকে পথ দেখাচ্ছি, যাতে তুমি (তাঁকে) ভয় কর।[৮]

⑱ فَقُلْ-(ف+قل)-আর বলো ; هَلْ لَكَ-(هل+لك)-তোমার কি ইচ্ছা আছে ; اِلٰٓى اَنْ تَزَكّٰى-(الى+ان تزكى)-পবিত্র হওয়ার। ⑲ وَ-এবং ; اَهْدِيَكَ-(هدى+ك)-আমি তোমাকে পথ দেখাচ্ছি ; اِلٰى-দিকে ; رَبِّكَ-(رب+ك)-তোমার প্রতিপালকের ; فَتَخْشٰى-(ف+تخشى)-যাতে তুমি ভয় করো।

ব্যাপারে আরো যুক্তি-প্রমাণ পেশ করার আগে কাফের-মুশরিক ও সংশয়বাদীদেরকে মূসা (আ) ও ফেরাউনের কাহিনী শুনিয়ে দিচ্ছেন, যাতে তারা রাসূলের সাথে তাদের আচরণ এবং আল্লাদ্রোহিতার পরিণাম সম্পর্কে সজাগ-সচেতন হতে পারে।

৭. 'তুয়া' শব্দ দ্বারা এ নামে পরিচিত সেই পবিত্র উপত্যকাটিকে বুঝানো হয়েছে যেখানে মূসা (আ)-কে আল্লাহ তাআলা সম্বোধন করেছিলেন। অবশ্য এর আরো দুটো অর্থ হতে পারে—(ক) যে উপত্যকাটিকে দুবার পবিত্র করা হয়েছে। প্রথমবার আল্লাহ তাআলা মূসা (আ)-কে সম্বোধন করে পবিত্র করেন। দ্বিতীয়বার মূসা (আ) বনী ইসরাঈলকে মিসর থেকে বের করে নিয়ে সেখানে অবস্থান করলে আল্লাহ তাকে আবার পবিত্র করেন। (খ) রাতের কিছু অংশ অতিক্রম করার পর, তখন অর্থ হবে—"আল্লাহ তাআলা তাকে রাতের কিছু অংশ অতিক্রম করার পর সম্বোধন করেন।"

৮. এখানে ফেরাউনের বিদ্রোহ করা দ্বারা স্রষ্টা ও সৃষ্টি উভয়ের মুকাবিলায় বিদ্রোহ করা বুঝানো হয়েছে। স্রষ্টার মুকাবিলায় বিদ্রোহ হলো—'আমি তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক' বলে দম্ভোক্তি করা ; আর সৃষ্টির মুকাবিলায় বিদ্রোহ হলো—"নিজ শাসনাধীন এলাকার লোকদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে তাদের উপর শোষণ-নির্যাতন চালানো।'

আর 'পবিত্র হওয়ার' দ্বারা 'মুসলমান হওয়ার' কথা জানতে চাওয়া হয়েছে। কুরআন মজীদে 'তাযাক্কী' তথা আত্মিক পরিশুদ্ধতা দ্বারা ইসলাম গ্রহণ করার কথা বুঝানো হয়েছে। যেমন সূরা আবাসা'য় রাসূলকে সম্বোধন করে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন—وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰى অর্থাৎ "আপনি কিভাবে জানবেন, হয়তো সে পরিশুদ্ধ হতো ?" এর অর্থ 'সে ইসলাম গ্রহণ করতো।'

আর "তোমার প্রতিপালকের দিকে পথ দেখাচ্ছি। যাতে তুমি ভয় কর"-এর অর্থ হলো তুমি যদি আমার দেখানো পথে চলো, তাহলে তুমি তোমার প্রতিপালককে চিনবে এবং তখন তুমি যে 'রব' হওয়ার দাবী করছো তার জন্য অবশ্যই তুমি ভীত-সন্ত্রস্ত হবে। কারণ তুমি এ দাবীর মাধ্যমে নিজের উপর বিরাট যুলুম করছো।

(২০) فَأَرٰىهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى (২১) فَكَذَّبَ وَعَصٰى (২২) ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى ○

২০. অতপর তিনি (মূসা) তাকে দেখালেন মহা নিদর্শন ;[৯] ২১. কিন্তু সে মিথ্যা বলে জানলো এবং অমান্য করলো। ২২. তারপর সে পেছনে ফিরে গেলো—চালবাজী করতে লাগলো।[১০]

(২৩) فَحَشَرَ فَنَادٰى (২৪) فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى (২৫) فَاَخَذَهُ اللّٰهُ

২৩. অতপর সে (লোক) জমায়েত করলো এবং সজোরে ডাক দিল—২৪. বললো—আমি তোমাদের (শ্রেষ্ঠ) প্রতিপালক।[১১] ২৫. ফলে আল্লাহ তাকে পাকড়াও করলেন

(২০) فَاَرٰىهُ-(ف+ارى+ه)-অতপর তিনি (মূসা) দেখালেন তাকে ; الْاٰيَةَ-(ال+اية)-
নিদর্শন ; الْكُبْرٰى-(ال+كبرى)-মহা। (২১) فَكَذَّبَ-(ف+كذب)-কিন্তু সে মিথ্যা বলে
জানলো ; وَ-এবং ; عَصٰى-অমান্য করলো। (২২) ثُمَّ-তারপর ; اَدْبَرَ-সে পেছনে ফিরে
গেলো ; يَسْعٰى-চালবাজী করতে লাগলো। (২৩) فَحَشَرَ-(ف+حشر)-অতপর সে
(লোক) জমায়েত করলো ; فَنَادٰى-(ف+نادى)-সজোরে ডাক দিল। (২৪) فَقَالَ-(ف+
قال)-বললো ; اَنَا-আমি ; رَبُّكُمُ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালক ; الْاَعْلٰى-(ال+
على)-শ্রেষ্ঠ। (২৫) فَاَخَذَهُ-(ف+اخذ+ه)-ফলে তাকে পাকড়াও করলেন। اللّٰهُ-আল্লাহ ;

মানুষের আত্মিক পরিশুদ্ধতা একমাত্র আল্লাহর ভয়ের উপর নির্ভর করে, আর এর মাধ্যমেই মানুষ সঠিক এবং নির্ভুল দৃষ্টিভংগী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

৯. 'আল আয়াতাল কুবরা' তথা 'মহা নিদর্শন' দ্বারা মূসা (আ)-কে আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত মু'জিযার কথা বলা হয়েছে। আর তা হলো তাঁর হাতের লাঠি অজগরে পরিণত হওয়া। মূসা (আ) যখন ফেরাউনের যাদুকরদের মুকাবিলায় হাতের লাঠিটি ছেড়ে দিলেন তখনই তা এক বিরাট অজগরে পরিণত হলো এবং যাদুকরদের লাঠি ও দড়ি দ্বারা তৈরি কৃত্রিম সাপগুলোকে টপাটপ গিলে ফেললো। আবার যখন তিনি অজগরটিকে হাত দ্বারা ধরলেন তখনই তা আবার পূর্বের মত লাঠি হয়ে গেলো। তাঁর নবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণের জন্য এর চেয়ে বড় নিদর্শন আর কি হতে পারে ?

১০. ফেরাউন মূসা (আ)-এর দাওয়াতকে অমান্য করে তাঁর মু'জিযাকে যাদু হিসেবে প্রমাণ করার জন্য যে চালবাজী শুরু করে দিল এখানে সেদিকেই ইংগীত করা হয়েছে। কুরআন মজীদে অন্য জায়গায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সে মিসরের বড় বড় যাদুকরদের জমায়েত করে মূসা (আ)-এর মু'জিযাকেও যাদু বলে চালিয়ে দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করলো ; কিন্তু নবীর মু'জিযার সামনে যাদুকরদের যাদু ব্যর্থ হয়ে গেলো। শুধু তাই নয়, যাদুকররাও মূসা (আ)-এর প্রতি ঈমান আনলো।

১১. ফেরাউনের 'রাব্বুকুমুল আ'লা' বলার অর্থ এ নয় যে, সে নিজেকে আসমান-যমীনের স্রষ্টা ও বিশ্বজাহানের প্রতিপালক বলে ঘোষণা করেছে। কারণ সে নিজেই অন্য

نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى ﴿٢٥﴾ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ﴿٢٦﴾

দুনিয়া ও আখেরাতের আযাবে। ২৬. নিশ্চয়ই এতে রয়েছে তার জন্য শিক্ষণীয় বিষয়, যে ভয় করে।[১২]

نَكَالَ-আযাবে ; الْاٰخِرَةِ-(ال+اخرة)-আখেরাতের ; وَ-ও ; الْاُوْلٰى-(ال+اولى)-দুনিয়া। اِنَّ﴿٢٦﴾-নিশ্চয়ই ; فِيْ ذٰلِكَ-এতে রয়েছে ; لَعِبْرَةً-শিক্ষণীয় বিষয় ; لِّمَنْ-(ل+من)-তার জন্য, যে ; يَّخْشٰى-ভয় করে।

শক্তির পূজারী ছিল। সে আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করতো। সে বলতো—মূসা যদি আল্লাহর প্রেরিত নবী হতো, তা হলে তার সাথে সোনার কাঁকন এবং ফেরেশতারা কেন নাযিল হয়নি ? এ থেকে এটাই বোধগম্য হয় যে, সে নিজেকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ইলাহ বা রব দাবী করেনি ; বরং সে যা দাবী করেছে তার অর্থ হলো—আমার রাজ্যে আমি ছাড়া অন্য কোনো শক্তির হুকুম চলবে না। আমার রাজ্যে হুকুম একমাত্র আমার-ই চলবে, কারণ আমার উপর এ রাজ্যে ক্ষমতাধর কেউ নেই।

১২. অর্থাৎ ফেরাউন যে আল্লাহর রাসূলকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে ও তাঁর দাওয়াতকে মেনে নিতে অস্বীকার করে, সে জন্যই তার এ পরিণাম হয়েছিল। সুতরাং যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের উচিত এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা, অর্থাৎ আল্লাহর রাসূলের দাওয়াতকে পুরোপুরি গ্রহণ করা। নচেত তাদের পরিণামও ফেরাউনের মতই হবে।

১ম রুকূ' (১-২৬ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তাআলার ফেরেশতাদের কসম করে বলা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কেয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে। অতপর আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সকল মানুষকে পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে।

২. সকল মানুষের রূহ মৃত্যুকালে ফেরেশতারাই নিয়ে যায়।

৩. কাফেরদের রূহ অত্যন্ত নির্মমভাবে কঠোরতার সাথে কবয করা হয়।

৪. মু'মিনদের রূহ অত্যন্ত সহজভাবে আস্তে আস্তে কবয করা হয়, যাতে তারা কষ্ট কম পায়।

৫. ফেরেশতারা আল্লাহর নির্দেশ পাওয়া মাত্রই তা পালন করার জন্য চোখের পলকেই এগিয়ে যায়।

৬. আল্লাহ তাআলা তাঁর এ মহাবিশ্ব এবং এর সমগ্র ব্যবস্থাপনা তাঁরই সৃষ্ট ফেরেশতাদের দ্বারা পরিচালনা করেন।

৭. কেয়ামতের দিন কাফের, মুশরিক ও মুনাফিকদের অন্তর-ই ভীত ও প্রকম্পিত হবে। মু'মিন ও সৎলোকদের উপর এ ভীতি প্রভাব ফেলবে না।

৮. শিঙায় ফুঁক দেয়ার সাথে সাথেই কেয়ামত সংঘটিত হবে এবং সবকিছুই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। আর পরবর্তী ফুঁকের সাথে সাথেই মানুষ হাশরের মাঠে সমবেত হয়ে যাবে।

৯. তাযকিয়ায়ে নফস তথা আত্মার পরিশুদ্ধতা একমাত্র ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমেই সম্ভব। ইসলাম গ্রহণ ছাড়া অন্য কোনো পথে আত্মশুদ্ধি সম্ভব নয়।

১০. আল্লাহর কুদরতের অগণিত-অসংখ্য নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও নবী-রাসূলদের আনীত আদর্শের প্রতি যথার্থ ঈমান না আনা দুনিয়াতে লাঞ্ছনা এবং আখিরাতে কঠোর আযাবের যোগ্য হওয়ার একমাত্র কারণ।

১১. কুরআন মজীদে বর্ণিত ঘটনাগুলো থেকে মুত্তাকী তথা আল্লাহভীরু লোকদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-৪
আয়াত সংখ্যা-২০

(২৭) ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَاءُ ط بَنٰهَا (২৮) رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰهَا ۙ

২৭. তোমাদেরকে[১৩] সৃষ্টি করা কি অধিক কঠিন, না কি আসমান ?[১৪] তিনিই তো তা নির্মাণ করেছেন।
২৮. তিনি সুউচ্চ করেছেন তার ছাদকে অতপর তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন।

(২৯) وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحٰهَا ۖ (৩০) وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ

২৯. আর তিনি তার রাতকে করেছেন অন্ধকারময় এবং তার দিনকে করেছেন আলোকময়।[১৫] ৩০. তারপর যমীনকে

(২৭) ءَاَنْتُمْ-(ء+انتم)-তোমাদেরকে কি ; اَشَدُّ-অধিক কঠিন ; خَلْقًا-সৃষ্টি করা ; اَمِ-না- কি ; السَّمَاءُ-(ال+سماء)-আসমান ; بَنٰهَا-(بنى+ها)-তিনিই তো তা নির্মাণ করেছেন। (২৮) رَفَعَ-তিনি সুউচ্চ করেছেন ; سَمْكَهَا-(سمك+ها)-তার ছাদকে ; فَسَوّٰهَا-(ف+سوى+ها)-অতপর তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন। (২৯) وَ-আর ; اَغْطَشَ-তিনি অন্ধকারময় করেছেন ; لَيْلَهَا-(ليل+ها)-তার রাতকে ; وَ-এবং ; اَخْرَجَ-আলোময় করেছেন ; ضُحٰهَا-(ضحى+ها)-তার দিনকে। (৩০) وَ-এবং ; الْاَرْضَ-(ال+ارض)-যমীনকে ; بَعْدَ-পরে ; ذٰلِكَ-তার ;

১৩. কেয়ামত ও আখেরাত তথা মৃত্যুর পরবর্তী জীবন অবশ্যই সংঘটিত হবে এবং তা সৃষ্টিজগতের পরিবেশ-পরিস্থিতির অনিবার্য দাবী। আল্লাহ তাআলা এখানে কেয়ামত ও আখেরাত যে সম্ভব তার যৌক্তিকতা পেশ করছেন।

১৪. কেয়ামত ও আখেরাতকে অস্বীকারকারী কাফেরদের উদ্দেশ করে আল্লাহ তাআলা এখানে এরশাদ করছেন যে, তোমাদের পুনরায় সৃষ্টি করাকে কঠিন মনে করছো কোন্ যুক্তিতে ? তোমাদের মাথার উপর যে আসমান, যাতে রয়েছে অগণিত গ্রহ-নক্ষত্র ও সৌরজগত—এগুলো সৃষ্টির চেয়ে তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করা কি কঠিন ? যে মহান স্রষ্টা তোমাদেরকে প্রথমবার কোনো নমুনা ছাড়া সৃষ্টি করেছেন, তাঁর জন্য তোমাদের দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা কঠিন হওয়ার কোনো কারণই নেই। কুরআন মজীদে আরো কয়েক স্থানেই এ সম্পর্কিত যুক্তি-প্রমাণ পেশ করেছেন। সূরা ইয়াসীনের ৮১ আয়াত এবং সূরা মু'মিনের ৫৭ আয়াতে এ প্রসঙ্গে আলোচনা রয়েছে।

১৫. রাত ও দিনের পরিবর্তন প্রক্রিয়া আকাশের সাথে সম্পর্কিত। সূর্য অস্ত যাওয়ার পর পৃথিবীতে অন্ধকার ছেয়ে যায়, তখন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না, তাই রাতকে

دَحٰىهَا ﴿٣٠﴾ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعٰىهَا ﴿٣١﴾ وَالْجِبَالَ أَرْسٰىهَا ﴿٣٢﴾

প্রশস্ত করেছেন।[১৬] ৩১. তিনি বের করেছেন তার মধ্য থেকে তার পানি এবং তার ফলমূল[১৭] তৃণাদি। ৩২. আর তিনি পাহাড়কে দিয়েছেন গেঁথে।

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴿٣٣﴾ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرٰى ﴿٣٤﴾

৩৩. উপভোগের সামগ্রী স্বরূপ—তোমাদের ও তোমাদের গবাদিপশুর জন্য।[১৮]
৩৪. অতপর যখন এসে পড়বে সেই মহা বিপদ ;[১৯]

دَحٰىهَا-(دحى+ها)-তাকে প্রশস্ত করেছেন। ﴿٣١﴾ أَخْرَجَ-তিনি বের করেছেন ; مِنْهَا-(من+ها)-তার মধ্য থেকে ; مَاءَهَا-(ماء+ها)-তার পানি ; وَ-ও ; مَرْعٰىهَا-(مرعى+ها)-তার তৃণাদি ও ফলমূল। ﴿٣٢﴾ وَ-আর ; الْجِبَالَ-(ال+جبال)-পাহাড়কে ; أَرْسٰىهَا-(ارسى+ها)-দিয়েছেন তাকে গেঁথে। ﴿٣٣﴾ مَتَاعًا-উপভোগের সামগ্রী স্বরূপ ; لَكُمْ-(ل+كم)-তোমাদের ; وَ-ও ; لِأَنْعَامِكُمْ-(ل+انعام+كم)-তোমাদের গবাদি পশুর জন্য। ﴿٣٤﴾ فَإِذَا-(ف+اذا)-অতপর যখন ; جَاءَتِ-এসে পড়বে ; الطَّامَّةُ-(ال+طامة)-সেই বিপদ ; الْكُبْرٰى-(ال+كبرى)-মহা।

ঢেকে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। অপরদিকে সূর্য উদয়ের পর সবকিছু আলোকময় হয়ে যায়, ফলে দিনের প্রকাশ ঘটে, তাই দিনকে প্রকাশ করে দেয়ার কথা বলা হয়েছে।

১৬. আসমান সৃষ্টির কথা বলার পরে যমীন সৃষ্টি করার কথা বলা দ্বারা একথা বুঝানো উদ্দেশ্য নয় যে, আসমান আগে সৃষ্টি হয়েছে, আর যমীন পরে সৃষ্টি হয়েছে। এখানে সৃষ্টির ক্রমিকতা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়। কুরআন মজীদে অন্য স্থানে যমীন সৃষ্টির কথা আগে এবং আসমান সৃষ্টির কথা পরেও উল্লেখ করা হয়েছে। কোন্টা আগে ও কোন্টা পরে সৃষ্টি করা হয়েছে সেটা বলা এখানে উদ্দেশ্য নয়। তবে দেখা যায় যে, যেখানে আল্লাহর অসীম ক্ষমতার কথা বলা উদ্দেশ্য সেখানে আসমান সৃষ্টির কথা আগে বলা হয়েছে ; আর যেখানে মানুষকে আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া উদ্দেশ্য সেখানে যমীন সৃষ্টির আলোচনা আকাশের আগে করা হয়েছে।

১৭. 'মারআ' দ্বারা মানুষ ও পশু উভয়ের খাদ্য বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ তিনি যমীন থেকে পানির উদ্ভব ঘটান এবং তদ্বারা মানুষ ও পশুর খাদ্য তথা ফলমূল-খাদ্যশস্য ও তৃণ-লতাদিরও উদ্ভব করেন।

১৮. উল্লেখিত আয়াতগুলোতে যেসব বিষয়ের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে সেগুলো দ্বারা কেয়ামত ও আখেরাতের জীবন সংঘটিত হওয়ার বাস্তবতাকে প্রমাণ করা হয়েছে। এখানে একথাই বুঝানো হয়েছে যে, যে আল্লাহ অত্যন্ত বিজ্ঞতা সহকারে এ বিশাল জগত এবং তন্মধ্যস্থিত জীবন জগতের জীবন ধারণের জন্য বিভিন্ন প্রয়োজনীয়

﴿٣٥﴾ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعٰى ﴿٣٦﴾ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ

৩৫. মানুষ যা করেছে সেদিন তা স্মরণ করবে ;[২০]
৩৬. আর প্রকাশ করে দেয়া হবে জাহান্নামকে

لِمَنْ يَرٰى ﴿٣٧﴾ فَأَمَّا مَنْ طَغٰى ﴿٣٨﴾ وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿٣٩﴾ فَإِنَّ

দর্শনকারীর জন্য। ৩৭. অতপর যে সীমালংঘন করেছিল ; ৩৮. এবং দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল ; ৩৯. তবে নিশ্চিত

الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوٰى ﴿٤٠﴾ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى

জাহান্নাম হবে তার ঠিকানা। ৪০. আর তখন যে ভয় রেখেছিল তার প্রতিপালকের মুখোমুখী হওয়ার এবং বিরত রেখেছিল

(৩৫) يَوْمَ-সেদিন ; يَتَذَكَّرُ-স্মরণ করবে ; الْإِنْسَانُ-(ال+انسان)-মানুষ ; مَا-তা, যা ; سَعٰى-সে করেছে। (৩৬) وَ-আর ; بُرِّزَتِ-প্রকাশ করে দেয়া হবে ; الْجَحِيمُ-(ال+جحيم)-জাহান্নামকে ; لِمَنْ-তাদের জন্য যারা ; يَرٰى-দর্শন করবে। (৩৭) فَأَمَّا-(ف+اما)-অতপর তখন ; مَنْ-যে ; طَغٰى-সীমালংঘন করেছিল। (৩৮) وَ-এবং ; اٰثَرَ-অগ্রাধিকার দিয়েছিল ; الْحَيٰوةَ-(ال+حيوة)-জীবনকে ; الدُّنْيَا-(ال+دنيا)-দুনিয়ার। (৩৯) فَإِنَّ-(ف+ان)-তবে নিশ্চিত ; الْجَحِيمَ-(ال+جحيم)-জাহান্নাম হবে ; هِيَ-তার ; الْمَأْوٰى-(ال+ماوى)-ঠিকানা। (৪০) وَ-আর ; أَمَّا-তখন ; مَنْ-যে ; خَافَ-ভয় করেছিল ; مَقَامَ-মুখোমুখি হওয়ার ; رَبِّهٖ-(رب+ه)-তার প্রতিপালকের ; وَ-এবং ; نَهَى-বিরত রেখেছিল ;

উপকরণাদি সৃষ্টি করেছেন, তাঁর পক্ষে এটা ধ্বংস করে অন্য একটি জগত সৃষ্টি করে বুদ্ধি ও ইখতিয়ার সম্পন্ন জীব মানুষের নিকট থেকে হিসেব গ্রহণ করা অত্যন্ত সহজ ব্যাপার। তাছাড়া যিনি দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান জগতের কোনো কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করেননি, তিনি মানুষকে অনর্থক সৃষ্টি করে দুনিয়াতে যাচ্ছেতাই করার জন্য ছেড়ে দিয়েছেন তাদের কাজের কোনো হিসেব গ্রহণ ও প্রতিদান দেবেন না এটা কোনো মতেই যুক্তি ও বিবেক-বুদ্ধির সাথে মেলে না।

১৯. 'তাম্মাতুল কুবরা' দ্বারা কেয়ামত বুঝানো হয়েছে। 'তাম্মাহ' শব্দ দ্বারাই মহাবিপদ বুঝায়, যা সর্বগ্রাসী ও সর্বব্যাপক হয়। এরপর 'কুবরা' তথা 'মহা' ব্যবহার করে কেয়ামতের ভয়াবহতা বুঝানো হয়েছে।

২০. মানুষের সামনে যখন ভয়াবহ কোনো বিপদ উপস্থিত হয়, মৃত্যু যখন নিকটবর্তী বলে মনে হয়, তখন অতীত জীবনের সকল কার্মকাণ্ড তার চোখের সামনে ভেসে উঠে।

النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ﴿٤٠﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰى ﴿٤١﴾ يَسْئَلُوْنَكَ

নফ্‌সকে খারাপ কামনা-বাসনা থেকে ; ৪১. তবে নিশ্চিত জান্নাত হবে তার ঠিকানা।[২১] ৪২. তারা আপনার কাছে জানতে চায়—

عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسٰهَا ﴿٤٢﴾ فِيْمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرٰهَا ﴿٤٣﴾

কেয়ামত সম্পর্কে—কখন তার আগমন (হবে)।[২২]
৪৩. আপনার কি সম্পর্ক তার বর্ণনার সাথে ?

إِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰهَا ﴿٤٤﴾ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشٰهَا ﴿٤٥﴾

৪৪. তার চূড়ান্ত জ্ঞান তো আপনার প্রতিপালকের নিকট। ৪৫. আপনি তো শুধুমাত্র তারই সতর্ককারী, যে ওটার ভয় পোষণ করে।[২৩]

النَّفْسَ-(ال+نفس)-নফ্‌সকে ; عَنِ-থেকে ; الْهَوٰى-(ال+هوى)-খারাপ কামনা-বাসনা থেকে। ﴿٤١﴾ فَإِنَّ-(ف+ان)-তবে নিশ্চিত ; الْجَنَّةَ-(ال+جنة)-জান্নাত হবে ; هِيَ-তার ; الْمَأْوٰى-ঠিকানা। ﴿٤٢﴾ يَسْئَلُوْنَكَ-(يسئلوا+ك)-তারা আপনার কাছে জানতে চায় ; عَنِ-সম্পর্কে ; السَّاعَةِ-(ال+ساعة)-কেয়ামত ; أَيَّانَ-কখন ; مُرْسٰهَا-(مرسى+ها)-তার আগমন (হবে)। ﴿٤٣﴾ فِيْمَ-কি সম্পর্ক ; أَنْتَ-আপনার ; مِنْ ذِكْرٰهَا-(من+ذكرى+ها)-তার বর্ণনার সাথে। ﴿٤٤﴾ إِلٰى-নিকট ; رَبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ; مُنْتَهٰهَا-(منهى+ها)-তার চূড়ান্ত জ্ঞান তো। ﴿٤٥﴾ إِنَّمَا-শুধুমাত্র ; أَنْتَ-আপনি তো ; مُنْذِرُ-সতর্ককারী ; مَنْ-তারই যে ; يَّخْشٰهَا-(يخشى+ها)-ওটার ভয় পোষণ করে।

একইভাবে কেয়ামত দিবসে ও হাশরের মাঠে আমলনামা তথা দুনিয়ার জীবনের সকল কর্মকাণ্ডের রিপোর্ট বা প্রতিবেদন তার সামনে উপস্থিত করার আগেই তার মনের পর্দায় তার সারাটি জীবন ভেসে উঠবে। এখানে সেদিকেই ইংগিত করা হয়েছে।

২১. আখেরাতে মানুষের ফায়সালা যে দুটো বিষয়ের উপর নির্ভরশীল এখানে (৩৭-৪১ আয়াতে) তা বলে দেয়া হয়েছে। মানুষ যদি দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর দাসত্বকে অস্বীকার করে বিদ্রোহমূলক আচরণ করে এবং আখেরাতের উপর দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দেয়, তাহলে তার জন্য জাহান্নাম-ই স্থির করে রাখা হয়েছে। আর যদি সে নিজ প্রতিপালক আল্লাহর সামনে হাযির হয়ে দাসত্বের দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহির ভয় করে জীবন যাপন করে এবং নিজের প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখে, তাহলে জান্নাত-ই হবে তার আবাস।

২২. রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় প্রশ্ন করা জানার

۝٤٦ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا

৪৬. যেদিন তারা তা দেখবে তখন (তাদের মনে হবে) যেন তারা (দুনিয়াতে) এক সকাল বা এক দুপুর ছাড়া অবস্থান করেনি।[২৪]

۝٤٦ كَأَنَّهُمْ-(كان+هم)-যেন তারা (তাদের মনে হবে) يَوْمَ-যেদিন ; يَرَوْنَهَا-(يرون+ها)-তারা তা দেখবে ; لَمْ يَلْبَثُوا-অবস্থান করেনি (দুনিয়াতে) ; إِلَّا-ছাড়া ; عَشِيَّةً-এক সকাল ; أَوْ-বা ; ضُحَاهَا-এক দুপুর।

উদ্দেশ্যে ছিল না ; বরং তা ছিল কেয়ামতকে অবিশ্বাস করে তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার উদ্দেশ্যে।

২৩. অর্থাৎ আপনার সতর্ক করা থেকে তারাই উপকৃত হবে, যারা আল্লাহর সাথে মুখোমুখি হওয়া তথা আখেরাতের ভয়ে ভীত। আর যারা কেয়ামত ও আখেরাতকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে তারা আপনার সতর্কীকরণ থেকে কোনো ফায়দা-ই গ্রহণ করতে পারবে না।

২৪. অর্থাৎ দুনিয়া থেকে যখন তাদের ইনতিকাল হবে তখন থেকে নিয়ে হাশরের ময়দানে জমায়েত হওয়া পর্যন্ত মেয়াদকে তাদের নিকট কয়েক ঘণ্টার বেশি মনে হবে না। তাদের অনুভূতি হবে যে, আমরা কয়েক ঘণ্টা মাত্র ঘুমিয়ে ছিলাম, হঠাৎ হাশরের শোরগোল আমাদেরকে জাগিয়ে দিয়েছে।

২য় রুকূ' (২৭-৪৬ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আমাদের চারদিকের পারিবেশ থেকে আমরা যে মহান স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ পাই, সেই সুবিজ্ঞ সর্বজ্ঞ সত্তা কেয়ামত সংঘটিত করতে এবং আখেরাতে আমাদেরকে পুনর্জীবন দান করে আমাদের কর্মের যথাযথ হিসেব নিয়ে সৎকর্মের পুরস্কার ও অসৎকর্মের সাজা দান করতে অবশ্যই সক্ষম।

২. মৃত্যুকালে মানুষ তার জীবনের সকল ক্রিয়া-কর্মের ভিডিও চিত্র অনায়াসেই তার চোখের সামনে ভাসমান দেখতে পায়। সুতরাং মনে রাখতে হবে আমাদের সকল তৎপরতা-ই রেকর্ড হচ্ছে।

৩. কেয়ামতের দিন জাহান্নামকেও মানুষের সামনে খুলে দেয়া হবে।

৪. যারা আখেরাতের জীবন থেকে দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দেবে, তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম ; অতএব জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে হলে আখেরাতকেই অগ্রাধিকার দিয়ে দুনিয়ার কাজকর্ম করতে হবে।

৫. যারা আল্লাহর সাথে মুখোমুখি হওয়াকে ভয় করে নফস-এর অসৎ কামনা-বাসনা পূরণ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখবে, তাদের ঠিকানা হবে জান্নাত।

৬. কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার নির্ধারিত সময় একমাত্র আল্লাহ-ই অবগত। এটা মানুষ, জ্বিন বা ফেরেশতা কারোই জানা নেই। আর তা জানার উপর ঈমান নির্ভরশীলও নয়। সুতরাং কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় নিয়ে চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন নেই।

৭. মানুষের দুনিয়ার জীবন এবং মৃত্যুর পরে হাশরের ময়দানে পুনর্জীবন লাভ করা পর্যন্ত সময়কে নিতান্ত অল্প সময় মনে হবে। আর বাস্তবেও আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনকাল কোনো হিসেব যোগ্য সময়ই নয়। সুতরাং এ নগণ্য সময়কে হেলা করে হারিয়ে ফেললে তার আর কোনো সংশোধন সম্ভব নয়। অতএব প্রত্যেকটি মুহূর্তকে কাজে লাগাতে হবে।

❐

সূরা আবাসা
আয়াত ঃ ৪২
রুকূ' ঃ ১

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দটিকেই সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

সূরাটি মাক্কী। রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুওয়াতের প্রথম দিকেই সূরাটি নাযিল হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) মক্কাতে কাফের সরদার উতবা, শাইবা, আবু জেহেল, উমাইয়া ও আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সামনে দীনের দাওয়াত পেশ করছিলেন। তখনো এসব কাফেরের সাথে রাসূলুল্লাহ (স)-এর মেলামেশা বন্ধ হয়ে যায়নি। তাদের সাথে বিরোধ তখনো প্রকট হয়ে উঠেনি। রাসূলুল্লাহ (স) এসব সরদারদের সামনে দাওয়াতী আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন, এমন সময়ে অন্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা) যিনি একেবারে প্রথম দিকে ঈমান আনয়নকারীদের একজন ছিলেন—তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে উপস্থিত হন এবং তাঁকে কিছু প্রশ্ন করেন ও উত্তরের জন্য পীড়াপীড়ি করেন। তিনি অন্ধ হওয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ (স)-এর আলোচনায় ব্যস্ত থাকার কথা জানতে পারেননি। ইবনে উম্মে মাকতুমের এ আচরণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট বিরক্তিকর ঠেকে। এ ঘটনা উপলক্ষে সূরা আবাসা নাযিল হয়। এ ঘটনা থেকে সূরাটি মাক্কী হওয়ার কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়।

আলোচ্য বিষয়

সূরার প্রথম দিককার আলোচনা থেকে মনে হতে পারে যে, অন্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা)-এর প্রতি বিরক্তিভাব প্রকাশের জন্য আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে বুঝি তিরস্কার করেছেন ; কিন্তু পুরো সূরাটি অধ্যয়নের পর সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, এ সূরায় আল্লাহ তাআলা কুরাইশ সরদারদের প্রতি তাদের সত্য-বিরোধিতার কারণে—ক্রোধ প্রকাশ করেছেন। অপর দিকে রাসূলুল্লাহ (স)-কে তাঁর সত্য দীনের দাওয়াত দানের সঠিক পদ্ধতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এ সূরায় রাসূলুল্লাহ (স)-কে এ নির্দেশনা-ই দেয়া হয়েছে যে, দীনের দাওয়াত দানের ব্যাপারে প্রত্যেক ব্যক্তিকে গুরুত্ব সহকারে শামিল করতে হবে—হোক সে ব্যক্তি দুর্বল, প্রভাব প্রতিপত্তিহীন ও অক্ষম। প্রকৃত গুরুত্বহীন সে ব্যক্তি যে সত্যবিমুখ ; সে সমাজে যত বড় মর্যাদার আসনে আসীন থাকুক না কেন।

সূরার শেষার্ধে রাসূলুল্লাহ (স)-এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারী কাফের সরদারদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তারা অবশ্যই তাদের সত্য বিরোধিতার ভয়াবহ পরিণাম কেয়ামতের দিন দেখতে পাবে। তারা তাদের যে ধন-জনের আধিক্যে সত্য দীনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন, সেদিন তা তাদের কোনো কাজেই আসবে না।

রুকূ' ১ | ## ৮০. সূরা আবাসা-মাক্কী | আয়াত ৪২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

①عَبَسَ وَتَوَلّٰىۙ ②اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰىؕ ③وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ

১. তিনি ভূরু কুঁচকালেন এবং মুখ ফেরালেন ; ২. এজন্য যে, তাঁর নিকট এসেছে অন্ধটি।[১] ৩. কিসে আপনাকে জানাবে, সম্ভবত সে

يَزَّكّٰىۙ ④اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰىؕ ⑤اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰىۙ ⑥فَاَنْتَ

পরিশুদ্ধ হতো ; ৪. অথবা সে উপদেশ গ্রহণ করতো ফলে সেই উপদেশ তার জন্য কল্যাণকর হতো। ৫. অপরদিকে যে (আপনার দাওয়াতকে) অগ্রাহ্য করছে ; ৬. আপনি তো

① عَبَسَ-তিনি ভুরু কুঁচকালেন ; وَ-এবং ; تَوَلّٰى-মুখ ফেরালেন। ② اَنْ جَآءَهُ-(ان+جاء+ه)-এজন্য যে, তাঁর নিকট এসেছে ; اَلْاَعْمٰى-(ال+اعمى)-অন্ধটি। ③ وَمَا-কিসে ; يُدْرِيْكَ-(يدرى+ك)-আপনাকে জানাবে ; لَعَلَّهٗ-(لعل+ه)-সম্ভবত সে ; يَزَّكّٰى-পরিশুদ্ধ হতো। ④ اَوْ-অথবা ; يَذَّكَّرُ-সে উপদেশ গ্রহণ করতো ; فَتَنْفَعَهُ-(ف+تنفع+ه)-ফলে কল্যাণকর হতো ; الذِّكْرٰى-(ال+ذكرى)-সেই উপদেশ। ⑤ اَمَّا-অপরদিকে ; مَنْ-যে ; اسْتَغْنٰى-অগ্রাহ্য করছে (আপনার দাওয়াতকে)। ⑥ فَاَنْتَ-(ف+انت)-আপনি তো ;

১. সূরার ৩য় আয়াতটি থেকে রাসূলুল্লাহ (স)-কে সরাসরি সম্বোধন করলেও ১ম ও ২য় আয়াতে তাঁকে উদ্দেশ্য করে তৃতীয় পুরুষে কথাটি বলা হয়েছে। এতে ইংগিত করা হয়েছে যে, 'ভুরু কুঞ্চিত করা' ও 'মুখ ফিরিয়ে নেয়া' রাসূলুল্লাহ (স)-এর মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। অন্য কোনো সাধারণ লোক দ্বারাই এমন আচরণ সম্ভব। যে অন্ধ সাহাবীর কথা এখানে ইংগিতে বলা হয়েছে, তিনি হলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম। তিনি হযরত খাদীজা (রা)-এর ফুফাত ভাই ছিলেন। সুতরাং এমন মনে করা সংগত নয় যে, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর প্রতি অবজ্ঞাবশত এরূপ আচরণ করেছেন। মূলত রাসূলুল্লাহ (স)-এর ধারণা ছিল, তাঁর সামনে উপস্থিত মক্কার এসব সরদারদের মধ্য থেকে যদি একজনও ইসলামের প্রতি ঝুঁকে, তাহলে ইসলামের শক্তি বাড়বে, এজন্য তিনি তাদের দিকে মনযোগী হয়েছিলেন। অপরদিকে আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাক্তুম তো নিকটাত্মীয় ও হেদায়াতপ্রাপ্ত। তিনি কিছু জানার থাকলে পরেও জেনে নিতে পারতেন। এ দিকে ইবনে উম্মে মাকতুম অন্ধ হওয়ার কারণে পরিস্থিতি অনুধাবন করতে না পারায় তাঁর কথা শোনার জন্য

لَهٗ تَصَدّٰى ⑥ وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى ⑦ وَاَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى ⑧

তার প্রতিই মনযোগ দিচ্ছেন। ৭. অথচ সে পরিশুদ্ধ না হলে আপনার কোনো দায়িত্ব নেই। ৮. আর আপনার নিকট যে দৌড়ে আসে।

وَهُوَ يَخْشٰى ⑨ فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى ⑩ كَلَّآ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ⑪ فَمَنْ شَآءَ

৯. এবং সে (আল্লাহকে) ভয়ও করে ; ১০. কিন্তু আপনি তার প্রতি উপেক্ষা দেখাচ্ছেন।[২] ১১. কক্ষণো (সমীচীন) নয়।[৩] নিশ্চয়ই এটা (কুরআন) উপদেশবাণী।[৪] ১২. অতএব যে চায়

'لَهٗ'-তার প্রতিই ; تَصَدّٰى-মনযোগ দিচ্ছেন। ⑦وَ-অথচ ; مَا عَلَيْكَ-আপনার কোনো দায়িত্ব নেই ; اَلَّا يَزَّكّٰى-সে পরিশুদ্ধ না হলে। ⑧ وَاَمَّا-আর ; مَنْ-যে ; جَآءَكَ-(جاء+ك)-আপনার নিকট আসে ; يَسْعٰى-দৌড়ে। ⑨ وَ-এবং ; هُوَ-সে ; يَخْشٰى-ভয়ও করে (আল্লাহকে)। ⑩ فَاَنْتَ-(ف+انت)-কিন্তু আপনি ; عَنْهُ-(عن+ه)-তার প্রতি ; تَلَهّٰى-আপনি উপেক্ষা দেখাচ্ছেন। ⑪ كَلَّآ-কক্ষণো (সমীচীন) নয় ; اِنَّهَا-(ان+ها)-নিশ্চয় এটা (কুরআন) ; تَذْكِرَةٌ-উপদেশবাণী। ⑫ فَمَنْ-(ف+من)-অতএব যে ; شَآءَ-চায় ;

রাসূলুল্লাহ(স)-কে পীড়াপীড়ি করছিলেন ; নচেত তিনিও অত্যন্ত জ্ঞানী এবং অভিজাত বংশীয় ছিলেন। আর তা ছাড়াও তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর ফুফাতো শ্যালক।

২. দীনের দাওয়াতের ব্যাপারে সত্যের আহ্বায়কের দেখার বিষয় এটা নয় যে, কার ঈমান আনা দীনের উপকারী এবং দীন প্রসারের বেশি সহায়ক ; বরং এ পর্যায়ে দেখার বিষয় হলো, কে হেদায়াত গ্রহণ করে নিজেকে সংশোধন করে নিতে আগ্রহী। এমন লোক অন্ধ, কানা, খোঁড়া, অংগহীন ও সহায়-সম্বলহীন হোক না কেন কিংবা তিনি দীনের প্রচার-প্রসারে কোনো প্রকার যোগ্যতার অধিকারী না হলেও সত্যের আহ্বায়কের নিকট তিনিই মূল্যবান ব্যক্তি। অপরদিকে কোনো ব্যক্তি সমাজে প্রভাবশালী বা ধনাঢ্য হলেও যদি তার মন-মানসিকতা দীনের বিরোধী হয় এবং সে নিজেকে সংশোধন করে নিতে প্রস্তুত না থাকে, তার সংশোধনের চেষ্টায় সময়, শ্রম ও মেধা খরচ করা যুক্তিসংগত নয় ; কারণ সে সংশোধন হতে না চাইলে তার জন্য দীনের আহ্বায়ক দায়ী নয়।

৩. অর্থাৎ কখনো সঠিক নয় এমন লোকের পেছনে সময় ও শ্রম ব্যয় করা, যে নিজের ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অহংকারে ডুবে আছে এবং দীনের দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে আছে। এমন শিক্ষা ইসলাম দেয় না যে, এমন অহংকারী লোকদের সামনে নতজানু হয়ে দীনের দাওয়াত পেশ করতে হবে। এটা নবুওয়াতের মর্যাদা বিরোধী যে, কেউ সত্যের আহ্বায়কের ডাক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকবে, আর তিনি তার পেছনে নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালাতে থাকবেন, যার ফলে সে মনে করতে পারে যে, তার সাথে দীনের আহ্বায়কের কোনো স্বার্থ জড়িত আছে এবং সে দীন গ্রহণ করলে দীনের ভিত্তি

ذَكَرَهٗ ⑫ فِيْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ⑬ مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ⑭ بِاَيْدِيْ سَفَرَةٍ ۝

সে উপদেশ গ্রহণ করুক ; ১৩. যা (সংরক্ষিত) আছে সম্মানিত সহীফাসমূহে, ১৪. যা উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন, পবিত্র।[৫] ১৫. যা (লিখিত ও সংরক্ষিত) এমন লেখকদের[৬] হাতে ;

⑮ كِرَامٍۭ بَرَرَةٍ ⑯ قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَآ اَكْفَرَهٗ ⑰ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ ۝

১৬. যারা সম্মানিত নেক চরিত্রের।[৭] ১৭. ধ্বংস হোক[৮] সেই মানুষ,[৯] সে কত বড় অকৃতজ্ঞ।[১০] ১৮. কোন্ বস্তু থেকে (আল্লাহ) তাঁকে সৃষ্টি করেছেন ?

ذَكَرَهٗ-(ذكر+ه)-সে উপদেশ গ্রহণ করুক।⑬ فِيْ-যা (সংরক্ষিত) আছে صُحُفٍ-সহীফাসমূহে ; مُّكَرَّمَةٍ-সম্মানিত।⑭ مَّرْفُوْعَةٍ-যা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ; مُّطَهَّرَةٍ-পবিত্র। ⑮ بِاَيْدِيْ-(ب+ايدى)-যা (লিখিত) হাতে ; سَفَرَةٍ-এমন লেখকদের।⑯ كِرَامٍ-যারা সম্মানিত ; بَرَرَةٍ-নেক চরিত্রের।⑰ قُتِلَ-ধ্বংস হোক ; الْاِنْسَانُ-(ال+انسان)-সেই মানুষ ; مَا اَكْفَرَهٗ-সে কত বড় অকৃতজ্ঞ।⑱ مِنْ-থেকে ; اَيِّ-কোন্ ; شَيْءٍ-বস্তু ; خَلَقَهٗ-(خلق+ه)-তাকে (আল্লাহ) সৃষ্টি করেছেন।

মযবুত হবে, নচেত নয়। সে যেমন নিজেকে সত্যের মুখাপেক্ষী মনে করে না, সত্যও তেমনি নিজেকে তার মুখাপেক্ষী মনে করে না।

৪. এখানে 'উপদেশ বাণী' দ্বারা কুরআন মজীদকে বুঝানো হয়েছে।

৫. অর্থাৎ কুরআন মজীদের উপস্থাপিত দীন সব ধরনের মিশ্রণ থেকে মুক্ত ও পবিত্র। অন্যান্য ধর্মের মধ্যে যেমন মানুষের খেয়াল-খুশী ও কামনা-বাসনার মিশ্রণ ঘটেছে, কুরআনী দীনে এরূপ মিশ্রণ ঘটেনি। যেহেতু কুরআন মজীদের হেফাযতের দায়িত্ব আল্লাহ নিজেই নিয়েছেন, তাই কেয়ামত পর্যন্ত এ কিতাব অবিকৃত থাকবে।

৬. এখানে 'লেখকদের' বলে সেসব ফেরেশতাদের কথা বুঝানো হয়েছে যাঁরা কুরআন মজীদ লেখা এবং তা যথাযথভাবে সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। পরবর্তী আয়াতে তাঁদের প্রশংসা স্বরূপ বলা হয়েছে যে, তাঁরা অত্যন্ত সম্মানিত ও নেক চরিত্র সম্পন্ন সত্তা। তাঁদের নিকট থেকে এ আমানতের খেয়ানত কোনো প্রকারেই সম্ভব নয়।

৭. কুরআন মজীদের লেখক ও সংরক্ষক ফেরেশতাদের গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে সেই লোকদেরকে একথা জানিয়ে দেয়া উদ্দেশ্য যে, যারা কুরআনের দাওয়াতকে অহংকার ভরে প্রত্যাখ্যান করছে কুরআন তাদের হেদায়াত গ্রহণের মুখাপেক্ষী নয় ; বরং তারাই কুরআন মজীদের নিকট মুখাপেক্ষী। কারণ, কুরআন মজীদ তাদের ধারণার অনেক উর্ধে। তাদের হেয় জ্ঞান অথবা মর্যাদা দানে এর শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যে কোনো হেরফের হবে না। তবে কুরআনের হিদায়াত গ্রহণ করলে তাদের-ই কল্যাণ হবে, অন্যথায় তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যে ক্ষতির প্রতিকার আর কখনো সম্ভব হবে না।

⑲ مِنْ نُّطْفَةٍ ۭ خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ ⑳ ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ ㉑ ثُمَّ اَمَاتَهٗ

১৯. শুক্রবিন্দু থেকে তাকে তিনি সৃষ্টি করেছেন,[১১] অতপর তার ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন।[১২] ২০. তারপর তার চলার পথটিকে সহজ করে দিয়েছেন।[১৩] ২১. অবশেষে তাকে দিয়েছেন মৃত্যু

⑲ مِنْ-থেকে ; نُطْفَةٍ-শুক্রবিন্দু ; خَلَقَهُ-(خلق+ه)-তাকে তিনি সৃষ্টি করেছেন ; فَقَدَّرَهُ-(ف+قدر+ه)-অতপর তার ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন। ⑳ ثُمَّ-তারপর ; السَّبِيْلَ-(ال+سبيل)-চলার পথটিকে ; يَسَّرَهُ-(يسر+ه)-সহজ করে দিয়েছেন। ㉑ ثُمَّ-অবশেষে ; أَمَاتَهُ-(امات+ه)-তাকে দিয়েছেন মৃত্যু ;

৮. এ আয়াতে দীনের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনকারী এবং দীনের সক্রিয় বিরোধীদের প্রতি আল্লাহর ক্রোধ প্রকাশ পেয়েছে। ইতিপূর্বেকার আয়াতসমূহে আল্লাহ তাঁর নবীকে সম্বোধন করে বলেছেন যে, সত্য পথ তালাশকারী লোকদের বাদ দিয়ে তথাকথিত আত্মঅংহকারী অভিজাত এবং দীনের প্রতি উপেক্ষাকারী মানুষের পেছনে সময় ও শ্রম ব্যয় করার প্রয়োজন নেই। একজন নবীর জন্য কুরআন মজীদের মতো মহাসম্মানিত কিতাব এদের সামনে পেশ করা শোভনীয় নয় ; কারণ এরা এ কিতাবের মর্যাদা বুঝতে সক্ষম নয়।

৯. এখানে 'মানুষ' বলে পুরো মানব জাতিকে বুঝানো হয়নি। এখানে বুঝানো হয়েছে সেইসব মানুষকে যারা কুরআন মজীদের উপস্থাপিত সত্য দীনের মর্যাদা বুঝতে ইচ্ছুক নয় বরং এর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনকারী।

১০. অর্থাৎ সে বড় অকৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাআলা তাকে সৃষ্টিকারী। তার রিযিকদাতা, মালিক, আইন-বিধান দাতা ও প্রভু। সে সেই আল্লাহর বিরুদ্ধেই বিদ্রোহমূলক আচরণ করছে।

১১. অর্থাৎ তারতো উচিত ছিল তার সৃষ্টির উপকরণ সম্পর্কে ভেবে দেখা। এক বিন্দু নোংরা অপবিত্র পানি থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। দুনিয়াতে নিতান্ত অসহায় অবস্থার মধ্য দিয়ে তার সূচনা হয়েছে। এসব চিন্তা করলে তো সে আল্লাহর বিদ্রোহী হতে পারতো না।

১২. অর্থাৎ মায়ের গর্ভে থাকা অবস্থায় তার ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছে। সে কোন্ লিংগের হবে ; তার রং, শক্তি-সাহস, শরীরিক, আকার-আকৃতি, খাদ্য, আচার-আচরণ, তার জীবনকাল, তার ধন-সম্পদ, সুখ-দুঃখ এবং মৃত্যুর সময় ও স্থান ইত্যাদি সব কিছুই তো তার গর্ভাবস্থায় স্থির করে রাখা হয়েছে। সুতরাং ভাগ্যের এ পরিসীমা থেকে তার বের হয়ে আসার উপায় নেই।

১৩. অর্থাৎ দুনিয়াতে তার জীবন যাপন সহজ করে দিয়েছেন। তা ছাড়া আল্লাহ তাআলা তাকে এমন সুযোগও দিয়েছেন যে, সে ইচ্ছা করলে সহজেই ভাল-মন্দ, সৎ-

فَأَقْبَرَهُ ﴿٢١﴾ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ﴿٢٢﴾ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ﴿٢٣﴾ فَلْيَنْظُرِ

এবং পৌঁছে দিয়েছেন তাকে কবরে।[১৪] ২২. পুনরায় যখন তিনি ইচ্ছা করবেন তাকে পুনর্জীবন দান করবেন।[১৫] ২৩. কক্ষণো নয়, সে তা পালন করেনি, যে আদেশ তিনি তাকে দিয়েছেন।[১৬] ২৪. অতএব লক্ষ্য করা উচিত

الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ﴿٢٤﴾ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ

মানুষের, তার খাদ্যের দিকে ;[১৭] ২৫. আমি কেমন বর্ষণ করেছি পানি বর্ষণের মতো ;[১৮] ২৬. অতপর বিদীর্ণ করেছি যমীনকে

فَأَقْبَرَهُ-(ف+اقبر+ه)-এবং তাকে পৌঁছে দিয়েছেন কবরে। ﴿٢٢﴾ ثُمَّ-পুনরায় ; اِذَا-যখন ; شَاءَ-তিনি ইচ্ছা করবেন ; أَنْشَرَهُ-(انشر+ه)-তাকে পুনর্জীবন দান করবেন। ﴿٢٣﴾ كَلَّا-কক্ষণো নয় ; لَمَّا يَقْضِ-সে তো পালন করেনি ; مَا أَمَرَهُ-(ما+امر+ه)-যে আদেশ তিনি তাকে দিয়েছেন। ﴿٢٤﴾ فَلْيَنْظُرِ-(ف+لينظر)-অতএব লক্ষ করা উচিত ; الْإِنْسَانُ-(ال+انسان)-মানুষের ; إِلَىٰ-দিকে ; طَعَامِهِ-(طعام+ه)-তার খাদ্যের। ﴿٢٥﴾ أَنَّا-কেমন করে ; صَبَبْنَا-আমি বর্ষণ করেছি ; الْمَاءَ-পানি ; صَبًّا-বর্ষণ করার মতো। ﴿٢٦﴾ ثُمَّ-তারপর ; شَقَقْنَا-আমি বিদীর্ণ করেছি ; الْأَرْضَ-(ال+ارض)-যমীনকে ;

অসৎ, কৃতজ্ঞতা-অবাধ্যতা এ দুই বিপরীতমুখী পথের যে কোনো একটি গ্রহণ করতে পারে। উভয় পথের যে কোনো এক পথে সে সহজেই চলতে পারে।

১৪. অর্থাৎ সে তার সৃষ্টির ব্যাপারে যেমন অসহায়, তেমনি ভাগ্যের ভালমন্দ হওয়ার ব্যাপারেও তেমনি অসহায়। অতপর তার মৃত্যুর ব্যাপারেও তার কোনো হাত নেই। নেই মৃত্যু থেকে বাঁচার অথবা নিজ ইচ্ছামত কোনো সময়ে বা স্থানে মরার ক্ষমতা। মৃত্যুর পর তার কবর কোথায় হবে বা আদৌ দাফন-কাফন তার হবে কিনা এর কোনটাই সে নিশ্চয়তা সহাকারে বলতে পারে না। এসব কিছুই আল্লাহর হাতে। এসব সত্ত্বেও সে বিদ্রোহী হতে পারে কিরূপে ?

১৫. অর্থাৎ তার সৃষ্টি ও ভাগ্য নির্ধারণের ব্যাপারে যেমন তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো ভূমিকা ছিল না, তেমনি তার পুনর্জীবন লাভেও তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো ভূমিকা থাকবে না।

১৬. এখানে 'আদেশ' দ্বারা মানুষের বিবেকের নির্দেশ ; বিশ্বজগতের প্রত্যেকটি বস্তু ও প্রতিটি অণু-পরমাণু কর্তৃক প্রদত্ত আল্লাহর অস্তিত্বের সাক্ষ প্রদান ; যুগে যুগে অগণিত নবী-রাসূল কর্তৃক আনীত কিতাবের মাধ্যমে আগত বিধান এবং সর্বযুগের সৎকর্মশীল লোকের অনুসৃত পথ-নির্দেশনা প্রভৃতি সব কিছুই বুঝানো হয়েছে। এতসব দিক-নির্দেশনা থাকার পরও এসব অহংকারী লোকেরা আল্লাহর নাফরমানীর পথ অবলম্বন করেছে।

شَقًّا ﴿٢٦﴾ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ﴿٢٨﴾ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۝

বিদীর্ণ করার মতো ;[১৯] ২৭. ফলে তাতে উৎপন্ন করেছি খাদ্য শস্য ; ২৮. আঙুর ও শাক-সব্জি ; ২৯. আর (উৎপন্ন করেছি) যয়তুন ও খেজুর

﴿٢٩﴾ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ﴿٣٠﴾ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ﴿٣١﴾ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ۝

৩০. এবং ঘন বাগানসমূহ ; ৩১. আর ফল-ফলাদি ও গবাদি পশুর খাদ্য ৩২. ভোগ্য বস্তু হিসেবে তোমাদের ও তোমাদের গবাদি পশুর জন্য।

شَقًّا-বিদীর্ণ করার মতো। (২৭) فَأَنْبَتْنَا-(ف+انبتنا)-ফলে উৎপন্ন করেছি ; فِيهَا-তাতে ; حَبًّا-খাদ্যশস্য। (২৮) وَّ-এবং ; عِنَبًا-আঙুর ; وَّ-ও ; قَضْبًا-শাক-সব্জী। (২৯) وَّ-আর ; زَيْتُونًا-যয়তুন ; وَّ-ও ; نَخْلًا-খেজুর। (৩০) وَّ-এবং ; حَدَائِقَ-বাগানসমূহ ; غُلْبًا-ঘন। (৩১) وَّ-আর ; فَاكِهَةً-ফল-ফলাদি ; وَّ-ও ; أَبًّا-গবাদি পশুর খাদ্য। (৩২) مَتَاعًا-ভোগ্য বস্তু হিসেবে ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; وَ-ও ; لِأَنْعَامِكُمْ-(ل+انعام+كم)-তোমাদের গবাদি পশুর জন্য।

১৭. অর্থাৎ মানুষের উচিত তার খাদ্য-পানীয়ের ব্যাপারেও চিন্তা করে দেখা। কিভাবে তার খাদ্য উৎপাদিত হয়ে তার সামনে এসে উপস্থিত হয়। আল্লাহ তাআলা যদি খাদ্য উৎপাদনে সহায়ক পরিবেশ ও উপকরণ সৃষ্টি না করতেন তাহলে কি কোনো মানুষের পক্ষে তা সৃষ্টি করা সম্ভবপর হতো? এরপরও সে কিভাবে অকৃতজ্ঞ ও অস্বীকারকারী হতে পারে?

১৮. এখানে পানি চক্রের (Water cycle) কথা বুঝানো হয়েছে। সূর্যের তাপে সমুদ্রের পানি বাষ্প আকারে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়। আবার বাষ্প ঘন হয়ে মেঘের সৃষ্টি হয় এবং বায়ু প্রবাহ তা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে দেয়। অতপর তা জমাট বেঁধে পানিতে পরিণত হয়ে বৃষ্টি আকারে যমীনে বর্ষিত হয়। এ বর্ষিত পানি খাল-বিল, নদী-নালার মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে সাগরে পতিত হয়। কিছু পানি পাহাড়ে বরফ আকারে সঞ্চিত হয়ে ক্রমান্বয়ে গলে গলে সারা বছর নদী-নালাকে প্রবহমান রাখে। অতপর সমুদ্রে পতিত পানি আবার বাষ্পাকারে আকাশে নীত হয়। এভাবে আল্লাহ তাআলা সর্বদা পানি প্রবাহ ঠিক রাখছেন। মানুষের পক্ষে এ কাজ করা কখনো সম্ভবপর হতো না। আর এরূপ না হলে দুনিয়াতে মানুষ জীবন ধারণ করতেও সক্ষম হতো না।

১৯. মাটিকে ফাটিয়ে উদ্ভিদের চারা গজায়, এতে মানুষের কোনোই হাত নেই। মানুষ যমীন চাষ করে মাটিতে বীজ বপন করে বা ছড়িয়ে দেয় ; বায়ু বা পাখি বাহিত হয়ে বীজ মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে ; অতপর সেই মাটিকে ফাটিয়ে অঙ্কুরিত করা হয়, এ অঙ্কুরোদ্গমে মানুষের কোনো ভূমিকা নেই। মাটি, পানি ও বীজের এই যে গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ যদি মাটি, পানি ও বীজের মধ্যে অঙ্কুরোদ্গমের উপযোগী

﴿٣٣﴾ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿٣٥﴾ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ

৩৩. তারপর যখন এসে পড়বে সেই কান ফাটানো আওয়ায ;[২১] ৩৪. সেদিন মানুষ পালাবে নিজের ভাই থেকে,
৩৫. আর (পালাবে) নিজের মায়ের নিকট থেকে ও নিজের পিতার নিকট থেকে,

﴿٣٦﴾ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴿٣٧﴾ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ

৩৬. আর নিজ স্ত্রী থেকে ও সন্তানদের থেকে।[২২] ৩৭. সেই দিন তাদের প্রত্যেক ব্যক্তির এমন অবস্থা হবে যা তার নিজেকে শুধু ব্যস্ত রাখবে।[২৩]

৩৩ فَاذَا-(ف+اذا)-তারপর যখন ; جَاءَتْ-এসে পড়বে ; الصَّاخَّةُ-(ال+صاخة)-সেই কান ফাটানো আওয়ায। ৩৪ يَوْمَ-সেদিন ; يَفِرُّ-পালাবে ; الْمَرْءُ-মানুষ ; مِنْ-থেকে ; أَخِيهِ-(اخى+ه)-তার ভাই। ৩৫ وَ-আর (পালাবে) ; أُمِّهِ-(ام+ه)-নিজের মায়ের থেকে ; وَ-ও ; أَبِيهِ-(ابى+ه)-নিজের পিতার নিকট থেকে। ৩৬ وَ-আর ; صَاحِبَتِهِ-(صاحبة+ه)-নিজ স্ত্রী থেকে ; وَ-ও ; بَنِيهِ-(بنى+ه)-তার সন্তানদের থেকে। ৩৭ لِكُلِّ-(ل+كل)-প্রত্যেক ; امْرِئٍ-ব্যক্তির ; مِّنْهُمْ-তাদের ; يَوْمَئِذٍ-সেদিন ; شَأْنٌ-এমন অবস্থা হবে ; يُغْنِيهِ-(يغنى+ه)-যা তার নিজেকে শুধু ব্যস্ত রাখবে।

বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে না দিতেন তবে মানুষ কি খাদ্য-সামগ্রী উৎপাদন করতে সক্ষম হতো ?

২০. অর্থাৎ উদ্ভিদের মধ্যে শুধুমাত্র তোমাদের খাদ্যই দিয়ে দেয়া হয়নি ; বরং তোমাদের গৃহপালিত গবাদী পশুর খাদ্যও উদ্ভিদের মধ্যে রয়েছে। এসব গবাদি পশুর দুধ, গোশত তোমাদের পুষ্টি যোগায় ; এগুলোর পশম, চামড়া ও হাঁড় দিয়ে তোমরা বিভিন্ন সরঞ্জাম তৈরি করে থাকো, এতে তোমাদের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটে। অথচ আল্লাহর এসব নিয়ামত ভোগ করে তোমরা তাঁর বিরোধিতায় নেমে পড়ছো এবং তাঁর নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করছো।

২১. 'কান ফাটানো আওয়াজ' দ্বারা সেই শিঙাধ্বনির কথা বুঝানো হয়েছে, যার মাধ্যমে মানুষ পুনর্জীবিত হয়ে হাশরের মাঠে একত্রিত হবে। অতপর সেখানে মানুষের অবস্থার প্রতি কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে।

২২. হাশরের মাঠে একে অপর থেকে পালানোর দুই প্রকার কারণ থাকতে পারে—(১) মানুষ তার স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদেরকে বিপদগ্রস্ত দেখে সাহায্য করতে এগিয়ে আসার পরিবর্তে এ ভয়ে দূরে পালিয়ে যেতে থাকবে যাতে করে তারা তাকে দেখে সাহায্যের জন্য না ডাকতে পারে। (২) দুনিয়াতে আল্লাহকে ভুলে গিয়ে নফসের খেয়াল-খুশীমত নিজেও চলেছে এবং স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদেরকেও সে পথে চলতে উৎসাহিত করেছে, যার ফলে তারা জাহান্নামে যাওয়ার যোগ্য হয়েছে। এখন তারা যদি তাকে দেখে তাদের পাপের দায়ভার

٣٨ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ٣٩ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ٤٠ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ

৩৮. সেইদিন কতক চেহারা হবে উজ্জ্বল ; ৩৯. হাসিমুখ আনন্দ-উদ্ভাসিত।
৪০. আর কতক চেহারা হবে সেদিন

عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ٤١ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ٤٢ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ

ধূলি ধূসর। ৪১. ঢেকে ফেলবে তাকে কালিমা।
৪২. তারাই (হবে) কাফের ও পাপাচারী।

(৩৮) وُجُوهٌ-কতক চেহারা হবে ; يَوْمَئِذٍ-সেদিন ; مُسْفِرَةٌ-উজ্জ্বল। (৩৯) ضَاحِكَةٌ-হাসিমুখ ; مُسْتَبْشِرَةٌ-আনন্দ-উদ্ভাসিত। (৪০) وَ-আর ; وُجُوهٌ-কতক চেহারা হবে ; يَوْمَئِذٍ-সেদিন ; عَلَيْهَا غَبَرَةٌ-(على+ها+غبرة)-ধূলি-ধূসর। (৪১) تَرْهَقُهَا-(ترهق+ها)-ঢেকে ফেলবে তাকে ; قَتَرَةٌ-কালিমা। (৪২) أُولَٰئِكَ هُمُ-তারাই (হবে) ; الْكَفَرَةُ-(ال+كفرة)-কাফের ; الْفَجَرَةُ-(ال+فجرة)-পাপাচারী।

তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয় এবং তাদের এ দুরাবস্থার জন্য তাকে অভিযুক্ত করে, সেই ভয়ে সে দূরে পালিয়ে যেতে চাইবে।

২৩. হাশরের মাঠে মানুষের অবস্থা এমনই হবে যে, কারো হুঁশ থাকবে না। হাদীসে আছে যে, হাশরের মাঠে সকল নর-নারী নগ্ন হয়ে উঠা সত্ত্বেও কারো লজ্জাস্থানের প্রতি তাকাবার মত মনের অবস্থা থাকবে না ; বরং প্রত্যেকেই নিজ নিজ মুক্তির চিন্তায় মগ্ন থাকবে।

সূরা আবাসার শিক্ষা

১. ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই গুরুত্বপূর্ণ, যে সত্যের সন্ধান প্রার্থী ; সে যদি দরিদ্র, দুর্বল, প্রভাবহীন ও অক্ষম হয় তবুও।

২. সমাজের সত্যবিমুখ, অহংকারী, প্রভাবশালী, সম্পদশালী ও মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে গুরুত্বহীন। কারণ সে সত্যের সন্ধান করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না।

৩. কুরআন মজীদ সেসব লোকের জন্যই হেদায়াত যারা আল্লাহর দীনের পথে চলতে প্রস্তুত। যারা এ পথে চলতে প্রস্তুত নয়, তাদের জন্য কুরআন মজীদ হেদায়াত নয়। আর তাই দীনী দাওয়াতের ক্ষেত্রে এমন লোকদের কোনো গুরুত্ব থাকতে পারে না।

৪. দীনের আহ্বায়কদের দীনী দাওয়াতের ক্ষেত্রে সর্বস্তরের লোকদের প্রতি গুরুত্ব দেয়া উচিত। এ পর্যায়ে সমাজে মর্যাদার দিক থেকে নিম্নে অবস্থানকারী বলে কাউকে গুরুত্বহীন মনে করা যাবে না ; যদি সে দীনকে জানা ও মানার ব্যাপারে আগ্রহী হয়।

৫. কুরআন মজীদ ইতিপূর্বেকার আসমানী কিতাবসমূহের মতো মিশ্রণের দোষে দুষ্ট নয়। এতে কোনো প্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঘটেনি এবং কেয়ামত পর্যন্ত তেমন কিছু ঘটার আশংকাও নেই ; কারণ এর হিফাযতকারী স্বয়ং আল্লাহ।

৬. মানুষের উচিত তার সৃষ্টির উপাদান, তার জন্ম-প্রবৃদ্ধি, মৃত্যু—অবশেষে কবরে পৌঁছান পর্যন্ত পর্যায়গুলো সম্পর্কে যদি চিন্তা-ফিকির করে তবে সে অবশ্যই মহান স্রষ্টা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে বাধ্য—একথা অনায়াসে বুঝতে পারা যায়।

৭. আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের পরিবেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা আল্লাহর হাজারো নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করতে হবে। এর ফলে আমাদের ঈমান দৃঢ় হবে।

৮. মানুষ ও গবাদি পশুর খাদ্য সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা দ্বারাও ঈমান দৃঢ় হয়। অতএব এ সম্পর্কেও আমাদের চিন্তা-গবেষণা করতে হবে।

৯. কেয়ামত অবশ্যই নির্দিষ্ট সময়ে সংঘটিত হবে। অতপর দুনিয়ার সূচনা থেকে নিয়ে কেয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত যত মানুষ দুনিয়াতে আসবে সবাইকে পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে এবং হাশরের ময়দানে সবাইকে একত্রিত করা হবে।

১০. হাশরের ময়দানে মানুষ নিজ নিজ স্বজন থেকে পালিয়ে দূরে সরে যেতে থাকবে এবং সবাই নিজ নিজ অবস্থা নিয়ে এত ব্যস্ত থাকবে যে, অন্য কারো ভাবার কোনো সুযোগ থাকবে না।

১১. দুনিয়াতে যারা তাদের সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন থেকে আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করবে তারা হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় সেখানে অবস্থান করবে।

১২. আর যারা তাদের সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত নীতি অনুসারে জীবনকাল কাটিয়ে দেবে, তাদের চেহারা সেদিন ধূলি-ধূসরিত ও কালিমায় লিপ্ত হবে। সেদিন তাদের দুঃখের সীমা থাকবে না।

□

সূরা আত্ তাক্‌ভীর
আয়াত ঃ ২৯
রুকূ' ঃ ১

নামকরণ

সূরাটির নাম 'আত-তাকভীর'। শব্দটি একটি মূল শব্দ (মাসদার)। যা থেকে সূরার প্রথম বাক্যের كُوِّرَتْ শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে। 'আত তাকভীর' অর্থাৎ গুটিয়ে নেয়া, আর তা থেকে উৎপন্ন كُوِّرَتْ অর্থ 'গুটিয়ে নেয়া হয়েছে'। 'আত তাকভীর' নামকরণ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, এটা সেই সূরা যাতে গুটিয়ে ফেলার বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

অন্যান্য মাক্কী সূরার মতো আলোচনার বিষয়বস্তু-ই সাক্ষ দেয় যে, সূরাটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাক্কী জীবনের প্রথম দিকে নাযিল হয়েছে।

বিষয়বস্তু

সূরার প্রথম থেকে ছয় নম্বর আয়াত পর্যন্ত কেয়ামতের প্রথম পর্যায়ের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। অতপর সপ্তম থেকে ১৪ আয়াত পর্যন্ত কেয়ামতের দ্বিতীয় পর্যায় তথা হাশরের ময়দানের অবস্থা আলোচনা করা হয়েছে।

১৫ আয়াত থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত রেসালাত তথা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুওয়াতের সত্যতার পক্ষে কসম করে বিভিন্ন যুক্তি পেশ করা হয়েছে। যেমন কসম করা হয়েছে তারকারাজী, রাত এবং প্রভাতকালের। এসব বস্তুর কসম করে যে কথাটি বলা হয়েছে, তাহলো—এ কুরআন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সম্মানিত বাণী বাহকের মারফতে রাসূলের নিকট এসেছে। সুতরাং এ কিতাবকে অবিশ্বাস, অবহেলা ও উপেক্ষা করা তোমাদের কোনো মতেই উচিত নয়। কেননা, রাসূল তোমাদের নিকট যথাযথভাবে আল্লাহর বাণী ও নির্দেশ স্বরূপ এ কিতাবকে পৌঁছে দিয়েছেন। তিনি সম্মানিত ফেরেশতা জিবরাঈলের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে এ কিতাব লাভ করেছেন। অতএব তোমরা এটাকে মেনে নিয়ে এর নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করো।

❐

রুকূ' ১ **৮১. সূরা আত্ তাক্ভীর-মাক্কী** আয়াত ২৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

① إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ② وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ③ وَإِذَا

১. যখন সূর্যকে গুটিয়ে নেয়া হবে ;[১] ২. যখন তারকাগুলো খসে খসে পড়বে ;[২] ৩. আর যখন

الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ④ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ⑤ وَإِذَا الْوُحُوشُ

পাহাড়গুলোকে গতিশীল করে দেয়া হবে ;[৩] ৪. যখন পরিত্যাগ করা হবে দশ মাসের গর্ভবতী উটনীগুলোকে ;[৪] ৫. যখন বন্য পশুগুলোকে

①إِذَا-যখন ; الشَّمْسُ-(ال+شمس)-সূর্যকে ; كُوِّرَتْ-গুটিয়ে নেয়া হবে। ② وَإِذَا-আর যখন ; النُّجُومُ-(ال+نجوم)-তারকাগুলো ; انْكَدَرَتْ-খসে খসে পড়বে। ③ وَإِذَا-আর যখন ; الْجِبَالُ-(ال+جبال)-পাহাড়গুলোকে ; سُيِّرَتْ-গতিশীল করে দেয়া হবে।④ وَ-আর ; إِذَا-যখন ; الْعِشَارُ-(ال+عشار)-দশ মাসের গর্ভবতী উটনীগুলোকে ; عُطِّلَتْ-পরিত্যাগ করা হবে।⑤ وَ-আর ; إِذَا-যখন; الْوُحُوشُ-(ال+وحوش)-বন্য পশুগুলোকে ;

১. এখানে 'সূর্যকে গুটিয়ে নেয়া' দ্বারা সূর্যের আলোকে গুটিয়ে নেয়ার কথা বলা হয়েছে। সূর্যের আলো যা সূর্য থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে যমীনে পতিত হয়, কেয়ামত দিবসে তা গুটিয়ে নেয়া হবে। অর্থাৎ সূর্যকে আলোহীন করে দেয়া হবে।

২. অর্থাৎ কেয়ামতের দিন অগণিত তারকারাজী যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সাহায্যে একে অপরের সাথে যুক্ত থেকে মহাশূণ্যে নিজ কক্ষপথে চলমান। সেই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি যখন উঠিয়ে নেয়া হবে তখন তারকারাজী মহাকাশ থেকে খসে খসে পড়বে। শুধু এটা যে খসে খসে পড়বে তা নয় ; বরং এগুলো আলোহীন পদার্থে পরিণত হয়ে যাবে।

৩. অর্থাৎ যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণে পাহাড়গুলো এবং পৃথিবীর পীঠে যাবতীয় বস্তু লেগে আছে, সেই শক্তি আল্লাহর নির্দেশে বিলুপ্ত হয়ে যাবে ; আর তখনই পৃথিবীর সমুদয় বস্তুরাজী এবং পাহাড়-পর্বত মেঘের মতো শূণ্যে উড়তে থাকবে।

৪. সাধারণত দেখা যায়, গর্ভবতী ছাগল, গরু বা উটনী ইত্যাদি গৃহপালিত পশুর প্রতি মানুষের সযত্ন মনোযোগ থাকে। এগুলোর খাদ্য-পানীয় ও থাকার জায়গার প্রতি মানুষ বিশেষভাবে খেয়াল রাখে। আরববাসীরা গর্ভবতী উটনীকে খুব ভালবাসতো। তাই কেয়ামতের বিভীষিকা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন যে,

حُشِرَتْ ۝٥ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝٦ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ۝٧

একত্রিত করা হবে ;[৫] ৬. যখন সমুদ্র সমূহকে আগুন দ্বারা পূর্ণ করা হবে ;[৬]
৭. যখন রূহসমূহকে[৭] (দেহের সাথে) জুড়ে দেয়া হবে ;[৮]

وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ ۝٨ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۝٩ وَإِذَا الصُّحُفُ

৮. আর যখন জীবিত পুতে ফেলা কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে ; ৯. কোন্ অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল ?[৯] ১০. আর যখন আমল-নামাগুলো

حُشِرَتْ-একত্রিত করা হবে। ⑥ وَ-আর; اذا-যখন ; الْبِحَارُ-(ال+بحار)-সমুদ্রসমূহকে ; سُجِّرَتْ-আগুন দ্বারা পূর্ণ করা হবে। ⑦ وَ-আর ; اذا-যখন ; النُّفُوسُ-(ال+نفوس) রূহসমূহকে ; زُوِّجَتْ-(দেহের সাথে) জুড়ে দেয়া হবে। ⑧ وَ-আর ; اذا-যখন ; الْمَوْءُدَةُ-(ال+موء دة)-জীবিত পুঁতে ফেলা কন্যাকে ; سُئِلَتْ-জিজ্ঞেস করা হবে। ⑨ بِأَيِّ-কোন্ ; ذَنْبٍ-অপরাধে ; قُتِلَتْ-হত্যা করা হয়েছিল। ⑩ وَ-আর ; اذا-যখন ; الصُّحُفُ-(ال+صحف)-আমলনামাগুলো ;

তখন অবস্থা এমন হবে মানুষ তার প্রিয় বস্তু সম্পর্কেও গাফিল হয়ে যাবে। তার নিজের কথা ছাড়া অন্য কারো কথা তার মনে থাকবে না।

৫. অর্থাৎ কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন প্রাণীরা যেমন সহ অবস্থান করে, তেমনি কেয়ামতের দিন বন্য পশুরাও একত্রে অবস্থান করবে। কিন্তু একে অপরের প্রতি আক্রমণ করার মনোভাব তাদের মধ্যে জাগবে না।

৬. সমুদ্রের পানিতে আগুন লেগে যাওয়া সাধারণ দৃষ্টিতে বিস্ময়কর মনে হলেও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে তা পরিষ্কার হয়ে উঠে। পানির মূল উপাদান হাইড্রোজেন এর দুটো অণু এবং অক্সিজেন এর একটি অণু। হাইড্রোজেন নিজে জ্বলে আর অক্সিজেন জ্বলতে সাহায্য করে। সুতরাং কেয়ামতের দিন আল্লাহর নির্দেশে সমুদ্রের পানি হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে বিভক্ত হয়ে যাবে, আর তখনই তাতে আগুন জ্বলে উঠবে।

৭. এখান থেকে হাশর ময়দানের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ কেয়ামতের প্রথম পর্যায়ের ধ্বংসাবশেষের পর হাশরের ময়দানে তার দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হবে।

৮. অর্থাৎ দুনিয়াতে মানুষের দেহ যেমন রূহের বাহন হিসেবে কাজ করেছে, হাশরের ময়দানেও তাদের দেহ রূহের বাহন হিসেবে কাজ করবে।

৯. এখানে আইয়ামে জাহিলিয়াতে আরব দেশের সামাজিক অনাচার-এর দিকে ইংগীত করা হয়েছে। জাহেলী যুগে আরববাসীরা কন্যা সন্তানের জন্মকে এমনই এক লজ্জার ব্যাপার মনে করতো যে, জন্মের সাথে সাথেই তাকে মাটিতে জীবন্ত পুঁতে ফেলতো। প্রধানত

তিনটি কারণে তারা এ জঘন্য নিষ্ঠুর কাজ করতো। প্রথমত, অর্থনৈতিক কারণে তারা এ কাজে প্রবৃত্ত হতো। তারা মনে করতো মেয়েদের পেছনে অর্থ খরচ করা লাভজনক নয় ; ছেলেদেরকে লালন-পালন করলে তারা বড় হয়ে অর্থ উপার্জনে সাহায্য করতে পারবে। দ্বিতীয়ত, দেশের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার কারণে তারা পুত্র সন্তানকে নিরাপত্তা ও প্রভাবপ্রতিপত্তির জন্য সহায়ক মনে করতো ; অপরদিকে মেয়েরা প্রতিরক্ষায় সাহায্য করতে সক্ষম ছিল না। তৃতীয়ত, সুশাসনের অনুপস্থিতিতে শত্রুগোত্র কর্তৃক আক্রান্ত হলে মেয়েরা লুণ্ঠিত হতো এবং দাসীরূপে বিক্রীত হতো। তাই উল্লিখিত কারণে তারা কন্যা সন্তানকে জীবিত পুঁতে ফেলার মত জঘন্য কাজে লিপ্ত হতো।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাদের এ নিষ্ঠুর অমানবিক কাজকে অত্যন্ত ঘৃণাভরে উল্লেখ করেছেন। যে কারণে হাশরের ময়দানে তাদেরকে সম্বোধন করে এ জঘন্য কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে না ; বরং জীবন্ত পুঁতে ফেলা নিষ্পাপ মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, তাকে কোন্ অপরাধে হত্যা করা হয়েছে। তখন হত্যাকারী মাতা-পিতাকে অভিযুক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানাবে এবং তাকে হত্যা করার কাহিনী সবিস্তারে বলতে থাকবে।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে জাহেলী সমাজে নিষ্ঠুর পিতা তার নিজের সন্তানকে মাটিতে জীবিত পুঁতে ফেলছে, সেই সমাজও এমন অমানবিক কাজ সমর্থন করছে ; অথচ রাসূলুল্লাহ (স) যখন তাদের নৈতিক পরিবর্তন আনার প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন তখন এই সমাজ-ই তার ঘোর বিরোধিতা করেছিলো।

এ আয়াতের মাধ্যমে আখেরাতের অপরিহার্যতা সুস্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে। জীবন্ত প্রোথিত মজলুম মেয়েটির উপর যে অত্যাচার হয়েছে, তার উপর যারা এ অত্যাচার করেছে তাদের এ কাজের প্রতিক্রিয়াতো দুনিয়াতে কিছুই হয়নি ; অথচ যুক্তি ও বুদ্ধির দাবী তাদের কাজের প্রতিক্রিয়া হওয়া। বিজ্ঞানের সূত্র অনুযায়ীও এ প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। বিজ্ঞানী বলে, Every action has its equal or opposit re-action. অর্থাৎ প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমপরিমাণ বা বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে। অতএব জাহেলী সমাজের এ হত্যাকারীদের ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া সম্ভব হবে এমন একটি স্থান ও সময় থাকা অবশ্যম্ভাবী, আর সেটাই হলো আখেরাত। কারণ, এ মেয়েটির উপর এ অমানবিক যুল্‌ম চলাকালীন তার ফরিয়াদ শোনার মতো কেউ তখন ছিল না। তখনকার কোনো ব্যক্তি, সমাজ বা সামাজিক আইনও সেই নির্মমতার সহায়ক ছিল। অতপর ইসলাম এ জঘন্য প্রথাকে নির্মূল করেছে। শুধু তাই নয়, ইসলাম মেয়েদের লালন-পালন করা এবং তাদেরকে উত্তম শিক্ষা দিয়ে ঘর-সংসারের কাজে পারদর্শী করে গড়ে তোলাকে অনেক বড় সওয়াবের কাজ বলে ঘোষণা দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) এরশাদ করেছেন—

"যে ব্যক্তি দুটি মেয়েকে লালন-পালন করে—এভাবে তারা বালেগ হয়ে যায়, কেয়ামতের দিন সে আমার সাথে এভাবে থাকবে। একথা বলে তিনি নিজের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে দেখালেন।"

نُشِرَتْ ⑪ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ⑫ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ⑬ وَإِذَا

প্রকাশ করে দেয়া হবে ; ১১. যখন আকাশসমূহকে খুলে দেয়া হবে ;[১০]
১২. যখন জাহান্নামকে উস্কে দেয়া হবে ; ১৩. এবং যখন

الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ⑭ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ⑮ فَلَآ أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ۝

জান্নাতকে নিকটবর্তী করে দেয়া হবে ;[১১] ১৪. (তখন) প্রত্যেক ব্যক্তিই জানতে পারবে, সে কি উপস্থিত করেছে। ১৫. অতএব না[১২]—আমি কসম করছি পেছনে সরে যাওয়া তারকাগুলোর—

نُشِرَتْ-প্রকাশ করে দেয়া হবে। (১১) وَ-আর ; اِذَا-যখন ; السَّمَاءُ-(ال+سماء)-আকাশসমূহকে ; كُشِطَتْ-খুলে দেয়া হবে। (১২) وَ-আর ; اِذَا-যখন ; الْجَحِيمُ-(ال+جحيم)-জাহান্নামকে ; سُعِّرَتْ-উস্কে দেয়া হবে। (১৩) وَ-এবং ; اِذَا-যখন ; الْجَنَّةُ-(ال+جنة)-জান্নাতকে ; أُزْلِفَتْ-নিকটবর্তী করে দেয়া হবে। (১৪) عَلِمَتْ-(তখন) জানতে পারবে ; نَفْسٌ-প্রত্যেক ব্যক্তিই ; مَّا-কি ; أَحْضَرَتْ-উপস্থিত করেছে। (১৫) فَلَآ-অতএব, না ; أُقْسِمُ-আমি কসম করছি ; بِالْخُنَّسِ-(ب+ال+خنس)-পেছনে সরে যাওয়া তারকাগুলোর।

তিনি আরো এরশাদ করেন—

"যে মুসলমানের দুটো মেয়ে থাকবে, সে যদি তাদেরকে ভালোভাবে রাখে তাহলে তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।"

এভাবে আল্লাহর রাসূল আরো অনেক সুখবর মেয়েদের অভিভাবকদেরকে শুনিয়েছেন। যার ফলে শুধুমাত্র আরব দেশেরই নয়, দুনিয়ার অন্যান্য যেসব জাতি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে তাদের সকলেরই দৃষ্টিভংগী আমূল বদলে গেছে।

১০. অর্থাৎ 'আকাশ' বলতে মানুষ যা দেখে, এবং তার নিজ প্রচেষ্টায় যা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছে এর বাইরে আল্লাহর যে বিশাল সাম্রাজ্য তার দৃষ্টির অন্তরালে রয়ে গেছে তা তার সামনে সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দেবে।

১১. অর্থাৎ হাশরের ময়দানে মানুষ যখন বিচারাধীন আসামীর মত সর্বাধিক উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে সময় অতিবাহিত করতে থাকবে, তখন জাহান্নামের আগুনের লেলিহান শিখা তারা দেখতে পাবে। অপর দিকে জান্নাতও তার যাবতীয় নিয়ামতরাজী নিয়ে তাদের সামনে উপস্থিত হবে। যার ফলে জাহান্নামীরা দেখতে পাবে যে, কত বড় নেয়ামত থেকে তারা বঞ্চিত হয়ে কত কঠিন শাস্তির মুখে পড়তে যাচ্ছে। এতে তাদের যন্ত্রণার তীব্রতা শত-সহস্র গুণে বেড়ে যাবে।

অপর দিকে নেক লোকেরাও জানতে পারবে যে, তারা কত কঠিন বিপদ থেকে রক্ষা

⑯ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ⑰ وَالَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ⑱ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ⑲ إِنَّهُ

১৬. যেগুলো চলমান, আত্মগোপনকারী। ১৭. আর (কসম করছি) রাতের যখন তা বিদায় নেয় ; ১৮. এবং প্রভাতের যখন তা জেগে ওঠে ;[১৩] ১৯. নিশ্চয়ই এটা (কুরআন)

لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ⑳ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ㉑ مُطَاعٍ ثَمَّ

সম্মানিত সংবাদ বাহকের (আনীত) বাণী ;[১৪] ২০. যিনি শক্তিশালী ;[১৫]—আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাবান ; ২১. তাঁকে সেখানে মেনে চলা হয়,[১৬] অধিককন্তু

⑯ الْجَوَارِ-(ال+جوار)-যেগুলো চলমান ; الْكُنَّسِ-(ال+كنس)-আত্মগোপনকারী। ⑰ وَ-আর (কসম করছি) ; الَّيْلِ-(ال+ليل)-রাতের ; إِذَا-যখন ; عَسْعَسَ-তা বিদায় নেয়। ⑱ وَ-এবং ; الصُّبْحِ-(ال+صبح)-প্রভাতের ; إِذَا-যখন ; تَنَفَّسَ-তা জেগে ওঠে। ⑲ إِنَّهُ-নিশ্চয়ই এটা (কুরআন) ; لَقَوْلُ-(ل+قول)-(আনীত) বাণী ; رَسُولٍ-সংবাদ বাহকের ; كَرِيمٍ-সম্মানিত। ⑳ ذِي قُوَّةٍ-যিনি শক্তিশালী ; عِنْدَ-নিকট ; ذِي الْعَرْشِ-(ذى+ال+عرش)-আরশের মালিকের ; مَكِينٍ-মর্যাদাবান। ㉑ مُطَاعٍ-তাঁকে সেখানে মেনে চলা হয় ; ثَمَّ-অধিকন্তু ;

পেয়ে কত বড় নিয়ামতের অধিকারী হতে যাচ্ছে। এতে সুখের অনুভূতিও শত-সহস্র গুণে বৃদ্ধি পাবে।

১২. অর্থাৎ কুরআন সম্পর্কে তোমাদের ধারণা সঠিক নয়। কুরআন কোনো মানুষের রচিত কালাম নয়।

১৩. এখানে পেছনে সরে যাওয়া ও অদৃশ্য হয়ে যাওয়া তারকারাজী এবং রাতের বিদায় ও প্রভাতের আগমনকালীন সময়ের কসম করে যে বিষয়টি প্রমাণ করা হয়েছে, তা সামনের আয়াতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ এ কুরআন যার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (স)-কে দেয়া হয়েছিল—সেই ঘটনা কোনো রাতের অন্ধকারে স্বপ্নের ঘোরে ঘটেনি ; রবং তখন তারকারাজী বিদায় নিয়েছিল, বিদায় নিয়েছিল রাত এবং আগমন ঘটেছিল প্রভাতের—তাঁকে রাসূল উন্মুক্ত আকাশে সচেতন অবস্থায় সুস্পষ্টভাবে দেখেছিলেন।

১৪. 'রাসূলে কারীম' দ্বারা এখানে জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে বুঝানো হয়েছে। আর কুরআনকে 'রাসূলে কারীমের বাণী' বলেও একথা বুঝানো হয়নি যে, এ কুরআন জিবরাঈল (আ)-এর নিজের বাণী ; বরং 'রাসূল' শব্দ থেকেই বুঝা যায় যে, এটা সেই সত্তার বাণী যিনি তাঁকে রাসূল তথা বাণীবাহকরূপে পাঠিয়েছেন। অন্য জায়গায় কুরআনকে মুহাম্মাদ (স)-এর বাণী বলা হয়েছে। উভয় স্থানে উল্লিখিত বাক্য দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে যে, এ কুরআন আল্লাহর বাণী, যা এক বাণীবাহক ফেরেশতার মাধ্যমে মুহাম্মাদ (স)-এর যবানীতে মানুষের সামনে পেশ করা হয়েছে।

أَمِيْنٍ ﴿٢١﴾ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ ﴿٢٣﴾

তিনি বিশ্বাসভাজন।[১৭] ২২. আর তোমাদের সাথীও[১৮] পাগল নন ; ২৩. তিনি তো প্রকাশ্য দিগন্তেই তাঁকে (সেই সংবাদবাহককে) দেখেছেন।[১৯]

أَمِيْنٍ-তিনি বিশ্বাসভাজন।(২২) وَ-আর ; مَا-নন ; صَاحِبُكُمْ-(صاحب+كم)-তোমাদের সাথীও ; بِمَجْنُوْنٍ-(ب+مجنون)-পাগল।(২৩) وَ-আর ; لَقَدْ رَاٰهُ-(ل+قدراه+ه)-তিনি তো তাঁকে দেখেছেন ; بِالْاُفُقِ-(ب+ال+افق)-দিগন্তেই ; الْمُبِيْنِ-(ال+مبين)-প্রকাশ্য।

১৫. এখানেও জিবরাঈল (আ)-এর কথা বলা হয়েছে। তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী। তাঁর শক্তিশালী হওয়ার প্রকৃত অর্থ আল্লাহই ভালো জানেন। তবে তাঁর শক্তির উৎস আল্লাহ তাআলা। সূরা আন নাজমে বলা হয়েছে—'প্রবল শক্তিধর (আল্লাহ) তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি এবং অসাধারণত্বের কারণে তিনি ফেরেশতাদের মধ্যেও বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স) জিবরাঈল (আ)-কে দু'বার তাঁর আকৃতিতে দেখেছেন, তাঁর বিশাল সত্তা আসমান-যমীনের মধ্যবর্তী সমগ্র মহাশূন্য জুড়ে বিস্তৃত ছিল। অন্য হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁকে ছয় ডানা বিশিষ্ট অবস্থায় দেখেছেন। এ থেকে তাঁর শক্তির কিছুটা অনুমান করা যায়। মি'রাজের হাদীস থেকে আকাশে তাঁর মর্যাদার কথা প্রমাণিত হয়। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে সাথে নিয়ে আকাশে পৌঁছলে তাঁর নির্দেশে ফেরেশতারা আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেন।

১৬. অর্থাৎ ফেরেশতাদের সরদার। তাঁর নির্দেশে সকল ফেরেশতা কাজ করে।

১৭. তিনি অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন। এমন চিন্তা করা যায় না যে, তিনি ওহীর সাথে নিজের কোনো কথা মিশিয়ে দেবেন। তিনি এমনই আমানতদার যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত ওহী তিনি হুবহু রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পৌঁছে দেন।

১৮. এখানে 'সাথী' দ্বারা রাসূলুল্লাহ (স)-কে বুঝানো হয়েছে। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, মুহাম্মাদ (স) তোমাদের সমাজেরই মানুষ, তিনি অন্য কোথাও থেকে আসেননি। তাঁর জন্ম, শৈশব, কৈশোর ও যৌবন তোমাদের মধ্যেই অতিবাহিত হয়েছে। চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত যাকে তোমরা 'আল আমীন' বলে জানতে, তাঁকে পাগল বলতে তোমাদের সঙ্কোচবোধ হওয়া উচিত ছিল।

১৯. অর্থাৎ জিবরাঈল (আ)-কে প্রকাশ্য দিগন্তে দেখেছেন। এখানে জিবরাঈল (আ)-কে দেখার কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি (রাসূল) ওহী নিয়ে আগমনকারী ফেরেশতার সাথে পরিচিত ছিলেন। তাঁকে আসল অবয়বেও দেখেছেন। তাই এ ওহীতে কোনোরূপ সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই। আর তোমাদের সাথীও এতে কোনোরূপ কম-বেশি করেননি ; কারণ তিনি যে, কেমন আমানতদার সেকথা তোমাদের চেয়ে আর কে বেশি জানে।

﴿٢٤﴾ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴿٢٥﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَٰنٍ رَّجِيمٍ

২৪. আর তিনি গায়েবের (সংবাদ পৌঁছানোর) ব্যাপারে কৃপণ নন ;[২০]
২৫. এবং এটা (কুরআন) অভিশপ্ত শয়তানের কথা নয়।[২১]

﴿٢٦﴾ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴿٢٧﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَٰلَمِينَ ﴿٢٨﴾ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ

২৬. সুতরাং তোমরা কোথায় চলেছো ? ১৭. এটা তো বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ ছাড়া কিছু নয় ; ২৮. তাদের জন্য যারা তোমাদের মধ্যে চায়

أَن يَسْتَقِيمَ ﴿٢٩﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَٰلَمِينَ

সরল-সঠিক পথে চলতে।[২২] ২৯. আসলে জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর চাওয়া ছাড়া তোমরা চাইবে না।[২৩]

(২৪) وَ-আর ; مَا-নন ; هُوَ-তিনি ; عَلَى-ব্যাপারে ; الْغَيْبِ-(ال+غيب)-গায়েবের ; بِضَنِيْنٍ-(ب+ضنين)-কৃপণ। (২৫) وَ-এবং ; مَا-নন ; هُوَ-এটা ; بِقَوْلِ-(ب+قول)-কথা ; شَيْطٰنٍ-শয়তানের ; رَّجِيْمٍ-অভিশপ্ত। (২৬) فَاَيْنَ-(ف+اين)-সুতরাং কোথায় ; تَذْهَبُوْنَ-তোমরা চলেছো। (২৭) اِنْ هُوَ-এটাতো নয় ; اِلاَّ-ছাড়া ; ذِكْرٌ-উপদেশ ; لِّلْعٰلَمِيْنَ-(ل+ال+علمين)-বিশ্ববাসীর জন্য। (২৮) لِمَنْ-(ل+من)-তাদের জন্য যারা ; شَاءَ-চায় ; مِنْكُمْ-(من+كم)-তোমাদের মধ্যে ; اَنْ يَّسْتَقِيْمَ-সরল-সঠিক পথে চলতে। (২৯) وَ-আসলে ; مَا تَشَآءُوْنَ-তোমরা চাইবে না ; اِلاَّ-ছাড়া ; اَنْ يَّشَآءَ-চাওয়া ; اللّٰهُ-আল্লাহর ; رَبُّ-প্রতিপালক ; الْعٰلَمِيْنَ-জগতসমূহের।

২০. অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (স) গায়েব বা অদৃশ্য জগত সম্পর্কে যেসব খবর আল্লাহর পক্ষ থেকে জানতে পেরেছেন তা সবই তোমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী, মৃত্যুর পরবর্তী জীবন, ফেরেশতা, হাশর, শেষ বিচার ও জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি সব বিষয় তিনি সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন।

২১. অর্থাৎ এ কুরআনের মাধ্যমে যে জীবন ব্যবস্থার কথা তোমাদের নিকট পৌঁছেছে তা-তো কোনো শয়তানের কথা হতে পারে না। শয়তান তো মানুষকে তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাতের শিক্ষা দিতে পারে না। সেতো মানুষকে শিরক, বল্গাহীন জীবন যাপন, জাহিলী রীতিনীতি, যুল্ম-অত্যাচার এবং দুর্নীতি-দুষ্কৃতির প্রতিই পরিচালিত করতে সচেষ্ট। পবিত্র ও নিষ্কলুষ জীবন, ন্যায়-ইনসাফ, তাকওয়া-পরহেযগারী এবং আখেরাতে জবাবদিহির দায়িত্বানুভূতির প্রতি আহ্বান জানানো শয়তানের কাজ নয়। অতএব এ ধারণা-অনুমান যে মিথ্যা এতে কোনো সন্দেহ নেই।

২২. অর্থাৎ কুরআন মজীদ তো সেসব মানুষের জন্য উপদেশ বাণী, যারা সেই উপদেশ মেনে নিজেদের জীবন গড়তে চায়। এ গ্রন্থ থেকে ফায়দা হাসিলের জন্য সর্বপ্রথম শর্ত হলো এ নির্দেশিত পথে চলতে স্বেচ্ছায় আগ্রহী হতে হবে। যারা এ পথে চলতে ইচ্ছুক নয় তাদের জন্য এতে কোনো ফায়দা নেই।

২৩. অর্থাৎ কারো উপদেশ গ্রহণ করা সরাসরি তার নিজ ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয় ; বরং তার উপদেশ গ্রহণ করা তখনই সম্ভবপর যখন আল্লাহ তাকে উপদেশ গ্রহণের তাওফীক দেন।

সূরা আত্ তাক্বীরের শিক্ষা

১. এ সূরাতে কেয়ামত দিবসের অবস্থা সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে এবং এর সমসাময়িক অন্যান্য সূরাগুলোতেও কেয়ামত ও হাশর সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে, তার উপর নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করা ঈমানের অংশ। সুতরাং এসব বর্ণনার প্রতি আমাদেরকে দৃঢ় ঈমান পোষণ করতে হবে। অন্যথায় ঈমান থাকবে না।

২. সূরার প্রথম আয়াত থেকে ষষ্ঠ আয়াত পর্যন্ত কেয়ামতের প্রথম পর্যায়ের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। অতপর সপ্তম আয়াত থেকে চতুর্দশ আয়াত পর্যন্ত কেয়ামতের দ্বিতীয় পর্যায় তথা হাশরের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এসব বর্ণনা যেহেতু আল্লাহ তাআলার, অতএব আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে, এসব কিছু অবশ্যই ঘটবে।

৩. কুরআন মজীদ যে আল্লাহর কালাম এবং এ কালাম যে মাধ্যমে তাঁর নিকট থেকে রাসূলুল্লাহ (স) পর্যন্ত পৌঁছেছে, সে মাধ্যমের সন্দেহাতীত আমানতদারী ও মহান আল্লাহর নিকট তাঁর মর্যাদা ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে জানার পর কোনো মানুষের পক্ষে এতে কোনো প্রকার সন্দেহ পোষণ করার অবকাশ নেই।

৪. রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুওয়াত-পূর্ব চল্লিশ বছরের জীবন থেকেও প্রমাণিত হয় যে, এ কুরআন কোনো মানুষের রচিত নয়, কারণ রাসূলের নিজের পক্ষে তো নয়ই, অন্য কোনো মানুষের পক্ষেও এর একটি সূরা বা আয়াত রচনা করা সম্ভব নয়। সুতরাং এ কুরআন নিসন্দেহে আল্লাহর বাণী।

৫. আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ (স) পর্যন্ত কুরআন মজীদের আগমন সূত্রও অবিচ্ছিন্ন এবং অত্যন্ত বিশ্বস্ত। সুতরাং এতে কোনো প্রকার কম-বেশি হওয়ার কোনো আশংকা নেই। সুতরাং আল্লাহর বাণী হুবহু মানুষের নিকট পৌঁছেছে। আর তা অবিকৃত অবস্থায় আমাদের নিকট বর্তমান আছে। অতএব মানুষের সুস্থ-সুন্দর জীবনের জন্য কুরআনের দিক-নির্দেশনার বিকল্প নেই।

৬. অভিশপ্ত শয়তানের পক্ষেও কোনো মতেই এ কুরআনে কোনো প্রকার রদ-বদল সংযোজন-বিয়োজন সম্ভবপর নয়। আর কেয়ামত পর্যন্ত এ কুরআন অবিকৃত থাকবে। যেহেতু এটা কেয়ামত পর্যন্ত যত লোক পৃথিবীতে আসবে সকলের হেদায়াত, তাই এর হিফাযতের দায়িত্বও আল্লাহ নিজ হাতে রেখেছেন। অতএব এ কিতাবের বিকল্প নেই—কখনো হবে না।

৭. যে কেউ এ কিতাব থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে আগ্রহী হবে, কেবলমাত্র সে-ই এ কিতাবের উপদেশ গ্রহণ করে উপকৃত হবে। অতএব আমাদেরকে ও কুরআন মজীদের হেদায়াত গ্রহণ করতে স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে এগিয়ে আসতে হবে।

৮. কুরআন মজীদ থেকে হেদায়াত গ্রহণ করে জীবন গড়ার জন্য শুধুমাত্র আমাদের ইচ্ছাই কাজ হবে না, সেজন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে তাওফীকও লাভ করতে হবে। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে তাওফীক অর্জনের জন্য তাঁর কাছে খাঁটি মনে কুরআন থেকে হেদায়াত গ্রহণের তাওফীক চাইতে হবে।

৯. স্মরণ রাখতে হবে যে, হেদায়াত লাভের জন্য আমাদের ঐকান্তিক চেষ্টা, আল্লাহর নিকট সেজন্য কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা এবং সর্বোপরি আল্লাহর ইচ্ছা—এ তিনের সমন্বয়েই হেদায়াত লাভ করা যেতে পারে।

❒

সূরা আল ইনফিত্বার
আয়াত ঃ ১৯
রুকূ' ঃ ১

নামকরণ

'ইনফিত্বার' অর্থ ফেটে যাওয়া। সূরার প্রথম বাক্যে কেয়ামতের দিন আসমান ফেটে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে ; তাই প্রথম বাক্যের 'ইনফাতারাত' শব্দের মূল শব্দ 'ইনফিতার' শব্দটিকে সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ এটা সেই সূরা যাতে আসমান ফেটে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

সূরা আত্ তাক্‌ভীর ও সূরা আল ইনফিত্বার উভয় সূরা একই সময়ে অর্থাৎ রাসূলের মাক্কী জীবনের প্রথম দিকে নাযিল হয়েছে।

বিষয়বস্তু

সূরা আত্ তাক্‌ভীর, সূরা আল ইনফিত্বার ও সূরা আল ইনশিকাক এ সূরা তিনটির বিষয়বস্তু একই। অর্থাৎ কেয়ামত ও আখেরাত সম্পর্কে সূরা তিনটিতে আলোচনা করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (স) এরশাদ করেছেন—"যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিনটি চোখে দেখতে চায়, সে যেন সূরা আত্ তাক্‌ভীর, সূরা আল ইনফিত্বার ও সূরা আল ইনশিকাক পাঠ করে।"

সূরার প্রথম পাঁচটি আয়াতে কেয়ামতের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। অতপর বলা হয়েছে যে, মানুষ দুনিয়াতে ধোঁকার মধ্যে পড়ে আছে। যে আল্লাহ তাঁকে সৃষ্টি করেছেন, তাকে স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা দিয়েছেন, সেই আল্লাহ শুধুমাত্র অনুগ্রহকারী নন—তিনি ইনসাফকারীও বটে। সুতরাং তাঁর অনুগ্রহের আশা যেমন করতে হবে, তেমনি তাঁর ইনসাফের ও বিচারের ভয়ও থাকতে হবে। কেননা মানুষের সকল কাজ-কর্ম অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য লেখকরা লিখে রাখছেন। হাশরের দিন মানুষের আগে-পেছনের সব আমলই সে জানতে পারবে। সেদিন অবশ্যই ন্যায় বিচারের মাধ্যমেই নেককার লোকদেরকে জান্নাতে এবং বদকারদেরকে তাদের কাজের প্রতিফল স্বরূপ জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে। সেদিন কেউ কারো কোনো কাজে আসবে না।

রুকূ' ১

৮২. সূরা আল ইন্‌ফিত্বার-মাক্কী

আয়াত ১৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

① إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ② وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ③ وَإِذَا الْبِحَارُ

১. যখন আসমান ফেটে যাবে ; ২. আর তারকারাজী যখন চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যাবে ; ৩. এবং সমুদ্রকে যখন

فُجِّرَتْ ④ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ⑤ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ

উত্তাল করে তোলা হবে ;[১] ৪. আর কবরগুলোকে যখন খুলে দেয়া হবে ;[২] ৫. প্রত্যেকেই (তখন) জানতে পারবে সে পূর্বে কি পাঠিয়েছে

وَأَخَّرَتْ ⑥ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ⑦ الَّذِي

এবং পেছনে কি রেখে গেছে।[৩] ৬. হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালক সম্পর্কে ধোঁকায় ফেলেছে ? ৭. যিনি

① إِذَا-যখন ; السَّمَاءُ-(ال+سماء)-আসমান ; انْفَطَرَتْ-ফেটে যাবে। ② وَ-আর ; إِذَا-যখন ; الْكَوَاكِبُ-(ال+كواكب)-তারকারাজী ; انْتَثَرَتْ-চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যাবে। ③ وَ-এবং ; إِذَا-যখন ; الْبِحَارُ-(ال+بحار)-সমুদ্রকে ; فُجِّرَتْ-উত্তাল করে তোলা হবে। ④ وَ-আর ; إِذَا-যখন ; الْقُبُورُ-(ال+قبور)-কবরগুলোকে ; بُعْثِرَتْ-খুলে দেয়া হবে। ⑤ عَلِمَتْ-জানতে পারবে ; نَفْسٌ-প্রত্যেকে ; مَا-কি ; قَدَّمَتْ-সে পূর্বে পাঠিয়েছে ; وَ-এবং ; أَخَّرَتْ-পেছনে কি রেখে গেছে। ⑥ يَا أَيُّهَا-হে ; الْإِنْسَانُ-(ال+انسان)-মানুষ ; مَا-কিসে ; غَرَّكَ-(غر+ك)-তোমাকে ধোঁকায় ফেলেছে ; بِرَبِّكَ-(ب+رب+ك)-তোমার প্রতিপালক সম্পর্কে ; الْكَرِيمِ-(ال+كريم)-মহান। ⑦ الَّذِي-যিনি ;

১. সমুদ্রে আগুন লেগে যাওয়া এবং সমুদ্র ফেটে যাওয়া বা উত্তাল হয়ে যাওয়া ইত্যাদি ব্যাপারগুলোর সত্যিকার অবস্থা আল্লাহ তাআলাই জানেন। মুফাস্‌সিরীনে কিরাম যা বলেছেন তার আলোকে যা বুঝা যায় তাহলো—কেয়ামতের দিন প্রচণ্ড এক ভূমিকম্প হবে যা কোনো বিশেষ এলাকায় সীমিত থাকবে না ; বরং পুরো দুনিয়াটাকেই আলোড়িত করে দেবে। যার ফলে সমুদ্রের তলদেশও ফেটে চৌচির হয়ে যাবে এবং সমুদ্রের পানি ফাটলের মধ্য দিয়ে ভূগর্ভে চলে যাবে। অতপর ভূগর্ভের অত্যধিক

خَلَقَكَ فَسَوّٰىكَ فَعَدَلَكَ ۝٧ فِيْٓ اَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَاۤءَ رَكَّبَكَ ۝٨ كَلَّا بَلْ

তোমাকে সৃষ্টি করেছেন অতপর তোমাকে পূর্ণাংগ করেছেন, অতপর করেছেন সুসমন্বিত ; ৮. যে অবয়বে তিনি চেয়েছেন তোমাকে গঠন করেছেন।[৪] ৯. কক্ষণো নয়[৫] বরং

خَلَقَكَ-(خلق+ك)-তোমাকে সৃষ্টি করেছেন ; فَسَوّٰىكَ-(ف+سوى+ك)-অতপর তোমাকে পূর্ণাংগ করেছেন ; فَعَدَلَكَ-(ف+عدل+ك)-তারপর করেছেন সুসমন্বিত। ⑧ فِيْٓ اَيِّ صُوْرَةٍ-(فى+اى+صورة)-যে অবয়বে ; مَّا شَاۤءَ-তিনি চেয়েছেন ; رَكَّبَكَ-তোমাকে গঠন করেছেন। ⑨ كَلَّا-কক্ষণো নয় ; بَلْ-বরং ;

তাপমাত্রার প্রভাবে পানি তার মৌলিক অবস্থা তথা হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে বিভক্ত হয়ে যাবে। ফলে সমুদ্রে আগুন ধরে যাবে।

২. এখান থেকে কেয়ামতের দ্বিতীয় পর্যায়ের কথা বলা হয়েছে। ভূমিকম্পের কারণে ভূগর্ভ ফেটে যাবে এবং কবর থেকে মানুষকে পুনর্জীবিত করে হাশরের মাঠে একত্রিত করা হবে।

৩. এখানে 'মা কাদ্দামাত ওয়া আখ্‌খারাত' ব্যাপক অর্থবোধক কথা। 'পূর্বে পাঠিয়েছে' দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, সে জীবনকালে ভালো-মন্দ যেসব কাজ করেছে ; আর 'পেছনে রেখে গেছে' দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, যা করা দরকার ছিল ; কিন্তু সে তা করেনি। এর আর একটি অর্থ হলো—সে দিন-তারিখ অনুসারে আগে পরে যা করেছে তা সবই সে জানতে পারবে। এ ছাড়া এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, সে যেসব ভাল কাজ করে গেছে সেগুলো সে পূর্বে পাঠিয়েছে ; আর সমাজে সেসব কাজের যে শুভ ফল ফলেছে তা সে পেছনে রেখে গেছে। এখানে এ সবকটি অর্থই প্রযোজ্য।

৪. অর্থাৎ তোমার তো উচিত ছিল, যে মহান সত্তা তোমাকে সুন্দর ও সামঞ্জস্যশীল আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন, অতপর তোমাকে একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে তোমার ইচ্ছা ও ক্ষমতা প্রয়োগ করার ক্ষমতা দিয়েছেন, তুমি শুধুমাত্র তাঁরই শোকর বা কৃতজ্ঞতা আদায় করবে, তাঁরই পূর্ণ আনুগত্য করবে এবং এতে কাউকে শরীক করবে না ; কিন্তু তুমি তো তা না করে শয়তানের ধোঁকায় পড়ে গেছো। তুমি তোমার ইচ্ছা প্রয়োগ করার ক্ষমতাকে তোমার নিজের কৃতিত্ব মনে করে নিয়েছো।" এ মনে করে নেয়াটাই তোমার ধোঁকায় পড়ার লক্ষণ। আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে যে কোনো মুহূর্তে তোমার বিদ্রোহের হাতকে অকেজো করে দিতে পারতেন ; কিন্তু তিনি তা করেননি—এটা তোমার প্রতি তাঁর অপার অনুগ্রহ। এটাকে তাঁর দুর্বলতা মনে করে তুমি ধোঁকায় পড়ে আছো। আল্লাহর ক্ষমতা ও দয়া-অনুগ্রহকে ভুলে গিয়ে তুমি ধোঁকায় পড়ে আছো।

৫. অর্থাৎ তোমার ধোঁকায় পড়ার পেছনে কোনো যুক্তিই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না ; কেননা তোমার সৃষ্টি, তোমার দেহাবয়ব, তোমার কর্মক্ষমতা এবং সীমিত ক্ষেত্রে তোমার

تُكَذِّبُونَ بِالدِّيْنِ ۝ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ۝ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ۝

তোমরা প্রতিফল দিনটিকে মিথ্যা মনে করে নিয়েছো ;[৬] ১০. অথচ নিশ্চিত তোমাদের উপর (নিযুক্ত) আছে পর্যবেক্ষকগণ ; ১১. সম্মানিত লেখকবৃন্দ ;

۝ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ۝ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ ۝ وَإِنَّ الْفُجَّارَ

১২. তাঁরা জানেন তোমরা যা করছো।[৭] ১৩. অবশ্যই নেক লোকেরা থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দে ; ১৪. আর পাপীরা থাকবে

تُكَذِّبُوْنَ-তোমরা মিথ্যা মনে করে নিয়েছো ; بِالدِّيْنِ-(ب+ال+دين)-প্রতিফল দিনটিকে। ⑩ وَ-অথচ ; إِنَّ-নিশ্চিত ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের উপর (নিযুক্ত) আছে ; لَحٰفِظِيْنَ-পর্যবেক্ষকগণ। ⑪ كِرَامًا-সম্মানিত ; كَاتِبِيْنَ-লেখকবৃন্দ। ⑫ يَعْلَمُوْنَ-তাঁরা জানেন ; مَا-যা ; تَفْعَلُوْنَ-তোমরা করছো। ⑬ إِنَّ-অবশ্যই ; الْأَبْرَارَ-(ال+ابرار)-নেক লোকেরা ; لَفِيْ نَعِيْمٍ-(ل+فى+نعيم)-থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দে। ⑭ وَ-আর ; إِنَّ-অবশ্যই ; الْفُجَّارَ-(ال+فجار)-পাপীরা ;

স্বাধীনতা ইত্যাদিই প্রমাণ করে যে, এক মহাজ্ঞানী ও মহা শক্তিধর সত্তা তথা আল্লাহ তোমাকে সুন্দর ও সুসম মানুষের আকৃতি দান করেছেন। অন্যসব প্রাণী থেকে যে তোমাকে আলাদা বৈশিষ্ট্যে মহিমান্বিত করেছেন এটা অনুধাবন করা এমন কোনো কঠিন কাজ নয়, যার জন্য তোমার ধোঁকায় পড়ে থাকার পেছনে কোনো যুক্তি খাড়া করা যেতে পারে।

৬. অর্থাৎ তুমি কোনো কারণ ও যুক্তি ছাড়াই নিজে নিজেই বিভ্রান্তিতে পড়ে আছো ; কেননা তুমি ধরেই নিয়েছো যে, দুনিয়াতে তোমার স্বেচ্ছাচারিতামূলক কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে এমন কোনো জগত নেই। তুমি কর্মফল দিবসকে মিথ্যা ধরে নিয়েছো। তোমার এ ভুল ধারণাই তোমাকে আখেরাত সম্পর্কে গাফিল করে দিয়েছে। তুমি আল্লাহর পাকড়াও সম্পর্কে বে-পরওয়া হয়ে জীবন যাপন করছো।

৭. অর্থাৎ তোমাদের জেনে রাখা উচিত যে, তোমাদের সকল ক্রিয়াকাণ্ড সংরক্ষণ করার জন্য 'সম্মানিত লেখকবৃন্দ' নিয়োজিত আছেন। তাঁরা তোমাদের ছোট-বড়, প্রকাশ্য-গোপনে কৃত সকল কাজই সচিত্র প্রতিবেদন তৈরি করছেন। তোমরা যদি নিশির অন্ধকারে অথবা জনমানবহীন প্রান্তরে বা গভীর জঙ্গলে গিয়েও কোনো কাজ করে থাকো, তা-ও তাঁরা সংরক্ষণ করে রাখছেন।

আল্লাহ তাআলা উল্লেখিত লেখকদের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে 'সম্মানিত লেখকবৃন্দ' উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, সেই লেখকবৃন্দ এমন যে, তাদের অগোচরে কিছু করার সুযোগ কারো নেই। তাঁরা ঘুষখোর নন যে, তাদেরকে ঘুষ দিয়ে

لَفِىْ جَحِيْمٍ ﴿١٤﴾ يَّصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ ﴿١٥﴾ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِيْنَ ○

জাহান্নামে। ১৫. তারা তাতে প্রবেশ করবে কর্মফল দিবসে ; ১৬. এবং তারা তা থেকে অনুপস্থিত থাকতে পারবে না।

﴿١٦﴾ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ﴿١٧﴾ ثُمَّ مَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ○

১৭. আপনি কি জানেন কর্মফল দিবস কি ? ১৮. আবার (বলি) কর্মফল দিবস কি, তা কি আপনি জানেন ?

﴿١٨﴾ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا ۖ وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ○

১৯. সেদিন কোনো লোকের অন্য কোনো লোকের জন্য কিছু করার সাধ্য থাকবে না ;[৮] এবং সেদিন সকল কর্তৃত্ব (থাকবে) আল্লাহর জন্য।

لَفِىْ جَحِيْمٍ-(ل+فى+جحيم)-থাকবে জাহান্নামে। ⑮ يَصْلَوْنَهَا-(يصلون+ها)-তারা তাতে প্রবেশ করবে ; يَوْمَ-দিবসে ; الدِّيْنِ-কর্মফল। ⑯ وَ-এবং ; مَاهُمْ-(ما+هم)-তারা পারবে না থাকতে ; عَنْهَا-(عن+ها)-তা থেকে ; بِغَآئِبِيْنَ-অনুপস্থিত। ⑰ وَ-আর ; مَآ اَدْرٰىكَ-(ما+ادرى+ك)-আপনি কি জানেন ; مَا-কি ; يَوْمُ الدِّيْنِ-সেই কর্মফল দিবস। ⑱ ثُمَّ-আবার (বলি) ; مَآ اَدْرٰىكَ-আপনি কি জানেন ; مَا-কি ; يَوْمُ الدِّيْنِ-সেই কর্মফল দিবস। ⑲ يَوْمَ-সেদিন ; لَا تَمْلِكُ-করার সাধ্য থাকবে না ; نَفْسٌ-কোনো লোকের ; لِّنَفْسٍ-অন্য কোনো লোকের জন্য ; شَيْـًٔا-কিছু ; وَ-এবং ; الْاَمْرُ-(ال+امر)-সকল কর্তৃত্ব ; يَوْمَئِذٍ-সেইদিন ; لِّلّٰهِ-(থাকবে) আল্লাহর জন্য।

পাপকাজগুলো রেকর্ড থেকে মুছে ফেলা যাবে অথবা সৎকর্মের পরিমাণ বাড়িয়ে নেয়া যাবে বা একজনের পাপের পুরোটা বা অংশ বিশেষ অন্যের আমলনামায় ঢুকিয়ে দেয়া যাবে। তাঁরা এমনই সচেতন যে, তাঁদের অগোচরে কিছু করার ক্ষমতা কারো নেই। তাঁরা এমনই কর্তব্য সচেতন যে, তাঁরা কখনো দায়িত্বে অবহেলা করেন না। তাঁরা তোমাদের প্রত্যেকের সাথে সার্বক্ষণিক আছেন। তোমাদের মধ্যে কে কোন্ নিয়তে কি কাজ করছে, তাঁরা তা-ও জানেন।

৮. অর্থাৎ দুনিয়াতে মানুষ যেমন বিপদে-আপদে একে অপরকে সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারে, সেই কর্মফল দিবসে কেউ কাউকে কোনো সাহায্য করতে পারবে না। আল্লাহর দরবারে কেউ কারো জন্য সুপারিশ করার শক্তি রাখে এমন প্রভাব-প্রতিপত্তির কেউ অধিকারী বা তাঁর প্রিয়ভাজন কেউ হবে না। তবে যদি কাউকে আল্লাহ অনুমতি দেন, সেটা ভিন্ন কথা।

সূরা আল ইন্‌ফিত্বারের শিক্ষা

১. কেয়ামত যখন সংঘটিত হবে তখন এ দুনিয়া যে ধ্বংস হয়ে যাবে তা-আরও কিছু সূরার মত—এ সূরার প্রথম তিনটি আয়াত থেকে প্রমাণিত।

২. কেয়ামতের দ্বিতীয় পর্যায়ে মানুষকে পুনর্জীবিত করা হবে এবং সুবিচারের মাধ্যমে তাদের এ দুনিয়ার কাজের প্রতিফল স্বরূপ জান্নাত বা জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে তা-ও এ সূরা থেকে প্রমাণিত।

৩. আখেরাতের বিচার দিবসকে অস্বীকার ও অবিশ্বাস করাই পাপ কাজের প্রতি মানুষের ঝুঁকে পড়ার কারণ।

৪. মানুষের সার্বিক কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ ও তার সংরক্ষণ কাজে দু' জন সম্মানিত লেখক নিয়োজিত আছেন—এটাও এ সূরা থেকে প্রমাণিত।

৫. মানুষের কোনো কাজই সম্মানিত লেখকদ্বয়ের অগোচরে সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয়।

৬. সৎকর্মশীল লোকেরা অবশ্যই জান্নাতে যাবে। আর পাপাচারীরা অবশ্যই জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে।

৭. শেষ বিচারের দিনকে মিথ্যা মনে করে বা উপেক্ষা করে যারা পাপাচারে লিপ্ত হয়েছে তারা অবশ্যই বিরাট ধোঁকায় পড়ে আছে।

৮. শেষ বিচারের দিন কোনো লোক অন্য কারো কোনো উপকারে আসবে না। কেউ সেদিন কারো জন্য সুপারিশ করতে পারবে না।

৯. সেইদিন সকল কর্তৃত্ব থাকবে একমাত্র আল্লাহর।

সূরা আল মুত্বাফিফ্যিফীন
আয়াত ঃ ৩৬
রুকূ' ঃ ১

নামকরণ

অন্য অনেক সূরার মতই এ সূরার প্রথম আয়াতের 'ওয়াইলুল্ লিল-মুত্বাফিফ্যিফীন' বাক্যাংশ থেকেই এর নামকরণ করা হয়েছে। 'মুত্বাফিফ্যিফীন' শব্দটি বহুবচন, একবচনে 'মুত্বাফিফ্যিফূন' অর্থ ওযনে হেরফেরকারী।

নাযিলের সময়কাল

এ সূরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর মক্কী জীবনের প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্যতম। নবুওয়াতী জীবনের প্রথম দিকে আখেরাতের বিশ্বাসকে মানুষের অন্তরে সঠিকভাবে বসিয়ে দেয়ার জন্য যেসব সূরা নাযিল হয়েছে, তন্মধ্যে এ সূরাটিও অন্যতম। সূরাটি যখন নাযিল হয় তখনকার পরিস্থিতি ছিল—মুসলমানদেরকে মক্কাবাসী কাফেররা পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে উপহাস, ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও টিটকারী করার মাধ্যমে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করছিল। তবে তখনও শারীরিকভাবে যুলুম-নির্যাতনের সূচনা হয়নি।

বিষয়বস্তু

এ সূরার বিষয়বস্তুও আখেরাত। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে সাধারণ যে রোগটি দেখা যায়, তাহলো অন্যের থেকে নেয়ার সময় ওযন পুরোপুরি নেয়া এবং অন্যকে দেয়ার সময় ওযনে কম দেয়া। এ সাধারণ রোগটি সম্পর্কে সূরার প্রথম ছয়টি আয়াতে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তাদের এ সর্বজন স্বীকৃত মন্দকাজে লিপ্ত হওয়ার মূল কারণ হলো—তারা আখেরাতে জবাবদিহির কথা ভেবে দেখে না। দুনিয়াবী লাভজনক মন্দ কাজ থেকে মানুষকে একমাত্র আখেরাতের জবাবদিহিতার ভয়ই বিরত রাখতে পারে।

অতপর ৭ থেকে ১৭ আয়াত পর্যন্ত বলা হয়েছে যে, এসব ফাজির তথা দুষ্কৃতিকারীদের কাজের বিবরণী প্রস্তুত হচ্ছে এবং তা সংরক্ষিত থাকবে। তাদের দুষ্কৃতির জন্য তাদেরকে মারাত্মক ধ্বংসের মুখোমুখি হতে হবে।

এরপর ১৮ থেকে ২৮ আয়াত পর্যন্ত সেসব সৎলোকদের শুভ পরিণাম সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে, যারা এসব মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকবে, তাদের কাজের খতিয়ান থাকবে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন স্থানে। আর তা সন্নিবেশ ও সংরক্ষণ কাজে নিয়োজিত রয়েছে আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত মর্যাদার অধিকারী ফেরেশতারা।

অবশেষে সৎলোকদেরকে সান্ত্বনা দান ও কাফেরদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে—কাফেররা দুনিয়াতে সৎলোকদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও কটূক্তির মাধ্যমে অপমানিত করছে। আখেরাতে সৎলোকেরাও তাদেরকে তেমনি উপহাস করবে। তবে কাফেররা তখন নিজেদের কাজকর্ম সংশোধন করে নেয়ার কোনো সুযোগ পাবে না।

❒

রুকূ' ১ | ৮৩. সূরা আল মুত্বাফ্‌ফিফীন-মাক্কী | আয়াত ৩৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

①وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ② الَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ

১. ধ্বংস পরিমাপে হেরফেরকারীদের জন্য।[১] ২. যারা–যখন লোকদের থেকে মেপে নেয় তখন পুরোপুরি নেয়।

③وَإِذَا كَالُوْهُمْ أَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ④ أَلَا يَظُنُّ أُولٰٓئِكَ

৩. আর যখন তাদেরকে মেপে দেয় অথবা ওযন করে দেয় তখন কম দেয়।[২] ৪. তারা কি ভেবে দেখে না যে,

①وَيْلٌ-ধ্বংস ; لِلْمُطَفِّفِيْنَ-(ل+ال+مطففين)-পরিমাপে হেরফেরকারীদের জন্য। ②الَّذِيْنَ-যারা ; إِذَا-যখন ; اكْتَالُوْا-মেপে নেয় ; عَلَى-থেকে ; النَّاسِ-লোকদের ; يَسْتَوْفُوْنَ-(তখন) পুরোপুরি নেয়।③وَ-আর ; إِذَا-যখন ; كَالُوْهُمْ-(كالوا+هم)-তাদেরকে মেপে দেয় ; أَوْ-অথবা ; وَّزَنُوْهُمْ-(وزنوا+هم)-তাদেরকে ওযন করে দেয় ; يُخْسِرُوْنَ-(তখন) কম দেয়। ④أَلَا يَظُنُّ-(ا+لا+يظن)-তারা কি ভেবে দেখে না যে ; أُولٰٓئِكَ-তারা ;

১. 'মুতাফ্ফিফীন' অর্থ মাপ বা ওযনে হেরফেরকারী। শব্দটি 'তাতফীফ' শব্দমূল থেকে উদ্ভূত। এর একবচনে 'মুতাফ্ফিফ'। শুধুমাত্র মাপ বা ওযনে কমবেশী করার মধ্যেই 'তাতফীফ' সীমিত নয় ; বরং যে কোনো ব্যাপারে প্রাপককে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করাও 'তাতফীফ'-এর অন্তর্ভুক্ত।

২. কুরআন মজীদ ও হাদীসে মাপ ও ওযনে কমবেশী করাকে হারাম বলে বর্ণিত হয়েছে। মেপে দেয়া এবং মেপে নেয়ার মাধ্যমেই প্রাপকের প্রাপ্য আদায় হলো কি না তা নির্ণয় করা হয়। সুতরাং সকল প্রকার লেনদেন, কাজ-কারবারে প্রাপকের প্রাপ্য যথাযথভাবে আদায় না করলে ধ্বংস অনিবার্য। হযরত শুয়াইব (আ)-এর সম্প্রদায়ের উপর এ অপরাধের কারণে আসমানী আযাব নাযিল হয়েছিল। আল্লাহর হক যথাযথ আদায় না করাও 'তাতফীফের' অন্তর্ভুক্ত। হযরত ওমর (রা) দেখলেন যে, এক ব্যক্তি নামাযে রুকূ'-সিজদা ইত্যাদি ঠিকমত আদায় করছে না, তখন তিনি তাকে বললেন —'লাকাদ তাফাফ্‌তা' অর্থাৎ তুমি আল্লাহর প্রাপ্য আদায়ে 'তাতফীফ' করছো। অতএব বুঝা গেল যে, অযু, গোসল ও নামায প্রভৃতি ইবাদাতগুলো যথাযথভাবে আদায় না করাও 'তাতফীফ'-এর অন্তর্ভুক্ত।

أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۝٤ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝٥ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ

অবশ্যই তাদেরকে পুনরায় উঠানো হবে ? ৫. এক মহা দিবসে ;[৩] ৬. যেদিন মানব জাতি দাঁড়াবে

لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٦ كَلَّا إِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ ۝٧ وَمَا أَدْرٰىكَ

জগতসমূহের প্রতিপালকের সামনে। ৭. কক্ষণো নয়![৪] দুষ্কৃতিকারীদের আমলনামা অবশ্যই কারা-কার্যালয়ে রয়েছে।[৫] ৮. আর আপনি জানেন কি ?

مَا سِجِّيْنٌ ۝٨ كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ۝٩ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝١٠

কারা-কার্যালয় কি ? ৯. (এটা) একটা লিখিত আমলনামা। ১০. নিশ্চিত ধ্বংস সেদিন মিথ্যারোপকারীদের জন্য।

أَنَّهُمْ-(ان+هم)-অবশ্যই তাদেরকে ; مَبْعُوثُونَ-পুনরায় উঠানো হবে। ⑤ لِيَوْمٍ-এক দিবসে ; عَظِيمٍ-মহা। ⑥ يَوْمَ-যেদিন ; يَقُومُ-দাঁড়াবে ; النَّاسُ-মানুষ ; لِرَبِّ-প্রতিপালকের সামনে ; الْعٰلَمِيْنَ-জগতসমূহের। ⑦ كَلَّا-কক্ষণো নয় ; إِنَّ-অবশ্যই ; كِتٰبَ-আমলনামা ; الْفُجَّارِ-(ال+فجار)-দুষ্কৃতিকারীদের ; لَفِيْ-রয়েছে ; سِجِّيْنٍ-কারা-কার্যালয়ে। ⑧ وَ-আর ; مَا أَدْرٰىكَ-(ما+ادرى+ك)-আপনি জানেন কি ; مَا-কি ; سِجِّيْنٌ-কারা-কার্যালয়। ⑨ كِتٰبٌ-একটা আমলনামা ; مَرْقُوْمٌ-লিখিত। ⑩ وَيْلٌ-নিশ্চিত ধ্বংস ; يَوْمَئِذٍ-সেদিন ; لِلْمُكَذِّبِيْنَ-(ل+ال+مكذبين)-মিথ্যারোপকারীদের জন্য।

৩. 'মহাদিবস' বলতে কেয়ামতকে বুঝানো হয়েছে। কেয়ামতের দ্বিতীয় পর্যায়ে মানুষ ও জিন্ন জাতিকে পুনর্জীবিত করে উঠানো হবে এবং তাদেরকে মহান আল্লাহর সামনে দাঁড় করানো হবে। সেদিন তাদের কর্মফল হিসেবে শাস্তি বা পুরস্কার প্রদানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে ।

৪. অর্থাৎ তাদের ধারণা ঠিক নয়। তারা ধারণা করে বসে আছে যে, তারা অপরাধ করে পার পেয়ে যাবে ; তাদেরকে আল্লাহর সামনে হাযির হতে হবে না। তাদের আমলনামা তো তাদের শেষ গন্তব্যস্থল কারাগার তথা জাহান্নামের কার্যালয়ে রেকর্ড করে রাখা হয়েছে।

৫. 'সিজ্জীন' শব্দটি 'সিজনুন' শব্দ থেকে উদ্ভূত। সিজনুন অর্থ কারাগার। পরবর্তী আয়াত থেকে জানা যায় যে, এর অর্থ এমন রেকর্ড যাতে শাস্তিযোগ্য অপরাধীদের আমলনামা রেকর্ড করে রাখা হয়েছে এবং তা সুরক্ষিত যাতে কমবেশী করার কোনো সুযোগ নেই।

⑪ الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ⑫ وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖٓ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ⑬

১১. যারা অস্বীকার করে কর্মফল দিবসকে। ১২. আর তাকে অস্বীকার করে না কেউ প্রত্যেক সীমালংঘনকারী পাপী ছাড়া।

⑬ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ⑭ كَلَّا بَلْ

১৩. যখন তার নিকট আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয়,[৬] সে বলে—এতো পুরনো দিনের কাহিনী। ১৪. কখণো নয়। বরং

رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ⑮ كَلَّآ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ

তাই তাদের মনে মরিচা ধরিয়েছে, যা তারা করতো।[৭] ১৫. কক্ষণো নয়! অবশ্যই সেইদিন তারা তাদের প্রতিপালক থেকে

⑪ الَّذِيْنَ-যারা ; يُكَذِّبُوْنَ-অস্বীকার করে ; بِيَوْمِ-দিবসকে ; الدِّيْنِ-কর্মফল। ⑫ وَ-
আর ; مَا يُكَذِّبُ-কেউ অস্বীকার করে না ; بِهٖ-তাকে ; اِلَّا-ছাড়া ; كُلُّ-প্রত্যেক ;
مُعْتَدٍ-সীমালংঘনকারী ; اَثِيْمٍ-পাপী। ⑬ اِذَا-যখন ; تُتْلٰى-আবৃত্তি করা হয় ; عَلَيْهِ-
তার নিকট ; اٰيٰتُنَا-(ايت+نا)-আমার আয়াতসমূহ ; قَالَ-সে বলে ; اَسَاطِيْرُ-কাহিনী ;
الْاَوَّلِيْنَ-পুরনো দিনের। ⑭ كَلَّا-কক্ষণো নয় ; بَلْ-বরং ; رَانَ-তা-ই মরিচা ধরিয়েছে ;
عَلٰى قُلُوْبِهِمْ-(على+قلوب+هم)-তাদের মনে ; مَّا-যা ; كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ-তারা
করতো। ⑮ كَلَّآ-কক্ষণো নয় ! اِنَّهُمْ-(ان+هم)-অবশ্যই তারা ; عَنْ-থেকে ; رَبِّهِمْ
-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালক ; يَوْمَئِذٍ-সেই দিন ;

৬. অর্থাৎ কুরআন মজীদের যেসব আয়াতে বিচার দিনের কথা বর্ণিত হয়েছে সেসব আয়াত যখন তাদের সামনে পাঠ করে শুনানো হয় তখন তারা বলে—এসব পুরনো কাহিনী।

৭. কর্মফল দিবস তথা শাস্তি ও পুরস্কার সম্বলিত আয়াতসমূহকে 'পুরনো দিনের কাহিনী' বলার কোনো যুক্তি না থাকা সত্ত্বেও তাদের একথা বলার কারণ হলো—গুনাহ করতে করতে তাদের অন্তরে মরিচা ধরেছে ; তাই তারা আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে এমন কথা বলতে পেরেছে। অন্তরে মরিচা ধরা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স) এরশাদ করেন—বান্দাহ যখন একটি গুনাহ করে তখন তার অন্তরে একটি কাল দাগ পড়ে। আর সে যখন তাওবা করে তখন দাগটি উঠে যায় ; কিন্তু সে যদি অনবরত গুনাহ করতেই থাকে তখন তার অন্তরে কাল দাগ ছেয়ে যায়।

لَمَحْجُوبُونَ (১৫) ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ (১৬) ثُمَّ يُقَالُ هَٰذَا

আড়ালে পড়ে থাকবে।[৮] ১৬. অতপর তারা প্রবেশ করবেই জাহান্নামে।
১৭. তারপর বলা হবে—এটা তাই

الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ (১৭) كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ۝

যা তোমরা মিথ্যা মনে করতে। ১৮. কক্ষণো নয়![৯] অবশ্যই নেককারদের আমলনামা (রয়েছে) ইল্লিয়্যীনে।

(১৮) وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ (১৯) كِتَابٌ مَّرْقُومٌ (২০) يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ۝

১৯. আর আপনি কি জানেন 'ইল্লিয়্যীন' কি ? ২০. (এটা) একটা লিখিত আমলনামা। ২১. (আল্লাহর) নৈকট্যপ্রাপ্ত (ফেরেশতা) গণ তা দেখাশুনা করে।

(২১) إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (২২) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ (২৩) تَعْرِفُ

২২. নেক্‌কাররা তো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দে। ২৩. উঁচু উঁচু আসনে বসে তারা পরিদর্শন করবে। ২৪. দেখতে পাবেন

لَمَحْجُوْبُوْنَ-আড়ালে পড়ে থাকবে। (১৬) ثُمَّ-অতপর ; اِنَّهُمْ-তারা ; لَصَالُوا- প্রবেশ করবেই ; الْجَحِيْمِ-জাহান্নামে। (১৭) ثُمَّ-তারপর ; يُقَالُ-বলা হবে ; هٰذَا-এটা ; الَّذِىْ-তা-ই ; كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ-যা তোমরা মিথ্যা মনে করতে। (১৮) كَلَّا-কক্ষণো নয়! ; اِنَّ-অবশ্যই ; كِتٰبَ-আমলনামা ; الْاَبْرَارِ-(ال+ابرار)-নেককারদের ; لَفِىْ-রয়েছে ; عِلِّيِّيْنَ-ইল্লিয়্যীনে। (১৯) وَ-আর ; مَا اَدْرٰكَ-আপনি জানেন কি ; مَا-কি ; عِلِّيُّوْنَ-ইল্লিয়্যীন। (২০) كِتٰبٌ-একটা আমলনামা ; مَّرْقُوْمٌ-লিখিত। (২১) يَشْهَدُهُ-(يشهد+ه)-তা দেখাশুনা করে ; الْمُقَرَّبُوْنَ-(ال+مقربون)-(আল্লাহর) নৈকট্যপ্রাপ্ত (ফেরেশতাগণ)। (২২) اِنَّ-নিশ্চয়ই ; الْاَبْرَارَ-নেককাররা ; لَفِىْ نَعِيْمٍ-(ل+فى+نعيم)-থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দে। (২৩) عَلَى الْاَرَآئِكِ-(على+ال+ارئك)-উঁচু উঁচু আসনে বসে ; يَنْظُرُوْنَ-তারা পরিদর্শন করবে। (২৪) تَعْرِفُ-আপনি দেখতে পাবেন ;

৮. অর্থাৎ নেককাররা আল্লাহর সাক্ষাত লাভে ধন্য হবে ; আর পাপীরা আল্লাহর সাক্ষাত লাভের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হবে।

৯. অর্থাৎ তাদের যে ধারণা ছিল—পাপ কাজের জন্য শাস্তি এবং নেক কাজের জন্য পুরস্কার দেয়ার কথা সত্য নয়—তাদের সামনে সেদিন সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, তা একেবারেই

فِيْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ ﴿٢٤﴾ يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ ﴿٢٥﴾

তাদের চেহারায় সচ্ছলতার উজ্জ্বলতা। ২৫. তাদেরকে পান করানো হবে ছিপি আঁটা বিশুদ্ধ পানীয় থেকে।

﴿٢٦﴾ خِتٰمُهٗ مِسْكٌ ۚ وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ ﴿٢٦﴾ وَمِزَاجُهٗ

২৬. তার ছিপি হবে মিশ্‌কের ;[১০] অতএব প্রতিযোগিদের উচিত, তারা যেন এ বিষয়েই প্রতিযোগিতা করে। ২৭. আর তার মিশ্রণ হবে

مِنْ تَسْنِيْمٍ ﴿٢٧﴾ عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿٢٨﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا

তাসনীমের।[১১] ২৮. (এটা) এমন একটি ঝরণা যা থেকে নৈকট্য লাভকারীরা পান করে। ২৯. নিশ্চয়ই যারা অপরাধে লিপ্ত

فِيْ وُجُوْهِهِمْ-(فى+وجوه+هم)-তাদের চেহারায় ; نَضْرَةَ-উজ্জ্বলতা ; النَّعِيْمِ-(ال+نعيم)-সচ্ছলতার। ﴿٢٥﴾ يُسْقَوْنَ-তাদেরকে পান করানো হবে ; مِنْ-থেকে ; رَّحِيْقٍ-বিশুদ্ধ পানীয় ; مَّخْتُوْمٍ-ছিপি আঁটা। ﴿٢٦﴾ خِتٰمُهٗ-(ختم+ه)-তার ছিপি হবে ; مِسْكٌ-মিশ্‌কের ; وَفِيْ ذٰلِكَ-এ বিষয়েই ; فَلْيَتَنَافَسِ-(ف+ليتنافس)-যেন তারা প্রতিযোগিতা করে ; الْمُتَنَافِسُوْنَ-(ال+متنافسون)-প্রতিযোগিদের উচিত। ﴿٢٧﴾ وَ-আর ; مِزَاجُهٗ-(مزاج+ه)-তার মিশ্রণ হবে ; مِنْ تَسْنِيْمٍ-(من+تسنيم)-তাসনীমের। ﴿٢٨﴾ عَيْنًا-(এটা) এমন একটি ঝরণা ; يَّشْرَبُ-পান করে ; بِهَا-যা থেকে ; الْمُقَرَّبُوْنَ-নৈকট্য লাভকারীরা। ﴿٢٩﴾ اِنَّ-নিশ্চয়ই ; الَّذِيْنَ-যারা ; اَجْرَمُوْا-অপরাধে লিপ্ত ;

ভুল ছিল। পাপীদের পরিণতি এবং নেককারদের পরিণতি কখনো একই রকম হতে পারে না। নেককারদের আমলনামা উচ্চ মর্যাদায় থাকবে, আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতারা তা দেখাশুনা করবে। তারা সেখানে সুখ-স্বাচ্ছন্দে থাকবে।

১০. অর্থাৎ নেককারদেরকে যেসব উত্তম পানীয় পান করানো হবে সেসব পানীয়ের পাত্রগুলোর মুখ মিশ্‌ক-এর খোশবু সম্বলিত বস্তু দিয়ে মোহর মারা থাকবে। এর অর্থ সেসব পানীয় অতি উত্তমভাবে সংরক্ষিত। এসব পানীয় পান করার সময় পানকারীরা মিশকের সুঘ্রাণ পাবে।

১১. 'তাসনীম' জান্নাতের একটি ঝরণার নাম। আভিধানিক অর্থে এমন বস্তুকে 'তাসনীম' বলা হয় যা পানীয়ের সুঘ্রাণ এবং স্বাদ বৃদ্ধির জন্য তাতে মেশাই। যেমন শরবতের সাথে গোলাব পানি বা কেওড়ার পানি মেশানো হয়ে থাকে। জান্নাতের উল্লেখিত ঝরণাটির পানীয় বস্তু স্বাদ ও গন্ধে তুলনাহীন। আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্তগণ এ ঝরণা থেকে পান করে থাকেন।

كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ ۝٢٩ وَاِذَا مَرُّوْا بِهِمْ

তারা এমন ছিল যে, তারা উপহাস করতো ওদেরকে যারা ঈমান এনেছে।
৩০. আর তারা যখন ওদের পাশ দিয়ে যেতো

يَتَغَامَزُوْنَ ۝٣٠ وَاِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ ۝

(তখন) চোখ টিপে ইশারা করতো। ৩১. এবং তারা যখন ফিরে আসতো তাদের আপনজনের নিকট, (তখন) তারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ফিরতো।[১২]

۝٣١ وَاِذَا رَاَوْهُمْ قَالُوْٓا اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّوْنَ ۝٣٢ وَمَآ اُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ

৩২. আর যখন তারা ওদেরকে (মুসলমানদেরকে) দেখতো (তখন) বলতো—ওরাই পথভ্রষ্ট।[১৩] ৩৩. অথচ ওদের উপর তাদেরকে পাঠানো হয়নি

كَانُوْا-তারা এমন ছিল যে ; مِنَ الَّذِيْنَ-ওদেরকে যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছে ; يَضْحَكُوْنَ-উপহাস করতো ۝٣٠ وَ-আর ; اِذَا-যখন ; مَرُّوْا-তারা যেতো ; بِهِمْ-(ب+هم)-ওদের পাশ দিয়ে ; يَتَغَامَزُوْنَ-(তখন) চোখ টিপে ইশারা করতো। ۝٣١ وَ-এবং ; اِذَا-যখন ; انْقَلَبُوْٓا-তারা ফিরে আসতো ; اِلٰٓى-নিকট ; اَهْلِهِمُ-(اهل+هم)-তাদের আপনজনের ; انْقَلَبُوْا-(তখন) তারা ফিরতো ; فَكِهِيْنَ-আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে। ۝٣٢ وَ-আর ; اِذَا-যখন ; رَاَوْهُمْ-(راو+هم)-ওদেরকে দেখতো ; قَالُوْٓا-তারা বলতো ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; هٰٓؤُلَآءِ-ওরা ; لَضَآلُّوْنَ-পথভ্রষ্ট। ۝٣٣ وَ-অথচ ; مَآ اُرْسِلُوْا-তাদেরকে পাঠানো হয়নি ; عَلَيْهِمْ-ওদের উপর ;

১২. অর্থাৎ মু'মিনদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে যে আনন্দ ও মজা তারা উপভোগ করেছে তার রেশ নিয়েই সে ঘরে ফিরতো। কথার মারপ্যাঁচে ও মুখের জোরে মুসলমানদেরকে অপমান-অপদস্থ করে এসব কাফেররা আনন্দ উপভোগ করতো। আজকের দিনেও ইসলাম বিরোধীদের মধ্যে এ ধরনের কার্যকলাপের কমতি নেই। গলাবাজীতে উস্তাদ এসব ইসলাম বিরোধী শক্তি ইসলামপন্থীদেরকে মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করে কোণঠাসা করার ব্যর্থ চেষ্টা করে এবং এতেই তারা আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

১৩. অর্থাৎ ইসলাম এদের স্বাভাবিক চিন্তা-শক্তি বিলোপ করে দিয়েছে। এরা মৃত্যুর পরের কল্পিত জান্নাতের প্রলোভনে পড়ে এবং তদ্রূপ জাহান্নামের শাস্তির আশংকায় দুনিয়ার লাভ, স্বার্থ ও ভোগ-বিলাসিতা থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করে রেখেছে। শুধু তাই নয়, এরা নির্বুদ্ধিতা বশত নিজেদেরকে বিপদ-আপদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। এটা যে শুধু কাফের-মুশরিকদের ধারণা তা নয় ; বরং মুসলমান নামধারী লোকেরাও আজকাল এ মানসিকতা পোষণ করে থাকে।

حٰفِظِيْنَ ﴿٣٣﴾ فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ ﴿٣٤﴾

তত্ত্বাবধায়ক করে।[১৪] ৩৪. অতএব যারা ঈমান এনেছে তারা আজ উপহাস করছে কাফেরদেরকে ;

عَلَى الْاَرَآئِكِ ۙ يَنْظُرُوْنَ ﴿٣٥﴾ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৫. তারা (মুমিনরা) সুসজ্জিত আসনে বসে (ওদেরকে) দেখছে।

৩৬. কাফেরদেরকে—তারা যা করতো তার বদলা দেয়া হলো তো ?[১৫]

حٰفِظِيْنَ-তত্ত্বাবধায়ক করে।(৩৪) فَالْيَوْمَ-(ف+ال+يوم)-অতএব আজ ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছে ; مِنَ الْكُفَّارِ-(من+ال+كفار)-কাফেরদেরকে ; يَضْحَكُوْنَ-তারা উপহাস করছে।(৩৫) عَلَى الْاَرَآئِكِ-সুসজ্জিত আসনে বসে ; يَنْظُرُوْنَ-তারা (ওদেরকে) দেখছে।(৩৬) هَلْ ثُوِّبَ-বদলা দেয়া হলো তো ; الْكُفَّارُ-(ال+كفار)-কাফেরদেরকে ; مَا-তার, যা ; كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ-তারা করতো।

১৪. এখানে আল্লাহ তাআলা সেসব লোককে সতর্ক করে দিচ্ছেন, যারা ইসলাম-পন্থীদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে এবং অযথা কষ্ট দেয়। অর্থাৎ মুসলমানরা তোমাদের ধারণা অনুযায়ী ভুল পথে থাকলেও তোমাদের কোনো ক্ষতি তো তারা করছে না। তারা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী কর্মনীতি অবলম্বন করছে, তোমরা কেন তাদেরকে অযথা কষ্ট দিচ্ছো ; তোমাদেরকে তো আল্লাহ তাদের ব্যাপারে তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠাননি।

১৫. আল্লাহ তাআলার একথার মধ্যে কাফের-মুশরিকদের প্রতি বিদ্রূপ প্রকাশ পেয়েছে। কাফেররা যেহেতু দুনিয়াতে মু'মিনদেরকে বিদ্রূপাত্মক কথা দ্বারা অযথা কষ্ট দিতো, তাই আখেরাতে ঈমানদারেরা জান্নাতে আরামে বসে বসে ওদেরকে জাহান্নামে শাস্তি ভোগরত অবস্থায় দেখে মনে মনে বলবে—কাফেররা তাদের কাজের কি চমৎকার প্রতিফল পেয়ে গেলো!

সূরা আল মুত্বাফ্‌ফিফীনের শিক্ষা

১. পরিমাপ ও ওযনে কমবেশী করা জঘন্য অপরাধ। আখেরাতের অযাব থেকে বাঁচতে হলে এ জঘন্য অপরাধ থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

২. পরিমাপ বা ওযনে হেরফের করা শুধুমাত্র দাঁড়িপাল্লাতে সীমাবদ্ধ নয় ; বরং দুনিয়ায় সকল প্রকার আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির যত প্রকার পরিমাপ যন্ত্র রয়েছে, সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

৩. মানুষকে অবশ্যই মৃত্যুর পরে পুনর্জীবিত করা হবে এবং আল্লাহর সামনে এ দুনিয়ার কর্মকাণ্ডের হিসেব দেয়ার জন্য দাঁড়াতে হবে।

৪. কাফের-মুশরিক ও পাপাচারীদের আমলনামা 'সিজ্জীন' তথা কারাগারের কার্যালয়ে সংরক্ষিত থাকবে। যেখানে আমলনামায় কোনো প্রকার যোগ-বিয়োগ করার সুযোগ নেই।

৫. আখেরাতের হিসেব-নিকেশ প্রদানের ব্যাপার যারা অস্বীকার করবে এবং সে হিসেবে এ দুনিয়ার জীবন পরিচালনা করবে ; চূড়ান্ত ধ্বংস তাদের জন্যই নির্ধারিত।

৬. সীমালংঘনকারী পাপীরা ছাড়া আখেরাতের কর্মফল দিবসকে আর কেউ অস্বীকার করে না। অন্য কথায় আখেরাতে যারা অবিশ্বাস করে, তারাই সীমালংঘনকারী ও পাপী। তাদের কোনো নেক আমল গ্রহণীয় নয়।

৭. যারা কুরআন মজীদকে পুরনো দিনের কাহিনী বলে উপেক্ষা করে এবং তার বিধান নিজেদের সার্বিক জীবনে বাস্তবায়ন করতে চায় না, তাদের স্থান নিসন্দেহে জাহান্নামে হবে ।

৮. উল্লেখিত মানুষ আখেরাতে আল্লাহর সাক্ষাত লাভের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হবে।

৯. অপরদিকে মু'মিন সৎকর্মশীলদের আমলনামা থাকবে 'ইল্লিয়্যীন' তথা জান্নাতের কার্যালয়ে। যার সংরক্ষণে আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতারা নিয়োজিত।

১০. কাফের-মুশরিক পাপাচারীরা দুনিয়াতে মু'মিনদেরকে যেমন হেয় চোখে দেখতো, আখেরাতে মু'মিনরা তাদেরকে সেরূপ দৃষ্টিতে দেখবে।

১১. মু'মিনরা আখেরাতে হাস্যোজ্জ্বল চেহারা নিয়ে সুউচ্চ আসনে বসে কাফের-মুশরিক ও পাপাচারীদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে।

১২. আখেরাতে মু'মিনদেরকে মিশ্ক-এর সুঘ্রাণযুক্ত ছিপি আঁটা পাত্র থেকে পবিত্র ও সর্বোত্তম স্বাদ বিশিষ্ট পানীয় পরিবেশন করা হবে।

১৩. জান্নাতে পরিবেশিত উল্লিখিত পানীয়ের সাথে মিশ্রিত থাকবে 'তাসনীম' নামক জান্নাতী ঝরণার পানি ; যার পানি আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের জন্যই নির্দিষ্ট।

১৪. কাফের-মুশরিক ও পাপাচারীরা দুনিয়াতে আল্লাহর পথের সৈনিকদেরকে দেখে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও চোখ টিপে ইশারা করে। আখেরাতে আল্লাহর পথের সৈনিকরাও তাদের প্রতি অনুরূপ আচরণ করবে।

১৫. অতএব দুনিয়ার জীবন পরিচালনায় আখেরাতে বিশ্বাস রাখা বুদ্ধিমানের কাজ। অন্যথায় সূরার শুরুতে ঘোষিত চূড়ান্ত ধ্বংস অনিবার্য। আর জেনে-বুঝে এরূপ ধ্বংসের পথে পা বাড়ানো কোনো বুদ্ধিমান মানুষের কাজ হতে পারে না।

❐

সূরা আল ইনশিকাক
আয়াত ঃ ২৫
রুকূ' ঃ ১

নামকরণ

'ইনশিকাক' শব্দটি সূরার প্রথম আয়াতের 'ইনশাক্কাত' শব্দের ক্রিয়ামূল। 'ইনশাক্কাত' শব্দ থেকেই 'ইনশিকাক' নামকরণ করা হয়েছে। এর অর্থ ফেটে যাওয়া। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, এটা সেই সূরা যাতে আকাশ ফেটে যাওয়ার কথা উল্লেখিত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়কাল

এ সূরাটিও মক্কা মুয়াযমায় প্রাথমিক কালে অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্যতম। কুরআন মজীদের দাওয়াতকে তখনো সহিংস মুকাবিলা করার প্রক্রিয়া শুরু হয়নি ; শুধুমাত্র মৌখিকভাবে ঠাট্টা-মস্করা ও প্রকাশ্য কটূক্তি-বক্রোক্তির মাধ্যমেই প্রতিক্রিয়া দেখানো হচ্ছিল। কেয়ামত, হাশর-বিচার ও শাস্তি এবং পুরস্কার ইত্যাদি মৌলিক বিষয়গুলোকে কাফেররা যখন হেসেই উড়িয়ে দিচ্ছিল—এমন একটি অবস্থাতেই সূরাটি নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

প্রধানত কেয়ামত এবং আখেরাত সম্পর্কেই এ সূরাতে আলোচনা করা হয়েছে। সূরার প্রথম পাঁচটি আয়াতে কেয়ামত সংঘটিত হওয়া কালীন অবস্থা বর্ণনার সাথে সাথে তার প্রমাণও পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে আসমান যখন ফেটে যাবে, আর যমীনকে বিছিয়ে দিয়ে সমতল ভূমিতে পরিণত করা হবে ; যমীনের অভ্যন্তরে যা কিছু আছে তা সবই বাইরে ফেলে দেবে, তখন যমীনের অভ্যন্তর ভাগ খালি হয়ে যাবে। আসমান ও যমীন তাদের প্রতিপালকের হুকুমেই এসব করবে। কারণ তারা আল্লাহর সৃষ্টি, তাই আল্লাহর হুকুম পালন করাটাই তাদের জন্য সঠিক কর্মপন্থা।

অতপর ৬ থেকে ১৯ আয়াত পর্যন্ত বলা হয়েছে যে, মানুষ ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক সেই পরিণতির দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে, তাদের প্রতিপালকের মুখোমুখি তাদেরকে হতেই হবে। সেদিন মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। এক ভাগের আমলনামা আসবে তাদের সামনের দিক থেকে ডান হাতে, তারা সহজ হিসাব-কিতাবের মাধ্যমেই পার হয়ে যাবে ; আর অপর ভাগের আমলনামা পেছন দিক থেকে বাম হাতে আসবে। এরা তখন মৃত্যু কামনা করবে ; কিন্তু তাদেরকে জাহান্নামে ঠেলে দেয়া হবে। কারণ তারা ধরে নিয়েছিল যে, তাদের দুনিয়ার কাজকর্মের হিসেব নিয়ে কখনো আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে না। অথচ আল্লাহ তো তাদের সকল কাজকর্ম দেখছেন। তারা একটু চিন্তা করে দেখলেই বুঝতে পারতো যে, আল্লাহর দরবারে জবাবদিহির জন্য দাঁড়ানোর

ব্যাপারটাতো সূর্য ডোবার পর পশ্চিমাকাশে রক্তিম আভা ও রাতের আগমন এবং চাঁদের এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় বিবর্তনের মাধ্যমে পূর্ণতায় পৌছার মতই সত্য।

অবশেষে, কাফেররা যেহেতু কুরআন মজীদ শুনে আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণের পরিবর্তে তাকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে, তাই তাদের জন্য শুনানো হয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ। অপর দিকে মু'মিনদের জন্য মহা প্রতিদানের শুভ সংবাদ দেয়া হয়েছে। যেহেতু তারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে।

❏

রুকূ' ১ — **৮৪. সূরা আল ইন্‌শিকাক-মাক্কী** — আয়াত ২৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

① إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ② وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ③ وَإِذَا

১. যখন আসমান ফেটে যাবে ; ২. এবং যে তার প্রতিপালকের আদেশ মেনে চলবে-[১] আর সে এরই উপযুক্ত—৩. আর যখন

الْأَرْضُ مُدَّتْ ④ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ⑤ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا

যমীনকে সম্প্রসারিত করে দেয়া হবে ;[২] ৪. এবং সে সবই ছুঁড়ে ফেলবে যা কিছু তার ভেতরে আছে— এবং সে হয়ে যাবে খালি ;[৩] ৫. আর সে মেনে চলবে তার প্রতিপালকের আদেশ—

①اِذَا-যখন ; السَّمَاءُ-আসমান ; انْشَقَّتْ-ফেটে যাবে ②وَ-এবং ; اَذِنَتْ-সে আদেশ মেনে চলবে ; لِرَبِّهَا-(ل+رب+ها)-তার প্রতিপালকের ; وَ-আর ; حُقَّتْ-সে এরই উপযুক্ত। ③وَ-আর ; اِذَا-যখন ; الْاَرْضُ-যমীনকে ; مُدَّتْ-সম্প্রসারিত করে দেয়া হবে। ④وَ-এবং ; اَلْقَتْ-সে ছুঁড়ে ফেলবে ; مَا-সবই যা কিছু ; فِيْهَا-তার ভেতরে আছে ; وَ-ও ; تَخَلَّتْ-সে হয়ে যাবে খালি। ⑤ وَ-আর ; اَذِنَتْ-সে মেনে চলবে আদেশ ; لِرَبِّهَا-(ل+رب+ها)-তার প্রতিপালকের ;

১. অর্থাৎ কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা আসমানকে যা নির্দেশ দেবেন, একজন অনুগত বান্দার মতো তা পালন করবে এবং তা পালন করতে একটুও দেরি বা ইতস্তত করবে না।

২. অর্থাৎ যমীনকে এমনভাবে সমতল করে দেয়া হবে যে, সেখানে পাহাড়-পর্বত, নদী-সাগর, খাল-বিল, পুকুর-ডোবা কিছুই থাকবে না। সমগ্র যমীনটাই ধুধু প্রান্তরে পরিণত হবে। হাদীসে আছে যে, কেয়ামতের দিন পৃথিবীকে একটি দস্তরখানের মতো বিছিয়ে দেয়া হবে। অতপর মানুষের জন্য সেখানে শুধুমাত্র পা রাখার জায়গাই থাকবে। স্মরণীয় যে, সেদিন পৃথিবীর সূচনা থেকে শেষ দিন পর্যন্ত পৃথিবীতে আগত সকল মানুষকেই একই সাথে আল্লাহর আদালতে দাঁড় করানো হবে।

৩. অর্থাৎ যমীনের অভ্যন্তরে যত মৃত মানুষকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে তাদের সকলকেই যমীন ঠেলে বাইরে বের করে দেবে। সাথে সাথে এসব মানুষের কর্মকাণ্ডের যেসব প্রমাণপত্র তাতে সংরক্ষিত রয়েছে তাও বের করে দেবে।

وَحُقَّتْ ۝٥ يٰٓاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا

আর সে এর-ই উপযুক্ত।[৪] ৬. হে মানুষ! নিশ্চয় তুমি কঠোর চেষ্টায় অগ্রসরমান তোমার প্রতিপালকের দিকে

فَمُلٰقِيْهِ ۝٦ فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ۝٧ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ

অতপর তুমি তাঁর সাক্ষাত লাভ করবেই।[৫] ৭. তারপর যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে ; ৮. তখন শীঘ্রই তার হিসাব গ্রহণ করা হবে

حِسَابًا يَّسِيْرًا ۝٨ وَّيَنْقَلِبُ اِلٰٓى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ۝٩ وَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ

অতি সহজ হিসাব।[৬] ৯. আর সে হাসিমুখে তার আপনজনদের নিকট ফিরে যাবে।[৭] ১০. আর যাকে দেয়া হবে

وَ-আর; حُقَّتْ-সে এরই উপযুক্ত। ⑥ يٰٓاَيُّهَا-হে; الْاِنْسَانُ-মানুষ! ; اِنَّكَ-নিশ্চয়ই তুমি ; كَادِحٌ-কঠোর চেষ্টায় অগ্রসরমান ; اِلٰى-দিকে ; رَبِّكَ-তোমার প্রতিপালকের ; كَدْحًا-কঠোর চেষ্টার মত ; فَمُلٰقِيْهِ-(ف+ملقى+ه)-অতপর তুমি তাঁর সাক্ষাত লাভ করবেই। ⑦ فَاَمَّا-অতপর ; مَنْ-যাকে ; اُوْتِىَ-দেয়া হবে ; كِتٰبَهٗ-(كتب+ه)-তার আমলনামা ; بِيَمِيْنِهٖ-(ب+يمين+ه)-তার ডান হাতে। ⑧ فَسَوْفَ-(ف+سوف)-তখন শীঘ্রই ; يُحَاسَبُ-তার হিসাব গ্রহণ করা হবে ; حِسَابًا-হিসাব ; يَّسِيْرًا-অতি সহজ। ⑨ وَّ-আর ; يَنْقَلِبُ-সে ফিরে যাবে ; اِلٰٓى-নিকট ; اَهْلِهٖ-(اهل+ه)-তার আপনজনদের ; مَسْرُوْرًا-হাসি মুখে। ⑩ وَاَمَّا-আর ; مَنْ-যাকে ; اُوْتِىَ-দেয়া হবে ;

৪. অর্থাৎ তার প্রতিপালক আল্লাহর হুকুম মানাই তার জন্য ওয়াজিব ছিল এবং সে তা পালন করে আসছে। কেয়ামতের দিনও সে তা যথার্থভাবে পালন করবে।

৫. অর্থাৎ হে মানুষ! তুমি দুনিয়াতে যা কিছু চেষ্টা-সাধনা, আন্দোলন-সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছো, তোমার এসব তৎপরতা এ দুনিয়ার জীবন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয় ; বরং তুমি চেতনে-অবচেতনে তোমার প্রতিপালকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছো। তোমাকে অবশ্যই তাঁর নিকট পৌঁছতে হবে এবং তা অনিবার্য।

৬. অর্থাৎ যার আমলনামা সামনের দিক থেকে ডান হাতে দেয়া হবে, সে হবে সৌভাগ্যবান। তার হিসেব নেয়া হবে অত্যন্ত সহজভাবে। তাকে কোনো জটিল প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে না। আর যার নিকট থেকে হিসেব নেয়া হয়েছে, সেই মারা পড়েছে। নেককারদের আমলনামায়ও তাদের গোনাহগুলো অবশ্যই থাকবে ; কিন্তু তাদের গোনাহের তুলনায় নেকীর পরিমাণ বেশি থাকার কারণে গোনাহগুলো উপেক্ষা করা হবে এবং সেগুলো ক্ষমা করে দেয়া হবে।

كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ ﴿١٠﴾ فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا ﴿١١﴾ وَّيَصْلٰى سَعِيْرًا ﴿١٢﴾

তার আমলনামা তার পেছন দিক থেকে ;[৮] ১১. তখনই সে (নিজের) ধ্বংস কামনা করবে ; ১২. এবং সে জ্বলন্ত আগুনে গিয়ে পড়বে।

اِنَّهٗ كَانَ فِيْٓ اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ﴿١٣﴾ اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ ﴿١٤﴾

১৩. সে তো অবশ্যই (ইতিপূর্বে) তার আপনজনদের মধ্যে আনন্দে ছিল।[৯]
১৪. সে অবশ্যই ভেবেছিল যে, তাকে কখনো ফিরতে হবে না।

كِتٰبَهٗ-(كتب+ه)-তার আমলনামা ; وَرَآءَ ظَهْرِهٖ-(وراء+ظهر+ه)-তার পেছন দিক থেকে। ﴿١١﴾ فَسَوْفَ-তখনই ; يَدْعُوْا-সে কামনা করবে ; ثُبُوْرًا-(নিজের) ধ্বংস। ﴿١٢﴾ وَّ-এবং ; يَصْلٰى-সে গিয়ে পড়বে ; سَعِيْرًا-জ্বলন্ত আগুনে ﴿١٣﴾ اِنَّهٗ-সেতো অবশ্যই ; كَانَ-ছিল (ইতিপূর্বে) ; فِيْٓ اَهْلِهٖ-(فى+اهل+ه)-তার আপনজনদের মধ্যে ; مَسْرُوْرًا-আনন্দে। ﴿١٤﴾ اِنَّهٗ-সে অবশ্যই ; ظَنَّ-ভেবেছিল ; اَنْ-যে ; لَّنْ يَّحُوْرَ-তাকে কখনো ফিরতে হবে না।

৭. অর্থাৎ মু'মিনরা আমলনামা ডান হাতে পাবে এবং জান্নাতের সুসংবাদ তাদেরকে দেয়া হবে। তারা তখন তাদের পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও সংগী-সাথীদের নিকট খুশীমনে ফিরে যাবে। সম্ভবত তাদের সেসব স্বজনরাও একইভাবে মাফ পেয়ে যাবে।

৮. অন্যত্র বলা হয়েছে যে, কাফের ও পাপাচারীদের আমলনামা তাদের বাম হাতে দেয়া হবে ; আর এখানে বলা হয়েছে যে, তাদের আমলনামা পেছনের দিক থেকে দেয়া হবে। এটা এভাবে হতে পারে যে, তারা তাদের কৃতকর্মের কারণে নিজেরাই ডান হাতে আমলনামা পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে হাত পেছনের দিকে নিয়ে যাবে। কারণ মানুষের সামনে আমলনামা বাম হাতে নিতে তাদের লজ্জা হবে। অতপর পেছনের দিকেই তাদের আমলনামা তাদের বাম হাতে দিয়ে দেয়া হবে, কেননা নিজের আমলনামা হাতে তুলে নেয়া থেকে তারা বাঁচতে পারবে না।

৯. অর্থাৎ নেককার বান্দাহরাতো দুনিয়াতে তাদের পরিজনদের মধ্যে থেকেও সদা আল্লাহর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকতো। আর কাফের-পাপাচারীরা নিজেদের পরিবার-পরিজনদের মধ্যে নিশ্চিন্তে জীবন যাপন করতো ; কারণ আখেরাতে জবাবদিহির ভয় তাদের অন্তরে না থাকার কারণে তারা আনন্দ-উল্লাসে মেতে থাকতো। একই কারণে তাদের কর্মকাণ্ডে হালাল-হারাম ও বৈধ-অবৈধের কোনো বাছ-বিচার ছিল না। তারা নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য অন্যের অধিকার হরণ করতেও কোনো প্রকার দ্বিধা-সংকোচ করতো না। আর আল্লাহর হকের ব্যাপারে তো তারা ছিল একেবারেই উদাসীন। তাই তারা হেসেখেলেই জীবনটাকে কাটিয়ে দিয়েছিল।

(১৫) بَلَىٰٓ ۚ إِنَّ رَبَّهُۥ كَانَ بِهِۦ بَصِيرًا (১৬) فَلَآ أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۝

১৫. কেন নয়! অবশ্যই তার প্রতিপালক হলেন তার উপর বিশেষ দ্রষ্টা।[১০]

১৬. অতএব না, আমি কসম করছি অস্তরাগের

(১৭) وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ (১৮) وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ (১৯) لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا

১৭. এবং রাতের, আর সে যাকিছু সমাবেশ করে তার। ১৮. আর (কসম করছি) চাঁদের যখন তা পূর্ণতা লাভ করে। ১৯. তোমরা অবশ্যই আরোহণ করবে এক স্তরে—

عَنْ طَبَقٍ (২০) فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (২১) وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ

অন্য স্তর থেকে।[১১] ২০. অতএব তাদের কি হলো, তারা ঈমান আনছে না?

২১. আর যখন তাদের নিকট কুরআন পাঠ করা হয়

(১৫) بَلَىٰ-কেন নয় ; اِنَّ-অবশ্যই ; رَبَّهُ-(رب+ه)-তার প্রতিপালক ; كَانَ-হলেন ; بِهٖ-তার উপর ; بَصِيرًا-বিশেষ দ্রষ্টা। (১৬) فَلَآ-অতএব না ; اُقْسِمُ-আমি কসম করছি ; بِالشَّفَقِ-(ب+ال+شفق)-অস্তরাগের। (১৭) وَ-এবং ; الَّيْلِ-রাতের ; وَ-আর ; مَا-যা কিছু, তার ; وَسَقَ-সে সমাবেশ করে। (১৮) وَ-আর (কসম করছি) ; الْقَمَرِ-(ال+قمر)-চাঁদের ; اِذَا-যখন ; اتَّسَقَ-তা পূর্ণতা লাভ করে। (১৯) لَتَرْكَبُنَّ-তোমরা অবশ্যই আরোহণ করবে ; طَبَقًا-এক স্তরে ; عَنْ-থেকে ; طَبَقٍ-অন্য স্তর। (২০) فَمَا لَهُمْ-(ف+ما+لهم)-অতএব তাদের কি হলো ? لَا يُؤْمِنُونَ-তারা ঈমান আনছে না। (২১) وَ-আর ; اِذَا-যখন ; قُرِئَ-পাঠ করা হয় ; عَلَيْهِمُ-তাদের নিকট ; الْقُرْاٰنُ-কুরআন ;

১০. অর্থাৎ তাদের অন্যায়-অবৈধ কাজ-কারবার উপেক্ষা করা এবং তাদেরকে সেজন্য জিজ্ঞাসাবাদ না করা আল্লাহর ইনসাফ ও হিকমতের পরিপন্থি। তাই তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে, এ থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো পথই তার জন্য খোলা নেই।

১১. অর্থাৎ তোমাদের অবস্থা কখনো একইরূপ থাকবে না। তোমরা এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তিত হতে থাকবে। তোমরা শৈশব থেকে কৈশোরে, কৈশোর থেকে যৌবনে ; অতপর বার্ধক্যে অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হবে। তারপর কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তোমাদের একটা জীবন অতিবাহিত হবে। এরপর পুনরুজ্জীবন লাভ করবে এবং হিসাব-কিতাব শেষে তোমরা জান্নাতে বা জাহান্নামে স্থান লাভ করবে। এখানে সূর্যাস্তের পর প্রকাশিত লাল-আবীরের, রাতের ও তাতে একত্রিত বস্তুনিচয় ও প্রাণীর এবং চাঁদের সরু অবস্থা থেকে পূর্ণতা লাভের কসম করে বুঝানো হয়েছে পৃথিবীতে

لَا يَسْجُدُونَ ﴿٢١﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ ﴿٢٢﴾ وَاللَّهُ

(তখন) তারা সিজদা করে না।[১২] ২২. বরং যারা (সিজদা করতে) অস্বীকার করে তারা (এটাকে) মিথ্যা মনে করে। ২৩. আর আল্লাহ

أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿٢٣﴾ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٤﴾ إِلَّا الَّذِينَ

অধিক জ্ঞাত সে সম্পর্কে যা তারা (আমলনামায়) জমা করেছে।[১৩] ২৪. কাজেই আপনি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দিন। ২৫. তবে যারা

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٢٥﴾

ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত প্রতিদান।

لَا يَسْجُدُونَ-তারা সিজদা করে না।(২২)بَلْ-বরং ; الَّذِينَ-যারা ; كَفَرُوا -(সিজদা করতে) অস্বীকার করে ; يُكَذِّبُونَ-তারা (এটাকে) মিথ্যা মনে করে।(২৩)وَ-আর ; اللَّهُ-আল্লাহ ; أَعْلَمُ-অধিক জ্ঞাত ; بِمَا-সে সম্পর্কে যা ; يُوعُونَ-তারা জমা করেছে।(২৪)فَبَشِّرْهُمْ-(ف+بشر+هم)-কাজেই আপনি তাদেরকে সুসংবাদ দিন ; بِعَذَابٍ-(ب+عذاب)-আযাবের ; أَلِيمٍ-যন্ত্রণাদায়ক।(২৫)إِلَّا-তবে ; الَّذِينَ-যারা ; آمَنُوا -ঈমান এনেছে ; وَ-এবং ; عَمِلُوا-করেছে ; الصَّالِحَاتِ-সৎকাজ ; لَهُمْ-তাদের জন্য রয়েছে ; أَجْرٌ-প্রতিদান ; غَيْرُ مَمْنُونٍ-অফুরন্ত।

যেমন স্থিতিশীলতা নেই, তোমরাও নিরন্তর পরিবর্তনের মধ্যেই এগিয়ে যাচ্ছো। মৃত্যুর পরেই সবকিছু শেষ হয়ে যাবে—মুশরিকদের এমন ধারণা ঠিক নয়, তারপরেও পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা বাকী রয়ে গেছে।

১২. অর্থাৎ তাদের সামনে যখন আল্লাহর কিতাব কুরআন মজীদ পাঠ করা হয় তখন তাদের মনে আল্লাহর ভয় জাগ্রত হয় না ; আর আল্লাহর ভয় জাগ্রত না হওয়ার কারণে তাদের মাথা নত হয় না। রাসূলুল্লাহ (স) এ আয়াতটি পাঠকালে সেজদা করতেন। হাদীসে আছে যে, হযরত আবু হুরাইরা (রা) নামাযে এ সূরাটি পাঠকালে সেজদা করেন এবং বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) এ জায়গায় সেজদা করেছেন।

১৩. অর্থাৎ নিজেদের আমলনামা যেসব মন্দ কাজে পূর্ণ করে রেখেছে তা তো আল্লাহ জানেন। সুতরাং তাদের মিথ্যারোপে সেসব কাজের প্রতিফল থেকে তারা রেহাই পাবে না। অথবা, এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, তারা তাদের মনে যে কুফরী, হিংসা-বিদ্বেষ ও সত্যের বিরোধিতা লুকিয়ে রেখেছে তা আল্লাহ ভাল করেই জানেন।

সূরা আল ইনশিকাকের শিক্ষা

১. কেয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে, এতে কোনোরূপ সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই।

২. কেয়ামতের দ্বিতীয় পর্যায়ে আল্লাহ তাআলা যমীনকে বিছিয়ে সম্প্রসারিত করে দেবেন। কোথাও উঁচু-নীচু থাকবে না। সমগ্র যমীনই একটি সমতল ক্ষেত্রে পরিণত হবে।

৩. পৃথিবীর আদি-অন্ত যত মানুষ যমীনের অভ্যন্তরে প্রোথিত হয়েছে, তার সকলকেই তাদের জীবন-চিত্রসহ বাইরে বের করে দেবে।

৪. সময় যতই পেছনের দিকে যাচ্ছে, মানুষ তার স্রষ্টার মুখোমুখি হওয়ার জন্য ততই এগিয়ে যাচ্ছে।

৫. হাশরের মাঠে প্রত্যেক মানুষকেই এ দুনিয়াতে তার যাপিত জীবনের আমলনামা দিয়ে দেয়া হবে। এতে মানুষ দু' শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যাবে।

৬. একদল তাদের আমলনামা তাদের সামনের দিক থেকে ডান হাতে গ্রহণ করবে। এ দলের হিসাব হবে অত্যন্ত সহজ। এরা হবে সৌভাগ্যবান, কারণ এদের মুক্তি সুনিশ্চিত।

৭. অপর দলটি তাদের আমলনামা সমবেত লোকদের অগোচরে পেছন দিক থেকে বাম হাতে গ্রহণ করবে। এ দলের জন্য সেই দিন চরম ব্যর্থতা। এদের অবস্থা যেন এমন হবে যে, তারা মৃত্যু কামনা করবে। কিন্তু মৃত্যু তো আর নেই।

৮. দুনিয়ার জীবনে সদা-সর্বদা আখেরাতের হিসাব-কিতাব দিবসের কথা স্মরণ রেখেই জীবন যাপন করতে হবে। তাহলেই আল্লাহ ও রাসূলের আদেশের আনুগত্য করা ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকা সহজ হবে।

৯. মানুষ কখনো একই অবস্থায় বিরাজ করে না। প্রকৃতিতে যেমন সদা-সর্বদা বিবর্তনের প্রক্রিয়া বিরাজমান, তেমনি মানুষও বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় তার স্রষ্টার সাথে সাক্ষাতের সুনির্দিষ্ট সময়ের প্রতি ধাবমান।

১০. কুরআন মজীদের বিধানের প্রতি যারা আনুগত্য পোষণ করে না, তারা কুরআনকে সত্য মনে করে না। আর যারা কুরআনকে সত্য মনে করে না, তাদের শেষ আশ্রয় অবশ্যই জাহান্নাম।

১১. অপর দিকে যারা কুরআনের বিধানের প্রতি আনুগত্য পোষণ করে এবং সে অনুসারে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন গড়ে তাদেরকে দেয়া হবে অফুরন্ত প্রতিদান।

১২. অতএব আমাদের কুরআন মজীদের বিধানকে জানতে হবে এবং সে অনুসারে জীবন গড়তে হবে, তা হলেই দুনিয়াতে শান্তি ও আখেরাতে মুক্তি অর্জন করতে সক্ষম হবো।

□

সূরা আল বুরূজ
আয়াত ঃ ২২
রুকূ' ঃ ১

নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতের 'আল বুরূজ' শব্দটিকে সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। 'বুরূজ' শব্দটি বহুবচন, একবচনে 'বুরজুন' অর্থ–উঁচু ইমারত, সুরক্ষিত দুর্গ ইত্যাদি।

নাযিলের সময়কাল

এ সূরাটিও মক্কায় নাযিল হয়েছে। মক্কার কাফের-মুশরিকরা যখন মু'মিনদের উপর যুলুম-নির্যাতন করে তাদেরকে দীন থেকে ফেরানোর চেষ্টা করছিল এমন একটি পরিস্থিতিতে সূরাটি নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরাটিতে কাফের-মুশরিকদের যুলুম-অত্যাচারের মুকাবিলায় মু'মিনদেরকে দীনের উপর দৃঢ় ও অবিচল থাকার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। 'আসহাবুল উখদূদ' তথা গর্ত-অধিপতিদের পরিণতির কথা বলে মু'মিনদেরকে এ বলে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, গর্ত-অধিপতিরা যেমন ধ্বংস হয়েছে, তেমনি এ কাফের-মুশরিকরাও অচিরেই ধ্বংস হবে। গর্ত-অধিপতিরা সে যুগের ঈমানদারদেরকে তাদের ঈমানের কারণে গর্তে আগুন জ্বেলে সেখানে পুড়িয়ে হত্যা করেছিল ; কিন্তু মু'মিনরা এক মুহূর্তের জন্যও তাদের ঈমান ত্যাগ করার কথা চিন্তাও করেনি। সর্বকালেই ঈমানের উপর মু'মিনদের ঠিক তেমনি অবিচল ও দৃঢ় থাকা উচিত।

অতপর বলা হয়েছে যে, অতীতের সেই কাফের-মুশরিকরা যেমন ধ্বংস হয়েছে, তেমনি সর্বযুগের কাফের-মুশরিকরাও ধ্বংস হবে। যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার কারণে মু'মিনদের উপর নির্যাতন এসেছে সেই আল্লাহ অসীম ক্ষমতাবান, তিনি আসমান-যমীন সবত্রই একক কর্তৃত্বের অধিকারী। অতএব কাফেরদেরকে এসব অপকর্মের শাস্তি তিনি অবশ্যই দেবেন। তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। আর মু'মিনরা তখন চিরস্থায়ীভাবে জান্নাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ ভোগ করতে থাকবে। প্রকৃত সফলতা তো এটাই।

কাফেরদের জেনে রাখা উচিত যে, তারা আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারবে না। ফেরাউন ও সামূদ জাতির বাহিনীও বাঁচতে পারেনি ; কারণ আল্লাহর পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন। আল্লাহ তাআলা কাফেরদের প্রতি যেমন কঠিন, তেমনি মু'মিনদের প্রতি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও প্রেমময়।

তাদের আরো জেনে রাখা উচিত যে, এ কুরআন অপরিবর্তনীয়। এটাকে তোমরা যতই মিথ্যা সাব্যস্ত করতে চাওনা কেন, এর প্রতিটি শব্দই 'লাওহে মাহফূয' তথা 'সংরক্ষিত ফলকে' লিপিবদ্ধ করা আছে। এর কোনো প্রকার কমবেশী করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। অতএব তাদের উচিত কুরআনকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা না করে কুরআনের বিধান অনুসারে তাদের জীবন গড়া।

□

রুকূ' ১

৮৫. সূরা আল বুরূজ-মাক্কী

আয়াত ২২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ① وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ② وَشَاهِدٍ

১. কসম 'বুরূজ' বিশিষ্ট আসমানের ;[১] ২. এবং কসম প্রতিশ্রুত দিনের ;[২]
৩. আর (কসম) দর্শক

وَّمَشْهُوْدٍ ③ قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ ④ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ⑤

ও দৃশ্যের।[৩] ধ্বংস করা হয়েছে গর্তের অধিপতিদেরকে।
৫. যা ছিল জ্বালানীর উপকরণ বিশিষ্ট আগুনপূর্ণ ;

اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ ⑥ وَّهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ

৬. যখন তারা ছিল তার কিনারে বসা ; ৭. এমতাবস্থায় মু'মিনদের
সাথে তারা যা করছিল তারা ছিল তার

①وَ-কসম ; السَّمَاءِ-আসমানের ; ذَاتِ الْبُرُوْجِ-(ذات+ال+بروج)-'বুরূজ' বিশিষ্ট। ②وَ-এবং ; الْيَوْمِ-(ال+يوم)-(কসম) দিনের ; الْمَوْعُوْدِ-প্রতিশ্রুত। ③وَ-আর ; شَاهِدٍ-(কসম) দর্শক ; وَّ-ও ; مَشْهُوْدٍ-দৃশ্যের। ④قُتِلَ-ধ্বংস করা হয়েছে ; اَصْحٰبُ-অধিপতিদেরকে; الْاُخْدُوْدِ-গর্তের। ⑤النَّارِ-(ال+نار)-যা ছিল আগুনপূর্ণ ; ذَاتِ الْوَقُوْدِ-(ذات+ال+وقود)-জ্বালানীর উপকরণ বিশিষ্ট। ⑥اِذْ-যখন; هُمْ-তারা ছিল ; عَلَيْهَا-(على+ها)-তার কিনারে ; قُعُوْدٌ-বসা। ⑦وَّ-এমতাবস্থায় যে ; هُمْ-তারা ছিল ; عَلٰى-তার ; مَا يَفْعَلُوْنَ-যা তারা করছিল ; بِالْمُؤْمِنِيْنَ-(ب+ال+مؤمنين)-মু'মিনদের সাথে ;

১. 'বুরূজ' অর্থ প্রাসাদ বা দুর্গ। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে (وَلَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ) অর্থাৎ "যদিও তোমরা মযবুত দুর্গে থাক না কেন"। তবে অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতে এখানে আকাশের বিশালাকার গ্রহ-নক্ষত্রকে বুঝানো হয়েছে।

২. 'প্রতিশ্রুত দিন' দ্বারা কেয়ামতের দিনকে বুঝানো হয়েছে।

৩. 'শাহিদ' দ্বারা কেয়ামতের দিন উপস্থিত সকল মানুষকে বুঝানো হয়েছে। আর 'মাশহূদ' দ্বারা কেয়ামতের দিনে সংঘটিতব্য ভয়াবহ ও লোমহর্ষক ঘটনাবলীকে বুঝানো হয়েছে।

شُهُوْدٌ (৮) وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّآ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ

প্রত্যক্ষ সাক্ষী।[৪] ৮. তারা তো এদের থেকে এ ছাড়া (অন্য কারণে) প্রতিশোধ নেয়নি যে, ওরা (মু'মিনরা) ঈমান রাখে মহাপরাক্রমশালী স্বতঃ প্রশংসিত আল্লাহর প্রতি ;

(৯) الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ

৯. যাঁর হাতে আসমান ও যমীনের সর্বময় কর্তৃত্ব ; আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে

شَهِيْدٌ (১০) اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا

দ্রষ্টা।[৫] ১০. নিশ্চয়ই যারা মু'মিন ও মু'মিনাদেরকে বিপদাপন্ন করেছে, অতপর তাওবা করেনি

شُهُوْدٌ-প্রত্যক্ষ সাক্ষী। (৮) وَ-আর ; مَا نَقَمُوْا-তারা তো প্রতিশোধ নেয়নি ; مِنْهُمْ-(من+هم)-ওদের থেকে ; اِلَّآ-এ ছাড়া ; اَنْ-যে ; يُّؤْمِنُوْا-তারা ঈমান রাখে ; بِاللّٰهِ-আল্লাহর প্রতি ; اَلْعَزِيْزِ-(ال+عزيز)-মহাপরাক্রমশালী ; اَلْحَمِيْدِ-(ال+حميد)-স্বতঃপ্রশংসিত। (৯) اَلَّذِيْ لَهٗ-(الذى+له)-যাঁর হাতে ; مُلْكُ-সর্বময় কর্তৃত্ব ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْاَرْضِ-যমীনের ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ-(على+كل+شئ)-সর্ববিষয়ে ; شَهِيْدٌ-দ্রষ্টা। (১০) اِنَّ-নিশ্চয়ই ; الَّذِيْنَ-যারা ; فَتَنُوْا-বিপদাপন্ন করেছে ; الْمُؤْمِنِيْنَ-মু'মিন ; وَ-ও ; الْمُؤْمِنٰتِ-মু'মিনাদেরকে ; ثُمَّ-অতপর ; لَمْ يَتُوْبُوْا-তাওবা করেনি ;

৪. 'গর্তের অধিপতি'গণ বড় বড় গর্তের মধ্যে আগুন জ্বেলে তাতে মু'মিনদের ফেলে দিয়ে গর্তের কিনারে বসে মু'মিনদের জ্বলে-পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিল। এখানে আল্লাহ তাআলা তিনটি জিনিসের কসম করে এরশাদ করেছেন যে, সেই গর্ত-অধিপতিরা অবশ্যই ধ্বংস হয়েছে। অর্থাৎ তাদের উপর আল্লাহর লা'নত পড়েছে। 'বুরূজ' বিশিষ্ট আসমানের কসম করে বুঝানো হয়েছে যে, বিশাল গ্রহ-নক্ষত্র বিশিষ্ট আসমানের উপর যিনি কর্তৃত্বশীল, তাঁর হাত থেকে এসব পাপাচারীরা বাঁচতে পারবে না। দ্বিতীয় পর্যায়ে কেয়ামতের দিনের কসম করে বুঝানো হয়েছে যে, এ দিনে অবশ্যই উল্লেখিত যালিমদের অত্যাচারের বদলা দেয়া হবে। অতপর দর্শক ও দৃশ্যের কসম করে বুঝানো হয়েছে যে, যালিমরা যেভাবে মু'মিনদের জ্বলে-পুড়ে মরার দৃশ্য বসে বসে দেখে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে, কেয়ামতের দিন অবশ্যই তাদের জ্বলে-পুড়ে শাস্তি ভোগ করার দৃশ্য সমস্ত জগতের মানুষ দেখবে।

فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ⑩ إِنَّ الَّذِينَ

তাদের জন্য (নির্ধারিত) আছে জাহান্নামের শাস্তি এবং রয়েছে তাদের জন্য অত্যন্ত তীব্র দহনকারী (আগুনের) শাস্তি।[৬] ১১. নিশ্চয়ই যারা

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য (নির্ধারিত) রয়েছে জান্নাতসমূহ, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে ঝর্ণাধারা ;

ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ⑪ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ⑫ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ

এটাই মহা-সফলতা। ১২. নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালকের ধরা বড়ই কঠোর। ১৩. অবশ্যই তিনি সৃষ্টির সূচনা করেন

فَلَهُمْ-(ف+لهم)-তাদের জন্য (নির্ধারিত) আছে ; عَذَابُ-শাস্তি ; جَهَنَّمَ-জাহান্নামের ; وَ-এবং ; لَهُمْ-রয়েছে তাদের জন্য ; عَذَابُ-শাস্তি ; الْحَرِيقِ-অত্যন্ত তীব্র দহনকারী (আগুনের)। (১১) إِنَّ-নিশ্চয়ই ; الَّذِينَ-যারা ; آمَنُوا-ঈমান এনেছে ; وَ-এবং ; عَمِلُوا-কাজ করেছে ; الصَّالِحَاتِ-সৎ ; لَهُمْ-তাদের জন্য (নির্ধারিত) রয়েছে ; جَنَّاتٌ-জান্নাত-সমূহ ; تَجْرِي-প্রবাহিত হয়েছে ; مِنْ تَحْتِهَا-যার তলদেশ দিয়ে ; الْأَنْهَارُ-(ال+انهر)-ঝর্ণাধারা ; ذَٰلِكَ-এটাই ; الْفَوْزُ-(ال+فوز)-সফলতা ; الْكَبِيرُ-(ال+كبير)-মহা। (১২) إِنَّ-নিশ্চয়ই ; بَطْشَ-ধরা ; رَبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ; لَشَدِيدٌ-(ل+شديد)-বড়ই কঠোর। (১৩) إِنَّهُ-(ان+ه)-অবশ্যই তিনি ; هُوَ-তিনি ; يُبْدِئُ-সৃষ্টির সূচনা করেন ;

অতীতের বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন স্থানে গর্তে আগুন জ্বেলে তাতে মু'মিনদেরকে ফেলে দিয়ে পুড়িয়ে মারার ঘটনা ঘটেছে। এখানে সেদিকেই ইংগিত করা হয়েছে। এসব ঘটনার সাথে জড়িত যালিমদের জন্য ধ্বংস এবং এসব ঘটনার শিকার মু'মিনদের কামিয়াবীর কথা এখানে ঘোষিত হয়েছে। মুফাস্সিরদের বর্ণিত এসব ঘটনা 'তাফহীমুল কুরআনে' বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় সেসব ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হয়নি।

৫. আল্লাহ তাআলার সিফাত তথা গুণাবলীসমূহ পরিপূর্ণ। সবগুলো গুণই সর্বোচ্চ মাত্রায় বিস্তৃত। এজন্যই এগুলোর মাধ্যমে তাঁর প্রতি ঈমান আনা মানুষের জন্য অপরিহার্য। আল্লাহর জন্য এ অধিকার প্রতিষ্ঠিত ও সংরক্ষিত।

৬. অর্থাৎ তারা যেমন মু'মিনদেরকে আগুনের গর্তে ফেলে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছে, তেমনি তাদেরকেও জাহান্নামের সাধারণ আগুনের চেয়েও তীব্র দাহিকা শক্তি সম্পন্ন আগুনে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে শাস্তি দেয়া হবে।

وَيُعِيدُ ⑬ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ⑭ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ⑮

এবং পুনরায় (সৃষ্টি) করবেন। ১৪. আর তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল গভীর প্রেমময়।
১৫. আরশের মালিক, মহা মর্যাদাবান।

فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ⑯ هَلْ أَتٰىكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ⑰ فِرْعَوْنَ

১৬. তিনি যা চান তা করতে সক্ষম।[৭] ১৭. সেনাদলের খবর কি
আপনার নিকট পৌঁছেছে? ১৮. ফেরাউন

وَثَمُودَ ⑱ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ⑲ وَاللّٰهُ مِن وَرَائِهِم

ও সামূদের?[৮] ১৯. বরং যারা কুফরী করেছে তারা মিথ্যা আরোপ করতেই অভ্যস্ত।
২০. অথচ আল্লাহ তাদের অগোচরে (তাদেরকে)

وَ-এবং ; يُعِيْدُ-পুনরায় (সৃষ্টি) করবেন।⑭ وَ-আর ; هُوَ-তিনি ; الْغَفُوْرُ-(ال+غفور)-
অত্যন্ত ক্ষমাশীল ; الْوَدُوْدُ-(ال+ودود)-গভীর প্রেমময়।⑮ ذُوْ-মালিক ; الْعَرْشِ-
(ال+عرش)-আরশের ; الْمَجِيْدُ-(ال+مجيد)-মহা-মর্যাদাবান।⑯ فَعَّالٌ-তিনি করতে
সক্ষম ; لِمَا يُرِيْدُ-(ل+ما+يريد)-যা চান তা।⑰ هَلْ اَتٰكَ-(هل+اتى+ك)-আপনার
নিকট পৌঁছেছে কি ; حَدِيْثُ-খবর ; الْجُنُوْدِ-(ال+جنود)-সেনাদলের।⑱ فِرْعَوْنَ-
ফেরাউন ; وَ-ও ; ثَمُوْدَ-সামূদের।⑲ بَلْ-বরং ; الَّذِيْنَ-যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছে
তারা ; فِىْ تَكْذِيْبٍ-মিথ্যা আরোপ করতেই অভ্যস্ত।⑳ وَ-অথচ ; اللّٰهُ-আল্লাহ ;
مِنْ وَّرَآءِ هِمْ-(من+وراء+هم)-তাদের অগোচরে ;

৭. অর্থাৎ 'তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল' কারণ কোনো ব্যক্তি অপরাধ করে ফেললে অনুতপ্ত হয়ে তাঁর নিকট তাওবা করলে তিনি তা ক্ষমা করে দেন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তাঁর রহমত লাভ করতে সক্ষম হয়।

'তিনি গভীর প্রেমময়' কারণ তিনি তাঁর নিজের সৃষ্টির সাথে কোনো প্রকার শত্রুতা পোষণ করেন না। অনর্থক শাস্তি দেয়া তাঁর কাজ নয়। তাঁর সৃষ্টিকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসেন। শুধুমাত্র বিদ্রোহাত্মক আচরণের কারণেই বান্দাহকে তিনি শাস্তি দেন।

'তিনি আরশের মালিক ; তাই তাঁর বিরুদ্ধে কোনো প্রকার বিদ্রোহ করে কেউ বাঁচতে পারে না।

'তিনি মহা মর্যাদাবান' কাজেই তাঁর প্রতি অশোভন আচরণ করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা হীন মনোভাবের পরিচায়ক।

مُّحِيْطٌ ﴿٢٠﴾ بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ﴿٢١﴾ فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ﴿٢٢﴾

পরিবেষ্টনকারী। ২১. মূলত এটা হলো মহাসম্মানিত কুরআন ;
২২. সংরক্ষিত ফলকে (লিপিবদ্ধ)।[৯]

مُحِيْطٌ-(তাদেরকে) পরিবেষ্টনকারী। ﴿٢١﴾ بَلْ-মূলত ; هُوَ-এটা হলো ; قُرْاٰنٌ-কুরআন ; مَجِيْدٌ-মহাসম্মানিত। ﴿٢٢﴾ فِيْ لَوْحٍ-ফলকে (লিপিবদ্ধ) ; مَحْفُوْظٍ-সংরক্ষিত।

'তিনি যা চান তা-ই করেন' অতএব তাঁর কোনো কাজের সিদ্ধান্তে বাধা দান করার কোনো শক্তি বিশ্বচরাচরে কারো নেই।

৮. এখানে ফেরাউন ও সামূদ বাহিনীর উল্লেখ করার কারণ হলো—আরবদের নিকট এ দুটো সেনাবাহিনীর খবর ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। আল্লাহদ্রোহী শক্তিগুলোর মধ্যে এরা ছিল চরম। মূলত সর্বযুগেই কুফরী শক্তি বিভিন্ন কায়দায় হকের বিরোধিতা করেছে। এখানে তাই পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে 'সামূদ' বাহিনী এবং পরবর্তীদের মধ্য থেকে 'ফেরাউন' বাহিনীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৯. অর্থাৎ কুরআন মজীদ এমন ফলকে লিপিবদ্ধ আছে, যা অত্যন্ত সুরক্ষিত। সেখানে জ্বিন শয়তান, মানুষ শয়তান বা অন্য কোনো শক্তি তার নিকটেও পৌঁছাতে পারবে না। তাই কারো পক্ষে এতে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা সম্ভব নয়। এর কোনো অংশ মুছে ফেলা বা বাতিল করাও কারো পক্ষে সম্ভব নয়। সমগ্র দুনিয়া একজোট হলেও নয়।

সূরা আল বুরূজের শিক্ষা

১. সুদূর অতীতেও যারা মু'মিনদের প্রতি যুলুম অত্যাচার করেছিল তারা ধ্বংস হয়েছে। বর্তমানে যারা মু'মিনদের প্রতি যুলুম-অত্যাচারে মেতে আছে, তারাও নিসন্দেহে ধ্বংস হবে। আর অনাগত ভবিষ্যতেও আল্লাহ তাআলার এ স্থায়ী নীতিতে কোনো প্রকার পরিবর্তন হবে না। অতএব মু'মিনদের উচিত আল্লাহ তাআলার কসম করে বলা কথায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখা।

২. কেয়ামত দিবসের সময় ও তারিখ সুনির্দিষ্ট। এটা আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো মানুষ বা ফেরেশতারও জানা নেই। এ বিশ্বাস ঈমানের অঙ্গ।

৩. মু'মিনদের প্রতি যুলুমকারীদের মধ্যে যারা এ জঘন্য অপরাধের জন্য তাওবা করেনি, তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি অনিবার্য। তবে তাওবাকারীদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিতে পারেন।

৪. ঈমানদার সৎকর্মশীলদের জন্য জান্নাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। আখেরাতের জান্নাতরূপ পুরস্কার লাভ করতে পারাটা সর্বোচ্চ সফলতা।

৫. আল্লাহর পাকড়াও থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না। যেহেতু প্রথমবার তিনিই সৃষ্টি করেছেন, সেহেতু দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা তাঁর জন্য মোটেই কঠিন নয়।

৬. আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টির প্রতি অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং তিনি তাঁর সৃষ্টিকে অত্যন্ত ভালবাসেন।

৭. মু'মিনদের কর্তব্য হলো—তাঁর পাকড়াও-এর ভয় অন্তরে জাগরুক রেখে জীবন যাপন করা। তাহলেই তাঁর ক্ষমা ও ভালবাসা লাভ করা সম্ভবপর হবে।

৮. আল্লাহ তাআলার মর্যাদাহানীকর কোনো অশোভন ও বিদ্রোহমূলক আচরণ করা থেকে বিরত থাকা অবশ্য কর্তব্য।

৯. আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্তে বাধা দান করার ক্ষমতা কারো নেই।

১০. অতীতের বৃহৎ শক্তির অধিকারী ফেরাউন ও সামূদ বাহিনী যেমন ধ্বংস হয়েছে, তেমনি বর্তমান ও ভবিষ্যতের বিদ্রোহীরাও ধ্বংস হবে।

১১. কুরআন মজীদ সকল প্রকার মিথ্যাচার, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন তথা সকল প্রকার বিকৃতি থেকে কেয়ামত পর্যন্ত মুক্ত থাকবে। কেননা তা সুরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ এবং আল্লাহ নিজেই তার হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন।

❒

সূরা আত ত্বারিক
আয়াত ঃ ১৭
রুকূ' ঃ ১

নামকরণ

প্রথম আয়াতের 'আত ত্বারিক' শব্দটিকে সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

মক্কার কাফেররা যখন ইসলামের দাওয়াতকে মিটিয়ে দেয়ার জন্য সব ধরনের চেষ্টা চালাচ্ছিল—এমনকি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সর্বজনস্বীকৃত নির্মল চরিত্রের উপরও একের পর এক মিথ্যা দোষারোপ করতেও তারা দ্বিধাবোধ করেনি। ঠিক এমনি এক পরিস্থিতিতে সূরাটি নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হলো আখেরাতে আল্লাহর নিকট যে হিসাব-নিকাশ দিতে হবে, তা বিভিন্ন যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা। অতপর আল্লাহ্ কর্তৃক তাঁর রাসূলকে কাফেরদের বিভিন্নমুখী ষড়যন্ত্র ও কূট-কৌশলের মুকাবেলায় সান্ত্বনা দান করাও এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত।

প্রথমত আসমান ও তাতে দৃশ্যমান উজ্জ্বল তারকাগুলোর কসম করে বলা হয়েছে যে, দুনিয়াতে কোনো একটি জিনিসও আল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়া অস্তিত্বশীল থাকতে পারে না। এরপর মানুষের দৃষ্টিকে তার নিজের সৃষ্টির উপাদানের দিকে আকৃষ্ট করে বলা হয়েছে যে, তিনি এক বিন্দু শুক্র থেকে মানুষকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন. তিনি দ্বিতীয়বারও তাকে সৃষ্টি করতে সক্ষম এবং তাঁর নিকট থেকে তার কাজের হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করতেও তিনি সমর্থ। এ পরিণাম থেকে তাকে কেউ রক্ষা করতেও পারবে না এবং সে নিজেও এ থেকে বেঁচে থাকার কোনো অবলম্বন পাবে না।

অবশেষে বলা হয়েছে যে, আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ, যমীন ফেটে তা থেকে উদ্ভিদের উদ্ভব ইত্যাদি বিষয়গুলো কোনো হাসি-ঠাট্টার বিষয় নয়। এগুলো যেমন অপরিবর্তনীয়, তেমনি কাফেরদের কূট-কৌশলের মুকাবেলায় আল্লাহর দীনের বিজয়ও অপরিবর্তনীয়।

সবশেষে রাসূলুল্লাহ (স)-কে সান্ত্বনা দান করে এরশাদ করা হয়েছে যে, কাফেরদের সকল চালবাজী ও প্রতারণা অবশ্যই ব্যর্থ হবে, আপনি একটু ধৈর্য অবলম্বন করুন, এসব কাফেরদের সকল ষড়যন্ত্রের মুকাবেলায় রয়েছে আল্লাহর কৌশল। সুতরাং তাদের ষড়যন্ত্র অবশ্যই ব্যর্থ হবে এবং কুরআনের দাওয়াতই বিজয় লাভ করবে।

রুকূ' ১ | ৮৬. সূরা আত ত্বারিক-মাক্কী | আয়াত ১৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

① وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ② وَمَا أَدْرٰكَ مَا الطَّارِقُ ③ النَّجْمُ الثَّاقِبُ

১. কসম আসমানের এবং রাতে আত্মপ্রকাশকারীর। ২. আর আপনি কি জানেন—রাতে আত্মপ্রকাশকারী কি ? ৩. উজ্জ্বল তারকা।

④ اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ⑤ فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ

৪. এমন কোনো প্রাণ নেই, যার উপর নেই কোনো হিফাযতকারী।[১] ৫. অতএব মানুষ ভেবে দেখুক কি (জিনিস) থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।[২]

① وَ-কসম ; السَّمَاءِ-আসমানের ; وَ-এবং ; الطَّارِقِ-রাতে আত্মপ্রকাশকারীর। ② وَ-আর ; مَا أَدْرٰكَ-(ما+ادرى+ك)-আপনি কি জানেন ; مَا-কি ; الطَّارِقُ-রাতে আত্মপ্রকাশকারী। ③ النَّجْمُ-(ال+نجم)-তারকা ; الثَّاقِبُ-(ال+ثاقب)-উজ্জ্বল। ④ اِنْ-নেই ; كُلُّ-এমন কোনো ; نَفْسٍ-প্রাণ ; لَمَّا-নেই ; عَلَيْهَا-যার উপর ; حَافِظٌ-হিফাযতকারী। ⑤ فَلْيَنْظُرِ-(ف+لينظر)-অতএব ভেবে দেখুক ; الْاِنْسَانُ-মানুষ ; مِمَّ-(من+ما)-কি (জিনিস) থেকে ; خُلِقَ-তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

১. এখানে 'হাফিয' বা হিফাযতকারী দ্বারা আল্লাহকে বুঝানো হয়েছে। আসমান ও রাতের আকাশে আত্মপ্রকাশকারী অগণিত গ্রহ-নক্ষত্রের কসম করে বুঝানো হয়েছে যে, এসব গ্রহ-নক্ষত্রের অস্তিত্বই প্রমাণ করে যে, দুনিয়ার ছোট-বড় সকল সৃষ্টির দেখাশুনা, তত্ত্বাবধান ও হিফাযত করার জন্য এক মহান সত্তা অবশ্যই রয়েছেন। সেই মহান সত্তাই আসমান ও অসংখ্য-অগণিত গ্রহ-নক্ষত্রকে সৃষ্টি করেছেন। মহাশূন্যে এগুলোকে ঝুলিয়ে রেখেছেন এবং সুচারুরূপে পরিচালনা করছেন। আর সেই মহান সত্তাই হলেন আল্লাহ তাআলা।

২. মহান ও সর্বশক্তিমান এক আল্লাহ আকাশ-জগতের ব্যবস্থাপনা ও হিফাযত যেমন করছেন, তেমনি মানুষের সৃষ্টি ও ক্রমবৃদ্ধির ব্যবস্থাপনা এবং তত্ত্বাবধানও তিনিই করছেন। এখানে মানুষকে নিজ সত্তা সম্পর্কে ভেবে দেখার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। তাকে কি উপাদান থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে ? পিতার পিঠ ও পাঁজরের হাঁড়ের মধ্যবর্তী স্থান থেকে সবেগে নির্গত এক ফোঁটা অপবিত্র পানির মধ্যে সন্তরণশীল কোটি কোটি শুক্রকীট থেকে একটি শুক্রকীট নিয়ে মায়ের গর্ভ থেকে নির্গত অগণিত ডিম্বের মধ্য

⑥ خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ ⑦ يَّخْرُجُ مِنْۢ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ ⑧

৬. তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে নির্গত পানি থেকে। ৭. যা পিঠ ও পাঁজরের হাঁড়ের মধ্য থেকে নির্গত হয়।[৩]

⑧ إِنَّهُ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ ⑨ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ ⑩ فَمَا لَهٗ مِنْ قُوَّةٍ

৮. নিশ্চয়ই তিনি তাকে পুনঃসৃষ্টি করতে ক্ষমতাবান।[৪] ৯. যে দিন পরীক্ষা করা হবে গোপন বিষয়সমূহ।[৫] ১০. সেদিন থাকবে না তার কোনো ক্ষমতা

⑥ خُلِقَ-তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে ; مِنْ-থেকে ; مَآءٍ-পানি ; دَافِقٍ-সবেগে নির্গত। ⑦ يَّخْرُجُ-যা নির্গত হয় ; مِنْ-থেকে ; بَيْنِ-মধ্য ; الصُّلْبِ-(ال+صلب)-পীঠ ; وَ-ও ; التَّرَآئِبِ-পাঁজরের হাড়ের। ⑧ اِنَّهٗ-নিশ্চয়ই তিনি ; عَلٰى رَجْعِهٖ-(على+رجع+ه)-তাকে পুনঃসৃষ্টি করতে ; لَقَادِرٌ-(ل+قادر)-অবশ্যই ক্ষমতাবান। ⑨ يَوْمَ-যেদিন ; تُبْلَى-পরীক্ষা করা হবে ; السَّرَآئِرُ-(ال+سرائر)-গোপন বিষয়সমূহ। ⑩ فَمَا لَهٗ-(ف+ما+له)-সেদিন থাকবে না তার ; مِنْ قُوَّةٍ-কোনো ক্ষমতা ;

থেকে একটি ডিম্বের সাথে সম্মিলন ঘটিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তার গর্ভ সঞ্চার থেকে শুরু করে তার জন্মলাভ এবং তারপর থেকে শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, বার্ধক্য এবং মৃত্যু পর্যন্ত পর্যায়গুলোর ব্যবস্থাপনা ও হিফাযত যিনি করছেন, তিনি অবশ্যই মৃত্যুর পরও তার পুনঃসৃষ্টি ও হিসেব গ্রহণে সক্ষম।

৩. 'সুল্ব' দ্বারা মূলত মেরুদণ্ড বুঝানো হয়েছে। ঘাড়ের মধ্যভাগ থেকে কোমর পর্যন্ত পিঠের মাঝখানের হাড়কে মেরুদণ্ড বলা হয়। আর বুকের উভয় পাশের পাঁজরের হাড়কে 'তারায়িব' বলে। শব্দটি বহুবচনে ; একবচনে 'তারিবাতুন'। মানুষ সৃষ্টির মূল উপাদান মেরুদণ্ড ও বুকের মধ্যকার অংশ থেকে উৎপন্ন হয়। শরীর-বিজ্ঞানীদের মত অনুযায়ী যদি সমস্ত অংগ-প্রত্যংগ থেকে মূল উপাদান বীর্য নির্গত হতো, তাহলে হাত-পা কর্তিত ব্যক্তির বীর্য দ্বারা সন্তান উৎপাদিত হতো না। কেননা তখন এমন লোকের বীর্য অসম্পূর্ণ থাকতো। শরীর বিজ্ঞানীদের মতে, পুরুষের বীর্য শরীরের সকল অঙ্গ থেকে নির্গত হয়ে অণ্ডকোষে একত্রিত হয়। অতপর চরমানন্দের সময় বেগে প্রবাহিত হয়ে নারীর জননেন্দ্রীয়ের অভ্যন্তরে পতিত হয় এবং বীর্যের মধ্যস্থিত অগণিত শুক্রকীটের মধ্য থেকে একটি শুক্রকীট নারীর ডিম্বের সাথে মিলিত হয়ে জরায়ুতে অবস্থান নেয়। তবে মানুষ সৃষ্টির মূল রহস্য মহান স্রষ্টা আল্লাহই সর্বাধিক অবগত। বিস্তারিত অবগতির জন্য তাফহীমুল কুরআন সূরা আত ত্বারিকের ৩ টীকা দ্রষ্টব্য।

৪. অর্থাৎ তিনি (আল্লাহ) যেমন শুক্র থেকে মানুষ সৃষ্টি করতে পারেন এবং তার শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, বার্ধক্য ও মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিপালন ও হিফাযত করেন তেমনি

وَّلَا نَاصِرٍ ﴿١١﴾ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴿١٢﴾ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴿١٣﴾

আর না কোনো সাহায্যকারী। ১১. কসম বৃষ্টি ধারণকারী আসমানের ;[৬]
১২. আর কসম (অংকুরোদ্গমকালীন) ফেটে যাওয়া যমীনের।

﴿١٣﴾ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ﴿١٤﴾ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ﴿١٥﴾ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ

১৩. নিশ্চয়ই তা (আল-কুরআন) মীমাংসাকারী বাণী (সত্য-মিথ্যার মধ্যে) ;[৭]
১৪. এবং তা বেহুদা কথাবার্তা নয়। ১৫. অবশ্য তারা ষড়যন্ত্র করে

وَ-আর ; لَا-না ; نَاصِرٍ-কোনো সাহায্যকারী। ⑪ وَ-কসম ; السَّمَاءِ-আসমানের ; ذَاتِ الرَّجْعِ-(ذات+ال+رجع)-বৃষ্টি ধারণকারী। ⑫ وَ-আর ; الْأَرْضِ-কসম যমীনের ; ذَاتِ الصَّدْعِ-(অঙ্কুরোদ্গমকালীন) ফেটে যাওয়া। ⑬ اِنَّهُ-নিশ্চয়ই তা (আল কুরআন); لَقَوْلٌ-(ل+قول)-বাণী ; فَصْلٌ-সত্য-মিথ্যার মধ্যে মীমাংসাকারী। ⑭ وَ-এবং ; مَا-নয় ; هُوَ-তা ; بِالْهَزْلِ-(ب+ال+هزل)-বেহুদা কথাবার্তা। ⑮ اِنَّهُمْ-(ان+هم)-অবশ্য তারা ; يَكِيدُوْنَ-ষড়যন্ত্র করে ;

মৃত্যুর পর তাকে পুনঃ সৃষ্টি করা তাঁর জন্য অত্যন্ত সহজ কাজ। সূরা ইয়াসিনের ৭৯ আয়াতে বলা হয়েছে—قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِىْ اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ (আপনি বলুন—যিনি তাকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তাকে পুনরায় জীবিত করে উঠাবেন) আরো বলা হয়েছে যে وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ (এবং এটা তার জন্য অত্যন্ত সহজ)। সুতরাং পুনরুত্থানকে অস্বীকার করা সুস্থ মস্তিষ্কের লক্ষণ নয়।

৫. 'গোপন বিষয়' বলতে মানুষের সেসব কাজ বা কাজের গোপন উদ্দেশ্য ও প্রতিক্রিয়া বুঝানো হয়েছে, যা লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়ে যায়। মানুষ প্রকাশ্যে যেসব কাজ করে তার নিয়ত তথা উদ্দেশ্য সম্পর্কে অন্যেরা অবগত থাকে না। আবার মানুষ ভাল বা মন্দ এমন অনেক কাজ করে যার ভাল বা মন্দ প্রতিক্রিয়া দীর্ঘকালব্যাপী অনেক মানুষের উপর চলতে থাকে। আবার মানুষের দ্বারা এমন অনেক কাজ হয়ে থাকে যার সুফল বা কুফল অগণিত-অসংখ্য মানুষ দীর্ঘকাল পর্যন্ত ভোগ করতে থাকে—এসব কিছুই গোপন বিষয় হিসেবে হাশরের দিন মানুষের সামনে উন্মোচিত হয়ে যাবে।

৬. ذَاتِ الرَّجْعِ দ্বারা বৃষ্টি বুঝানো হয়েছে। رَجْعٌ শব্দের অর্থ ফিরে আসা। বৃষ্টি যেহেতু বার বার বর্ষিত হয়, তাই রূপক অর্থে এ শব্দ দ্বারা বৃষ্টি অর্থ নেয়া হয়েছে। একই পানি আসমান থেকে বৃষ্টিরূপে বর্ষিত হচ্ছে—খাল-বিল ও নদী-নালা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়ছে। আবার সমুদ্র থেকে বাষ্পাকারে আসমানে উঠে যাচ্ছে এবং মেঘের আকারে দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে পুনরায় বৃষ্টিরূপে বর্ষিত হচ্ছে। আমরা যেহেতু আসমান থেকেই বৃষ্টি পড়তে দেখি, তাই আসমানকেই 'বৃষ্টি ধারণকারী' বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে।

كَيْدًا ⑯ وَّاَكِيْدُ كَيْدًا ⑰ فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ○

ষড়যন্ত্রের মতো।[৮] ১৬. আর আমিও কৌশলের মতো কৌশল অবলম্বন করি।[৯] ১৭. কাজেই কাফেরদেরকে অবকাশ দিন, তাদেরকে (তাদের অবস্থায়) কিছুকালের জন্য ছেড়ে দিন।[১০]

كَيْدًا-ষড়যন্ত্রের মতো। ⑯ وَّ-আর ; اَكِيْدُ-আমিও কৌশল অবলম্বন করি ; كَيْدًا-কৌশলের মতো। ⑰ فَمَهِّلْ-(ف+مهل)-কাজেই অবকাশ দিন ; الْكٰفِرِيْنَ-কাফেরদেরকে ; اَمْهِلْهُمْ-(امهل+هم)-তাদেরকে (তাদের অবস্থায় ছেড়ে দিন) ; رُوَيْدًا-কিছুকালের জন্য।

৭. অর্থাৎ কুরআন মজীদ যেসব বিষয়ে খবর দিচ্ছে সেসব বিষয়ের সত্যতায় কোনো প্রকার সন্দেহ-সংশয়ের কোনোই অবকাশ নেই। কারণ আল কুরআনই সত্য-মিথ্যার মধ্যে ফায়সালাকারী একমাত্র আসমানী কিতাব ; যা পূর্ববর্তী সকল কিতাবের সারৎসার। আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ এবং যমীন থেকে উদ্ভিদের উদ্গম যেমন কোনো খেলো ব্যাপার নয়, তেমনি এ কিতাবও কোনো হাসি-ঠাট্টার বিষয় নয়। সুতরাং মানুষকে এ জীবন শেষে আল্লাহর সামনে নিজের এ জীবনের কর্মকাণ্ডের হিসেব দিতে দাঁড়াতে হবে—এ মর্মে কুরআনের বক্তব্যও হেসে উড়িয়ে দেয়ার মত বিষয় নয়। এটা অবশ্যই ঘটবে।

৮. অর্থাৎ কুরআনের বিরোধীরা এর দাওয়াতকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য বিভিন্নমুখী চক্রান্ত করছে ; তারা কুরআন মজীদের বাহক রাসূল (স)-এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন মিথ্যা অভিযোগ দিচ্ছে ; তারা কুরআনের দাওয়াত গ্রহণকারীদের উপর যুলুম-নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে ; তারা ফুঁৎকার দিয়ে সত্যের বাতিকে নিভিয়ে দিতে চাচ্ছে।

৯. অর্থাৎ আমার কৌশল—সত্যের বিরুদ্ধে এদের সকল চেষ্টা-সাধনা ও ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দেবে। সত্যের আলো অবশ্যই এদের সকল ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে অবশ্যই পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। সে কৌশলই আমি করছি।

১০. অর্থাৎ সত্য বিরোধীদেরকে তাদের ষড়যন্ত্র ও কূট-কৌশলে লিপ্ত থাকতে দিন। তারা অচিরেই বুঝতে পারবে যে, তাদের সকল পরিশ্রম-ই ব্যর্থ হয়ে গেছে ; সত্য তার অভিষ্ট লক্ষ্যপানে এগিয়ে চলছে।

সূরা আত ত্বারিকের শিক্ষা

১. পৃথিবীর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণী থেকে নিয়ে সকল প্রাণের সংরক্ষণকারী একমাত্র আল্লাহ। আল্লাহর হিফাযতের আওতার বাইরে কেউ নেই, কিছু নেই। মু'মিনদেরকে এ বিশ্বাসে দৃঢ় থাকতে হবে।

২. মানুষকে অবশ্যই তার নিজের সৃষ্টির পর্যায়গুলো সম্পর্কে ভেবে দেখতে হবে, তা হলে আখেরাতে তার পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে বিশ্বাস তার অন্তরে জাগ্রত হতে বাধ্য।

৩. এ দুনিয়াতে মানুষের অনেক কর্মকাণ্ড, মানুষের কর্ম-তৎপরতার ভাল প্রতিক্রিয়া বা মন্দ প্রতিক্রিয়া, ভাল-মন্দ কাজের প্রতিক্রিয়ার দিক ও আওতা ইত্যাদি অনেক কিছুই লোক চক্ষুর অন্তরালে থেকে যায়। শেষ বিচারের দিন অবশ্যই এসব গোপন বিষয় প্রকাশ হয়ে যাবে। সুতরাং সেদিনের কথা চিন্তা করেই এখানে জীবন যাপন করা আবশ্যক।

৪. কুরআন মজীদ যেহেতু সত্য-মিথ্যার মধ্যে মীমাংসাকারী বাণী, সেহেতু তার বিধানকে খেলা মনে করা মু'মিনের কাজ হতে পারে না। না বুঝে তিলাওয়াত করে সওয়াব হাসিল করার জন্য এ কুরআন নাযিল করা হয়নি। এটা নাযিল করা হয়েছে এটাকে বুঝে বুঝে অধ্যয়ন করে তার আলোকে জীবন গড়ার জন্য। অতএব মু'মিনদেরকে অবশ্যই কুরআনকে বুঝে পড়তে হবে এবং তার বিধি-নিষেধ নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে।

৫. কুরআনের বিরোধীদের কোনো ষড়যন্ত্র বা অপকৌশল কোনো কাজে আসবে না। আল্লাহ তাআলার কৌশলের সামনে তাদের সব ষড়যন্ত্রই ব্যর্থ হয়ে যাবে। মু'মিনদের কর্তব্য এ বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে অন্তরে পোষণ করা।

৬. দুনিয়ার জীবনে বিদ্রোহীদেরকে কিছু সময় অবকাশ দেয়া হয়েছে মাত্র। যথাসময়ে তাদেরকে অবশ্যই পাকড়াও করা হবে। সুতরাং তাদের দুনিয়ার ক্ষণিকের স্বাচ্ছন্দময় জীবন দেখে মু'মিনরা বিভ্রান্ত হতে পারে না।

❑

সূরা আল আ'লা
আয়াত ঃ ১৯
রুকূ' ঃ ১

নামকরণ

প্রথম আয়াতের 'আল আ'লা' শব্দটিকে সূরার পরিচয়ের জন্য নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

এ সূরাটিও নবুওয়াতের একেবারে প্রথমদিকে অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্যতম। এটি সে সময় নাযিল হয়েছে যখন রাসূলুল্লাহ (স) ওহী আত্মস্থ করতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেননি এবং তিনি তখন ওহীর কোনো শব্দ ভুলে যাওয়ার আশংকায় জিবরাঈল (আ)-এর সাথে সাথে পড়ার চেষ্টা করতেন। আর তখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে এ নিশ্চয়তা দিয়ে বলা হয় যে, ওহী আপনার অন্তরে সংরক্ষণ করে দেয়া আমার দায়িত্ব। সূরার ৬ ও ৭ আয়াত থেকেই—সূরাটি নাযিলের সময়কাল সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।

আলোচ্য বিষয়

সূরার প্রথমেই একমাত্র সুমহান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করার কথা বলা হয়েছে। অতপর বলা হয়েছে যে, যে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করার নির্দেশ আপনাকে দেয়া হচ্ছে, তিনি এমন যে, তিনিই বিশ্বজাহানের প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন এবং সেসবের সুসমতা দান করেছেন। তিনি সৃষ্টির ভাগ্য তথা ক্ষমতার সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণের পথ ও পন্থা দেখিয়ে দিয়েছেন। তাঁর ক্ষমতার চাক্ষুষ প্রমাণ তোমাদের সামনে রয়েছে—তিনি যমীনের বুকে গাছপালা ও বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করে দুনিয়াতে সজীবতা আনয়ন করেন, আবার সেগুলোকে শুষ্ক ও প্রাণহীন আবর্জনায় পরিণত করেন।

তারপর রাসূলুল্লাহ (স)-কে উপদেশ দিয়ে বলা হয়েছে যে, এ কুরআন মজীদ তথা ওহীর প্রতিটি শব্দ আপনার অন্তরে বসিয়ে দেয়া আমার কাজ। আপনি তা কণ্ঠস্থ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ার প্রয়োজন নেই। আমি এমনভাবে তা আপনার মনে গেঁথে দেবো যাতে আপনি তা কখনো ভুলবেন না। তবে আমি যদি কোনো জিনিস আপনার মন থেকে মুছে ফেলতে চাই তা আমি সহজেই মুছে ফেলতে পারবো। কারণ আমি প্রকাশ্য ও গোপন সবই জানি।

আর কাউকে হেদায়াতের পথে নিয়ে আসাটা আপনার দায়িত্ব নয় ; বরং আপনার কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র সত্যপথ দেখিয়ে দেয়া। এ সত্য পথের কথা প্রচার করার সহজ পদ্ধতি হচ্ছে—যে ব্যক্তি তা শুনতে ও মানতে চায় তাকেই আপনি সেই পথ দেখাবেন। যে ব্যক্তি

তা শুনতে ও মানতে আগ্রহী নয় এবং সত্যপথে চলার উপদেশ যার জীবনে পরিবর্তন আনবে না, তার পেছনে সময় ব্যয় করার প্রয়োজন নেই। যার মনে মন্দ পথে চলার অশুভ পরিণামের ভয় থাকবে সে অবশ্যই আপনার কথা শুনবে ও মানবে। আর যে আপনার কথা শুনতে ও মানতে রাজী হবে না, সে অবশ্যই দুর্ভাগা, জাহান্নামের শাস্তিই তার ভাগ্যে জুটবে। সেখানে আর তার মৃত্যু হবে না এবং তার বাঁচাও বাঁচার মত হবে না।

অবশেষে বলা হয়েছে যে, প্রকৃত সফলতার জন্য অবশ্যই দুনিয়ার চেয়ে আখেরাতের জীবনকেই প্রাধান্য দিতে হবে ; কারণ আখেরাত হলো চিরস্থায়ী—কুফর-শিরক থেকে নিজেদেরকে পবিত্র রাখতে হবে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহকে স্মরণ রাখতে হবে এবং তাঁর নির্দেশের আলোকেই জীবন গড়তে হবে। আর আদায় করতে হবে 'সালাত' তথা নামায। এ নির্দেশগুলো সকল নবী-রাসূলকেই দেয়া হয়েছিল—ইবরাহীম ও মূসা (আ)-কে দেয়া কিতাবেও এ নির্দেশগুলো ছিল।

❐

রুকূ' ১

৮৭. সূরা আল আ'লা-মাক্কী

আয়াত ১৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

① سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ② الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى ③ وَالَّذِىْ

১. (হে নবী) আপনি আপনার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা-মহিমা বর্ণনা করুন।[১] ২. যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং করেছেন সুঠাম।[২] আর যিনি

① سَبِّحِ-আপনি পবিত্র মহিমা বর্ণনা করুন; اسْمَ-নামের; رَبِّكَ-আপনার প্রতিপালকের; الْاَعْلَى-মহান। ② الَّذِىْ-যিনি ; خَلَقَ-সৃষ্টি করেছেন ; فَسَوّٰى-(فَ+سَوّٰى)-এবং করেছেন সুঠাম। ③ وَ-আর ; الَّذِىْ-যিনি ;

১. হযরত উকবাহ ইবনে আমের জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতের ভিত্তিতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের সিজদায় 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর রুকূ'তে 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন সূরা আল ওয়াকিআর শেষ আয়াত 'ফাসাব্বিহ্ বিসমি রাব্বিকাল আযীম' আয়াতের ভিত্তিতে।

তবে এ আয়াতের "আপনার প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা-মহিমা বর্ণনা করুন।" কথাটি দ্বারা আরো কয়েকটি নির্দেশও বুঝায়।

(ক) আল্লাহকে তাঁর উপযোগী নামে স্মরণ করতে হবে।

(খ) তাঁর জন্য অনুপযোগী, ত্রুটিপূর্ণ, অমর্যাদাকর, শিরকের চিহ্নযুক্ত এবং তাঁর ক্ষমতা ও গুণাবলী সম্পর্কে ভুল বিশ্বাসযুক্ত কোনো নামে স্মরণ করা যাবে না।

(গ) কুরআন মজীদে আল্লাহ নিজেই নিজের জন্য যেসব নাম ব্যবহার করেছেন অথবা অন্য ভাষায় সেসব নামের যথার্থ অর্থবোধক শব্দ যা প্রকাশিত রয়েছে সেসব শব্দই ব্যবহার করাই উচিত।

(ঘ) আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট গুণবাচক নাম বান্দাহর জন্য ব্যবহার করা যাবে না।

(ঙ) সৃষ্টির জন্য নির্ধারিত নাম আল্লাহর জন্য ব্যবহার করা যাবে না।

(চ) যেসব গুণবাচক নাম আল্লাহর জন্যও ব্যবহৃত হয় এবং বান্দাহর জন্যও ব্যবহার করা বৈধ সেগুলো আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত প্রয়োগ পদ্ধতিতে বান্দার জন্য প্রয়োগ করা যাবে না।

(ছ) আল্লাহর নাম উচ্চারণের সময় অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা ও মর্যাদা সহকারে উচ্চারণ করতে হবে।

قَدَّرَ فَهَدٰى ۝ وَالَّذِىٓ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى ۝ فَجَعَلَهٗ غُثَآءً

তাকদীর নির্ধারণ করেছেন[৩] এবং পথ দেখিয়েছেন।[৪] ৪. আর যিনি উৎপন্ন করেছেন উদ্ভিদ।[৫] ৫. অতপর তাকে পরিণত করেন আবর্জনায়—

قَدَّرَ-তাকদীর নির্ধারণ করেছেন ; فَهَدٰى-(ف+هدى)-এবং পথ দেখিয়েছেন ④ وَ-আর ; الَّذِىٓ-যিনি ; اَخْرَجَ-উৎপন্ন করেছেন ; الْمَرْعٰى-উদ্ভিদ। ⑤ فَجَعَلَهٗ-(ف+جعل+ه)-অতপর তাকে পরিণত করেন ; غُثَآءً-আবর্জনায় ;

(জ) হাসি-ঠাট্টা ও রসিকতা করে অথবা টয়লেট ব্যবহার রত অবস্থায়, অশালীন কাজে রত লোকদের সামনে, এমন লোকদের মজলিসে যারা আল্লাহর নাম শুনে উপহাস করতে পারে বা বিরক্তি প্রকাশ করতে পারে ইত্যাদি পরিস্থিতিতে আল্লাহর নাম মুখে আনা যাবে না।

২. অর্থাৎ সেই সত্তার পবিত্রতা-মহিমা বর্ণনা করতে হবে এজন্য যে, তিনি দৃশ্য-অদৃশ্য যা কিছুই সৃষ্টি করেছেন সবকিছুই সঠিক, সুঠাম ও ভারসাম্যপূর্ণ করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি যেটাকে যে আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন, তার চেয়ে সুন্দর আকৃতি কল্পনাই করা যায় না। সূরা আস সাজদার ৭ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ اَلَّذِىٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهٗ -"যিনি প্রত্যেকটি জিনিসকে অত্যন্ত সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন।" দুনিয়াতে সকল জিনিস সুসম ও যথা অনুপাতে সৃষ্টি করা থেকেই এটা প্রমাণিত হয় যে, এ বিশ্বের স্রষ্টা এক মহাবিজ্ঞ সত্তা। কেননা কোনো আকস্মিক ঘটনাচক্র অথবা অনেক স্রষ্টার দ্বারা এ ধরনের সুন্দর-সুরুচিশীল বিশ্ব-জাহান ও এর অভ্যন্তরস্থ অসংখ্য সুন্দর সৃষ্টি সম্ভবপর নয়।

৩. অর্থাৎ সেই মহান সত্তা আল্লাহ এ পৃথিবী ও এর মধ্যস্থ কোনো কিছুই কোনো পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য-লক্ষহীন সৃষ্টি করেননি। বরং তিনি তাঁর সকল সৃষ্টির ক্ষেত্রে পূর্ব পরিকল্পনা ও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য-লক্ষ প্রয়োগ করেছেন। কোন্ সৃষ্টির কখন পৃথিবীতে আগমন ঘটবে, কোথায় তার অবস্থান হবে, তার কার্যকাল কতদিন হবে, তার খাদ্য-পানীয় কি ও কতটুকু হবে, কখন তার কার্যকাল শেষ হবে, তার কর্মক্ষমতা কতটুকু হবে এবং তার পরিসমাপ্তি কখন কি অবস্থায় হবে—ইত্যাকার সবকিছুই তিনি পূর্বেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর এটাই হলো 'তাকদীর'।

৪. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা জৈব বা অজৈব যা কিছুই সৃষ্টি করেছেন এবং যে উদ্দেশ্যে ও লক্ষে সৃষ্টি করেছেন, সেই উদ্দেশ্য ও লক্ষে পৌছার জন্য এসব সৃষ্টিকে পথও বাতলে দিয়েছেন। আল্লাহ সম্পর্কে এমন কিছু কল্পনাও করা যায় না যে, তিনি এসব কিছু সৃষ্টি করে এমনি ছেড়ে দিয়েছেন। উর্ধজগতে চাঁদ, সুরুজ, গ্রহ-নক্ষত্র ; যমীনে অগণিত পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ ; নদী-সমুদ্রে বিচরণশীল জানা-অজানা অসংখ্য প্রাণী—এসবকে সৃষ্টি করে তাদের চলার পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, তারা সে পথেই চলছে। আর মানুষ তো আল্লাহর

أَحْوَىٰ ⑤ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ ⑥ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ يَعْلَمُ

ধূসর বর্ণের।[৬] ৬. নিশ্চয়ই আমি আপনাকে (ওহী) পড়িয়ে দেবো, তখন আপনি আর তা ভুলবেন না ;[৭] ৭. তবে আল্লাহ যা চান তা ছাড়া।[৮] অবশ্য তিনি জানেন

أَحْوَىٰ-ধূসর বর্ণের। ⑥ سَنُقْرِئُكَ-(سنقرئ+ك)-নিশ্চয়ই আমি আপনাকে পড়িয়ে দেবো ; فَلَا تَنسَىٰ-(ف+لاتنسى)-তখন আপনি আর তা ভুলবেন না। ⑦ إِلَّا-ছাড়া ; مَا-তা, যা ; شَاءَ-চান ; اللَّهُ-আল্লাহ ; إِنَّهُ-(ان+ه)-অবশ্য তিনি ; يَعْلَمُ-জানেন ;

শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, তার ব্যাপারে একথা কি করে মেনে নেয়া যায় যে, দুনিয়াতে তার চলার জন্য আল্লাহ কোনো পথনির্দেশ দেননি। মানুষের জন্য আল্লাহ দুই পর্যায়ে পথনির্দেশনা দান করেছেন—প্রথম পর্যায়ের নির্দেশনা তার জৈবিক সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট, যাতে রয়েছে মানুষের সকল অংগ-প্রত্যংগ। এ অংগ-প্রত্যংগগুলোর কাজের সাথে মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো ভূমিকা নেই। এ প্রথম পর্যায়ের নির্দেশনার সাথেই মানুষের শৈশব, কৈশোর, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্যের পরিবর্তন জড়িত। অংগ-প্রত্যংগ ও মন-মানসিকতার পরিবর্তনের এ কাজের সাথে মানুষের চেতনা-অনুভূতিরও কোনো ভূমিকা নেই। দ্বিতীয় পর্যায়ের পথনির্দেশনা মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ও চেতনা-জগতের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ পর্যায়ে মানুষকে এক প্রকারের স্বাধীন কর্মক্ষমতা দান করা হয়েছে। দেয়া হয়েছে এ দুনিয়ায় সব জিনিস ভোগ-ব্যবহারের স্বাধীনতা। অবশ্য এ স্বাধীনতা দেয়ার সাথে সাথে এ ভোগ ব্যবহারের সঠিক পদ্ধতি এবং ভ্রান্ত পদ্ধতিও জানিয়ে দিয়েছেন। যাতে করে সে (মানুষ) ভ্রান্ত পদ্ধতি পরিহার করে সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করে আল্লাহর সন্তোষ অর্জন করে পুরস্কার লাভে সক্ষম হয়।

৫. 'মারআ' শব্দের অর্থ তৃণজীবী পশুর বিচরণ ক্ষেত্র ; সব ধরনের শস্য ও ফল-ফলাদি এবং উদ্ভিদ—যা প্রাণীর খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মূলত মাটি থেকে উৎপন্ন সব ধরনের উদ্ভিদের কথাই এখানে বলা হয়েছে।

৬. অর্থাৎ তিনি শুধুমাত্র সবুজ-শ্যামল শোভাবিশিষ্ট উদ্ভিদরাজী সৃষ্টি করেই থেমে থাকেন না; বরং তিনি এ শ্যামল শোভাবিশিষ্ট উদ্ভিদরাজীকে শুকনো ধূসর বর্ণের জঞ্জালে পরিণতও করেন। এর অর্থ মানব জীবনে বসন্তকালের আগমন যেমন ঘটবে তেমনি শীতকালের মুখোমুখিও তাকে হতে হবে। দুনিয়াতে একটি অবস্থার বিপরীত অবস্থাও বিরাজমান। সুতরাং মানুষকে অবশ্যই বিপরীত অবস্থার কথা স্মরণে রেখেই জীবন পরিচালনা করতে হবে।

৭. অর্থাৎ (হে নবী) কুরআন মজীদকে আপনার হৃদয়ে বসিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমার। সুতরাং তা কণ্ঠস্থ করার জন্য আপনার ব্যতিব্যস্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। জিবরাঈল (আ) যখন ওহী নিয়ে আসতেন তখন রাসূলুল্লাহ (স) তা ভুলে যাবার আশংকায় বার বার আবৃত্তি করতে থাকতেন এবং জিবরাঈল (আ)-এর সাথে সাথে তাড়াহুড়ো করে তা

الْجَهْرَ وَمَا يَخْفٰى ۝٧ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى ۝٨ فَذَكِّرْ إِنْ نَّفَعَتِ

প্রকাশ্য বিষয় এবং যা গোপন থাকে। (তাও)।[৯] ৮. আর আমি আপনার জন্য সরল পথে চলাকে সহজ করে দেবো। ৯. অতএব আপনি উপদেশ দিন—যদি উপকারী হয়

الذِّكْرٰى ۝٩ سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى ۝١٠ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ۝١١

উপদেশ।[১০] ১০. সে অবশ্যই উপদেশ গ্রহণ করবে, যে ভয় করে (আল্লাহকে)।[১১]
১১. আর হতভাগ্যই করবে তাকে উপেক্ষা।

الْجَهْرَ-(ال+جهر)-প্রকাশ্য বিষয় ; وَ-এবং ; مَا-যা, তাও ; يَخْفٰى-গোপন থাকে। ⑧ وَ-আর ; نُيَسِّرُكَ-(نيسر+ك)-আমি আপনার জন্য সহজ করে দেবো ; لِلْيُسْرٰى-(ل+ال+يسرى)-সরল পথে চলাকে। ⑨ فَذَكِّرْ-(ف+ذكر)-অতএব আপনি উপদেশ দিন ; إِنْ-যদি ; نَّفَعَتِ-উপকারী হয় ; الذِّكْرٰى-উপদেশ। ⑩ سَيَذَّكَّرُ-সে অবশ্যই উপদেশ গ্রহণ করবে ; مَنْ-যে ; يَّخْشٰى-ভয় করে (আল্লাহকে)। ⑪ وَ-আর ; يَتَجَنَّبُهَا-(يتجنب+ها)-তাকে উপক্ষো করবে ; الْأَشْقَى-হতভাগ্যই।

উচ্চারণ করতেন। তখন তাঁকে এ বলে সান্ত্বনা দেয়া হয় যে, আপনার অন্তরে ওহী গেঁথে দেয়া আমার দায়িত্ব, আমি তা আপনাকে পড়িয়ে দেবো এবং তখন আপনি আর তা ভুলবেন না। এর দ্বারা একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন মজীদ যেমন মু'জিযা তথা অলৌকিক কিতাব তেমনি তার প্রতিটি শব্দ মু'জিযা হিসেবে রাসূলের মনে তা বসিয়ে দেয়া হয়েছে, যার ফলে কুরআন মজীদের কোনো একটি শব্দ রাসূলুল্লাহর স্মরণ থেকে বাদ পড়ে যাওয়া বা এক শব্দের বদলে সমার্থক অন্য কোনো শব্দ ব্যবহৃত হওয়ার কোনো আশংকাই সৃষ্টি হয়নি এবং ভবিষ্যতে হওয়ার কোনো সুযোগই আসবে না।

৮. অর্থাৎ আল্লাহ চাইলে সমগ্র কুরআনই আপনার স্মৃতি থেকে মুছে দিতে পারেন। সুতরাং কুরআন আপনার স্মৃতিপটে জাগরূক রাখা আপনার জন্য সম্ভব হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত তাওফীকের ফলে। এতে আপনার কোনো কৃতিত্ব নেই। আল্লাহ তাআলা সূরা বনী ইসরাঈলের ৮৬ আয়াতে বলেন—"আপনাকে ওহীর মাধ্যমে যা দিয়েছি, আমি চাইলে তা নিয়ে যেতে পারি।" সুতরাং স্থায়ীভাবে এ কুরআন আপনার স্মরণে রাখার জন্য আপনার তাড়াহুড়ো করার প্রয়োজন নেই—এ দায়িত্ব আমার। তবে সাময়িকভাবে কখনো কোনো শব্দ বা আয়াত মনে না আসা এ ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত নয় ; কেননা এ মনে না আসাটা স্থায়ী নয়—একটু পরেই মনে এসে যাবে।

৯. আল্লাহ যেহেতু গোপন ও প্রকাশ্য সকল বিষয়ই জানেন, সেহেতু ভুলে যাওয়ার আশংকায় জিবরাঈল (আ)-এর সাথে আপনার কুরআন পড়ার ব্যাপারও আল্লাহ জানেন ; তাই আপনাকে এ নিশ্চয়তা দেয়া হচ্ছে যে, আপনি ভুলে যাবেন না—কুরআন মজীদ আপনার স্মরণে রাখার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহর।

⑫ الَّذِىْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى ⑬ ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ○

১২. যে প্রবেশ করবে মহা আগুনে। ১৩. অতপর সে সেখানে না মরবে আর না বাঁচবে।[১২]

⑭ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ⑮ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ⑯ بَلْ تُؤْثِرُوْنَ

১৪. নিসন্দেহে সেই সাফল্য লাভ করেছে, যে পরিশুদ্ধতা অর্জন করেছে;[১৩] ১৫. এবং নিজ প্রতিপালকের নাম স্মরণে রেখেছে,[১৪] আর আদায় করেছে নামায।[১৫] ১৬. কিন্তু তোমরা তো প্রাধান্য দিয়ে থাকো

⑫ الَّذِىْ-যে ; يَصْلَى-প্রবেশ করবে ; النَّارَ-আগুনে ; الْكُبْرٰى-মহা। ⑬ ثُمَّ-অতপর ; لَا يَمُوْتُ-সে না মরবে ; فِيْهَا-সেখানে ; وَ-আর ; لَا يَحْيٰى-না বাঁচবে। ⑭ قَدْ اَفْلَحَ-নিসন্দেহে সাফল্য লাভ করেছে; مَنْ-যে ; تَزَكّٰى-পরিশুদ্ধতা অর্জন করেছে। ⑮ وَ-এবং; ذَكَرَ-স্মরণে রেখেছে ; اسْمَ-নাম ; رَبِّهٖ-(رب+ه)-নিজ প্রতিপালকের ; فَصَلّٰى-আর আদায় করেছে নামায। ⑯ بَلْ-কিন্তু ; تُؤْثِرُوْنَ-তোমরা তো প্রাধান্য দিয়ে থাকো ;

১০. অর্থাৎ দীনের দাওয়াতের ব্যাপারে আপনার জন্য সহজ পথই আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। আর তাহলো, যে আপনার দাওয়াত শুনতে চায় না তাকে শুনানো এবং যে হেদায়াতের পথ পেতে চায় না তাকে সে পথে চালানোর বাধ্যবাধকতা আপনার উপর নেই। আপনি শুধু সাধারণ দাওয়াতের কাজ জারী রাখবেন এবং লক্ষ রাখবেন কে আপনার উপদেশ গ্রহণ করতে চায় এবং নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে আগ্রহ পোষণ করে। যারা এতে আগ্রহী আপনি তাদের শিক্ষা-দীক্ষার প্রতিই বিশেষ নজর দিন। আর যারা আপনার উপদেশকে উপেক্ষা করে তাদের পেছনে অযথা সময় নষ্ট করার কোনো প্রয়োজন নেই।

১১. অর্থাৎ আল্লাহ ও আখেরাতের ভয় যার অন্তরে আছে, সে নিজেই সঠিক ও বেঠিক পথের পার্থক্য নির্দেশকারী এবং সফলতা ও ব্যর্থতা সম্পর্কে উপদেশ দানকারীর উপদেশ গ্রহণ করবে।

১২. অর্থাৎ যারা রাসূলের উপদেশের প্রতি উপেক্ষা দেখিয়েছে এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কুফর ও শিরকে নিমজ্জিত ছিল—ছিল নাস্তিক্যবাদের উপর অটল তারা জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। সেখানে তাদের মৃত্যু হবে না, তাই তারা শাস্তি থেকে মুক্তিও পাবে না। আবার বেঁচে থাকার মতো বাঁচবেও না, তাই জীবনের মজাও তারা পাবে না। আর যাদের অন্তরে ঈমান থাকবে, কিন্তু আমলের কারণে তারা জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে থাকবে, তাদের ব্যাপারে হাদীসে আছে যে, শাস্তি ভোগের পর তাদের মৃত্যু হবে, আল্লাহ তাদের পক্ষে শাফাআত গ্রহণ করবেন, তাদের আগুনে পোড়া লাশ জান্নাতের ঝরণার কিনারে এনে রাখা হবে এবং জান্নাতের পানি তাদের উপর ঢালা হবে। অতপর বৃষ্টির পানি পেয়ে উদ্ভিদের জেগে উঠার মতো সেও জীবন্ত হয়ে উঠবে।

الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿١٦﴾ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ﴿١٧﴾ اِنَّ هٰذَا

দুনিয়ার জীবনকে।[১৬] ১৭. অথচ আখেরাতই হলো উৎকৃষ্ট ও চিরন্তন।[১৭]
১৮. অবশ্যই এটা

لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ﴿١٨﴾ صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى ﴿١٩﴾

পূর্ববর্তী কিতাবগুলোতেও ছিল—১৯. ইবরাহীম ও মূসার কিতাবেও।[১৮]

الْحَيٰوةَ-(ال+حيوة)-জীবনকে ; الدُّنْيَا-(ال+دنيا)-দুনিয়ার। (১৭) وَ-অথচ ; الْاٰخِرَةُ-আখেরাতই হলো ; خَيْرٌ-উৎকৃষ্ট ; وَّ-ও ; اَبْقٰى-চিরন্তন। (১৮) اِنَّ-অবশ্যই ; هٰذَا-এটা ; لَفِى الصُّحُفِ-(ل+فى+ال+صحف)-কিতাবগুলোতেও ছিল ; الْاُوْلٰى-(ال+اولى)-পূর্ববর্তী। (১৯) صُحُفِ-কিতাবেও ; اِبْرٰهِيْمَ-ইবরাহীম ; وَ-ও ; مُوْسٰى-মূসার।

১৩. পরিশুদ্ধি অর্জন করার অর্থ—কুফর ও শিরক ছেড়ে দিয়ে ঈমান গ্রহণ এবং পাপের পথ ত্যাগ করে সৎপথ অবলম্বন করা। আর সফলতা দ্বারা আসল সফলতা তথা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের সফলতা বুঝানো হয়েছে—দুনিয়ার জীবনের সফলতা বা ব্যর্থতায় কিছু যায় আসে না।

১৪. অর্থাৎ আল্লাহর নাম সদা-সর্বদা মনে মনে যেমন স্মরণ রেখেছে, তেমনি মুখে উচ্চারণ করার কথাও এখানে বলা হয়েছে। সূরা আ'রাফের ২০৫ আয়াতে বলা হয়েছেঃ

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِىْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ-

"আর (হে নবী!) আপনি স্মরণ করতে থাকুন আপনার প্রতিপালককে সকাল-সন্ধ্যায় আপন মনে ক্রন্দনরত ও ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায়, অনুচ্চস্বরে এবং আপনি উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

১৫. অর্থাৎ মনে মনে এবং অনুচ্চ শব্দে মুখে যিকর করার সাথে সাথে নামাযের মাধ্যমেও আল্লাহর যিকর করেছে। এর অর্থ-যে আল্লাহকে সে নিজ ইলাহ বলে স্বীকার করেছে, কার্যতও সে তাঁর আনুগত্য করতে প্রস্তুত আছে এবং সর্বক্ষণ সে আল্লাহকে স্মরণ করার ব্যবস্থা করেছে।

১৬. অর্থাৎ তোমরা তো দুনিয়া ও তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ নিয়েই সদা ব্যস্ত। তোমরা মনে করো দুনিয়াতে যা কিছু ধন-সম্পদ অর্জন করা যায় এটাই আসল লাভ এবং এখানে বঞ্চিত হওয়াই আসল ক্ষতি।

১৭. অর্থাৎ আখেরাত অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য এ কারণে যে, দুনিয়ার চেয়ে আখেরাতের সুখ-শান্তি অনেক উন্নতমানের যা দুনিয়াতে কল্পনাও করা যায় না, আবার দুনিয়া অস্থায়ী, আখেরাত চিরস্থায়ী।

১৮. অর্থাৎ মুহাম্মাদ (স)-এর মাধ্যমে কুরআন যে দীন নিয়ে এসেছে তা ইবরাহীম ও মূসা (আ)-এর কিতাবেও ছিল, তিনি নতুন কিছু নিয়ে আসেননি। তোমরা তো ইবরাহীম ও মূসার দীন মেনে চলো বলে দাবী করে থাকো।

সূরা আল আ'লার শিক্ষা

১. আল্লাহ তাআলাকে সদা-সর্বদা ভক্তি-শ্রদ্ধা সহকারে স্মরণ করতে হবে। তাঁর মূল নাম 'আল্লাহ' এবং গুণবাচক নাম যা কুরআন মজীদে এসেছে সেসব নামে।

২. কোনো অশালীন পরিবেশে, হাসি-কৌতুকরত অবস্থায়, প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটানো অবস্থায়, বা এমন লোকদের পরিবেশে যাদের নিকট আল্লাহর নাম নিলে বিদ্রূপ করার আশংকা রয়েছে— এসব অবস্থায় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা যাবে না।

৩. আল্লাহ তাআলাই প্রাণী-অপ্রাণী সবকিছু সৃষ্টি করে প্রত্যেকের জন্য 'তাকদীর' নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং চলার সঠিক পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, সুতরাং আমাদেরকে আল্লাহর দেখানো পথেই চলতে হবে।

৪. কুরআন মজীদ সকল প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও সন্দেহ-সংশয় থেকে পবিত্র। কেননা আল্লাহ স্বয়ং তাঁর রাসূল (স)-কে কুরআন মজীদ পড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাঁর অন্তকরণে তা বসিয়ে দিয়েছেন। ফলে সর্বপ্রকার ভুল থেকে তা নিরাপদ রয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত এ কিতাবের হিফাযতের দায়িত্ব আল্লাহ নিজেই নিয়েছেন। সুতরাং আমাদেরকে কুরআনের বিধি-বিধান অকাট্যভাবে মেনে নিয়ে সে অনুসারে জীবন গড়তে হবে।

৫. দীনী দাওয়াতের ক্ষেত্রে সেসব লোককে অগ্রাধিকার দিতে হবে, যারা তা জানতে আগ্রহী এবং জানার পর নিজের জীবনে তা বাস্তবায়ন করবে বলে আশা করা যায়।

৬. যেসব লোক দীনের কথা শুনতে রাজী নয় তাদের পেছনে সময় ব্যয় করার প্রয়োজন নেই। তবে সাধারণ দাওয়াতের ক্ষেত্রে তাদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৭. আল্লাহ ও আখেরাতের জবাবদিহিতা সম্পর্কে যার জ্ঞান ও বিশ্বাস রয়েছে, সে-ই উপদেশ গ্রহণ করতে আগ্রহী হবে। সুতরাং মানুষের মধ্যে প্রথমত আল্লাহ ও আখেরাতের জবাবদিহিতার ভয় জাগ্রত করতে হবে।

৮. যারা কুরআনের বিধানকে মেনে নিতে অস্বীকার করবে, তাদেরকে অবশ্যই মহা আগুনে প্রবেশ করতে হবে। যেখানে তারা মরবেও না, আর বাঁচার মতো বাঁচবেও না। সুতরাং আমাদেরকে অবশ্যই কুরআনের বিধানকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে সেই মহা আগুন থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে হবে।

৯. আখেরাতের মহান সফলতা অর্জন করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর রাসূল কর্তৃক আনীত জীবন ব্যবস্থাকে নিজেদের ব্যক্তিগত জীবন থেকে নিয়ে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত সকল স্তরে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১০. আল্লাহকে তাঁর সত্তাগত নাম ও গুণবাচক নামে মনে মনে, মৃদু আওয়াজে, কথায় ও কাজে সদা-সর্বদা স্মরণে রাখতে হবে, তবেই আখেরাতের মহান সফলতা অর্জিত হবে।

১১. আখেরাতকে দুনিয়া ও তার মধ্যস্থ সকল কিছুর উপর প্রাধান্য দিতে হবে ; কেননা দুনিয়া হলো নিকৃষ্ট, আর আখেরাত হলো উৎকৃষ্ট ; দুনিয়া হলো ক্ষণস্থায়ী, আর আখেরাত হলো চিরস্থায়ী।

১২. সকল নবী-রাসূলের দীনের মূলকথা একই ছিল ; কিন্তু পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের দীনকে তাদের উম্মতেরা পরিবর্তন করে নিয়েছে। আর শেষ নবী মুহাম্মাদ (স)-এর দীন কেয়ামত পর্যন্ত কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না ; কারণ এ দীনের মূল কিতাবের হিফাযতকারী আল্লাহ নিজেই, অতএব কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরেই আমরা আখেরাতে সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হবো।

□

সূরা আল গাশিয়াহ
আয়াত ঃ ২৬
রুকূ' ঃ ১

নামকরণ

সূরার প্রথম 'আল গাশিয়াহ' শব্দটিকে সূরার নাম হিসেবে নেয়া হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

রাসূলুল্লাহ (স) যখন নবুওয়াতের প্রাথমিককালে দীনের দাওয়াত ব্যাপকভাবে দেয়া শুরু করেন এবং কাফিররাও তাঁর দাওয়াত পেয়ে তাঁর প্রতি উপেক্ষা দেখাতে শুরু করে তখনই সূরাটি অবতীর্ণ হয়। সূরার বিষয়বস্তুর আলোকে প্রমাণিত হয় যে, নবুওয়াতের প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরাগুলোর মধ্যে এ সূরাও অন্যতম।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হলো তাওহীদ ও আখেরাত। রাসূলুল্লাহ (স) মক্কা-বাসীদেরকে প্রথমত এ দুটো বিষয়ের দাওয়াতই দিয়েছেন ; কিন্তু তারা তাওহীদের পরিবর্তে বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাসী থেকেই যায় এবং আখেরাতের জীবনকে অস্বীকার করতে থাকে।

অতপর তাদেরকে কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করে, তাদের পরিবেশে বিরাজমান প্রাকৃতিক জগতের উদাহরণ দেখিয়ে, তাদের জীবন যাপন প্রণালী যে প্রাণীর উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল সেই উটের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে তাদেরকে তাওহীদ ও আখেরাত বিশ্বাসের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

তারপর তাদের মাথার উপর ছেয়ে থাকা আকাশ, যমীনে স্থির দণ্ডায়মান পাহাড়ের সারি এবং পায়ের নিচের সমতল ও সুবিস্তৃত যমীন ইত্যাদির সৃষ্টি ও বিদ্যমান থাকার প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে—এসব কিছু কি একজন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণ করে না ? এসব কিছু কি এটার প্রমাণ নয় যে, তিনি সর্বোচ্চ শক্তির অধিকারী ? তিনি যেহেতু এসব সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকেও প্রথমবার তিনিই সৃষ্টি করেছেন। অতএব তিনি দ্বিতীয়বারও সৃষ্টি করে তোমাদের নিকট থেকে হিসাব গ্রহণে সক্ষম। সুতরাং যে সত্তার ক্ষমতা এমন তাঁকে মেনে নিতে তোমাদের অসুবিধা কোথায় ?

অবশেষে রাসূল (স)-কে যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে বলা হয়েছে যে, এ কাফেররা যদি আপনার দাওয়াতকে মেনে না নেয়, তাতে আপনার কোনো ত্রুটি নেই, তাদের উপর বল প্রয়োগকারী হিসেবে তো আপনাকে পাঠানো হয়নি। আপনি জোরপূর্বক তাদের

স্বীকৃতি আদায়ও করতে পারেন না। আপনার দায়িত্ব হলো উপদেশ দেয়া। আপনি উপদেশ দিতে থাকুন ; তাদেরকে অবশ্যই আমার নিকট আসতে হবে, তখন আমি তাদের নিকট থেকে যথাযথভাবে হিসাব গ্রহণ করবো। অমান্যকারীদেরকে আমি কঠিন সাজা দেবো।

❒

রুকূ' ১ | ## ৮৮. সূরা আল গাশিয়াহ-মাক্কী | আয়াত ১৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

① هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ② وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ

১. পূর্ণ আচ্ছন্নকারী আযাবের খবর আপনার নিকট এসেছে কি ?[১]
২. সেদিন অনেক চেহারাই হবে ভয়ে অবনত।[২]

③ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ④ تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ⑤ تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ

৩. কঠোর শ্রমরত, বিপর্যস্ত। ৪. প্রবেশ করবে প্রজ্জ্বলিত আগুনে।
৫. পান করানো হবে তাদেরকে ফুটন্ত ঝরণা থেকে।

⑥ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ⑦ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ

৬. তাদের জন্য থাকবে না কোনো খাদ্য কাঁটা বিশিষ্ট শুকনো খড় ছাড়া।[৩] ৭. তা তাদেরকে মোটা-তাজাও করবে না, আর মেটাবেও না (তাদের) ক্ষুধা।

① هَلْ اَتٰىكَ-(هل+اتى+ك)-আপনার নিকট এসেছে কি ? حَدِيْثُ-খবর ; الْغَاشِيَةِ-(ال+غاشية)-(পূর্ণ) আচ্ছন্নকারী আযাবের। ② وُجُوْهٌ-অনেক চেহারাই হবে ; يَوْمَئِذٍ-সেদিন; خَاشِعَةٌ-ভয়ে অবনতঅ ③ عَامِلَةٌ-কঠোর শ্রমরত; نَّاصِبَةٌ-বিপর্যস্ত। ④ تَصْلٰى-প্রবেশ করবে ; نَارًا-আগুনে ; حَامِيَةً-প্রজ্জ্বলিত। ⑤ تُسْقٰى-পান করানো হবে তাদেরকে ; مِنْ-থেকে ; عَيْنٍ-ঝর্ণা ; اٰنِيَةٍ-ফুটন্ত। ⑥ لَيْسَ-থাকবে না ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; طَعَامٌ-কোনো খাদ্য ; اِلَّا-ছাড়া ; مِنْ-থেকে ; ضَرِيْعٍ-কাঁটা বিশিষ্ট শুকনো খড়। ⑦ لَا يُسْمِنُ-তা তাদেরকে মোটা-তাজাও করবে না ; وَ-আর ; لَا يُغْنِيْ-মেটাবেও না (তাদের) ; مِنْ جُوْعٍ-ক্ষুধা।

১. 'আচ্ছন্নকারী আযাব' বা বিপদ দ্বারা কেয়ামতকে বুঝানো হয়েছে। কেয়ামতের সীমা হলো, এ বিশ্বজগত ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর থেকে মানুষের পুনর্জীবন লাভ, হিসাব-নিকাশ প্রদান ও প্রতিফল স্বরূপ জান্নাত বা জাহান্নাম লাভ পর্যন্ত।

২. 'কিছু চেহারা' বলে কিছু ব্যক্তি বুঝানো হয়েছে। চেহারাই হচ্ছে মানব শরীরের প্রধান উল্লেখযোগ্য অংশ। চেহারার মাধ্যমেই মানুষকে পরস্পর থেকে আলাদা করা যায়। এতেই ফুটে ওঠে মনের অবস্থা। তাই 'কতেক ব্যক্তি' না বলে 'কতেক চেহারা' বলা হয়েছে।

⑧ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ۝ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۝ فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝

৮. সেদিন কিছু চেহারা হবে আনন্দোজ্জ্বল। ৯. নিজেদের উপার্জনে পরিতৃপ্ত।[৪] ১০. (তারা থাকবে) সুউচ্চ জান্নাতে।

⑪ لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ۝ فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۝ فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ ۝

১১. সেখানে তারা শুনবে না কোনো বাজে কথা।[৫] ১২. সেখানে থাকবে প্রবহমান ঝর্ণাধারা। ১৩. থাকবে তাতে উঁচু উঁচু আসন।

⑭ وَّأَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ ۝ وَّنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ ۝ وَّزَرَابِىُّ مَبْثُوْثَةٌ ۝

১৪. আর (থাকবে) পানপাত্রগুলো প্রস্তুত।[৬] ১৫. আরও (থাকবে) সারিসারি সাজানো বালিশ। ১৫. এবং উত্তম শয্যাসমূহ বিছানো (থাকবে)

⑧ وُجُوْهٌ-কিছু চেহারা হবে ; يَوْمَئِذٍ-সেদিন ; نَّاعِمَةٌ-আনন্দোজ্জ্বল ⑨ لِسَعْيِهَا (ل+سعى+ها)-নিজেদের উপার্জনে; رَاضِيَةٌ-পরিতৃপ্ত ⑩ فِىْ جَنَّةٍ-(তারা থাকবে) জান্নাতে; عَالِيَةٍ-সুউচ্চ। ⑪ لَا تَسْمَعُ-তারা শুনবে না; فِيْهَا-সেখানে; لَاغِيَةً-কোনো বাজে কথা। ⑫ فِيْهَا-সেখানে থাকবে; عَيْنٌ-ঝর্ণাধারা; جَارِيَةٌ-প্রবহমান। ⑬ فِيْهَا-তাতে থাকবে; سُرُرٌ-আসন; مَّرْفُوْعَةٌ-উঁচু উঁচু। ⑭ وَّ-আর (থাকবে); أَكْوَابٌ-পানপাত্রগুলো; مَّوْضُوْعَةٌ-প্রস্তুত। ⑮ وَّ-আরও (থাকবে) ; نَمَارِقُ-বালিশগুলো ; مَصْفُوْفَةٌ-সারি সারি সাজানো। ⑯ وَّ-এবং ; زَرَابِىُّ-উত্তম শয্যাসমূহ ; مَبْثُوْثَةٌ-বিছানো (থাকবে)।

৩. জাহান্নামবাসীদের খাদ্যের ব্যাপারে কুরআন মজীদে অন্য জায়গায় 'যাক্কুম' তথা কাঁটাবিশিষ্ট গাছ এবং 'গিসলীন' তথা ক্ষত থেকে নির্গত তরল পদার্থের কথা বলা হয়েছে। আর এখানে বলা হয়েছে কাঁটা বিশিষ্ট ঘাসের কথা। এর অর্থ—এসব দ্রব্যই তাদের খাদ্য হিসেবে নির্ধারিত রয়েছে। অপরাধের তারতম্য অনুসারে তাদেরকে এসব খাদ্য দেয়া হবে। সুতরাং এসব বর্ণনার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই।

৪. অর্থাৎ যাদের চেহারা উজ্জ্বল হবে, তারা তাদের কর্মের সফলতা দেখে পরিতৃপ্ত হবে। দুনিয়াতে তারা আখেরাতকে বিশ্বাস করে নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করেছে। তারা কামনা-বাসনার অনুসরণ না করে ঈমান, সততা ও তাকওয়ার নীতি অনুসরণ করেছে ; দীনের উপর চলতে গিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও যুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়েছে। বিভিন্ন প্রকারে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এখন তারা সেসব কিছুর বিনিময়ে আশাতিরিক্ত সুফল পেয়ে পরিতৃপ্ত।

৫. অর্থাৎ জান্নাতবাসীরা কোনো অনর্থক কথাবার্তা, মিথ্যা আপবাদ, কুফরী কথা, মিথ্যা শপথ বা কোনো প্রকার গালি-গালাজ শুনতে পাবে না। সেখানে তারা যা বলবে হিকমতের সাথে বলবে এবং চিরস্থায়ী নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে থাকবে।

⑰ اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ⑱ وَاِلَى السَّمَاۤءِ كَيْفَ

১৭. তবে কি তারা তাকায় না, উটগুলোর দিকে, কিভাবে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে ? ১৮. এবং আকাশের দিকে কিভাবে

رُفِعَتْ ⑲ وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ⑳ وَاِلَى الْاَرْضِ

তা উর্ধে স্থাপন করা হয়েছে ? ১৯. আর পাহাড়সমূহের প্রতি, কিভাবে মযবূতভাবে তা বসিয়ে দেয়া হয়েছে ? ২০. আর যমীনের প্রতি,

كَيْفَ سُطِحَتْ ㉑ فَذَكِّرْ اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُذَكِّرٌ ㉒ لَسْتَ عَلَيْهِمْ

কিভাবে তাকে বিছানো হয়েছে ?[৭] ২১. অতএব (হে নবী) আপনি উপদেশ দিয়ে যেতে থাকুন ; আপনি তো অবশ্যই একজন উপদেশদাতা। ২২. আপনি তাদের উপরতো নন

بِمُصَيْطِرٍ ㉓ اِلَّا مَنْ تَوَلّٰى وَكَفَرَ ㉔ فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ

শক্তি প্রয়োগকারী।[৮] ২৩. তবে, যে মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং কুফরী করবে ; ২৪. তাকে তো আল্লাহই শাস্তি দেবেন—

⑰ اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ-(ا+ف+لا ينظرون)-তবে কি তারা তাকায় না ; اِلَى-দিকে ; الْاِبِلِ-উটগুলোর ; كَيْفَ-কিভাবে ; خُلِقَتْ-তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। ⑱ وَ-এবং ; اِلَى-দিকে ; السَّمَاۤءِ-আকাশের ; كَيْفَ-কিভাবে ; رُفِعَتْ-উর্ধে স্থাপন করা হয়েছে। ⑲ وَ-আর ; اِلَى-প্রতি ; الْجِبَالِ-(ال+جبال)-পাহাড়সমূহের ; كَيْفَ-কিভাবে ; نُصِبَتْ-মযবুতভাবে তা বসিয়ে দেয়া হয়েছে। ⑳ وَ-আর; اِلَى-প্রতি ; الْاَرْضِ-যমীনের ; كَيْفَ-কিভাবে ; سُطِحَتْ-তাকে বিছানো হয়েছে। ㉑ فَذَكِّرْ-(ف+ذكر)-অতএব (হে নবী) আপনি উপদেশ দিয়ে যেতে থাকুন ; اِنَّمَا اَنْتَ-আপনি তো অবশ্যই ; مُذَكِّرٌ-একজন উপদেশদাতা। ㉒ لَسْتَ-আপনি তো নন ; عَلَيْهِمْ-তাদের উপর ; بِمُصَيْطِرٍ-শক্তি প্রয়োগকারী। ㉓ اِلَّا-তবে ; مَنْ-যে ; تَوَلّٰى-মুখ ফিরিয়ে নেবে ; وَ-এবং ; كَفَرَ-কুফরী করবে। ㉔ فَيُعَذِّبُهُ-(ف+يعذب)-তাকে তো শাস্তি দেবেন ; اللّٰهُ-আল্লাহই ;

৬. অর্থাৎ জান্নাতে পানীয়ের পাত্রগুলো সবসময় ভরা থাকবে। কারো নিকট থেকে তা চেয়ে নিতে হবে না।

৭. অর্থাৎ যারা আখেরাতকে অসম্ভব মনে করে তারা নিজেদের পরিবেশের বর্তমান অবস্থা কি দেখে না ? তাদের মরু অঞ্চলের পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যশীল জীব উটের

الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ﴿٢٤﴾ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿٢٦﴾

মহাশাস্তি। ২৫. নিশ্চয়ই আমার নিকট তাদের প্রত্যাবর্তন। ২৬. অতপর তাদের হিসেব নেয়ার দায়িত্ব অবশ্যই আমার উপর।

الْعَذَابَ-(ال+عذاب)-শাস্তি ; الْأَكْبَرَ-(ال+اكبر)-মহা। ﴿٢٥﴾ إِنَّ-নিশ্চয়ই ; إِلَيْنَا-আমার নিকট ; إِيَابَهُمْ-(اياب+هم)-তাদের প্রত্যাবর্তন। ﴿٢٦﴾ ثُمَّ-অতপর ; إِنَّ-অবশ্যই ; عَلَيْنَا-আমার উপর ; حِسَابَهُمْ-(حساب+هم)-তাদের হিসাব নেয়ার দায়িত্ব।

সৃষ্টি, পাহাড়-পর্বতের সারি, বিস্তৃত সমতল পৃথিবী, তাদের মাথার উপরে দৃশ্যমান আকাশ ইত্যাদি কে সৃষ্টি করেছেন ? এ সবের যিনি স্রষ্টা তিনি অবশ্যই জান্নাত, জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন এবং সৎকাজের প্রতিদান হিসেবে জান্নাত ও মন্দ কাজের পরিণাম হিসেবে জাহান্নাম প্রদান করতেও তিনি সক্ষম। চিন্তাশীল ও বিবেকবান মানুষ এটা অস্বীকার করতে পারে না।

৮. অর্থাৎ যারা যুক্তি-বুদ্ধি ও ন্যায়সংগত দাবী মানতে রাজী নয়, তাদেরকে জোর-জবরদস্তিভাবে মানানো আপনার দায়িত্ব নয়। আপনার কাজতো শুধু সত্য-মিথ্যা এবং হক ও বাতিল তাদের সামনে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা, মানা না মানা তাদের ইখতিয়ার।

সূরা আল গাশিয়ার শিক্ষা

১. মানব সমাজকে সত্যের পথে আহ্বান জানানোর প্রাথমিক কাজ হলো, তাদেরকে তাওহীদ ও আখেরাতে বিশ্বাসী করে তোলা।

২. দুনিয়াতে যেসব কিছু মানুষের পরিবেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে এবং তার মধ্যে যেসব জিনিস মানুষের সৃষ্ট নয়, সেসব জিনিসের স্রষ্টা সম্পর্কে তাদের অন্তর-জগতে জিজ্ঞাসা সৃষ্টি করে দাওয়াতী কাজকে এগিয়ে নিতে হবে।

৩. এ পর্যায়ে প্রথমেই কেয়ামত সম্পর্কে খবর দেয়া হয়েছে এবং সেদিনে মানুষের অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

৪. মানুষকে দীনের পথে আনার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত ও তাঁর রাসূল কর্তৃক অবলম্বিত পদ্ধতিই আমাদেরকে অনুসরণ করতে হবে।

৫. আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে সুসংবাদ দাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। এ সূরাতেও কেয়ামতের ভয়াবহতা এবং সৎকর্মশীলদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে।

৬. মানুষকে দীনের পথে আনার জন্য তাদের সামনে উল্লেখিত যুক্তি-প্রমাণ পেশ করে উপদেশ দেয়া ছাড়া 'দায়ী' তথা আল্লাহর পথের আহ্বানকারীর আর কিছু করণীয় নেই। কোনো মতেই তাদেরকে দীন গ্রহণে বাধ্য করার কোনো সুযোগ নেই।

৭. মানুষের অন্তরে আযাবের ভয় এবং পুরস্কারের আশা জাগিয়ে দেয়ার দায়িত্বই আমাদের পালন করতে হবে। কারণ আশা ও ভয়ের মধ্যেই ঈমানের অবস্থান।

সূরা আল ফাজ্‌র
আয়াত ঃ ৩০
রুকূ' ঃ ১

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দটিকেই এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

মক্কাবাসীরা যখন মুসলমানদের উপর যুলুম-নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছিল তখন তাদের আদ, সামূদ ও ফেরাউনের পরিণতির উদাহরণ পেশ করে সতর্ক করা হয়েছে ।

শানেনুযূল

এক সময় আরববাসীরা বলেছিল যে, আল্লাহ্ তাআলা যদি মানুষকে ভাল কাজের পুরস্কার ও মন্দ কাজের শাস্তি দিতেন তবে দুনিয়াতেই তো তাৎক্ষণিকভাবে তা দিয়ে দিতেন। দুনিয়াতে যখন তা দিচ্ছেন না, তখন আখেরাত তথা মৃত্যুর পরেও দেবেন না। পুনরুজ্জীবন, হাশর-নশর, জান্নাত-জাহান্নাম একটি ভিত্তিহীন কথা ছাড়া কিছুই নয়। আরববাসী কাফেরদের এসব কথার জবাবে সূরা আল ফাজ্‌র নাযিল হয়।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরার প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো মু'মিন ও কাফের উভয় দলের কর্মের বিবরণ পেশ করা। এ পর্যায়ে পরকালের শাস্তি ও পুরস্কার সম্পর্কে আলোচনা করাও এর আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, মক্কার লোকেরা পরকালে অবিশ্বাসী ছিল।

সূরার প্রথমে ভূমিকারূপে কতিপয় জাতির নাম উল্লেখপূর্বক তাদের পাপের শাস্তির আলোচনা করা হয়েছে।

সূচনাতে ফাজ্‌র, দশ রাত্র, জোড়-বিজোড় ও চলমান রাতের শপথ করা হয়েছে। অতপর মানব-ইতিহাসের খ্যাতনামা জাতি আদ, সামূদ ও ফেরাউনের মর্মান্তিক পরিণতি সম্পর্কে অবহিত করে বুঝানো হয়েছে যে, পৃথিবীতে সীমালংঘন ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণতি এমনই হয়ে থাকে। এর দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয় যে, বিশ্বের ব্যাবস্থাপনা এক মহাজ্ঞানী ও কুশলী সত্তার পরিচালনায়ই সামনে অগ্রসর হচ্ছে।

এরপর জাহেলী সমাজের দুটি দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমত, তারা বস্তুবাদী মানসিকতার কারণে ভাল-মন্দ নির্বিশেষে ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তিকেই সম্মান-অসম্মানের মানদণ্ড স্থির করে নিয়েছে। অথচ ধনাঢ্যতা ও দারিদ্রতা উভয় অবস্থাতেই আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করেন। এ ব্যাপারে তাদের অজ্ঞতা-অস্বীকৃতি সম্পর্কে

আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, জাহেলী সমাজের নীতিহীনতা, পাশবিকতা, ইয়াতীমের মাল আত্মসাত, দুর্বলদেরকে তাদের অংশ থেকে বঞ্চিত করা ইত্যাদি আলোচনা করে মানুষের অন্তরে এ সত্য জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, তোমাদের এসব কর্মকাণ্ডের ফলশ্রুতি হিসেবে হিসাব-নিকাশ ও শাস্তি-পুরস্কার না দিয়ে তোমাদেরকে এমনিতেই ছেড়ে দেয়া হবে না।

সূরার শেষে বলা হয়েছে যে, তোমরা অবশ্যই সেদিন তা বুঝতে সক্ষম হবে, যেদিন চোখের সামনে নেক বান্দাহদের জান্নাতে প্রবেশের জন্য স্বাগত জানানো হবে এবং কাফেরদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপের জন্য জাহান্নামকে সম্মুখে উপস্থিত করা হবে ; কিন্তু তখন তো আর শোধরানোর কোনো উপায় থাকবে না।

❐

রুকূ' ১ | **৮৯. সূরা আল ফাজ্‌র-মাক্কী** | আয়াত ৩০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

① وَالْفَجْرِ ② وَلَيَالٍ عَشْرٍ ③ وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ④ وَالَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ○

১. কসম ঊষার ; ২. আর দশ রাত্রির । ৩. কসম জোড় ও বিজোড়ের ;
৪. এবং রাতের যখন তা বিদায় নিতে থাকে ।

⑤ هَلْ فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِيْ حِجْرٍ ⑥ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ○

৫. এর মধ্যে আছে কি কোনো কসম বুদ্ধিমানের জন্য ?[1] ৬. (হে মুহাম্মাদ!) আপনি[2] কি দেখেননি, আপনার প্রতিপালক কেমন আচরণ করেছেন 'আদ জাতির সাথে ?

①-وَ-কসম ; الْفَجْرِ-(ال+فجر)-ঊষার । ②-وَ-আর ; لَيَالٍ-রাত্রির ; عَشْرٍ-দশ । ③-وَ-কসম ; الشَّفْعِ-(ال+شفع)-জোড় ; وَ-ও ; الْوَتْرِ-(ال+وتر)-বিজোড়ের । ④-وَ-এবং ; الَّيْلِ-(ال+ليل)-রাতের ; إِذَا-যখন ; يَسْرِ-তা বিদায় নিতে থাকে । ⑤ هَلْ فِيْ ذٰلِكَ-(هل+فى+ذلك)-এর মধ্যে আছে কি ; قَسَمٌ-কোনো কসম ; لِّذِيْ حِجْرٍ-(ل+ذى+حجر)-বুদ্ধিমানের জন্য । ⑥ أَلَمْ تَرَ-আপনি কি দেখেননি ; كَيْفَ-কেমন ; فَعَلَ-আচরণ করেছেন ; رَبُّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালক ; بِعَادٍ-(ب+عاد)-আদ জাতির সাথে ।

১. সূরার শুরুতে ফজর, দশরাত, জোড়-বিজোড় ও বিদায়কালীন রাতের কসম করে যে সত্যটি প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে, তাহলো—এক মহাশক্তিশালী স্রষ্টা এ বিশ্ব-জাহানের উপর রাজত্ব করছেন। তাঁর কাজ উদ্দেশ্যহীন, লক্ষহীন ও অর্থহীন নয়; বরং তাঁর প্রত্যেকটি কাজের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট ও বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা রয়েছে।

এখানে উল্লিখিত যে চারটি জিনিসের কসম করা হয়েছে তার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পক্ষ থেকে কোনো ব্যাখ্যা প্রমাণিত নেই। যে কারণে মুফাস্‌সিরীনে কেরামের এ সম্পর্কে মতভেদ দেখা যায়। তবে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, কাফেরদের অস্বীকারের পরিপ্রেক্ষিতে প্রমাণ পেশ স্বরূপ উল্লিখিত জিনিসের কসম করা হয়েছে। এর অর্থ হলো—এসব জিনিসের কসম, মুহাম্মাদ (স) এ জীবন ও মৃত্যু পরবর্তী জীবন সম্পর্কে যা কিছু বলছেন তা সবই সত্য। অতপর বলা হয়েছে যে, উল্লিখিত চারটি জিনিসের কসমের পর মুহাম্মাদ (স)-এর বক্তব্য প্রমাণের জন্য বুদ্ধিমান লোকের জন্য আর কোনো কসমের প্রয়োজন থাকতে পারে না।

৭ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝ ۸ الَّتِىْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى الْبِلَادِ ۝

৭. 'ইরাম' গোত্রের,[৩] যারা ছিল সুউচ্চ স্তম্ভের অধিকারী। ৮. সৃষ্টি করা হয়নি যাদের মতো (শক্তিশালী) কোনো দেশে।[৪]

৭ اِرَمَ-ইরাম গোত্রের ; ذَاتِ-অধিকারী ; الْعِمَادِ-সুউচ্চ স্তম্ভের। ৮ الَّتِىْ-যাদের ; لَمْ يُخْلَقْ-সৃষ্টিকরা হয়নি। مِثْلُهَا-(مثل+ها)-তাদের মতো ; فِى الْبِلَادِ-(فى+ال+بلاد)-দেশসমূহে।

'ফজর' বলা হয় সেই সময়কে যখন রাতের অন্ধকার ভেদ করে দিনের প্রথম আলোক পূর্বাকাশে সাদা রেখার মতো প্রকাশিত হয়। 'দশ রাত' দ্বারা মাসের তিরিশ রাতের প্রতি দশটি রাত বুঝানো হয়েছে। 'জোড়-বিজোড়' দ্বারা বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি জিনিস অথবা দিন-রাতের পরিবর্তন বুঝানো হয়েছে। কারণ, বিশ্বজাহানের প্রত্যেকটি জিনিস হয়ত 'জোড়' না হয় 'বিজোড়'। আর দিন-রাতের পরিবর্তনও বুঝানো হতে পারে, কারণ, মাসের তারিখ এক থেকে দুই, আবার দুই থেকে তিন এভাবে বিজোড় থেকে জোড়, আবার জোড় থেকে বিজোড়ে পরিবর্তিত হয়ে চলছে। আর রাতের বিদায়ী মুহূর্তের কসম থেকে একথা বুঝানো উদ্দেশ্য হতে পারে যে, সূর্য ডুবে যাওয়ার পর দুনিয়ার বুকে যে অন্ধকার ছেয়েছিল, তার অবসানে ভোরের আলো প্রকাশ হতে যাচ্ছে।

এখানে যে চারটি জিনিসের 'কসম' করা হয়েছে, তা দিন-রাত্রির আবর্তনের সাথে সম্পর্কিত। এর দ্বারা এটাই বুঝা যায় যে, বিশ্ব-চরাচরে ছড়িয়ে থাকা আল্লাহর অসংখ্য কুদরতের নিদর্শন বাদ দিয়ে মানুষ যদি তার সামনে নিত্য ঘটমান দিবা-রাত্রির আবর্তন সম্পর্কেই চিন্তা করে, তাহলে সে অবশ্যই সর্বশক্তিমান এক আল্লাহর সুশৃংখল ব্যবস্থাপনার প্রমাণ পেয়ে যাবে। আর যে আল্লাহর বিশ্বব্যবস্থাপনা এমন, তিনি অবশ্যই আখেরাতে মানুষকে তার কাজের শাস্তি ও পুরস্কার দিতে সক্ষম।

উল্লিখিত আয়াত কয়টির বিভিন্ন ব্যাখ্যা মুফাস্‌সিরীনে কিরাম নিজস্ব মতামত অনুযায়ী পেশ করেছেন। এগুলোর প্রকৃত তাৎপর্য আল্লাহ্ তাআলাই অধিক জানেন।

২. এখানে অতীত ইতিহাস থেকে বিখ্যাত কয়েকটি জাতির পরিণাম উল্লেখ করে প্রমাণ করা হয়েছে যে, বিশ্ব ব্যবস্থাপনা যে নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে সেই প্রাকৃতিক নিয়মের পেছনে একটি নৈতিক নিয়মও এখানে সক্রিয় রয়েছে। আর কাজের প্রতিফল তথা সৎকাজের পুরস্কার ও মন্দ কাজের শাস্তি সেই নৈতিক নিয়মেরই অনিবার্য দাবী। অতীত ইতিহাসে তার অনেক প্রমাণ-ই রয়েছে যে, যারা সেই নৈতিক প্রতিক্রিয়াকে অস্বীকার করে জীবন পরিচালনা করেছে, তারা দুনিয়াতে নিজেরাও বিপর্যস্ত হয়েছে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীরূপে চিহ্নিত হয়েছে। আর পরকালীন প্রতিফল তো তাদের জন্য অপেক্ষমান রয়েছে। পক্ষান্তরে যাদের কৃতকর্মের প্রতিক্রিয়া দুনিয়াতে প্রতিফলিত হয়নি, যুক্তি-বুদ্ধির দাবী অনুযায়ী আখেরাতে তা অবশ্যই সংঘটিতব্য। সুতরাং আখেরাতকে সামনে রেখেই জীবন পরিচালনা করা বুদ্ধিমানের কাজ।

⑨ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ⑩ وَفِرْعَوْنَ

৯. আর 'সামূদ' জাতির সাথে যারা উপত্যকায় পাথর কেটে বানিয়েছিল ঘর-বাড়ী।[৫]

১০. আর ফেরাউনের সাথে—

ذِي الْأَوْتَادِ ⑪ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ⑫ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ

কীলক-অধিপতি ;[৬] ১১. যারা সারাদেশে সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

১২. আর তারা বাড়িয়ে দিয়েছিল তাতে অশান্তি-বিপর্যয়।

⑨ وَ-আর ; ثَمُودَ-'সামূদ' জাতির সাথে ; الَّذِينَ-যারা ; جَابُوا-কেটে বানিয়েছিল ; الصَّخْرَ-(ال+صخر)-পাথর ; بِالْوَادِ-(ب+ال+واد)-উপত্যকায়। ⑩ وَ-আর ; فِرْعَوْنَ-ফেরাউনের সাথে ; ذِي الْأَوْتَادِ-(ذى+ال+اوتاد)-কীলক অধপতি। ⑪ الَّذِينَ-যারা ; طَغَوْا-সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল ; فِي الْبِلَادِ-(فى+ال+بلاد)-সারাদেশে। ⑫ فَأَكْثَرُوا-(ف+اكثروا)-আর তারা বাড়িয়ে দিয়েছিল ; فِيهَا-তাতে ; الْفَسَادَ-অশান্তি-বিপর্যয়।

৩. 'আদ' জাতি হলো নূহ (আ)-এর পুত্র সাম-এর পুত্র ইরাম-এর বংশধর। ইরাম-এর নামানুসারে এদেরকে 'আদে ইরাম' বলা হয়েছে। ঐতিহাসিকদের মতে, ঈসা (আ)-এর দুই হাজার বছর পূর্বে আহকাফ নামক স্থানে এরা বসবাস করতো। শারীরিক গঠনাকৃতির দিক থেকে এরা ছিল খুবই শক্তিশালী। কথিত আছে যে, তাদের একজন একবারে একটি উটের গোশত খেতে পারতো এবং এদের দৈর্ঘও ত্রিশ গজের মত ছিল। এরা পাথর কেটে কেটে ঘর-বাড়ি ও উঁচু উঁচু স্তম্ভ-ইমারত নির্মাণ করতো। দুনিয়াতে তারাই সর্বপ্রথম উঁচু স্তম্ভের উপর ইমারত নির্মাণের সূচনা করেছিল।

৪. কুরআন মজীদের বর্ণনা অনুসারে বুঝা যায় যে, 'আদ' জাতির মতো এত শক্তিশালী মানুষ দুনিয়াতে আর সৃষ্টি করা হয় নি। শুধু শারীরিক শক্তির দিক থেকে নয়, ধন-সম্পদেও এরা ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ ; কিন্তু তারা ছিল পথভ্রষ্ট। আল্লাহ তাআলা তাদের হেদায়াতের জন্য পাঠালেন হূদ (আ)-কে। তিনি তাদেরকে শির্‌ক পরিত্যাগ করে ঈমান আনার দাওয়াত দিলেন ; কিন্তু তারা তাঁকে মিথ্যা সাব্যস্ত করলো। ফলে তারা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো। তাদের শক্তি-ক্ষমতা, ধন-সম্পদ ও সুউচ্চ ইমারত কোনো কাজেই আসলো না।

৫. 'ওয়াদী' বা উপত্যকা দ্বারা 'ওয়াদিউল কুরা' তথা 'কুরা' উপত্যকা বুঝানো হয়েছে। এখানেই তারা পাথর কেটে কেটে গৃহ নির্মাণ করতো।

৬. ফেরাউনকে 'যুল-আওতাদ' অর্থাৎ 'কীলক অধিপতি' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। 'কীলক' অর্থ খুঁটি বা লোহার পেরেক বা লৌহ-শলাকা। ফেরাউনের সৈন্যদেরকে লৌহ-শলাকার সাথে তুলনা করে তাকে 'কীলক-অধিপতি' নামে

১৩ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ١٤ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ

১৩. অবশেষে আপনার প্রতিপালক তাদের উপর আযাবের কোড়া মারলেন।

১৪. অবশ্যই আপনার প্রতিপালক ঘাঁটিতেই (ওঁত পেতে) আছেন।[৭]

১৫ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ

১৫. আর মানুষ তো[৮] এমন যে, তার প্রতিপালক যখন তাকে পরীক্ষা করেন এবং তাকে দান করেন সম্মান এবং দেন তাকে নিয়ামত, তখন সে বলে—

১৩ فَصَبَّ-(ف+صب)-অবশেষে মারলেন ; عَلَيْهِمْ-তাদের উপর ; رَبُّكَ-আপনার প্রতিপালক ; سَوْطَ-কোড়া ; عَذَابٍ-আযাবের। ১৪ إِنَّ-অবশ্যই ; رَبَّكَ-আপনার প্রতিপালক ; لَبِالْمِرْصَادِ-(ل+ب+ال+مرصاد)-ঘাঁটিতেই আছেন (ওঁতপেতে)। ১৫ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ-(ف+اما+ال+انسان)-আর মানুষ তো এমন যে, إِذَا مَا-যখন ; ابْتَلَاهُ-(ابتلى+ه)-তাকে পরীক্ষা করেন ; رَبُّهُ-(رب+ه)-তার প্রতিপালক ; فَأَكْرَمَهُ-(ف+اكرم+ه)-এবং তাকে দান করেন সম্মান ; وَ-ও ; نَعَّمَهُ-(نعم+ه)-দেন তাকে নিয়ামত ; فَيَقُولُ-(ف+يقول)-তখন সে বলে ;

অভিহিত করা হয়েছে। অথবা ফেরাউন-সৈন্যদের তাঁবুর লৌহ-শলাকা থেকে তাকে এ নামে অভিহিত করা হয়েছে। অথবা, ফেরাউন যাদেরকে শাস্তি দিত, লৌহ-শলাকা বিদ্ধ করেই শাস্তি দিত। তাই তাকে লৌহ-শলাকাধারী বা 'কীলক-অধিপতি' নাম দেয়া হয়েছে। অথবা, মিশরের পিরামিডগুলোকে লৌহ শলাকার সাথে তুলনা করে তাকে 'কীলক অধিপতি' নামকরণ করা হয়েছে। কেননা, এ পিরামিডগুলো হাজার হাজার বছর ধরে ফেরাউনের প্রতাপ ও দাপটের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

৭. 'মিরসাদ' অর্থ ঘাঁটি, যেখানে কোনো লোক তার শত্রুর অপেক্ষায় লুকিয়ে বসে থাকে। শত্রু জানতেই পারে না যে, তার জন্য সেখানে কেউ বসে আছে, তাই সে নিশ্চিন্তে পথ চলতে থাকে। দুনিয়াতে যেসব যালিম বিপর্যয় সৃষ্টি করে নিশ্চিন্তে যুল্‌ম-অত্যাচার করতে থাকে। আল্লাহ যে একজন আছেন তিনি যে তার কার্যকলাপের প্রতি লক্ষ রাখছেন, এ অনুভূতি তার থাকে না। তারপর যখন সে জীবন-মৃত্যুর সীমান্তে পৌঁছে যায়, তখন সে আর পিছিয়ে আসতে পারে না। আর সামনে দেখতে পায় আযাবের বিভীষিকা, তখন আর তার করার কিছুই থাকে না।

৮. এখানে 'ইনসান' দ্বারা আয়াতে বর্ণিত বিশেষণে বিশেষিত মানুষ বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ তারা হলো পরকালকে অবিশ্বাসকারী এবং প্রতিদান দিবসকে অস্বীকারকারী এ লোকেরা মনে করে যে, তাদের কাজকর্মের কোনো হিসেব নেয়া হবে না এবং দুনিয়ার

رَبِّىٓ أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾ وَأَمَّآ إِذَا مَا ٱبْتَلَىٰهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُۥ فَيَقُولُ

আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করেছেন। ১৬. আর যখন তিনি করেন তাকে পরীক্ষা এবং করে দেন তার রিয্‌ককে সংকীর্ণ, তখন সে বলে—

رَبِّىٓ أَهَٰنَنِ ﴿١٦﴾ كَلَّا ۖ بَل لَّا تُكْرِمُونَ ٱلْيَتِيمَ ﴿١٧﴾ وَلَا تَحَٰٓضُّونَ

আমার প্রতিপালক আমাকে হেয় করেছেন।[৯] ১৭. কক্ষণো নয় ;[১০] বরং তোমরা ইয়াতীমের সাথে সম্মানজনক আচরণ করো না ;[১১] ১৮. আর তোমরা পরস্পরকে উৎসাহিত করো না

رَبِّىْ-আমার প্রতিপালক ; اَكْرَمَنِ-আমাকে সম্মানিত করেছেন। ⑯ وَاَمَّا-আর ; اِذَا مَا
-যখন ; اِبْتَلٰهُ-(ابتلى+ه)-তিনি করেন তাকে পরীক্ষা ; فَقَدَرَ-(ف+قدر)-এবং করে
দেন সংকীর্ণ ; عَلَيْهِ-তাঁর উপর ; رِزْقَهٗ-(رزق+ه)-তার রিয্‌ককে ; فَيَقُوْلُ-(ف+يقول)-
তখন সে বলে ; رَبِّىْ-আমার প্রতিপালক ; اَهَانَنِ-আমাকে হেয় করেছেন। ⑰ كَلَّا-
কক্ষণো নয় ; بَلْ-বরং ; لَا تُكْرِمُوْنَ-তোমরা সম্মানজনক আচরণ কর না ; الْيَتِيْمَ-
ইয়াতীমের সাথে। ⑱ وَ-আর ; لَاتَحٰضُّوْنَ-তোমরা পরস্পরকে উৎসাহিত কর না ;

কাজকর্মের প্রতিফলও দেয়া হবে না। অথচ তাদের এ ধারণা-বিশ্বাস জ্ঞান-বুদ্ধি ও নৈতিকতার অনিবার্য দাবীর সম্পূর্ণ বিপরীত।

৯. মানুষের মানসিকতা হলো—দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও ক্ষমতা-কর্তৃত্ব পেলে সে আনন্দিত হয় এবং মনে করে আল্লাহ তাকে মর্যাদাবান করেছেন। আর তা না পেলে মনে করে যে, আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করেছেন। অর্থাৎ তার নিকট ধন-সম্পদ ও ক্ষমতা-কর্তৃত্ব পাওয়া না পাওয়াই তার নিকট মান-অপমানের মানদণ্ড। অথচ প্রকৃত ব্যাপার হলো—ধন-সম্পদ ও ক্ষমতা-কর্তৃত্ব দিয়েও আল্লাহ পরীক্ষা করেন ; আবার অভাব-দারিদ্রতা দিয়েও আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করেন। আল্লাহ দেখতে চান যে, ধনী ধন পেয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, না অকৃতজ্ঞ হয়। আবার দরিদ্রও আল্লাহর ইচ্ছার উপর সন্তুষ্ট থেকে বৈধভাবে তার সংকট কাটিয়ে উঠার চেষ্টা করে, না সততা ও নৈতিকতাকে উপেক্ষা করে আল্লাহর প্রতি দোষারোপ করে। আল্লাহ বলেন : وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً - "আমি তোমাদের কল্যাণ ও অকল্যাণ দ্বারা পরীক্ষা করবো।"

১০. অর্থাৎ তোমরা যেটাকে কল্যাণ-অকল্যাণ এবং মর্যাদা-অমর্যাদার মানদণ্ড বানিয়ে নিয়েছো তা মোটেই ঠিক নয়।

১১. অর্থাৎ তোমরা ইয়াতীমের সাথে ভাল আচরণ কর না, অথচ এ ইয়াতীম শিশুটি তো তোমাদেরই আপনজন। তার পিতা জীবিত থাকাবস্থায় তো তোমাদের আচরণ এমন ছিল না। তোমরা তার চাচা-মামা বা ভাই-বেরাদর হয়েও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছো

عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ⑱ وَتَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا ⑲ وَّتُحِبُّوْنَ

মিসকীনদের খাদ্য দিতে ;[১২] ১৯. এবং তোমরা খেয়ে ফেল মীরাসী ধন-সম্পদ সম্পূর্ণরূপে ;[১৩] ২০. আর তোমরা ভালবাস

الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ⑳ كَلَّآ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا ㉑ وَّجَآءَ

ধন-সম্পদকে অত্যধিক জমা করতে।[১৪] ২১. কক্ষণো (সংগত) নয়,[১৫] যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে পৃথিবীকে ; ২২. এবং উপস্থিত হবেন

عَلٰى طَعَامِ-খাদ্য দিতে ; الْمِسْكِيْنِ-(ال+مسكين)-মিসকীনদের।⑲ وَ-এবং ; تَاْكُلُوْنَ-তোমরা খেয়ে ফেল ; التُّرَاثَ-(ال+تراث)-মীরাসী ধন-সম্পদ ; اَكْلًا لَّمًّا-(اكلا+لما)-সম্পূর্ণরূপে খাওয়া।⑳ وَّ-আর ; تُحِبُّوْنَ-তোমরা ভালবাস ; الْمَالَ-ধন-সম্পদকে ; حُبًّا جَمًّا-(حبا+جما)-অত্যধিক ভালবাসা।㉑ كَلَّآ-কক্ষণো (সংগত) নয় ; اِذَا-যখন ; دُكَّتِ-চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে ; الْاَرْضُ-পৃথিবীকে ; دَكًّا دَكًّا-চূর্ণ-বিচূর্ণের মতো।㉒ وَّ-এবং ; جَآءَ-উপস্থিত হবেন ;

১২. অর্থাৎ নিঃস্ব-মিসকীনদেরকে খাদ্য দানের কোনো রেওয়াজ তোমাদের সমাজে নেই। তোমরা নিজেরাও দরিদ্রদের সাহায্য করো না, আর অন্যদেরকেও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করো না।

১৩. আরব সমাজে মেয়েদেরকে মীরাসী সম্পত্তি থেকে মাহরূম করা হতো। তাদের ধারণা মতে, সম্পদ ভোগের অধিকার পুরুষের ; কারণ তারাই লড়াই করার ও পরিবারের লোকদের হিফাযত করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা রাখে। তাছাড়া মৃতের ওয়ারিসদের মধ্যে যে প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী হতো, সে অন্যদেরকে বঞ্চিত করে নিজেই সব গ্রাস করতো। অন্যের অধিকার প্রদান বা ইনসাফ-এর কথা তারা ভাবার কোনো প্রয়োজনই মনে করতো না।

১৪. অর্থাৎ ধন-সম্পদের মোহ তোমাদেরকে এমনভাবে পেয়ে বসেছে যে, তার চাহিদার শেষ কোনোদিন হবে না। এক্ষেত্রে বৈধ-অবৈধ ও ন্যায়-অন্যায়ের বাছ-বিচার করার অনুভূতিও তোমাদের নেই।

১৫. অর্থাৎ তোমরা যে মনে করছো, তোমাদের অন্যায়-অবৈধভাবে ধন-সম্পদ অর্জনের ব্যাপারে কোনো জবাবদিহি করতে হবে না, তা কখনো সঠিক হতে পারে না। অবশ্যই তোমাদেরকে সে জন্য পাকড়াও করা হবে।

رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٢﴾ وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍۭ بِجَهَنَّمَ

আপনার প্রতিপালক[১৬] ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে। ২৩. আর সেদিন জাহান্নামকে সামনে আনা হবে ;

يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى ﴿٢٣﴾ يَقُولُ يٰلَيْتَنِي

সেদিন মানুষ বুঝতে পারবে ; কিন্তু তার এ বুঝতে পারায় কি (লাভ) হবে ?[১৭] ২৪. সে বলবে হায় যদি

قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ﴿٢٤﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗٓ أَحَدٌ

আমি আগে কিছু পাঠাতাম আমার জীবনের জন্য। ২৫. অতপর সেদিন তাঁর (আল্লাহর) শাস্তির মত শাস্তি কেউ দিতে পারবে না ;

﴿٢٥﴾ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهٗٓ أَحَدٌ ﴿٢٦﴾ يٰٓأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ارْجِعِيٓ

২৬. এবং তাঁর বাঁধার মত কেউ বাঁধতে পারবে না। ২৭. (বলা হবে) হে প্রশান্ত আত্মা![১৮] ২৮. ফিরে এসো

رَبُّكَ-আপনার প্রতিপালক ; وَ-ও ; الْمَلَكُ-ফেরেশতাগণ ; صَفًّا صَفًّا-সারিবদ্ধভাবে। (২৩) وَ-আর ; جِايْٓءَ-সামনে আনা হবে ; يَوْمَئِذٍ-সেদিন ; بِجَهَنَّمَ-জাহান্নামকে ; يَوْمَئِذٍ-সেদিন ; يَتَذَكَّرُ-বুঝতে পারবে ; الْإِنْسَانُ-মানুষ ; وَ-কিন্তু ; أَنّٰى-কি (লাভ) হবে ; لَهُ-তার ; الذِّكْرٰى-(ال+ذكرى)-বুঝতে পারায়। (২৪) يَقُولُ-সে বলবে ; يٰلَيْتَنِي-হায়, যদি আমি ; قَدَّمْتُ-আগে কিছু পাঠাতাম ; لِحَيَاتِي-(ل+حيات+ى)-আমার জীবনের জন্য। (২৫) فَيَوْمَئِذٍ-(ف+يومئذ)-অতপর সেদিন ; لَا يُعَذِّبُ-শাস্তি দিতে পারবে না ; عَذَابَهُ-(عذاب+ه)-তাঁর শাস্তির মতো ; أَحَدٌ-কেউ। (২৬) وَ-এবং ; لَا يُوثِقُ-বাঁধতে পারবে না ; وَثَاقَهُ-(وثاق+ه)-তাঁর বাঁধার মতো ; أَحَدٌ-কেউ। (২৭) يٰٓأَيَّتُهَا-হে ; النَّفْسُ-(ال+نفس)-আত্মা ; الْمُطْمَئِنَّةُ-(ال+مطمئنة)-প্রশান্ত। (২৮) ارْجِعِي-ফিরে এসো ;

১৬. অর্থাৎ তোমাদেরকে অবশ্যই তোমাদের প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত করা হবে। তিনি তোমাদের সামনে প্রকাশিত হবেন। তাঁর সার্বভৌম ব্যবস্থাপনা, প্রতাপ-প্রতিপত্তি তোমাদের দৃষ্টিগোচর হবে। সেদিন তোমরা দেখতে পাবে—তাঁর আদেশ পালনকারী ফেরেশতাকুল সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান। তবে তোমাদের অতি প্রিয় পৃথিবী তখন বালুর মত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾ فَادْخُلِىْ فِىْ عِبٰدِىْ ﴿٢٩﴾ وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ ﴿٣٠﴾

তোমার প্রতিপালকের নিকট[১৯] সন্তুষ্ট চিত্তে, প্রিয়ভাজন হয়ে। ২৯. অতপর শামিল হয়ে যাও আমার বান্দাদের মধ্যে ; ৩০. এবং প্রবেশ করো আমার জান্নাতে।

اِلٰى-নিকট ; رَبِّكِ-তোমার প্রতিপালকের ; رَاضِيَةً-সন্তুষ্ট চিত্তে ; مَّرْضِيَّةً-প্রিয়ভাজন হয়ে। ﴿٢٩﴾ فَادْخُلِىْ-(ف+ادخلى)-অতপর শামিল হয়ে যাও ; فِىْ عِبٰدِىْ-(فى+عباد+ى)-আমার বান্দাহদের মধ্যে। ﴿٣٠﴾ وَ-এবং ; ادْخُلِىْ-প্রবেশ করো ; جَنَّتِىْ-(جنت+ى)-আমার জান্নাতে।

১৭. অর্থাৎ সেদিন তোমাদের সকল কৃতকর্ম তোমাদের স্মরণে আসবে, তখন লজ্জায় মুখ লুকানোর কোনো স্থান তোমরা পাবে না। তোমরা অনুশোচনা করবে ; কিন্তু তোমাদের এ লজ্জা-অনুশোচনা কোনো কাজে আসবে না। এতে তোমাদের অপরাধ কিছুমাত্র হ্রাস পাবে না।

১৮. 'প্রশান্ত আত্মা' বলে তাদেরকে সম্বোধন করা হবে, যারা দুনিয়াতে পূর্ণ নিশ্চিন্ততা ও আস্থা সহকারে একমাত্র আল্লাহকে নিজ প্রতিপালক হিসেবে মেনে নিয়েছে এবং নবী-রাসূলগণ যে দীন নিয়ে এসেছেন সেই দীনের বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করেছে। সেই সত্য দীনের জন্য দুনিয়াতে জান-মাল দিয়ে জিহাদ করেছে এবং পার্থিব সকল লোভ-লালসা ও স্বার্থকে হাসিমুখে বিসর্জন দিয়েছে ; দুনিয়ার চাকচিক্য ও ভোগ-বিলাস থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখার জন্য যাদের মনে কোনো প্রকার আক্ষেপ জাগেনি ; বরং সত্য পথে চলার সৌভাগ্য লাভের কারণে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞচিত্তে বিনত হয়েছে এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেছে।

১৯. আল্লাহর নেক বান্দাহদেরকে মৃত্যুকালীন সময়ে হাশর ময়দানের দিকে যাওয়ার সময়, আল্লাহর আদালতে উপস্থিত হওয়ার সময় এবং জান্নাতে প্রবেশের সময় এভাবে বলা হবে যে, তারা আল্লাহর রহমতের দিকেই যাচ্ছে।

সূরা আল ফাজ্‌রের শিক্ষা

১. আল্লাহ তাআলা কসম করে যে কথা বলতে চেয়েছেন তাহলো—হে কাফেররা ! তোমাদেরকে অবশ্যই শাস্তি দেয়া হবে। এতে জানা গেল যে, কাফের-মুশরিকদের পরকালীন শাস্তি সুনিশ্চিত।

২. যারা আল্লাহ তাআলার কসম করে বলা কথায় সন্দেহ-সংশয় ও অবিশ্বাস করে, অন্য কথায় যারা কুরআন মজীদকে আল্লাহর বাণী মনে করে না, তাদেরকে বিশ্বাস করানোর জন্য স্বয়ং আল্লাহর কসম-এর উপর আর কিছুই থাকতে পারবে না।

৩. আল্লাহ তাআলা যে চারটি জিনিসের নামে কসম করেছেন, সেগুলো মানব-জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় তিনি সেসব জিনিসের কসম করেছেন। তবে তিনি কসম করে যে কথাগুলো বলেছেন, সেটাই মানুষের জন্য আসল বিবেচ্য।

৪. 'ফজর' ওয়াক্ত মু'মিনের জীবনে 'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ সময় রাতের বিদায়ী ফেরেশতা ও দিনের আগত ফেরেশতা একত্রিত হয় এবং ফজরের নামাযের কুরআন তিলাওয়াত শুনে। সুতরাং আমাদেরকে ফজর নামায জামায়াতসহ আদায়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

৫. 'দশ রাত্র' দ্বারা মুফাস্‌সিরীনে কিরাম যেসব অর্থ বুঝিয়েছেন, তার সব কয়টিই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা অবশ্যই এসব রাতের প্রতি যথাযথ মর্যাদা দেবো এবং এসব রাতে জেগে থেকে কুরআন-হাদীস ও ইসলামী সহিত্য অধ্যয়ন ও নফল নামাযের মাধ্যমে এসব রাত থেকে যথাযথ ফায়দা হাসিল করতে হবে।

৬. 'জোড়-বিজোড়' সম্পর্কেও মুফাস্‌সিরগণ অনেক মতামত পেশ করেছেন। তবে কসমকৃত ৪টি জিনিসের মধ্যে অপর তিনটি যেহেতু সময় এর সাথে সংশ্লিষ্ট সুতরাং 'জোড়-বিজোড়' দ্বারা ও সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট অর্থই বুঝানো হয়ে থাকবে বলে অনেকের ধারণা। তবে মশহুর অর্থের মধ্যে রয়েছে– (১) যিলহজ্জের নবম ও দশম তারিখ, (২) প্রতিটি সৃষ্ট বস্তু যা হয়ত জোড় নচেত বিজোড় ; (৩) 'জোড়' দ্বারা সৃষ্ট বস্তু, 'বিজোড়' দ্বারা আল্লাহর একত্ব ইত্যাদি। তবে এর মধ্যে 'যিলহজ্জের নবম-দশম তারিখ' অর্থ নেয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। মু'মিনদেরকে অবশ্যই এ দু' রাতের মর্যাদা দান করা কর্তব্য।

৭. রাতের বিদায়কালীন মুহূর্ত মু'মিনদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ সময়ের ইবাদাত-প্রার্থনা আল্লাহর দরবারে গৃহীত হওয়ার ব্যাপারে বিশেষ নিশ্চয়তা রয়েছে। সুতরাং উক্ত সময়ে আল্লাহর দরবারে নিজেদের সকল চাহিদা-প্রার্থনা পেশ করা উচিত।

৮. কাফের-মুশরিকদের করুণ পরিণতির বহু প্রমাণ ইতিহাসে রয়েছে। তন্মধ্যে বহুল পরিচিত আদ, সামূদ ও ফেরাউনের জাতির পরিণতির উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। অতীত ইতিহাসের প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী এসব জাতির পরিণতি থেকে মানুষের শিক্ষা গ্রহণ করা কর্তব্য।

৯. ধন-সম্পদের প্রাচুর্য দ্বারা এবং দারিদ্রতা বা রিয্‌কের সংকীর্ণতা দ্বারা—এ উভয় প্রকারে আল্লাহ তাআলা মানুষকে পরীক্ষা করেন। সুতরাং ধনীর কর্তব্য হচ্ছে তাকে প্রদত্ত ধন-সম্পদের কৃতজ্ঞতা আদায় করা তথা আল্লাহর পথে তাঁর দেয়া সম্পদ দান করা। আর দরিদ্রের কর্তব্য আল্লাহর সিদ্ধান্তের উপর সন্তুষ্ট থেকে বৈধ ও হালাল পথে রিয্‌কের প্রশস্ততার জন্য চেষ্টা করে যাওয়া এবং আল্লাহর নিকট চাওয়া।

১০. গরীব, মিসকীন, অসহায় ও ইয়াতীমের অধিকারের প্রতি ধনীকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। তাদের অধিকার আদায় করার মাধ্যমেই তার প্রতি কৃত আল্লাহর অনুগ্রহের শুকরিয়া আদায় সম্ভব।

১১. মু'মিনরা নিজেরা যেমন আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদের ব্যবহার আল্লাহর পথেই করবে, তেমনি অন্যদেরকে এ পথে ব্যয় করতে উৎসাহিত করবে।

১২. আমাদেরকে সদা-সর্বদা এটা স্মরণে রাখতে হবে যে, হাশর ময়দানে অবশ্যই আমাদেরকে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হয়ে তাঁর প্রদত্ত সম্পদের হিসাব দিতে হবে।

১৩. আমাদের যা কিছু নেক আমল করার, তা মৃত্যুর পূর্বেই করতে হবে। অর্থাৎ এখন এই মুহূর্ত থেকে করতে হবে, কেননা মৃত্যু কখন হবে তা আমাদের জানা নেই। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সকল কাজের ক্ষমতা শেষ হয়ে যাবে।

১৪. মৃত্যুর পর যখন মানুষ সবকিছু চোখের সামনে দেখতে পাবে তখন সে নবী-রাসূলদের দাওয়াতের সত্যতা বুঝতে সক্ষম হবে, তবে তখন তার বুঝাটা কোনো কাজে আসবে না। হায়াত থাকতে বুঝতে হবে এবং বুঝকে কাজে লাগাতে হবে।

১৫. রাসূলের দাওয়াতকে সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস করে যারা নিজেদেরকে পরিশুদ্ধ করে নিয়েছে এবং সে অনুসারে জীবন গড়েছে তারাই প্রশান্ত আত্মার অধিকারী। আখেরাতে সকল ক্ষেত্রেই তাদেরকে 'প্রশান্ত আত্মা' হিসেবে সম্বোধন করা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশের আহ্বান জানানো হবে। নিরংকুশ বিশ্বাসের মাধ্যমে 'প্রশান্ত আত্মার' অধিকারী হওয়ার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই চেষ্টা করে যেতে হবে এবং আল্লাহর নিকট সাহায্য চাইতে হবে।

❐

সূরা আল বালাদ
আয়াত ঃ ২০
রুকূ' ঃ ১

নামকরণ

প্রথম আয়াতের 'আল বালাদ' শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। 'বালাদ' শব্দের অর্থ শহর। এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্মস্থান পবিত্র 'মক্কা' শহর বুঝানো হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

সূরার বিষয়বস্তুর আলোকে জানা যায় যে, এ সূরা কুরআন নাযিলের প্রথম দিকের সূরাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। মক্কার কাফেররা যখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিরোধিতায় অশোভন আচরণ, ঠাট্টা-বিদ্রূপ, জান্নাত-জাহান্নামের ব্যাপার সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের কটাক্ষ এবং আসমানী গযবকে মিথ্যা মনে করে তা নিয়ে আসার জন্য রাসূলকে বলার মত ধৃষ্ঠতাপূর্ণ কথা বলতে লাগল, তখনই তাদের কথার জবাবে এ সূরা নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরায় যেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে তন্মধ্যে প্রধান প্রধান বিষয় হচ্ছে—সূরার দ্বিতীয় আয়াতে রাসূলুল্লাহ (স)-কে মক্কা বিজয়ের সুস্পষ্ট ভবিষদ্বাণী প্রদান করা হয়েছে। সূরার প্রথমাংশে সৎকর্মের আলোচনা করা হয়েছে। দুনিয়াতে মানুষের অবস্থান ও মর্যাদা এবং মানুষের জন্য দুনিয়ার অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে এ সূরাতে আলোকপাত করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, আল্লাহ মানুষকে তার সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য উভয় দিকের পথই সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন। সৌভাগ্যের পথে চলে সে শুভ-পরিণতি লাভ করতে পারে, অথবা দুর্ভাগ্যের পথে চলে সে অশুভ পরিণতির ঝুঁকি নিতে পারে। এটা নির্ভর করবে তার কার্য-প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের উপর। সূরা আন নাজম ৩৯ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى অর্থাৎ 'মানুষের জন্য প্রচেষ্টার অতিরিক্ত কিছুই নেই।' অতপর মানুষের উপর উচ্চতর কোনো তত্ত্বাবধায়ক নেই বলে তাদের যে ভুল ধারণা রয়েছে তার প্রতিবাদ করা হয়েছে। মানুষ যে তার ধন-সম্পদ ও ব্যয়-ব্যবহারের আধিক্যের অহংকার করে সে সম্পর্কে আল্লাহর নিকট তার জবাবদিহির সম্মুখীন হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

অতপর বলা হয়েছে যে, মানুষের সামনে ভাল-মন্দ দুটো পথই খুলে দেয়া হয়েছে, সে ইচ্ছা করলে ভাল পথেই চলতে পারে। তবে এতে রয়েছে কষ্ট। আবার সে চাইলে মন্দ পথেও চলতে পারে, এ পথে চলার জন্য তাকে তেমন কষ্ট করতে হবে না, শুধুমাত্র একটু গা এলিয়ে দিলেই নিম্নমুখী এ পথের সর্বনিম্ন স্তরে গিয়ে পৌঁছা যাবে।

এরপর বলা হয়েছে যে, মানুষ গর্ব-অহংকার পরিত্যাগ করে তার ধন-সম্পদ ইয়াতীম ও নিঃস্ব অসহায়দের জন্য ব্যয় করার মাধ্যমে ভাল পথ তথা উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারে সে যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং রাসূলের মাধ্যমে প্রদত্ত দীন ইসলামকে সমাজে প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেকে নিযুক্ত রাখে এবং আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়া করে, তবে সে আল্লাহর রহমতের অধিকারী হবে। অন্যথায় তাকে জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে, যেখান থেকে বের হওয়ার কোনো উপায় থাকবে না।

রুকূ' ১ | ৯০. সূরা আল বালাদ-মাক্কী | আয়াত ২০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

① لَآ أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ② وَأَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ ③ وَوَالِدٍ

১. না,[১] আমি কসম করছি এ শহরের।[২] ২. আর (হে মুহাম্মাদ!) আপনাকে এ শহরে হালাল করে নেয়া হয়েছে।[৩] ৩. আর (কসম) জন্মদাতার

① لَا-না ; أُقْسِمُ-কসম করছি ; بِهٰذَا-(ب+هذا)-এই ; الْبَلَدِ-(ال+بلد)-শহরের। ② وَ-আর ; أَنْتَ-আপনাকে ; حِلٌّ-হালাল করে নেয়া হয়েছে ; بِهٰذَا-এই ; الْبَلَدِ-শহরে। ③ وَ-আর (কসম) ; وَالِدٍ-জন্মদাতার ;

১. মানুষের ধারণা, দুনিয়ার জীবন হলো—খাও-দাও ফূর্তি করো এবং হেসে-খেলে জীবনটাকে উপভোগ করো। মৃত্যু যখন আসবে, তখন তো আর উপভোগ করার সময় পাওয়া যাবে না। আর মৃত্যুর পরতো সবাই মাটি হয়ে যাবে। কুরাইশ কাফেরদের ধারণাও এমনটিই ছিল। তারা মনে করতো মুহাম্মাদ (স) যা বলছে তা সঠিক নয়। আল্লাহ তাআলা তাদের এমন ধারণার প্রতিবাদ স্বরূপ 'না' শব্দ দ্বারাই সূরাটি শুরু করেছেন। অর্থাৎ তোমাদের এ ধারণা সঠিক নয়।

২. 'আল-বালাদ' দ্বারা পবিত্র মক্কা শহরকে বুঝান হয়েছে। মক্কা শহরের কসম করার কারণ এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন ছিল না ; কারণ মক্কার মর্যাদা ও গুরুত্ব সবারই জানা ছিল।

আল্লাহ তাআলা মক্কাকে সম্মানিত ও নিরাপদ করেছেন। তিনি মসজিদে হারামকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কিবলা নির্ধারণ করেছেন। এখানেই রয়েছে মাকামে ইবরাহীম। আল্লাহ তাআলা মানুষকে সেখানে হজ্জ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়াও মক্কার অনেক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

৩. মুফাস্সিরগণ এ আয়াতটির কয়েকটি অর্থের সম্ভাবনার কথা বলেছেন। এর সবক'টি অর্থ অথবা যে কোনো একটি অর্থ এখানে প্রযোজ্য হতে পারে। এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, যেসব আয়াতের ব্যাখ্যা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণিত আছে, সেসব আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাস্সিরীনে কিরামের মধ্যে মতভেদ নেই ; কিন্তু এরূপ না পাওয়া গেলে তাঁরা কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইজতিহাদ করেছেন, এতে করে কিছু কিছু স্থানে মতভেদ হওয়াটা একান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার। অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় ও মুফাস্সিরীনে কিরামের ৩টি মত পাওয়া যায়—

(ক) 'আনতা হিল্লুন' অর্থ-'আপনি (এ শহরে) মুকীম তথা স্থায়ী অধিবাসী—

وَمَا وَلَدَ ③ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ ④ أَيَحْسَبُ

এবং যে (সন্তান তার ঔরসে) জন্ম নিয়েছে তার।[৪] ৪. আমি নিসন্দেহে সৃষ্টি করেছি মানুষকে কষ্ট কাঠিন্যের মধ্যে।[৫] ৫. সে কি ধারণা করে রেখেছে

وَ-এবং ; مَا-যে (সন্তান তার ঔরসে) ; وَلَدَ-জন্ম নিয়েছে তার।④ لَقَدْ خَلَقْنَا-(ل+
قد خلقنا)-আমি নিসন্দেহে সৃষ্টি করেছি ; الْاِنْسَانَ-(ال+انسان)-মানুষকে ; فِيْ-
মধ্যে ; كَبَدٍ-কষ্ট-কাঠিন্যের।⑤ اَيَحْسَبُ-(ا+يحسب)-সে কি ধারণা করে রেখেছে ;

মুসাফির নন।' আপনি এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার কারণে এ শহরের মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

(খ) এ শহরে যুদ্ধ-বিগ্রহ 'হারাম' বা নিষিদ্ধ হলেও কিছু সময়ের জন্য এখানে যুদ্ধ করা আপনার জন্য 'হালাল' বা বৈধ হবে।

(গ) এ শহরে মানুষ, পশু-পাখি, জীব-জন্তু সবই নিরাপদ। কেননা এখানে মানুষ হত্যা বা জীব-জন্তু শিকার নিষিদ্ধ ; কিন্তু কাফেররা আপনার সাথে এমনই শত্রুতা পোষণ করে যে, এখানে তাদের কাছে আপনার নিরাপত্তা নেই। তারা সুযোগ পেলেই এ পবিত্র শহরে আপনাকে কষ্ট দিতে বা হত্যা করতে দ্বিধা করবে না।

৪. 'জন্মদাতা ও যে (সন্তান) জন্মলাভ করে'-এর দ্বারা হযরত আদম (আ) ও বনী আদম তথা কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ দুনিয়াতে জন্ম লাভ করবে তাদের সকলকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এর দ্বারা গোটা মানব জাতিকেই বুঝানো হয়েছে। এদের 'কসম' করার কারণ হলো—বনী আদম সৃষ্টির সেরা, তাদের আছে কথা বলার শক্তি, আছে বক্তৃতা-বিবৃতি দেয়ার যোগ্যতা ও পাণ্ডিত্য। এছাড়াও তাদের নিকট রয়েছে জ্ঞানের অনেক উপায়-উপকরণ ; তাদের মধ্য থেকেই নবী-রাসূল ও দীনের পথে আহ্বানকারীগণ জন্ম লাভ করেন। দুনিয়ার সকল সৃষ্টিও তাদের জন্যই সৃষ্ট। এদিক থেকে বনী আদম সম্মানিত সৃষ্টি। সূরা বনী ইসরাঈলের ৭০ আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ اٰدَمَ-"আমি আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছি।"

৫. 'ফী কাবাদ' অর্থ কষ্ট-কঠোরতা। অর্থাৎ মানুষকে কষ্ট-কাঠিন্যের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ কথাটি পূর্ববর্তী কসম-এর জবাব অর্থাৎ এ কথাটি বলার জন্যই পূর্বে কসম করা হয়েছে। একথার তাৎপর্য হলো—মানুষকে শুধু এ দুনিয়াতে মজা-আনন্দ উপভোগ করার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি; প্রকৃতপক্ষে এ দুনিয়া পরিশ্রম ও কষ্ট-কাঠিন্য ভোগ করার স্থান। প্রত্যেককে তা ভোগ করতে হয়। মানুষকে মায়ের গর্ভে স্থান লাভ করা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি পদেই দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়। আমরা দুনিয়াতে যত বড় বড় সম্পদশালী বা ক্ষমতাধর ব্যক্তি দেখতে পাই তারাও যখন মায়ের গর্ভে ছিল, তখন প্রতি মুহূর্তে তাদের মৃত্যুর আশংকা ছিল, প্রসবকালে তার জীবনের ছিল বিরাট ঝুঁকি। শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্যে তার দৈহিক ও মানসিক যেসব পরিবর্তনগুলো ঘটেছে, তাতেও ভুল

أَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ۝ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ۝

যে, কেউ তার উপর কখনো শক্তি প্রয়োগ করতে পারবে না।[৬] ৬. সে বলে—আমি প্রচুর ধন-সম্পদ উড়িয়ে দিয়েছি।[৭]

۝ أَيَحْسَبُ أَنْ لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ ۝ أَلَمْ نَجْعَلْ لَّهُ عَيْنَيْنِ ۝

৭. সে কি মনে করে যে, তাকে কেউ দেখতে পায়নি ?[৮] ৮. আমি কি সৃষ্টি করিনি। তার জন্য দুটো চোখ ?

أَنْ-যে ; لَنْ يَقْدِرَ-কখনো শক্তি প্রয়োগ করতে পারবে না ; عَلَيْهِ-তার উপর ; أَحَدٌ-কেউ।(৬)يَقُولُ-সে বলে ; أَهْلَكْتُ-আমি উড়িয়ে দিয়েছি ; مَالًا-ধন-সম্পদ ; لُبَدًا-প্রচুর। (৭) أَيَحْسَبُ-সে কি মনে করে ; أَنْ-যে, لَمْ يَرَهُ-(لم يرى+ه)-তাকে দেখতে পায়নি ; أَحَدٌ-কেউ।(৮)أَلَمْ نَجْعَلْ-(ا+لم نجعل)-আমি কি সৃষ্টি করিনি ; لَهُ-তার জন্য ; عَيْنَيْنِ-দুটো চোখ।

পরিবর্তনের কারণে তার জীবন বিপন্ন হওয়ার আশংকা ছিল। মানুষ পার্থিব বা পারলৌকিক সাফল্যের জন্য নিরন্তর কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছে। দুনিয়াতে যারা রাজ তখ্তে আসীন, তারাও পরিতুষ্ট বা আশংকামুক্ত নন। আরও বেশি ক্ষমতা, আরও অধিক সম্পদ ও নিরাপত্তার জন্য তারাও কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছে। সুতরাং দুনিয়াতে মানুষের জন্য পূর্ণ নিরাপত্তা, পূর্ণ পরিতৃপ্তি কোনো মতেই সম্ভব নয়, এটা একমাত্র আখেরাতেই সম্ভব।

৬. অর্থাৎ মানুষ সম্পদ ও ক্ষমতার অহংকারে মত্ত হয়ে আছে ; সে মনে করছে তার উপর কর্তৃত্ব করার মতো কোনো উচ্চতর শক্তি নেই, তা ঠিক নয়। কেননা তার চোখের সামনেই তো অনেক উদাহরণ। মানুষের তাকদীরের উপর অন্য একটি শক্তির কর্তৃত্ব। সেই শক্তির সামনে মানুষের সকল চেষ্টা-সাধনা ও কলা-কৌশল ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহর শক্তির তুলনায় তার ক্ষমতা কতটুকু ? আকস্মিক কোনো দুর্ঘটনা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ভূমিকম্প, ঝড়-তুফান, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা ইত্যাদির সামনে মানুষ নিতান্ত অসহায় হয়ে পড়ে, তখন মানুষের করার কিছুই থাকে না। এমতাবস্থায় মানুষ কি করে ভাবতে পারে যে, তার উপর কর্তৃত্বশীল কেউ নেই।

৭. 'লুবাদ' শব্দ দ্বারা অধিক সম্পদ বুঝানো হয়েছে। أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا-এর অর্থ-'আমি স্তূপ স্তূপ সম্পদ ধ্বংস করে দিয়েছি'। এখানে 'খরচ করেছি' বলা হয়নি, বলা হয়েছে—ধ্বংস করে দিয়েছি বা উড়িয়ে দিয়েছি। এতে বুঝা যায় যে, একথাটি যে বলেছে, সে গর্ব-অহঙ্কার করে বলছে যে, উড়িয়ে দেয়া সম্পদ আমার সম্পদের সামান্য অংশ মাত্র। এর জন্য সে কোনো দ্বিধা করে না।

٩ وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ ١٠ وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ ١١ فَلَا اقْتَحَمَ

৯. আর একটি জিহ্বা ও দুটো ঠোঁট ?[৯] ১০. আর দেখিয়ে দেইনি কি তাকে দুটো আলোকিত পথ ?[১০] ১১. তবে সে তো অবলম্বন করেনি

الْعَقَبَةَ ١١ وَمَآ أَدْرٰىكَ مَا الْعَقَبَةُ ١٢ فَكُّ رَقَبَةٍ ١٣ أَوْ إِطْعٰمٌ

বন্ধুর গিরিপথটি।[১১] ১২. আর কিসে আপনাকে জানাবে বন্ধুর গিরিপথটি কি ? ১৩. (তাহলো) দাস মুক্ত করণ। ১৪. অথবা খাদ্য দান করা

⑨ وَ-আর ; لِسَانًا-একটি জিহ্বা ; وَّ-ও ; شَفَتَيْنِ-দু'টো ঠোঁট। ⑩ وَ-আর ; هَدَيْنٰهُ-(هدينا+ه)-দেখিয়ে দেইনি কি তাকে ; النَّجْدَيْنِ-(ال+نجدين)-দুটো আলোকিত পথ। ⑪ فَلَا اقْتَحَمَ-(ف+لا اقتحم)-তবে সেতো অবলম্বন করেনি ; الْعَقَبَةَ-(ال+عقبة)-বন্ধুর গিরিপথটি। ⑫ وَ-আর ; مَآ-কিসে ; أَدْرٰىكَ-(ادرى+ك)-আপনাকে জানাবে ; مَا-কি ; الْعَقَبَةُ-বন্ধুর গিরিপথটি। ⑬ فَكُّ-(তা হলো) মুক্ত করণ ; رَقَبَةٍ-দাস। ⑭ أَوْ-অথবা ; إِطْعٰمٌ-খাদ্যদান করা ;

আরবের কাফেরগণ তাদের বিত্ত-বৈভবের প্রদর্শনীর লক্ষে জুয়া খেলায়, বিবাহ্-শাদীতে, আনন্দ মেলায়, তোষামোদকারী কবিদের পুরস্কার প্রদানে প্রচুর অর্থ অপচয় করতো। গোত্রপতিরা উপযুক্ত কাজে প্রতিযোগিতা করতো। ফলে তাদের প্রশংসা-স্তুতিমূলক কবিতা ও গান রচিত হতো এবং তা জনসমাবেশে আবৃত্তি করা হতো। এজন্য গোত্রপতিগণ নিজেরাও অন্যদের নিকট নিজেদের গর্ব-অহংকার প্রকাশ করতো—এটাই অত্র আয়াতের রাশি রাশি ধন-সম্পদ উড়ানোর পটভূমি।

৮. অর্থাৎ এ অহংকারী ব্যক্তি কি মনে করে যে, তার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আল্লাহ কোনো খবর রাখেন না ? তার কথা অনুসারে সে যদি অর্থের এমন অপচয় করেও থাকে, তা কি আল্লাহর সামনে তার কোনো কাজে আসবে কি ? অথবা, সেতো মিথ্যাবাদী, আসলে কিছুই খরচ করেনি। তাই আল্লাহ্ বলেন, সে কি ধারণা করে—তার খরচ করা না করা সম্পর্কে আল্লাহ কোনো খবর রাখেন না ; বরং আল্লাহ সবই দেখছেন এবং সে যা বলছে তার বিপরীত গোপন তথ্য আল্লাহ্ ভাল করেই জানেন।

৯. অর্থাৎ তাকে দুটো চোখ দেয়া হয়েছে, যা দ্বারা সে প্রকৃত সত্যের নিদর্শন দেখে সত্য-মিথ্যা ও ভাল-মন্দের পার্থক্য বুঝে নেবে। তাকে দুটো ঠোঁট দেয়া হয়েছে যা দ্বারা সে সত্যের অনুকূলে কথা বলবে। তার চোখ তো চতুষ্পদ প্রাণীর চোখ নয় যে, সে শুধু দেখেই যাবে, দেখার দ্বারা সে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য অনুধাবন করতে সক্ষম হবে না।

১০. অর্থাৎ মানুষকে শুধুমাত্র জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেই নিজের পথ নিজে খুঁজে নেয়ার জন্য ছেড়ে দেয়া হয়নি, বরং ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ সঠিক ও ভুল দুটো পথই তাকে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। সে যে পথ ইচ্ছা নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করে নিতে পারে।

فِيْ يَوْمٍ ذِيْ مَسْغَبَةٍ ﴿١٤﴾ يَّتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿١٥﴾ اَوْ مِسْكِيْنًا

ক্ষুধা-কাতর দিনে। ১৫. ইয়াতীম আত্মীয়-স্বজনকে।

১৬. অথবা এমন নিঃস্ব-মিসকীনকে—

ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

ধুলোই যার সম্বল।[১২] ১৭. অতপর শামিল হওয়া তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে[১৩] এবং তারা পরস্পরকে উপদেশ দেয় ধৈর্যের

فِيْ يَوْمٍ-দিনে ; ذِيْ مَسْغَبَةٍ-(ذى+مسغبة)-ক্ষুধা-কাতর। ⑮ يَتِيْمًا-ইয়াতীম ; ذَا مَقْرَبَةٍ-(ذا+مقربة)-আত্মীয়-স্বজনকে। ⑯ اَوْ-অথবা ; مِسْكِيْنًا-এমন নিঃস্ব মিসকীনকে ; ذَا مَتْرَبَةٍ-(ذا+متربة)-ধুলোই যার সম্বল। ⑰ ثُمَّ-অতপর ; كَانَ-হওয়া ; مِنَ الَّذِيْنَ-শামিল তাদের মধ্যে যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছে ; وَ-এবং ; تَوَاصَوْا-তারা পরস্পরকে উপদেশ দেয় ; بِالصَّبْرِ-(ب+ال+صبر)-ধৈর্যের ;

১১. অর্থাৎ মানুষকে যে দুটো পথ দেখিয়ে দেয়া হয়েছে তার একটি উপরের দিকে গিয়েছে ; কিন্তু তা অত্যন্ত দুর্গম গিরিপথ। এ পথে চলতে তাকে প্রাণপণ কষ্ট ও পরিশ্রম করতে হবে ; নিজ কামনা-বাসনা এবং প্রতিকূল পরিবেশের সাথে সংগ্রাম করেই এ পথে টিকে থাকতে হয় ; তবে এ পথই হলো সাফল্যের পথ। তার অপর পথটিতে চলা খুবই সহজ। এ পথটি নিম্নমুখী, তা চলে গেছে অন্ধকার গহ্বরের মুখে। এ পথে কোনো কষ্ট-শ্রম নেই, শুধুমাত্র প্রবৃত্তির ইচ্ছানুসারে গা এলিয়ে দিলেই চলে। তবে এ পথের শেষ প্রান্তে রয়েছে অনিবার্য ধ্বংস। এ দুটো পথই মানুষকে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। সে যেটা ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারে।

১২. অর্থাৎ যে পথটি ঊর্ধে উঠে গেছে, সে পথে চলতে গেলে, তাকে প্রবৃত্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে যে কাজগুলো করতে হবে, তাহলো-(ক) মানুষকে সর্বপ্রকার দাসত্ব থেকে মুক্তি দানে সংগ্রাম করতে হবে। এতে প্রকাশ্য দাস-দাসীরা ছাড়াও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক দাসত্বও শামিল রয়েছে। (খ) দুর্ভিক্ষের দিনে ক্ষুধার্ত ও অনাহার ক্লিষ্ট মানুষের পানাহারের ব্যবস্থা করতে হবে। ঋণের দায়ে আবদ্ধ ব্যক্তির ঘাড় থেকে ঋণের বোঝার ভার লাঘব করতে হবে। কোনো নিকটাত্মীয় বা প্রতিবেশী ইয়াতীম অভাবী ব্যক্তিকে সাহায্য করতে হবে, যাকে দরিদ্রতা মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। এসব কাজে প্রবৃত্তির কোনো সুখবোধ না থাকলেও প্রকৃতপক্ষে এসব কাজই ঊর্ধমুখী দুর্গম পথে চলার পাথেয় এবং এ পথেই সফলতা অর্জন সম্ভব।

১৩. ইতিপূর্বে বর্ণিত গুণাবলীর সাথে সাথে অবশ্যই মানুষকে মু'মিন হতে হবে। ঈমান ছাড়া কোনো সৎকর্মই আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় হবে না। কুরআন মজীদে অনেক

وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴿١٨﴾ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴿١٩﴾ وَالَّذِينَ

আর উপদেশ দেয় পরস্পরকে (সৃষ্টির প্রতি) দয়া করার।[১৪] ১৮. তারাই ডান পাশের (ডান পন্থী)। ১৯. আর যারা

كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴿٢٠﴾ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ

অস্বীকার করেছে আমার নিদর্শনাবলীকে তারাই বাম পাশের (বামপন্থী)।[১৫]
২০. তাদের উপর ছেয়ে থাকবে অবরুদ্ধ আগুন।[১৬]

وَ-আর ; تَوَاصَوْا-উপদেশ দেয় পরস্পরকে ; بِالْمَرْحَمَةِ-(ب+ال+مرحمة)-(সৃষ্টির প্রতি) দয়া করার। ⑱ أُولَٰئِكَ-তারাই ; أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ-(اصحب+ال+ميمنة)-ডান পাশের (ডানপন্থী)। ⑲ وَ-আর ; الَّذِينَ-যারা ; كَفَرُوا-অস্বীকার করেছে ; بِآيَاتِنَا-(ب+ايت+نا)-আমার নিদর্শনাবলীকে ; هُمْ-তারাই ; أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ-(اصحب+ال+مشئمة)-বাম পাশের (বামপন্থী)। ⑳ عَلَيْهِمْ-তাদের উপর ছেয়ে থাকবে ; نَارٌ-আগুন ; مُّؤْصَدَةٌ-অবরুদ্ধ।

স্থানেই বলা হয়েছে যে, ঈমান সহ যেসব সৎকাজ করা হয়, একমাত্র সেসব কাজই মুক্তির উপায় হিসেবে পরিগণিত হবে। সূরা নাহলের ৯৭ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ "পুরুষ বা নারী যেই হোক না কেন, সে যদি সৎকাজ করে এবং মু'মিন হয় তাহলে আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করবো এবং এ ধরনের লোকদেরকে তাদের কাজ অনুযায়ী সর্বোত্তম প্রতিদান দেবো।"

১৪. অর্থাৎ সাফল্যে পৌছার জন্য অপর যে দুটো কাজ মানুষকে করতে হবে, তাহলো পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দান এবং আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়া প্রদর্শন। কুরআন মজীদে 'সবর' বা ধৈর্য অনেক ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মু'মিনের সমগ্র জীবনেই ধৈর্যের পরীক্ষা চলে। ঈমান গ্রহণের মুহূর্ত থেকেই এ পরীক্ষা শুরু হয়ে যায়। আল্লাহ কর্তৃক ফরযকৃত ইবাদাতসমূহ আদায়ে ধৈর্যের প্রয়োজন। তাঁর আদেশ-নিষেধসমূহ পালনে ধৈর্য অপরিহার্য। তাঁর নিষিদ্ধ কাজ থেকে বেঁচে থাকা ধৈর্য ছাড়া কোনোমতেই সম্ভব নয়। নৈতিক অপরাধ থেকে বেঁচে থাকা এবং পবিত্র জীবন যাপন ধৈর্যের বলেই সম্ভবপর হয়। মোটকথা ঈমানী জীবনে ধৈর্যের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

অপর গুণ হলো—আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়া প্রদর্শন। আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে মানুষ, পশু-পাখি, জীবজন্তু ইত্যাদি সবই শামিল। আর এ কাজ আল্লাহর রহমত পাওয়ার উপায় হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে। বলা হয়েছে—"দুনিয়াতে যারা আছে, তাদের প্রতি দয়া করো, তাহলে আসমানে যিনি আছেন তিনি তোমাদের উপর দয়া করবেন।"

১৫. 'ডান পাশের সহচর' দ্বারা তাদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা জান্নাতের বিবিধ সুখ-সম্ভোগের অধিকারী।

আর 'বাম পাশের সহচর' দ্বারা বুঝানো হয়েছে সেসব লোককে, যারা জাহান্নামের বিবিধ শাস্তি ভোগ করবে।

১৬. অর্থাৎ জাহান্নামের গভীর স্তরবিশিষ্ট আগুন বামপন্থীদেরকে এমনভাবে ঘিরে থাকবে যে, তারা তা থেকে বের হওয়ার কোনো রাস্তা খুঁজে পাবে না।

সূরা আল বালাদের শিক্ষা

১. কাফের-মুশরিকরা মু'মিনদের ব্যাপারে কোনো নীতি-নৈতিকতা মেনে চলে না। সুতরাং তাদের মৌখিক ওয়াদা-চুক্তির উপর নিরংকুশ বিশ্বাস স্থাপন করা যাবে না।

২. দুনিয়াতে নিরংকুশ শান্তি বলতে কিছুই নেই। কারণ, মানুষের সৃষ্টি তথা জন্মলাভ ও প্রবৃদ্ধি কষ্ট-কাঠিন্যের মধ্যেই হয়েছে। সুতরাং কি ধনী, কি দরিদ্র ; কি রাজা, কি প্রজা ; কি শাসক, কি শাসিত কারোই কষ্ট-কাঠিন্য থেকে রেহাই নেই।

৩. মানুষ সমাজস্তরের যে পর্যায়ে অবস্থান করুক না কেন, কোনো না কোনো ব্যাপারে দুশ্চিন্তা, আশংকা ও নিরাপত্তাহীনতার ঝুঁকি নিয়েই বেঁচে থাকতে হয়। আর এটা মৃত্যু পর্যন্তই মানুষের সংগী। সুতরাং এটাকে স্বাভাবিকতা ধরে নিয়েই দুনিয়াতে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

৪. আল্লাহ প্রদত্ত দুটো পথের উর্ধগামী কষ্ট-কাঠিন্যের পথটাই সাফল্যের পথ। সুতরাং এর মধ্য দিয়ে দীনী দায়িত্ব পালন করে মৃত্যু পরবর্তী স্থায়ী সফলতা অর্জনের জন্য আমাদেরকে কাজ করে যেতে হবে।

৫. বৈষয়িক উন্নতির চূড়ান্ত পর্যায়ে অবস্থানরত মানুষের পক্ষেও আল্লাহ তাআলার শক্তি-ক্ষমতাকে ছাড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এটাকে স্বতঃসিদ্ধ জেনে অন্তরে দৃঢ়মূল রেখেই মানুষকে জীবন পরিচালনা করতে হবে।

৬. অর্থসম্পদ ও ক্ষমতা-কর্তৃত্বের বড়াই করা মানুষের পক্ষে কোনো মতেই সঠিক হতে পারে না।

৭. অর্থ-সম্পদ উপার্জনের উৎস ও ব্যয়ের খাত সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা সবই দেখছেন ও জানেন এবং তিনি অবশ্যই এ সম্পর্কে হিসেব নেবেন। অতএব একথা মনে করে বৈধ পথেই উপার্জন করতে হবে আর ব্যয়-ও করতে হবে আল্লাহর নির্দেশিত পথে।

৮. আল্লাহ মানুষকে দুটো চোখ দিয়েছেন, চোখ দিয়ে আল্লাহর নিদর্শন ও সত্য পথ দেখে সে পথেই চলতে হবে। আল্লাহ জিহ্বা ও দুটো ঠোঁট দিয়েছেন, এগুলোর দ্বারা সত্য বলতে হবে এবং সত্যের আওয়াজ বুলন্দ করার কাজেই ব্যবহার করতে হবে।

৯. উর্ধগামী পথে চলে সাফল্য লাভের জন্য মানুষকে অবশ্যই—

(ক) মানবতাকে সর্বপ্রকার গোলামী থেকে মুক্ত করে আল্লাহর গোলামে পরিণত করার জন্য সংগ্রাম-সাধনা করে যেতে হবে।

(খ) দুর্ভিক্ষ ও অনাহার-ক্লিষ্ট দিনে ক্ষুধার্তকে পানাহার করানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

(গ) আত্মীয় বা প্রতিবেশী ইয়াতীম-অনাথদের সাহায্য করতে হবে।

(ঘ) নিঃস্ব-মিসকীনদের সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা দান করতে হবে।

১০. উপযুক্ত সৎকর্ম আল্লাহর দরবারে গৃহীত হওয়ার জন্য পূর্বশর্ত হলো—মানুষকে অবশ্যই মু'মিন তথা তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতে বিশ্বাসী হতে হবে। কারণ ঈমান ছাড়া কোনো সৎকর্ম আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয় না।

১১. মু'মিনদের অপরিহার্য দুটো বৈশিষ্ট্য হলো-(ক) তারা সকল পরিস্থিতিতে পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দেবে এবং (খ) তারা পরস্পরের প্রতি দয়ার্দ্র আচরণের উপদেশ দেবে এবং আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে। সুতরাং আমাদের অবশ্যই উল্লিখিত গুণ নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করার চেষ্টা করতে হবে।

১২. অত্র সূরায় উল্লিখিত পথ ও পন্থায় নিজেদেরকে পরিশুদ্ধ করে নিতে পারলে আমরা অবশ্যই 'ডান পার্শ্ব-সহচর' তথা ডানপন্থীদের দলে স্থান লাভ করতে পারবো।

১৩. আর যারা উল্লিখিত পথ ও পন্থায় নিজেদেরকে পরিশুদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জানাবে, তারা হবে বাম পার্শ্বের সহচর তথা বামপন্থী।

১৪. বামপন্থীদের স্থান হবে নিশ্চিত জাহান্নামে। জাহান্নামের আগুন তাদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরবে, যেখান থেকে তারা বের হওয়ার কোনো পথই খুঁজে পাবে না।

❐

সূরা আশ শাম্স
আয়াত ঃ ১৫
রুকূ' ঃ ১

নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতের প্রথম শব্দটিকেই তার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

সূরার বিষয়বস্তুর আলোকে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাক্কী জীবনের প্রথম দিকে যখন বাতিলের বিরোধিতা চরম আকার ধারণ করেছিল, তখনই এ সূরা নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

পাপ ও পুণ্য এবং ন্যায় ও অন্যায়ের পার্থক্য বুঝানোই সূরার মূল আলোচ্য বিষয়। আলোচ্য বিষয়ের আলোকে সূরাটিকে দু' ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম আয়াত থেকে দশম আয়াত পর্যন্ত একটি অংশ। এতে তিনটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

এক ঃ চাঁদ-সুরুয, দিন-রাত ও আসমান-যমীন যেমন প্রভাব ও ফলাফলের দিক থেকে পরস্পর বিরোধী, তেমনিপাপ-পুণ্য এবং ন্যায়-অন্যায়ও প্রভাব এবং ফলাফলের দিক থেকে পরস্পর বিরোধী। উভয়ের প্রকৃতি যেমন ভিন্ন, তেমনি ফলাফলও ভিন্ন হতে বাধ্য।

দুই ঃ আল্লাহ মানুষকে পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি-বিবেক দান করে এক অনুভূতিহীন জীব হিসেবে সৃষ্টি করে ছেড়ে দেননি ; বরং তার মধ্যে পাপ-পুণ্য ও ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য করার বোধ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। সে যেন ভাল হওয়া বা মন্দ হওয়ার সুফল-কুফল বুঝতে পারে।

তিন ঃ মানুষের মধ্যে তিনি ভাল-মন্দের পার্থক্যবোধ দিয়ে সে অনুসারে সংকল্প ও সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতাও তাকে দিয়েছেন, যেন সে স্বেচ্ছায় তার মধ্যকার সৎ প্রবণতাকে জাগিয়ে দিয়ে এবং অসৎপ্রবণতাকে দমিয়ে রেখে নিজের আত্মাকে পবিত্র করতে পারে, যা তার সফলতার পূর্বশর্ত এবং যার উপর তার ভবিষ্যত নির্ভরশীল। আর যদি মানুষ অসৎপ্রবণতাকে জাগিয়ে দিয়ে সৎ প্রবণতাকে দমিয়ে দেয় তা হলে সে ব্যর্থ।

একাদশ আয়াত থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত সূরার দ্বিতীয় অংশ। এ অংশে ইতিহাস খ্যাত একটি জাতির উদাহরণ পেশ করে বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ প্রদত্ত প্রকৃতিগত জ্ঞান থাকার পর হেদায়াত তথা সঠিক পথ পাওয়ার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে পথপ্রদর্শক হিসেবে নবী-রাসূলের প্রয়োজন রয়েছে। নবী-রাসূলগণ মানুষের প্রকৃতিগত জ্ঞানকে

তাঁদের ওহীর জ্ঞান দ্বারা সাহায্য করার মাধ্যমে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন। তাঁরা মানুষকে পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায়, সৎপথ, ভ্রান্ত পথ এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছেন।

নবী-রাসূলের এ ধারাবাহিকতায় সালেহ (আ)-কে সামূদ জাতির নিকট পাঠানো হয়েছিল। তারা নবীকে মানতে অস্বীকার করলো। অবশেষে তারা নবীর নিকট মুজিযা দাবী করলো ঃ তাদের দাবীর প্রেক্ষিতে মুজিযা স্বরূপ সালেহ (আ) মু'জিযা স্বরূপ একটি উটনী উপস্থাপন করে তাদেরকে সতর্ক করে দিলেন—তারা যেন এর অমর্যাদা না করে ; কিন্তু তারা উটনীকে হত্যা করে নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনলো।

সামূদ জাতির ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিয়ে মক্কার কুরাইশদেরকে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তাদের সাথে তোমাদের অবস্থার সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হচ্ছে; সুতরাং তোমরা যদি তোমাদের এ অবস্থার পরিবর্তন না কর, তবে তোমাদের পরিণতিও তাদের মতো হতে পারে। অতএব সময় থাকতে সাবধান হয়ে যাও।

❒

রুকূ' ১ — **৯১. সূরা আশ শাম্‌স-মাক্কী** — আয়াত ১৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

① وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ② وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا ③ وَالنَّهَارِ اِذَا

১ কসম সূর্যের এবং তার রোদের।[১] ২. কসম চাঁদের যখন সে আসে তার (সূর্যের) পরে। ৩. কসম দিনের যখন

جَلّٰهَا ④ وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا ⑤ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنٰهَا ⑥ وَالْاَرْضِ

সে তাকে (সূর্যকে) প্রকাশ করে। ৪. কসম রাতের যখন সে তাকে (সূর্যকে) ঢেকে ফেলে।[২] ৫. কসম আসমানের এবং যিনি তাকে (আসমানকে) বানিয়েছেন তাঁর।[৩] ৬. কসম যমীনের

①وَ-কসম ; الشَّمْسِ-(ال+شمس)-সূর্যের ; و-وَ ; ضُحٰهَا-(ضحى+ها)-তার রোদের। ②وَ-কসম ; الْقَمَرِ-(ال+قمر)-চাঁদের ; اِذَا-যখন ; تَلٰهَا-(تلى+ها)-সে আসে তার (সূর্যের) পরে। ③وَ-কসম ; النَّهَارِ-(ال+نهار)-দিনের ; اِذَا-যখন ; جَلّٰهَا-(جلى+ها)-সে তাকে (সূর্যকে) প্রকাশ করে। ④وَ-কসম ; الَّيْلِ-(ال+ليل)-রাতের ; اِذَا-যখন ; يَغْشٰهَا-(يغشى+ها)-সে তাকে ঢেকে ফেলে। ⑤وَ-কসম ; السَّمَاءِ-(ال+سماء)-আসমানের ; وَ-এবং ; مَا-যিনি ; بَنٰهَا-(بنى+ها)-তাকে (আসমানকে) বানিয়েছেন তাঁর। ⑥وَ-কসম ; الْاَرْضِ-(ال+ارض)-যমীনের ;

১. 'দুহা' শব্দ দ্বারা সূর্যের আলো ও তাপ উভয়ই বুঝায়। তবে চাশতের সময় তথা সূর্য যখন বেশ কিছুটা উপরে উঠে এবং তার আলো বৃদ্ধির সাথে সাথে তাপও বেড়ে যায়, সেই সময়টাকে আরবীতে 'দুহা' বলা হয়। এটাই শব্দটির পরিচিত অর্থ সুতরাং শব্দটির অর্থ 'আলো' না বলে 'রোদ' করাটাই যথার্থ, কারণ 'রোদ' শব্দের দ্বারা আলো ও তাপ উভয়ই বুঝায়।

২. রাত কর্তৃক সূর্যকে ঢেকে ফেলার অর্থ রাতের অগমনে সূর্য আড়াল হয়ে যায়। আমাদের চার দিকে পৃথিবীর যে দিগন্ত রেখা দেখা যায়, সূর্য তার নীচে নেমে গেলেই রাত নেমে আসে। কারণ, এর ফলে যে অংশে রাত হয় সে অংশে সূর্যের আলো পৌঁছতে পারে না।

৩. এখানে দু' প্রকারের অর্থ হতে পারে—(ক) আসমানের ও তাকে বানানোর কসম। যমীন ও তাকে বিছানোর কসম, মানবাত্মা ও তাকে সুবিন্যস্ত করার কসম। এ অর্থ পরবর্তী বাক্যগুলোর সাথে মেলে না বিধায় মুফাস্‌সিরীনে কেরাম এ বাক্য তিনটির مَا কে مَنْ বা الَّذِىْ অর্থে ব্যবহার করে বাক্য তিনটির অর্থ করেছেন—

وَمَا طَحٰىهَا ۞ وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۞ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ۞

এবং যিনি তাকে বিছিয়েছেন তাঁর। ৭. কসম মানবাত্মার এবং যিনি তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন তাঁর।[৪] ৮. অতপর তার প্রতি ইলহাম করেছেন তার গুনাহসমূহ ও (তা থেকে) বাঁচার উপায়।[৫]

۞ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۞ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ۞ كَذَّبَتْ

৯. নিসন্দেহে সে সফল হয়েছে যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে নিয়েছে ; ১০. আর সেই ব্যর্থ হয়েছে, যে নিজেকে কলুষিত করেছে।[৬] ১১. মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল

وَ-এবং ; مَا-যিনি ; طَحٰهَا-(طحى+ها)-তাকে বিছিয়েছেন তাঁর।⑦وَ- কসম ; نَفْسٍ-মানবাত্মার ; وَّ-এবং ; مَا-যিনি ; سَوّٰهَا-(سوى+ها)-তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন তাঁর। ⑧فَاَلْهَمَهَا-(ف+الهم+ها)-অতপর তার প্রতি ইলহাম করেছেন ; فُجُوْرَهَا-(فجور+ها)-তার গুনাহসমূহ ; وَ-ও ; تَقْوٰهَا-(تقوها)-তা থেকে বাঁচার উপায়।⑨قَدْ اَفْلَحَ-নিসন্দেহে সে সফল হয়েছে ; مَنْ-যে ; زَكّٰهَا-(زكى+ها)-নিজেকে পরিশুদ্ধ করে নিয়েছে।⑩وَ-আর ; قَدْ خَابَ-সে-ই ব্যর্থ হয়েছে ; مَنْ-যে ; دَسّٰهَا-(دسى+ها)-নিজেকে কলুষিত করেছে। ⑪كَذَّبَتْ-মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল ;

(খ) কসম আসমানের এবং যিনি তাকে বানিয়েছেন তাঁর। কসম যমীনের এবং যিনি তাকে বিছিয়েছেন তাঁর। কসম মানবাত্মার এবং যিনি তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন তাঁর। তাঁদের মতে, এ অর্থই পরবর্তী কথার সাথে সামঞ্জস্যশীল।

৪. এখানে 'নাফস্'-এর মধ্যে মানুষ ও জিন উভয়ই শামিল রয়েছে। আত্মাকে সুবিন্যস্ত করার অর্থ—তাকে একটি দেহ দান যা সুন্দর আকৃতি বিশিষ্ট ; তাকে হাত, পা, চোখ, কান, নাক ইত্যাদি যথোপযোগী স্থানে সংযোজন করেছেন। তাকে দেখার, শুনার, স্পর্শ করার, স্বাদগ্রহণ করার ও ঘ্রাণ নেয়ার ক্ষমতা দান করেছেন। তাকে চিন্তা ও বুদ্ধি-বিবেচনার শক্তি, যুক্তি ও প্রমাণ পেশ করার শক্তি, কল্পনা শক্তি, স্মৃতি শক্তি, ভাল-মন্দ পার্থক্য করার শক্তি, সিদ্ধান্তগ্রহণের শক্তি, সংকল্পে দৃঢ়তা অবলম্বনের শক্তি ইত্যাদি দান করেছেন যার ফলে সে মানুষের উপযোগী কাজ করতে সমর্থ হয়েছে। এর মধ্যে এ অর্থও শামিল রয়েছে যে, তিনি মানুষকে জন্মগত পাপী তৈরি না করে সহজ-সরল ও স্বাভাবিক প্রকৃতি ও স্বভাবসম্মত করে সৃষ্টি করেছেন।

৫. 'ইলহাম' শব্দমূল থেকে 'আলহামা' শব্দটি গৃহীত। এর অর্থ তিনি মানুষের অন্তরে পাপ-পুণ্যের ধারণা ও ঝোঁকপ্রবণতাকে বদ্ধমূল করে দিয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিকালেই মানুষের স্বভাব-প্রকৃতিতে ও অবচেতন মনে পাপ-পুণ্যের ধারণা ও প্রবণতাকে রেখে দিয়েছেন। এটা প্রত্যেক মানুষই নিজের মধ্যে অনুভব করতে পারে। তার নৈতিক চরিত্রে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়-এর প্রবণতা বিদ্যমান। পাপ খারাপ এবং পরহেযগারী

ثَمُوْدُ بِطَغْوٰىهَآ ⑪ اِذِ انْۢبَعَثَ اَشْقٰىهَا ⑫ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ

সামূদ জাতি[৭] নিজেদের বিদ্রোহের কারণে।[৮] ১২. যখন ক্ষেপে গেলো তাদের মধ্যকার সবচেয়ে দুর্ভাগা লোকটি ; ১৩. তখন তাদেরকে আল্লাহর রাসূল (সালেহ) বললেন—

ثَمُوْدُ-সামূদ জাতি ; بِطَغْوٰىهَا-(ب+طغوى+ها)-নিজেদের বিদ্রোহের কারণে। ⑫ اِذْ-যখন ; انْۢبَعَثَ-ক্ষেপে গেল ; اَشْقٰىهَا-(اشقى+ها)-তাদের মধ্যকার সবচেয়ে দুর্ভাগা লোকটি। ⑬ فَقَالَ-(ف+قال)-তখন বললেন ; لَهُمْ-তাদেরকে ; رَسُوْلُ-রাসূল ; اللّٰهِ-আল্লাহর ;

ভাল-এর মানব প্রকৃতি পরিচিত। তবে এ স্বভাবজাত ইলহাম প্রত্যেক প্রাণীকেই তাদের সৃষ্টিগত মর্যাদা ও স্বরূপ অনুযায়ী দিয়েছেন। এ দিক থেকে মানুষের স্থান সর্বোচ্চে। এজন্য মানুষের সত্তার মধ্যে জৈবিকতার সাথে সাথে নৈতিকতাও বিদ্যমান সুতরাং মানুষকে শুধুমাত্র জৈবিক প্রাণী ধরে নিয়ে তার জন্য কোনো বিধান তৈরি করা যথার্থ হতে পারে না।

৬. সূরার শুরু থেকে যেসব জিনিসের কসম করা হয়েছে সেগুলো পরস্পর বিরোধী। যেমন—সূর্য-চন্দ্র, দিন-রাত ও আসমান-যমীন। একইভাবে মানব প্রকৃতিতে ভাল-মন্দ দুটো পরস্পর বিরোধী বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। আল্লাহ তাআলা মানুষকে উল্লিখিত ভাল-মন্দের কোনো একটি গ্রহণ করার ক্ষমতা দিয়েছেন। এখন সে যদি 'ভাল'কে গ্রহণ করে নিজে কে পরিশুদ্ধ করে নেয়, তাহলে সফল হয়ে গেল। আর যদি মন্দকে গ্রহণ করে, তাহলে সে নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে ফেলে দিল।

৭. এখানে আল্লাহ তাআলা সামূদ জাতির পরিণতি উল্লেখ করে যে কথাটি বুঝাতে চেয়েছেন তাহলো—মানুষের স্বভাব-প্রকৃতিতে যদিও পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায় ও সঠিক পথ, ভ্রান্ত পথ সম্পর্কে ইলহামী তথা চেতনালব্ধ জ্ঞান দিয়ে দিয়েছেন, তথাপি এ জ্ঞান ব্যক্তির চলার পথের বিস্তারিত নির্দেশনা লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। তাই আল্লাহ তাআলা দয়াপরবশ হয়ে তাঁর বাছাই করা মানুষের উপর ওহী প্রেরণ করে মানুষকে বিস্তারিত পথনির্দেশনা দান করেছেন। ওহীর মাধ্যমে তিনি বিস্তারিতভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, 'ফুজূর' বা দুষ্কৃতি কি, যা থেকে মানুষকে বেঁচে থাকতে হবে। আর 'তাকওয়া' বা আল্লাহভীতি-ই বা কি, যা মানুষকে অর্জন করতে হবে এবং এর সাথে তাকওয়া অর্জনের উপায়ও জানিয়ে দেয়া হয়েছে। মানুষ যদি ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত বিস্তৃত নির্দেশনা গ্রহণ না করে, তাহলে সে দুষ্কৃতি থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারবে না এবং তাকওয়া অবলম্বনের উপায়ও সে পাবে না।

সামূদ জাতির উদাহরণ পেশ করে বুঝানো হয়েছে যে, তারা তাদের নবী সালেহ (আ)-এর মাধ্যমে আগত আল্লাহর ওহীর নির্দেশনাকে অমান্য করার কারণে দুনিয়াতেই তাদের উপর ধ্বংস অবধারিত হয়েছে ; আর আখেরাতের শাস্তিতো নির্ধারিত রয়েছে। সুতরাং সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মাধ্যমে আগত ওহীভিত্তিক জীবন-ব্যবস্থার প্রতিও যে কেউ উপেক্ষা দেখাবে এবং অস্বীকৃতি জানাবে, তাদের পরিণতিও 'সামূদ' জাতির মতই হবে।

نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰهَا ⑬ فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا ۙ فَدَمْدَمَ

আল্লাহর উটনী। তাকে পানি পান করানোর ব্যাপারে সতর্ক থেকো ;[৯] ১৪. কিন্তু তারা তাঁকে (রাসূলকে) মিথ্যা সাব্যস্ত করলো এবং তাকে (উটনীটিকে) হত্যা করলো ;[১০] ফলে সমূলে ধ্বংস করে দিলেন

عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْۢبِهِمْ فَسَوّٰىهَا ⑭ وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا ⑮

তাদেরকে, তাদের প্রতিপালক—তাদের গুনাহের কারণে এবং (মাটিতে) তাদেরকে মিশিয়ে দিলেন। ১৫. আর তিনি তো ভয় করেন না তার পরিণামকে।[১১]

نَاقَةَ-উটনী ; اللّٰه-আল্লাহর ; وَ-সতর্ক থেকো ; سُقْيٰهَا-(سقى+ها)-তাকে পানি পান করানোর ব্যাপারে।⑭ فَكَذَّبُوْهُ-(ف+كذبوا+ه)-কিন্তু তারা তাঁকে মিথ্যা সাব্যস্ত করলো ; فَعَقَرُوْهَا-(ف+عقروا+ها)-এবং হত্যা করলো তাকে (উটনীটিকে) ; فَدَمْدَمَ-(ف+دمدم)-ফলে সমূলে ধ্বংস করে দিলেন ; عَلَيْهِمْ-তাদেরককে ; رَبُّهُمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালক ; بِذَنْۢبِهِمْ-(ب+ذنب+هم)-তাদের গুনাহের কারণে ; فَسَوّٰىهَا-(ف+سوى+ها)-এবং তাদেরকে (মাটিতে) মিশিয়ে দিলেন।⑮ وَ-আর ; لَا يَخَافُ-তিনিতো ভয় করেন না ; عُقْبٰهَا-(عقبى+ها)-তার পরিণামকে।

৮. অর্থাৎ সামূদ জাতি হযরত সালেহ (আ)-এর নবুওয়াতকে মিথ্যা গণ্য করলো। তাদের হেদায়াতের জন্যই তাঁকে পাঠানো হয়েছিল। তারা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী কার্যক্রম শুরু করলো। তাদের দাবী অনুসারে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিদর্শন আসার পরও তারা বিদ্রোহমূলক আচরণ ত্যাগ করলো না।

৯. সামূদ জাতির লোকেরা হযরত সালেহ (আ)-এর নবুওয়াতের সপক্ষে আল্লাহর পক্ষ থেকে মুজিযা দাবী করলো। অতপর নবী আল্লাহর হুকুমে পাথরের মধ্য থেকে একটি জীবন্ত উটনী তাদের সামনে হাযির করলেন। তিনি তাদেরকে বলে দিলেন যে, আল্লাহর এ উটনী নিজ ইচ্ছামত ঘুরে বেড়াবে। একদিন সে একা কূপের পানি পান করবে, অন্য দিন তোমরা তোমাদের পশু সমেত কূপের পানি পান করবে। খবরদার, তোমরা তার গায়ে হাত লাগাবে না ; যদি তার ব্যতিক্রম করো তাহলে তোমাদের উপর কঠিন আযাব বর্ষিত হবে। তারা কিছুদিন সালেহ (আ)-এর সতর্কতা মেনে চললো ; কিছুদিন যেতে না যেতেই তারা তাদের সরদার বড় শয়তানকে ডেকে উটনীটিকে শেষ করে দেয়ার জন্য বললো। আর সে উটনীটিকে হত্যা করলো। ফলে তাদের উপর আপতিত হলো আল্লাহর আযাব। এক বিকট বজ্রধ্বনিতে তারা নিজ গৃহেই মরে পড়ে থাকলো।

১০. তারা উটনীকে হত্যা করার পরও অনুশোচনার পরিবর্তে সালেহ (আ)-এর কাছে দাবী করলো যে, যে আযাবের ভয় তুমি আমাদেরকে দেখিয়েছিলে, তা কোথায়, নিয়ে এসো। সালেহ (আ) তাদেরকে বললেন—তিন দিন তোমরা নিজ গৃহে আরাম-আয়েশে

কাটাও, এটা এমন একটি সতর্কবাণী যা মিথ্যা হবার নয়। সূরা আ'রাফের ৬৫ ও ৭৭ আয়াতে এ সম্পর্কিত আলোচনা রয়েছে।

১১. অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা সবার উপর কর্তৃত্বশীল। সুতরাং কোনো জাতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে গিয়ে তার পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন পড়ে না। কারণ সামূদ জাতির উপর আপতিত শাস্তির প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে এমন কোনো শক্তিতো নেই।

সূরা আশ শাম্‌সের শিক্ষা

১.আল্লাহ তাআলা এ সূরায় প্রথমত আমাদের দৃষ্টির সামনে প্রতিনিয়ত প্রকাশমান ছয়টি জিনিসের কসম করে যে পরবর্তী কথাটি বলছেন, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তী কথাটির গুরুত্ব আমাদের সামনে তুলে ধরার জন্যই এখানে উল্লিখিত জিনিসগুলোর কসম করেছেন। সুতরাং আমাদেরকে অবশ্যই তার গুরুত্ব অনুধাবন করতে হবে।

২. দ্বিতীয়ত, 'নাফ্স' তথা মানুষের ব্যক্তি সত্তার কসম করে সেই গুরুত্বপূর্ণ কথাটি বলা হয়েছে যে, মানুষের প্রকৃতিতে তিনি দুটো বিপরীতমুখী বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতা সৃষ্টিগতভাবে ইলহাম করে (ঢেলে) দিয়েছেন। সুতরাং প্রতিটি মানুষের মধ্যে এ দুটো যোগ্যতা-প্রবণতা বিদ্যমান। আর তাহলো—পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায় ও ভাল-মন্দের পার্থক্যবোধ ও তা করার যোগ্যতা-প্রবণতা।

৩. উল্লিখিত কসমসমূহের জবাব তথা সিদ্ধান্ত হলো—পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায় ও ভাল-মন্দের পার্থক্যবোধ যেহেতু মানুষের সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য, সেহেতু মানুষ এ বোধ তথা অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে পুণ্য করা ও পাপ থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে আখেরাতে সফলতা অর্জন করতে পারে। অতএব আমাদেরকে আখেরাতের সফলতার জন্য উল্লিখিত পথেই অগ্রসর হতে হবে।

৪. আমরা যদি পাপ থেকে বেঁচে থেকে পুণ্যে পথে এগিয়ে যেতে না পারি তাহলে আখেরাতে আমাদেরও ব্যর্থতা অনিবার্য। সুতরাং আমাদেরকে এ ব্যাপারে সদা-সচেতন থাকতে হবে।

৫. মানুষের ব্যক্তিসত্তায় পাপ-পুণ্যের ঝোঁক-প্রবণতা ও যোগ্যতা-ক্ষমতা থাকলেও পাপ থেকে বেঁচে থেকে পুণ্য কাজে নিয়োজিত হওয়া সম্ভব নয় ; কেননা পাপ বা পুণ্যের বিস্তারিত জ্ঞান তার মধ্যে নেই। আর তাই মানুষ আল্লাহ প্রেরিত নবী-রাসূলদের মাধ্যমে আগত ওহীর প্রতি মুখাপেক্ষী। সুতরাং আমাদেরকেও পাপ-পুণ্যের সুবিস্তৃত জ্ঞানের জন্য ওহীর শিক্ষা অর্জন করতে হবে।

৬. ওহীর শিক্ষা তথা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহর শিক্ষা অর্জন ও অনুসরণ করতে ব্যর্থ হলে অথবা তার বিরোধী হলে অতীতের জাতিসমূহের মত দুনিয়ার জীবনে বিপর্যয় এবং আখেরাতের চূড়ান্ত ব্যর্থতা অনিবার্য। অতএব আল্লাহর কিতাব আল কুরআন ও রাসূলের হাদীসের জ্ঞান অর্জন ও সে অনুসারে আমাদের জীবন গড়তে হবে।

৭. 'সামূদ' জাতি যেমন ওহীর শিক্ষা গ্রহণ ও অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে ; অধিকন্তু তাদের নবীর বিদ্রোহী হয়ে গিয়ে নবীকে কষ্ট দিয়েছে, পরিণামে দুনিয়াতে তাদের উপর নেমে এসেছে বিপর্যয়। আর পরকালীন অন্তহীন শাস্তিতো রয়েছেই। আমাদেরকে সামূদ জাতির ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

৮. সুতরাং দুনিয়ায় শান্তি লাভ ও আখেরাতের কঠিন আযাব থেকে মুক্তি লাভের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তোষ লাভ করতে হলে ওহীর শিক্ষা তথা নবী-রাসূলদের আনীত শিক্ষা অর্জন করে সে অনুযায়ী ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে পরিশুদ্ধ করার সংগ্রামে নিজেকে নিয়োজিত করতে হবে।

সূরা আল লাইল
আয়াত ঃ ২১
রুকূ' ঃ ১

নামকরণ

'লাইল' অর্থ রাত। সূরার প্রথম আয়াতের প্রথম শব্দটিকেই এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

সূরা আশ শামস্ ও অত্র সূরার বিষয়বস্তুর মিল রয়েছে। তাই বলা যায় উভয় সূরার নাযিলের সময়কালও একই। উভয় সূরাই রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুওয়াতের প্রাথমিক যুগে মক্কায় নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

পূর্ববর্তী সূরার মত—মানব জীবনের দুটি ভিন্ন ভিন্ন পথের পার্থক্য এবং উক্ত পথ দুটিতে চলার পরিণাম ফলের ভিন্নতা বর্ণনা করাই এ সূরারও মূল আলোচ্য বিষয়। আলোচ্য বিষয়ের আলোকে সূরাটিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম থেকে একাদশ আয়াত পর্যন্ত একটি ভাগ; আর দ্বাদশ আয়াত থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত অপর ভাগ। প্রথম ভাগে বলা হয়েছে যে, মানুষের সার্বিক প্রচেষ্টা ও কর্ম-তৎপরতা নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এমনই পরস্পর বিরোধী যেমন রাত ও দিন এবং নারী ও পুরুষের একটি অপরটির বিরোধী। অতপর মানুষের বিশাল প্রচেষ্টা ও কর্মতৎপরতা থেকে পরস্পর বিরোধী তিনটি করে বৈশিষ্ট্য উদাহরণ স্বরূপ পেশ করা হয়েছে। যেমন-(ক) দান-সদকা, (খ) আল্লাহ ভীতি ও তাকওয়া অবলম্বন এবং (গ) সৎবৃত্তিকে কল্যাণকর বলে মেনে নেয়া। এর বিপরীতে রয়েছে (ক) কৃপণতা, (খ) আল্লাহর অসন্তোষ সম্পর্কে বেপরওয়া হওয়া এবং (গ) ভাল কথা ও কাজকে মিথ্যা গণ্য করে অমান্য করা। উপরোক্ত প্রথম তিনটি নৈতিক গুণের বিপরীতে রয়েছে পরবর্তীতে উল্লেখিত তিনটি নৈতিক গুণ। প্রথমোক্ত গুণগুলোর সম্পূর্ণ বিপরীত যেমন শেষোক্ত গুণগুলো তেমনি এগুলোর ফলাফলও বিপরীত হতে বাধ্য। প্রথমোক্ত বৈশিষ্ট্য অর্জনকারীদের জন্য আল্লাহ ভাল পথে চলাকে সহজ করে দেন; অপরদিকে শোষোক্ত বৈশিষ্ট্য অর্জনকারীদের জন্য বাঁকা পথে চলাকে তিনি সহজ করে দেন। অর্থাৎ কৃপণতা, আল্লাহর অসন্তোষের ব্যাপারে বেপরওয়া এবং ভাল কথা ও কাজকে মিথ্যা গণ্য করার কারণে তাদের জন্য ভাল কাজ করা কঠিন হয়ে যাবে। তাদের আখেরাতের জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে; আর তখন তাদের ধন-সম্পদের প্রাচুর্য কোনো কাজেই আসবে না।

দ্বিতীয় ভাগেও অনুরূপ তিনটি মৌলিক তত্ত্ব পেশ করা হয়েছে। এক, আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ার এ পরীক্ষাক্ষেত্রে সঠিক পথ বুঝিয়ে দেয়ার দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেছেন। দুই,

ইহকাল ও পরকাল উভয়ের নিরংকুশ মালিকানা আল্লাহর। মানুষ এ দু'য়ের যেটাই চাইবে, আল্লাহ্ তা-ই দেবেন। এখন মানুষ নিজেই সিদ্ধান্ত নেবে, সে আল্লাহর নিকট ইহকাল চাইবে, না পরকাল চাইবে। তিনি, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর রাসূল ও তাঁর কিতাবের মাধ্যমে যে কল্যাণকর পথ দেখিয়েছেন, যে দুর্ভাগা তাকে মিথ্যা গণ্য করে উল্টো পথে চলবে তার জন্য জাহান্নাম প্রতীক্ষারত। পক্ষান্তরে, যে মুত্তাকী আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে নিজের জান-মাল আল্লাহর পথে কল্যাণকর কাজে ব্যয় করবে, আল্লাহ্ তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং সেও তাঁর দান পেয়ে পরিতুষ্ট হবে।

❒

রুকূ' ১ | ## ৯২. সূরা আল লাইল-মাক্কী | আয়াত ২১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

① وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشٰى ② وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلّٰى ③ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ

১. কসম রাতের যখন তা (সব কিছু) ঢেকে ফেলে। ২. কসম দিনের যখন তা আলোকোজ্জ্বল হয়। ৩. কসম তাঁর যিনি সৃষ্টি করেছেন নর

وَالْأُنْثٰى ④ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى ⑤ فَأَمَّا مَنْ أَعْطٰى وَاتَّقٰى

ও নারী। ৪. অবশ্যই তোমাদের চেষ্টা-সাধনা (পরস্পর) বিভিন্ন প্রকারের।[১] ৫. অতএব যে লোক দান করেছে (ধন-সম্পদ) এবং ভয় করেছে (আল্লাহকে) ;

⑥ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ⑦ فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى ⑧ وَأَمَّا مَنْ

৬. আর উত্তম ও সুন্দরকে সত্যরূপে গ্রহণ করেছে ;[২] ৭. আমি সুগম করে দেবো তার সহজ পথে চলাকে।[৩] ৮. আর যে

①وَ-কসম ; الَّيْلِ-(ال+ليل)-রাতের ; اِذَا-যখন ; يَغْشٰى-তা (সব কিছু) ঢেকে ফেলে।②وَ-কসম ; النَّهَارِ-(ال+نهار)-দিনের ; اِذَا-যখন ; تَجَلّٰى-তা আলোকোজ্জ্বল হয়।③وَ-কসম ; مَا-তাঁর যিনি ; خَلَقَ-সৃষ্টি করেছেন ; الذَّكَرَ-(ال+ذكر)-নর ; وَ-ও ; الْاُنْثٰى-(ال+انثى)-নারী।④اِنَّ-অবশ্যই; سَعْيَكُمْ-(سعى+كم)-তোমাদের চেষ্টা-সাধনা ; لَشَتّٰى-(পরস্পর) বিভিন্ন প্রকারের।⑤فَاَمَّا-(ف+اما)-অতএব ; مَنْ-যে লোক; اَعْطٰى-দান করেছে (ধন-সম্পদ); وَ-এবং ; اتَّقٰى-ভয় করেছে (আল্লাহকে)।⑥وَ-আর ; صَدَّقَ-সত্যরূপে গ্রহণ করেছে ; بِالْحُسْنٰى-(ب+ال+حسنى)-উত্তম ও সুন্দরকে।⑦فَسَنُيَسِّرُهٗ-(ف+سنيسر+ه)-আমি সুগম করে দেবো তার ; لِلْيُسْرٰى-(ل+ال+يسرى)-সহজ পথে চলাকে। ⑧وَاَمَّا-আর ; مَنْ-যে ;

১. 'অবশ্যই তোমাদের চেষ্টা-সাধনা বিভিন্ন প্রকারের।' এটাই হলো উপরোক্ত তিনটি বিষয়ের কসমের জবাব। অর্থাৎ একথাটি বলার জন্যই উল্লিখিত তিনটি বিষয়ের কসম করা হয়েছে। রাত ও দিন এবং পুরুষ ও নারী যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির ; আর এগুলোর প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল যেমন ভিন্ন প্রকৃতির তেমনি মানুষের চেষ্টা-সাধনাও একে অপরের থেকে ভিন্ন পথে এবং ভিন্ন লক্ষে হয়ে থাকে। অতএব তাদের চেষ্টা-সাধনার ফলাফলও ভিন্ন হতে বাধ্য।

بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ۝٨ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ۝٩ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ۝١٠

কৃপণতা করেছে এবং বেপরওয়াভাব দেখিয়েছে ; ৯. আর উত্তম ও সুন্দরকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে ;[৪] ১০. আমি সুগম করে দেবো তার কঠিন পরিণামের পথে চলাকে।[৫]

بَخِلَ-কৃপণতা করেছে ; وَ-এবং ; اِسْتَغْنَىٰ-বে-পরওয়াভাব দেখিয়েছে। ⑨ وَ-আর ; كَذَّبَ-মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে ; بِالْحُسْنَىٰ-(ب+ال+حسنى)-উত্তম ও সুন্দরকে। ⑩ فَسَنُيَسِّرُهُ-(ف+نيسر+ه)-আমি সুগম করে দেবো তার ; لِلْعُسْرَىٰ-(ل+ال+عسرى)-কঠিন পরিণামের পথে চলাকে।

২. উল্লেখিত ৫ ও ৬ আয়াতে মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় তিনটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলোর মধ্যে সকল গুণাবলী সন্নিবেশিত রয়েছে। প্রথম হলো—মানুষ যেন অর্থের মোহে পড়ে অর্থলিপ্সায় ডুবে না যায় ; বরং সে যেন নিজের অর্থ-সম্পদ সাধ্যমত আল্লাহর দীনের পথে এবং আল্লাহর বান্দাহদের কল্যাণে ব্যয় করে। দ্বিতীয়ত, সে যেন দুনিয়ার জীবনে সকল কাজে সদা-সর্বদা আল্লাহর ভয় মনে রেখে জীবন যাপন করে। তৃতীয়ত, সে যেন উত্তম ও সুন্দরকে সত্য বলে মেনে নেয়। এটা অত্যন্ত ব্যাপক কথা। বিশ্বাস, নৈতিক চরিত্র ও কাজ—এ তিনটিই এর অন্তর্ভুক্ত। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে উত্তম ও সুন্দরকে সত্য বলে মানা হলো—শিরক, কুফর ও নাস্তিক্যবাদ ত্যাগ করে তাওহীদ রিসালাত ও আখেরাতকে মেনে নেয়া ; আর নৈতিক চরিত্র ও কাজের ক্ষেত্রে উত্তম ও সুন্দর হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যে পদ্ধতি দিয়েছেন তা। অতএব এ ক্ষেত্রে মানুষকে মানব রচিত সকল নৈতিকতা ও কর্মনীতিকে বাদ দিয়ে উক্ত পদ্ধতিকেই সত্য বলে মেনে নিতে হবে।

৩. 'সহজ পথ' দ্বারা বুঝানো হয়েছে মানুষের স্বভাব-প্রকৃতির সাথে মিল রয়েছে এমন পথকে। কারণ এ পথে চলতে গিয়ে বিবেকের সাথে দ্বন্দ্ব-সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয় না। এমন কি মানুষের দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপরও জোর খাটানোর প্রয়োজন পড়ে না, কেননা দেহ ও অংগ-প্রত্যংগকে এ জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। পাপ-পূর্ণ জীবনে যেমন প্রতি পদে সংঘাত-সংঘর্ষ ও অনিশ্চয়তা-আশংকা থাকে এ পথে চলতে মানুষকে তেমন ধরনের বাধা-সংঘাতের মুখোমুখি হতে হয় না ; বরং মানুষের সমাজে প্রতি পদে সহানুভূতি, সহযোগিতা, প্রেম-ভালবাসা ও সম্মান লাভ করা যায়। 'সহজ পথ' দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে। যারা এপথে চলেছে তারাই এটা বুঝতে পেরেছে।

আর এ পথে চলাকে সুগম করে দেয়ার অর্থ হলো—মানুষ যখন এ উত্তম ও সুন্দর পথকে সত্য বলে মেনে নিয়ে এ পথে চলা শুরু করে তখন আল্লাহ তার এ পথ চলাকে সুগম করে দেন। সে যখন আর্থিক কুরবানী ও ত্যাগের মানসিকতা নিয়ে দীনের পথে এগিয়ে চলে, তখন সামনে কোনো কষ্ট-কাঠিন্য ও প্রতিবন্ধকতা যা-ই আসুক না কেন তা সে সহজেই উপড়ে ফেলে তার লক্ষপাণে এগিয়ে যেতে পারে। এটা তাঁর নিকট কোনো কঠিন মনে

⑪ وَمَا يُغْنِىْ عَنْهُ مَالُهٗٓ اِذَا تَرَدّٰى ⑫ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى ○

১১. আর তার ধন-সম্পদ কোন্ কাজে আসবে যখন সে (জাহান্নামের) খাদে পড়ে যাবে ?[৬] ১২. নিশ্চয়ই পথের দিশা দেখানো আমার দায়িত্ব।[৭]

⑪ وَ-আর ; مَا-কোন্ ; يُغْنِىْ-কাজে আসবে ; عَنْهُ-তার ; مَالُهٗٓ-(مال+ه)-তার ধন-সম্পদ ; اِذَا-যখন ; تَرَدّٰى-সে (জাহান্নামের) খাদে পড়ে যাবে। ⑫ اِنَّ-নিশ্চয়ই ; عَلَيْنَا-আমার দায়িত্ব ; لَلْهُدٰى-(ل+ال+هدى)-পথের দিশা দেখানো।

হয় না। অবশ্য এ পথে চলতে শুরু করার পূর্বে শয়তান এ পথে চলাকে বিপদজনক, ভীতিপ্রদ ও অসম্ভব বলে তার সামনে তুলে ধরে ; কিন্তু মানুষ যখন শয়তানের সকল প্রকার কূট-কৌশল ব্যর্থ করে দিয়ে এ পথে যাত্রা শুরু করে, তখন শয়তানের প্রচারণা মিথ্যা হিসেবে প্রমাণিত হয়।

৪. দ্বিতীয় পথটি হলো সেই পথ যার পরিণাম অত্যন্ত কঠিন। যেসব লোক এ পথে চলার চেষ্টা-সাধনা করে, আল্লাহ তাআলা তাদের এ পথে চলাকে সহজ করে দেন। যারা এ পথের যাত্রী তারা আল্লাহর পথে, জনকল্যাণমূলক কাজে অর্থ ব্যয় করতে চায় না। তারা পাপাচারে আল্লাহর অসন্তুষ্টিকে ভয় করে না। তারা সত্য ও সুন্দরকে সত্য বলে মেনে নেয় না। অপরদিকে তারা নিজের আরাম-আয়েস ও বিলাসিতায় যাচ্ছেতাই অনর্থক অর্থ ব্যয় করতে রাজী নয়। আর যদিও বা কিছু ব্যয় করতে রাজী হয়, তবে তাতে নিহিত থাকে বৈষয়িক নাম-যশ-খ্যাতি লাভের গোপন ইচ্ছা। আল্লাহর সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির কোনো তোয়াক্কাই তারা করে না। এসব লোককে আল্লাহ তাদের ইচ্ছানুসারে চলতে সুযোগ করে দেন, যাতে করে তারা এ কঠিন পরিণামের পথে এগিয়ে যেতে পারে এবং তার বিষময় ফল ভোগ করতে পারে।

৫. এ পথকে কঠিন বলা হয়েছে এজন্য যে, এ পথ আল্লাহর দেয়া স্বাভাবিক বিধানের বিরোধী। এ পথের পথিককে সদা-সর্বদা আইন, ন্যায়-নীতি, সততা, বিশ্বস্ততা, চারিত্রিক পবিত্রতা এবং সমাজ-পরিবেশের সাথে যুদ্ধ-সংঘর্ষে লিপ্ত থাকতে হয়। তার দ্বারা মানবজাতির কল্যাণের পরিবর্তে তার নিজের স্বার্থসিদ্ধি ও লোভ-লালসা পূর্ণ হয়। সে অন্যের অধিকার ও মর্যাদার উপর হস্তক্ষেপ করে, ফলে সে লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত জীবে পরিণত হয়। সে দুর্বল হলে এসব কার্যকলাপের জন্য বিভিন্ন ধরনের অপমানকর শাস্তি তাকে ভোগ করতে হয়। আর সফল হলে মানুষ তাকে অন্তর থেকে সম্মান করে না। প্রকাশ্যে তার প্রভাব-প্রতিপত্তির সামনে মাথা নত করলেও অন্তরে তাকে ও তার সংগী-সাথীদেরকে একজন বজ্জাত ও দুর্বৃত্ত হিসেবে ঘৃণা করে। এ পথ শিরক ও কুফরের পথ। সর্বোপরি এটা জাহান্নামের পথ।

আর এ কঠিন পথে চলা সুগম করে দেয়ার অর্থ সৎপথে তথা সহজ পথে চলার সুযোগ তার নিকট থেকে ছিনিয়ে নেয়া হবে। অসৎপথে চলার জন্য অসংখ্য দরজা তার জন্য খুলে দেয়া হবে, যা তার একান্ত কাম্য।

۝١٣ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ۝١٤ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ

১৩. আর অবশ্যই আমারই অধিকারে পরকাল ও ইহকাল।[৮] ১৪. তাই আমি লেলিহান আগুন সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছি।

۝١٥ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ۝١٦ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ

১৫. তাতে প্রবেশ করবে না সেই হতভাগ্য ছাড়া ; ১৬. যে মিথ্যা আরোপ করেছে (নবীর প্রতি) এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে (ঈমান আনা থেকে)।

(১৩) وَ-আর ; اِنَّ-অবশ্যই ; لَنَا-আমারই অধিকারে ; لَلْاٰخِرَةَ-(ل+ال+اخرة)-পরকাল ; وَ-ও ; الْاُوْلٰى-(ال+ولى)-ইহকাল। (১৪) فَاَنْذَرْتُكُمْ-(ف+انذرت+كم)-তাই আমি তোমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছি ; نَارًا-আগুন সম্পর্কে ; تَلَظّٰى-লেলিহান। (১৫) لَا يَصْلٰهَا-(لا+يصلى+ها)-তাতে প্রবেশ করবে না ; اِلَّا-ছাড়া ; الْاَشْقَى-(ال+اشقى)-সেই হতভাগ্য। (১৬) الَّذِىْ-যে ; كَذَّبَ-মিথ্যা আরোপ করেছে (নবীর প্রতি) ; وَ-এবং ; تَوَلّٰى-মুখ ফিরিয়ে, নিয়েছে (ঈমান আনা থেকে)।

৬. অর্থাৎ তাকে তো মরতে হবে। সেতো আর চিরঞ্জীব নয়। তখন তার স্থান হবে জাহান্নামের গর্তে। তখন তার ধন-সম্পদ ও দালান-কোঠা তার কি কাজে লাগবে ? এগুলো নিয়ে তো আর সে কবরে যেতে পারবে না। আর এসব সেখানে অচল পণ্য।

৭. অর্থাৎ মানুষের স্রষ্টা যখন আমি, তখন তাদেরকে পথের সন্ধান দেয়াও আমার দায়িত্ব। তাই আমি যুগে যুগে নবী-রাসূলদের মাধ্যমে তা জানিয়ে দিয়েছি। কোন্ পথ সঠিক, কোন্ পথ ভুল ; কোন্‌টি নেক কাজ, কোন্‌টি গুনাহের কাজ ; কোন্‌টি হালাল, কোন্‌টি হারাম—এসব কিছুই তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

অর্থাৎ বাঁকা পথ যখন রয়েছে, তখন সোজা পথ দেখানোর দায়িত্ব আল্লাহ নিজেই নিয়েছেন।

৮. এ বাক্যটির কয়েকটি অর্থ হতে পারে এবং সবগুলো অর্থই সঠিক ও যথার্থ—

(ক) দুনিয়া থেকে আখেরাত পর্যন্ত তুমি আমার হাতের মুঠোয় বন্দী। কোনো একটি পর্যায়েও তুমি তা থেকে মুক্ত নও ; কেননা উভয়টির মালিক আমি।

(খ) তোমরা আমার দেখানো পথে চল আর নাই চল, তাতে আমার কোনো লাভ-ক্ষতি নেই। কারণ আমার মালিকানা ও পরকাল বিস্তৃত। তোমরা যদি এ পথে চল, তাহলে তোমাদেরই কল্যাণ। আর যদি ভুল পথে চল তোমরাই ধ্বংস হয়ে যাবে। তোমাদের মানা আর না মানায় আমার মালিকানায় বৃদ্ধি-ঘাটতি হবে না।

(গ) উভয় জগতের মালিক যেহেতু আমি, তাই তোমরা দুনিয়া চাইলেও তা পেতে পার ; আর পরজগত চাইলে তাও এখান থেকে অর্জন করে নিতে পার।

⑰ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ⑱ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ۝

১৭. আর তা থেকে অবশ্যই দূরে রাখা হবে পরম মুত্তাকীকে ;[৯] ১৮. যে আত্মশুদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে তার সম্পদ দান করে।

⑲ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ⑳ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ

১৯. আর নেই কারো তার প্রতি কোনো অনুগ্রহ, যার প্রতিদান তাকে দিতে হবে ; ২০. তবে (সে করেছে) সন্তুষ্টি লাভের আশায়

رَبِّهِ الْأَعْلَى ㉑ وَلَسَوْفَ يَرْضَى ۝

তার মহান প্রতিপালকের।[১০] ২১. আর অচিরেই তিনি (তার প্রতি) সন্তুষ্ট হবেন।[১১]

⑰ وَ-আর ; سَيُجَنَّبُهَا-(سيجنب+ها)-তা থেকে অবশ্যই দূরে রাখা হবে ; الْأَتْقَى-(ال+اتقى)-পরম মুত্তাকীকে। ⑱ الَّذِي-যে ; يُؤْتِي-দান করে ; مَالَهُ-(مال+ه)-তার সম্পদ ; يَتَزَكَّى-আত্মশুদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে। ⑲ وَ-আর ; مَا-নেই ; لِأَحَدٍ-(ل+احد)-কারো ; عِنْدَهُ-(عند+ه)-তার প্রতি ; مِنْ نِعْمَةٍ-কোনো অনুগ্রহ ; تُجْزَى-যার প্রতিদান তাকে দিতে হবে। ⑳ إِلَّا-তবে (সে করেছে) ; ابْتِغَاءَ-আশায় ; وَجْهِ-সন্তুষ্টি লাভের ; رَبِّهِ-(رب+ه)-তার প্রতিপালকের ; الْأَعْلَى-(ال+على)-মহান। ㉑ وَ-আর ; لَسَوْفَ يَرْضَى-(ل+سوف+يرضى)-অচিরেই তিনি (তার প্রতি) সন্তুষ্ট হবেন।

৯. এখানে 'আশকা' দ্বারা চরম হতভাগ্য এবং 'আত্‌কা' দ্বারা পরম পরহেযগার বুঝানো হয়েছে। এ দুটো চরিত্র পরস্পর বিরোধী। এ দুটোকে পাশাপাশি উল্লেখ করে এ দুটোর পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছে। এক ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সমস্ত শিক্ষাকে অমান্য-উপেক্ষা করে চলে, তার পরিণাম তো জাহান্নামই হবে। আর যে জাহান্নামবাসী হবে সে চরম হতভাগা ছাড়া আর কি হতে পারে। অপর ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রদর্শিত পথে চলে নিঃস্বার্থভাবে তাকে দেয়া সম্পদ সে পথে ব্যয় করে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে নেয়, সে-ই তো পরম মুত্তাকী, তার পরিণম তো আর হতভাগার মত হতে পারে না। অবশ্যই সে জান্নাতের অধিকারী হবে।

১০. এখানে পরম মুত্তাকী ব্যক্তির সুস্পষ্ট বিস্তৃত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে। মুত্তাকী ব্যক্তি নিজের অর্থ-সম্পদ যাদের কল্যাণে ব্যয় করে, তাদের নিকট সে পূর্ব থেকে তার উপর কৃত কোনো অনুগ্রহ জালে আবদ্ধ নয়, যার বদলা সে এখন দিচ্ছে। অথবা ভবিষ্যতে তাদের নিকট থেকে কোনো স্বার্থ উদ্ধার হবে, সেজন্য তাদেরকে উপহার-উপঢৌকন দিচ্ছে—ব্যাপার এমনও নয় ; বরং সে তার প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যই নিজের ধন-সম্পদ দুঃস্থ মানুষের কল্যাণে ব্যয় করে। আল্লাহর সন্তোষই তার একমাত্র লক্ষ।

এ ধরনের কাজের সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে হযরত আবু বকর (রা) কর্তৃক—নির্যাতিত গোলাম ও বাঁদীদের আযাদ করা, সেই সময় ইসলাম গ্রহণ করার অপরাধে মক্কার কাফের ধনিক শ্রেণী অসহায় গোলাম-বাঁদীদের উপর যে অকথ্য নির্যাতন চালাচ্ছিল তা থেকে তাদেরকে মুক্তি দানের জন্য হযরত আবু বকর (রা) নিজের অর্থ-সম্পদ অকাতরে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ব্যয় করেছিলেন।

১১. অর্থাৎ আল্লাহ অবশ্যই তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। অথবা, অচিরেই আল্লাহ তাঁকে এমন কিছু দেবেন যার ফলে সে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। এ দুটো অর্থই এখানে হতে পারে, আর দুটোই সঠিক।

সূরা আল লাইলের শিক্ষা

১. অত্র সূরায় আল্লাহ তাআলা রাত ও দিন এবং নর ও নারী—এ চারটি জিনিসের কসম করে পরবর্তীতে ৪নং আয়াতে বর্ণিত কথাটির গুরুত্ব বুঝিয়েছেন। সুতরাং আমাদেরকে ৪নং আয়াতে বর্ণিত কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করতে হবে।

২. সমগ্র মানব জাতির চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও শ্রম-সাধনা দুটো পরস্পর বিরোধী পথে পরিচালিত। পথ যেহেতু দুটো এবং বিপরীত দিকে চলে গেছে ; সুতরাং এ দু' পথের পথিকরা একই গন্তব্যে পৌঁছবে না, পৌঁছতে পারে না। অতএব আমাদেরকে এখান থেকেই আমাদের গন্তব্যস্থল স্থির করে নিতে হবে।

৩. একটি পথের যাত্রীদের বৈশিষ্ট্য হলো—যারা তাদেরকে প্রদত্ত সম্পদ থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আল্লাহর দেখানো খাতে ব্যয় করে, সর্বকাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির ভয় মনে রাখে, আর যা কিছু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মতে উত্তম ও সুন্দর তাকেই সত্য হিসেবে গ্রহণ করে। অতএব আমাদেরকেও এ বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন করতে হবে।

৪. উল্লিখিত পথে চলার পূর্বে পথটিকে যতই কঠিন ও দুর্গম মনে হোক না কেন, প্রকৃতপক্ষে এ পথে চলাই সহজ ও সর্বদিক থেকে নিরাপদ। কারণ আমরা যদি এ পথে চলার জন্য নিজেরা সিদ্ধান্ত নিয়ে এগিয়ে চলি, তবে আল্লাহ বলেছেন যে, তিনি স্বয়ং এ পথে চলাকে সহজ করে দেবেন। আমাদেরকে শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও যাত্রা শুরু করতে হবে।

৫. বিপরীত পথের যাত্রীদের বৈশিষ্ট্য হলো—তারা তাদেরকে দেয়া ধন-সম্পদ আল্লাহর দেখানো জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতে কার্পণ্য করে ; নিজেদের কোনো কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির কোনো পরওয়া করে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত উত্তম ও সুন্দর বিষয়গুলোকে সত্য বলে মেনে নেয় না। অবশ্যই এ পথে চলতে চাইলে তাও আল্লাহ সুযোগ করে দেবেন। আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে যেন এসব বদগুণ আমাদের মধ্যে সৃষ্টি না হয় ; আর পূর্ব থেকে এসব যদি আমাদের মধ্যে থেকেও থাকে, তাহলে তা পরিত্যাগ করতে হবে।

৬. আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে যে, দুনিয়ার সম্পদের আখেরাতে কোনো কানাকড়িও মূল্য নেই। সম্পদ যদি আখেরাতের চিরন্তন জীবনে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে রক্ষাই না করতে পারে, তা হলে তা কোনো কাজেই আসবে না। বরং তখন তা শাস্তির মাত্রা বাড়িয়ে দেবে।

৭. স্মরণ রাখতে হবে ইহকাল-পরকাল উভয়ের একচ্ছত্র মালিকানা আল্লাহর। সুতরাং তাঁর আওতা ছেড়ে অন্য কোথাও পালাবার কোনো পথ নেই। পথতো শুধুমাত্র উল্লিখিত দুটোই। সুতরাং সময় থাকতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দেখানো পথেই চলা সর্বদিক থেকে বুদ্ধিমানের কাজ।

৮. স্মরণ রাখতে হবে জাহান্নামে প্রবেশকারীদের মত হতভাগ্য আর কেউ হবে না। আল্লাহর নিকট সাহায্য চাইতে হবে, যেন এ ধরনের হতভাগ্য আমাদের না হতে হয়।

৯. যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে সেই হতভাগাই জাহান্নামে প্রবেশ করবে ; অপর দিকে যে সকল প্রকার দুনিয়াবী স্বার্থ থেকে মুক্ত হয়ে কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের লক্ষে তার সকল চেষ্টা-সাধনা নিয়োজিত করবে, সেই জাহান্নাম থেকে মুক্তি অর্জন করবে।

১০. এমন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ অবশ্যই সন্তুষ্ট হবেন এবং আল্লাহ তাঁকে এমন নিয়ামত দান করবেন যাতে সেও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।

❐

সূরা আদ দ্বোহা
আয়াত ঃ ১১
রুকূ' ঃ ১

নামকরণ

অন্য অনেক সূরার মত এ সূরারও প্রথম শব্দটিকেই এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

আলোচ্য বিষয় থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাক্কী জীবনের প্রথম দিকে এ সূরা নাযিল হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি ক্রমাগত ওহী আসতে থাকলে তাঁর স্নায়ু তা সহ্য করতে সক্ষম হতো না ; তাই আল্লাহ তাআলা ওহী নাযিলের ধারাবাহিকতায় কিছুটা বিরতী দেয়ার মাধ্যমে তাঁকে আরাম ও প্রশান্তি দেয়ার উদ্দেশ্যে কয়েক দিন ওহী নাযিল বন্ধ রাখলেন; কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর মনে আশংকা সৃষ্টি হলো যে, আল্লাহ বুঝি তাঁর কোনো কাজে অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন। এজন্য তাঁকে সান্ত্বনা দেয়ার উদ্দেশ্যে এ সূরা নাযিল হয়েছে। নবুওয়াতের প্রথম দিকে এ অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল।

আলোচ্য বিষয়

ওহী নাযিলের ধারবাহিকতায় মাঝখানে কয়েক দিনের বিরতীর কারণে রাসূলুল্লাহ (স)-এর মনে যে পেরেশানী সৃষ্টি হয়েছিল, সে জন্য তাঁকে সান্ত্বনা দেয়াই এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয়। আল্লাহ তাআলা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে এরশাদ করেছেন যে, আপনার প্রতিপালক আপনাকে পরিত্যাগ করেননি এবং আপনার প্রতি তিনি অসন্তুষ্টও নন। দীনের দাওয়াতের প্রথম পর্যায়ে আপনি যেসব সংকটের মুখোমুখি হচ্ছেন, ক্রমান্বয়ে পরবর্তীতে আপনি অবশ্যই উন্নত অবস্থায় পৌঁছবেন। কিছু দিনের মধ্যেই আল্লাহ আপনাকে এমন ফলাফল দেখাবেন যাতে আপনি খুশী হয়ে যাবেন।

তারপর মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় বন্ধু মুহাম্মাদ (স)-কে বলেন, আপনি পেরেশান হবেন না, আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া বা আপনাকে পরিত্যাগ করার মত কোনো কাজই আপনি করেননি। আপনার জন্মের দিন থেকেই তো আপনার প্রতি আমার রহমতের বারি বর্ষিত হয়ে আসছে, আপনি তো ইয়াতীম ছিলেন, আমিই তো আপনার আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছি। আপনি তো পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না, পথের সন্ধান তো আমিই আপনাকে দিয়েছি। আপনি তো নিঃস্ব ছিলেন, আপনাকে আমি সম্পদশালী করেছি। অতএব, আপনি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হবেন না ; সাহায্যপ্রার্থীদের প্রতি রূঢ় ব্যবহার করবেন না। আপনার প্রতিপালকের নিয়ামতের কথা প্রকাশ করুন।

রুকূ' ১ | ## ৯৩. সূরা আদ দোহা-মাক্কী | আয়াত ১১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

①وَالضُّحٰى ②وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ③مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ○

১. কসম আলোকোজ্জ্বল দিনের।[১] ২. কসম রাতের যখন তা গাঢ় আঁধারে ছেয়ে যায়।[২] ৩. আপনার প্রতিপালক আপনাকে মোটেই ছেড়ে যাননি এবং না তিনি বেজার হয়েছেন।[৩]

④وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ⑤وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ

৪. আর অবশ্যই আপনার জন্য পরবর্তী সময় অধিক উত্তম হবে পূর্ববর্তী সময় থেকে।[৪] ৫. আর অচিরেই আপনার প্রতিপালক আপনাকে এত দেবেন যে,

①وَ-কসম ; الضُّحٰى-(ال+ضحى)-আলোকোজ্জ্বল দিনের। ②وَ-কসম ; الَّيْلِ-(ال+ليل)-রাতের ; اِذَا-যখন ; سَجٰى-তা গাঢ় আঁধারে ছেয়ে যায়। ③مَا وَدَّعَكَ-(ماودع+ك)-আপনাকে মোটেই ছেড়ে যাননি ; رَبُّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালক ; وَ-এবং ; مَا قَلٰى-না তিনি বেজার হয়েছেন। ④وَ-আর ; لَلْاٰخِرَةُ-(ل+ال+اخرة)-অবশ্যই পরবর্তী সময় ; خَيْرٌ-অধিক উত্তম হবে ; لَكَ-আপনার জন্য ; مِنَ-থেকে ; الْاُوْلٰى-(ال+اولى)-পূর্ববর্তী সময়। ⑤وَ-আর ; لَسَوْفَ-অচিরেই ; يُعْطِيْكَ-(يعطى+ك)-আপনাকে এত দেবেন যে ; رَبُّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালক ;

১. 'দোহা' শব্দ দ্বারা উজ্জ্বল দিন বুঝানো হয়েছে। কেননা এর বিপরীতে রয়েছে অন্ধকারাচ্ছন্ন নিরব-নিশুতি রাত।

২. 'সাজা' দ্বারা গাঢ় আঁধারে ছেয়ে যাওয়া নিরব-নিশুতি রাত বুঝানো হয়েছে, যখন মানুষ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকে।

৩. হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, মোটামুটি একটি দীর্ঘ সময় রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর ওহী নাযিল বন্ধ থাকে। এ দীর্ঘ সময়টির পরিমাণ নিয়ে মুহাদ্দিসীনে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সে যা-ই হোক, এ সময়টা এতটুকু দীর্ঘ ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (স) মানসিভাবে ভেঙ্গে পড়েছিলেন। ওদিকে কাফেররাও এ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা শুরু করেছিল। কারণ কোনো নতুন সূরা নাযিল হলেই তিনি তা লোকদের শুনাতেন। তাই বেশ কিছুদিন থেকে তিনি যখন কোনো নতুন সূরা শুনাতে পারছেন না, তখন কাফেররা ভাবলো যে, মুহাম্মাদ (স)-এর নিকট এ কালাম যেখান থেকে আসতো তার উৎস বন্ধ হয়ে গেছে। এমনকি মুশরিকরা এও বলতে শুরু করলো যে, 'মুহাম্মাদের রব তাকে পরিত্যাগ করেছে।'

فَتَرْضٰى ۝٥ اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ۝٦ وَوَجَدَكَ ضَآلًّا

আপনি তখন খুশী হয়ে যাবেন।[৫] ৬. তিনি কি আপনাকে পাননি ইয়াতীম হিসেবে, অতপর তিনিই (আপনার) আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন।[৬] ৭. আর তিনি তো আপনাকে পথ তালাশকারী হিসেবে পেয়েছেন।

فَتَرْضٰى-আপনি তখন খুশী হয়ে যাবেন।⑥اَلَمْ يَجِدْكَ-(ا+لم يجد+ك)-তিনি কি আপনাকে পাননি ; يَتِيْمًا-ইয়াতীম হিসেবে ; فَاٰوٰى-অতএব তিনিই (আপনার) আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন।⑦وَ-আর ; وَجَدَكَ-(وجد+ك)-তিনি তো আপনাকে পেয়েছেন ; ضَآلًّا-পথ তালাশকারী হিসেবে ;

কেউ কেউ বলতে লাগলো যে, 'তাঁর রব তাঁর উপর বেজার হয়ে গেছে।' এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (স) অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত ও ব্যথিত হয়ে পড়েছিলেন। তখন আল্লাহ তাআলা সূরাটি নাযিল করে তাঁকে সান্ত্বনা দান করে এরশাদ করেছেন যে, আপনার প্রতিপালক আপনাকে পরিত্যাগ করেননি, আর না তিনি আপনার প্রতি বেজার হয়েছেন। ওহী নাযিল বন্ধ হওয়ার সাথে আপনার প্রতিপালকের সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির কোনো সম্পর্ক নেই। বরং মানুষের কল্যাণে যেমন দিনের পর রাত আসে, তেমনি ওহী নাযিলের ধারাবাহিতায়ও বিরতির প্রয়োজন বিধায় শুধুমাত্র বিরতি দেয়া হয়েছে। সুতরাং এতে আপনার মনোক্ষুণ্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই।

৪. এটি একটি আগাম সুসংবাদ। যখন সমগ্র আরব জাতি ছিল নবী করীম (স)-এর বিরোধী ও শত্রু। সত্যের এ অভিযানের সফলতার কোনো চিহ্নও কোথাও দেখা যাচ্ছিল না ; মক্কাতে নিভু নিভু করে জ্বলা ক্ষীণ আলোকে নিভিয়ে দেয়ার জন্য চারদিক থেকে প্রবল ঝড় উঠেছিল। এ সময়ই আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় রাসূলকে ভবিষ্যদ্বাণী শোনান যে, আপনার এ দীনী দাওয়াতের পরবর্তী প্রতিটি পর্যায় তার পূর্ববর্তী পর্যায় থেকে উত্তম হবে। আপনার শক্তি, সম্মান ও জনপ্রিয়তা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে। সাথে সাথে এখানে আল্লাহর এ ওয়াদাও শামিল রয়েছে যে, পরকালে রাসূলুল্লাহ (স) যে মর্যাদা লাভ করবেন, তা এ দুনিয়াতে প্রাপ্ত মর্যাদা থেকে অনেক বেশি হবে।

৫. এ আয়াতে প্রদত্ত ভবিষ্যদ্বাণী রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনকালেই বাস্তবায়িত হয়েছিল। আরবের দক্ষিণের সমুদ্র-উপকূল থেকে উত্তরে রোম সাম্রাজ্যের সিরিয়া ও পারস্য সাম্রাজ্যের ইরাক পর্যন্ত এবং পূর্বে পারস্য উপসাগর থেকে নিয়ে পশ্চিমে লোহিত সাগর পর্যন্ত সমগ্র আরব দেশ ইসলামী শাসনাধীনে চলে আসে। আরব ইতিহাসে সর্বপ্রথম এ ভূখণ্ড একটি সুসংবদ্ধ আইন ও শাসনের আওতাধীন আসে। কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর আওয়াজে সমগ্র জনপদ মুখরিত হয়ে উঠে। মুশরিকরা প্রাণপণ চেষ্টা করেও তাদের শিরকী ব্যবস্থা চালু রাখতে পারেনি। এতে করে ইসলামের বিজয়ের সামনে গণমানুষের আনুগত্যের মস্তক-ই অবনত হয়নি ; বরং তাদের মন-মগজেও এক বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। জাহেলিয়াতের চরম অন্ধকারে ডুবে থাকা একটি জাতি মাত্র

فَهَدٰى ۝٧ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنٰى ۝٨ فَأَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝٩

তখন তিনিই তো আপনাকে পথের সন্ধান দিয়েছেন।[৭] ৮. আর তিনি তো আপনাকে পেয়েছেন নিঃস্ব হিসেবে, তারপর তিনি আপনাকে সম্পদশালী করেছেন।[৮] ৯. অতএব আপনি ইয়াতীমদের প্রতি কঠোর হবেন না।[৯]

فَهَدٰى-(ف+هدى)-তখন তিনিই তো আপনাকে পথের সন্ধান দিয়েছেন। ⑧ وَ-আর ;
وَجَدَكَ-(وجد+ك)-তিনি তো আপনাকে পেয়েছেন ; عَائِلًا-নিঃস্ব হিসেবে ; فَأَغْنٰى-
(ف+اغنى)-তারপর তিনি আপনাকে সম্পদশালী করেছেন। ⑨ فَأَمَّا-অতএব ; الْيَتِيْمَ
-(ال+يتيم)-ইয়াতীমদের প্রতি ; فَلَا تَقْهَرْ-(ف+لا+تقهر)-আপনি কঠোর হবেন না।

তেইশ বছরে এরূপ পরিবর্তিত হতে পারে এমন আর একটি দৃষ্টান্তও ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না। রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তেকালের পরও বিজয়ের এ ধারা সামনে অগ্রসরমান ছিল। এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের এক বিরাট অংশে ইসলামের বিজয়-পতাকা উড্ডীন হয়েছিল। তৎকালীন দুনিয়ার দিকে দিকে ইসলামের প্রভাব বিস্তার লাভ করে। আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে তাঁর ওয়াদামত দুনিয়াতেই এটা দান করেছেন। আর পরকালে তো অবশ্যই তাঁকে এতকিছু দান করবেন যে, তা পেয়ে তিনি পরিতুষ্ট হবেন ; যা দুনিয়ার মানুষ কল্পনাও করতে সক্ষম নয়।

৬. অর্থাৎ আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়ার মত কোনো কাজই আপনি করেননি। আপনি যখন ইয়াতীম অবস্থায় দুনিয়াতে আগমন করেন, তখন থেকেই তো আপনার প্রতি আমি দয়া-অনুগ্রহ করে আসছি। রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্মের ৪ মাস পূর্বে তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন। ছয় বছর বয়সে তাঁর স্নেহময়ী আম্মাজানও ইন্তেকাল করেন। অতপর আট বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর দাদার স্নেহছায়ায় তিনি প্রতিপালিত হন। তারপর থেকে নবুওয়াত লাভের পরও দশ বছর পর্যন্ত চাচা আবু তালিব পাহাড় সম দৃঢ়তা নিয়ে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি এমন স্নেহশীল ছিলেন যে, কোনো পিতার পক্ষেও এর চেয়ে অধিক স্নেহশীল হওয়া সম্ভব নয়। সমগ্র জাতি যখন দীনের দাওয়াত দানের কারণে তাঁর শত্রু হয়ে গিয়েছিল তখন আবু তালিব তাঁর সাহায্য-সহায়তায় সুদৃঢ় প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে ছিলেন। অত্র আয়াতে সেদিকেই ইংগিত করা হয়েছে।

৭. 'দ্বল্লান' পথের সন্ধানরত অবস্থা। অর্থাৎ আপনি সঠিক পথটির সন্ধান করে ফিরছিলেন, আমিই তো সঠিক পথের সন্ধান আপনাকে দিয়েছি। এর অর্থ কোনো মতেই 'পথভ্রষ্টতা' হতে পারে না ; কারণ শৈশব থেকে নবুওয়াত লাভ পর্যন্ত তিনি কখনো মূর্তীপূজা, শিরক্ বা নাস্তিক্যবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। ইতিহাসে এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, তিনি কোনো একটি দিনও মুশরিকদের বিশ্বাস ও কর্মে শরীক হয়েছিলেন। মুশরিকদের বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ড যে সুস্পষ্ট ভ্রান্তি শৈশব থেকেই তিনি তা বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন।

⑩ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ⑪ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ○

১০. আর প্রার্থীকে তিরস্কার করবেন না।[১০] ১১. আর আপনি জানিয়ে দিন আপনার প্রতিপালকের (আপনাকে প্রদত্ত) নিয়ামত সম্পর্কে।[১১]

⑩ وَأَمَّا-আর ; السَّائِلَ-(ال+سائل)-প্রার্থীকে ; فَلَا تَنْهَرْ-(ف+لا+تنهر)-তিরস্কার করবেন না। ⑪ وَأَمَّا-আর ; بِنِعْمَةِ-(ب+نعمة)-নিয়ামত সম্পর্কে ; رَبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ; فَحَدِّثْ-(ف+حدث)-আপনি জানিয়ে দিন।

৮. রাসূলুল্লাহ (স) পৈতৃক সূত্রে একটি উটনী ও একজন বাঁদীর মালিক হয়েছিলেন। দারিদ্রের মধ্য দিয়েই তাঁর শৈশব ও কৈশোরকাল অতিবাহিত হয়। যৌবনে আরবের সবচেয়ে ধনী মহিলা খাদীজা (রা) তাঁর সততা ও আমানতদারীর সুখ্যাতি জেনে তাঁকে নিজ ব্যবসায়ের অংশীদার করে নেন। পরবর্তীতে খাদীজা তাঁর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তাঁর সমস্ত ব্যবসায়ের দায়িত্বভার রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাতে তুলে দেন। এভাবে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে মুখাপেক্ষীহীন করেন। তবে রাসূলের ধনাঢ্যতা শুধুমাত্র তাঁর স্ত্রীর সম্পদের উপরই নির্ভরশীল ছিল না ; বরং ব্যবসার উন্নতিতে তাঁর নিজ যোগ্যতা ও পরিশ্রম-ই অধিক ভূমিকা রাখে।

৯. অর্থাৎ আপনি ইয়াতীম ছিলেন। আল্লাহ তাআলা আপনাকে অতি উত্তমভাবে সহায়তা দান করে আপনার অবস্থার উন্নয়ন করেছেন। সুতরাং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা হিসেবে আল্লাহর ইয়াতীম বান্দাহর প্রতি আপনি সদাচরণ করবেন এবং তাদের প্রতি এমন আচরণ দেখাবেন যাতে তারা অন্তরে ব্যথা না পায়।

১০. 'প্রার্থী' দ্বারা দু' ধরনের প্রার্থী হতে পারে—(ক) কোনো দরিদ্র সাহায্য প্রার্থী, (খ) দীনের কোনো বিষয়ে জানতে আগ্রহী। এখানে দুটো অর্থই নেয়া যেতে পারে। আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে অভাবমুক্ত করে ধনী করেছেন, তার জবাবে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনি সাহায্য প্রার্থীকে তিরস্কার করবেন না। আর তিনি পথের সন্ধানকারী তাঁর নবীকে জ্ঞান দিয়ে পথের সন্ধান দিয়েছেন। তার জবাবে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনি কোনো লোক সে যত অজ্ঞ-মূর্খই হোক না কেন এবং দীনের কোনো বিষয়ে জানতে আগ্রহী হয়ে যে ধরনের প্রশ্নই সে করুক না কেন, আপনি তাকে তিরস্কার করবেন না।

১১. 'নিয়ামত' শব্দ দ্বারা এমন সব নিয়ামত বুঝানো হয়েছে যা আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে দান করেছেন। আর তিনি আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করেছেন এবং তাঁর জীবনের সর্বক্ষেত্রেই আল্লাহর নিয়ামতের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। মহানবী (স) তাঁর পবিত্র যবানের মাধ্যমে আল্লাহর নিয়ামতের স্বীকৃতি দিয়েছেন যে, তাঁকে যেসব নিয়ামত দান করা হয়েছে, তা সবই আল্লাহর অনুগ্রহের ফসল। তাঁর উপার্জনের ফল এসব নয়। তিনি তাঁর প্রতি অর্পিত দায়িত্ব নবুওয়াতরূপে নিয়ামতের প্রকাশ ঘটিয়েছেন দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে। তাঁর উপর নাযিলকৃত

কুরআনরূপ নিয়ামতের প্রকাশ ঘটিয়েছেন কুরআনের শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের হৃদয়কে আলোকিত করে। পথহারা মানুষকে সঠিক পথ দেখাতে গিয়ে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ভোগ ও অপরিসীম সবর অবলম্বনের মাধ্যমে তাঁর হেদায়াত লাভের মত নিয়ামতের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। ইয়াতীমদের অভিভাবকত্ব গ্রহণের মাধ্যমে ইয়াতীম হিসেবে তাঁর প্রতি কৃত আল্লাহর নিয়ামতের প্রকাশ করেছেন। আল্লাহ তাআলা এ একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যের মাধ্যমে মানুষের প্রতি বর্ষিত আল্লাহর অগণিত-অসংখ্য নিয়ামতের শুকরিয়া স্বরূপ মৌখিকভাবে ও ব্যবহারিকভাবে তার প্রকাশ করার নির্দেশ এ আয়াতে দান করেছেন।

সূরা আদ দোহার শিক্ষা

১. মানব জীবনে সুদিন ও দুর্দিন উভয়ই মানুষের কল্যাণের জন্যই আল্লাহ তাআলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। রাত ও দিন যেমন মানব কল্যাণেই নির্ধারিত, তেমনি সুখ ও দুঃখ আল্লাহ তাআলার একটি স্বাভাবিক নিয়ম। সুতরাং সুখের সময় যেমন আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে হবে, দুঃখের সময়ও আল্লাহর নিকট তাওবা-ইস্তিগফার করতে হবে—ভেঙে পড়া যাবে না।

২. সকল অবস্থায়ই দীনের দাওয়াতের কাজ জারী রাখতে হবে। মনে রাখা দরকার একনিষ্ঠতার সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যেতে থাকলে আল্লাহ অবশ্যই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাবেন। আমাদেরকে নিরাশ হলে চলবে না।

৩. দুঃসময়ের কথা স্মরণে রেখে সুসময়ের সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে।

৪. ইয়াতীমদের প্রতি কোমল আচরণ দেখাতে হবে এবং যথাসাধ্য সাহায্য-সহায়তা দান করতে হবে।

৫. প্রার্থীকে সে সাহায্যপ্রার্থী হোক বা দীন সম্পর্কে কোনো কিছু জানতে আগ্রহী কোনো লোক হোক—বিরক্তি প্রকাশক কোনো কথা বলা যাবে না ; তার প্রার্থীত জিনিস দেয়া সম্ভব না হলে বিনয়ের সাথে অক্ষমতা তাকে জানাতে হবে।

৬. আল্লাহ প্রদত্ত অগণিত নিয়ামতের শুকরিয়া সকল অবস্থায় মৌখিক ও ব্যবহারিকভাবে প্রকাশ করে নিয়ামতের হক আদায় করতে হবে।

সূরা আল ইনশিরাহ
আয়াত ঃ ৮
রুকূ' ঃ ১

নামকরণ

'আলাম নাশরাহ' কথাটি সূরার প্রথম বাক্যের অংশ এবং এটাকেই সূরাটির নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের উপলক্ষ

রাসূলুল্লাহ (স)-এর দাওয়াতের প্রাথমিক অবস্থায় গরীব, অসহায় দাস-দাসী ও নিরীহ নর-নারীগণই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। আরবের উল্লেখযোগ্য ধনী ও প্রভাবশালী লোকেরা তখনো ইসলাম গ্রহণে এগিয়ে আসেনি। এমতাবস্থায় মুশরিকরা মুসলমানদের দারিদ্র ও দুরবস্থা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো, যাতে রাসূলুল্লাহ (স) ও মু'মিনগণ সংকোচ বোধ করতেন। আল্লাহ তাআলা এ সূরা নাযিল করে তাঁদের মানসিক দুর্বলতা দূর করেছেন এবং তাঁদেরকে সান্ত্বনা দান করেছেন।

আলোচ্য বিষয়

রাসূলুল্লাহ (স)-কে সান্ত্বনা দান করাই এ সূরার উদ্দেশ্য ও মূল আলোচ্য বিষয়। যে মহান ব্যক্তি সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর পর্যন্ত তৎকালীন আরব সমাজে অত্যন্ত বিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাভাজন মানুষ হিসেবে মশহূর ছিলেন, সেই একই ব্যক্তিত্ব নবুওয়াত লাভ ও ইসলামী দাওয়াতের কাজ শুরু করার পর সমাজের শত্রুতে পরিণত হয়ে গেলেন। পথে-ঘাটে ও হাটে-বাজারে, আত্মীয়-স্বজন এবং পাড়া-প্রতিবেশির নিকট তিনি ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও অপমানজনক আচরণ পেতে লাগলেন। অথচ ইতিপূর্বে এসব লোকেরা তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসতো। তারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে বাধার প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দিল। প্রাথমিক অবস্থায় তাঁর নিকট এটা খুবই কঠিন ও নিরুৎসাহব্যঞ্জক মনে হতো। এজন্য এ সূরার মাধ্যমে তাঁকে সান্ত্বনা-বাণী শুনানো হয়েছে। ইতিপূর্বে সূরা আদ দোহায়ও তাঁকে অনুরূপভাবে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে।

এ সূরায় আল্লাহ তাআলা তাঁকে বলেন যে, আল্লাহ আপনাকে তিনটি বড় বড় নিয়ামত দান করেছেন। অতএব নিরুৎসাহ ও দুঃখ-ভারাক্রান্ত হবার কোনো কারণ নেই। সেই তিনটি জিনিস হলো—(১) শরহে সদর বা বক্ষ-বিদারণ-এর নিয়ামত। (২) নবুওয়াত-পূর্বকালীন দুশ্চিন্তা থেকে ওহী নাযিলের মাধ্যমে তাঁকে মুক্তিদানের মতো নিয়ামত। (৩) তাঁর যিকর তথা স্মরণকে উচ্চ ও ব্যাপক করার নিয়ামত, যা ইহকাল-পরকালে অন্য কাউকে দেয়া হয়নি।

অতপর আল্লাহ এ বলে তাঁকে সান্ত্বনা দান করেন যে, বর্তমানের এ দুঃসময় খুব শীঘ্র কেটে যাবে।

সুতরাং সূরার শেষাংশে তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, প্রাথমিক অবস্থার এসব সংকটের মুকাবিলায় তাঁকে একটি কাজ করতে হবে, আর তাহলো—যখনই তিনি দৈনন্দিন ব্যস্ততা থেকে মুক্ত হবেন, তখনই তিনি ইবাদাত-বন্দেগীতে নিমগ্ন হয়ে যাবেন। আর সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে একমাত্র আল্লাহর সাথেই সম্পর্ক গড়ে তুলবেন।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর গৌরব-মহত্ত্বের সর্বোত্তম বিবৃতিই এ সূরার বিশেষত্ব। সেই সাথে তাঁর অলৌকিক আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং অনুপম নৈতিক ও দৈহিক পবিত্রতার বিষয়ও এ সূরায় বিশেষভাবে বিবৃত হয়েছে। তিনি যে প্রকৃত অর্থেই সাইয়েদুল মুরসালীন তথা নবীগণের সরদার, এ সকল নিদর্শনই তার প্রমাণ।

❒

রুকূ' ১ | **৯৪. সূরা আল ইনশিরাহ-মাক্কী** | আয়াত ৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

① أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ② وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ○ ③ الَّذِىٓ أَنْقَضَ

১. (হে নবী!) আমি কি প্রশস্ত করে দেইনি আপনার জন্য আপনার বক্ষদেশকে ?[১] ২. আর আমি অপসারণ করেছি আপনার উপর থেকে আপনার বোঝা। ৩. যা ভেঙে দিচ্ছিল

ظَهْرَكَ ④ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ⑤ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ⑥ إِنَّ

আপনার পিঠকে।[২] ৪. আর আপনার জন্যই আপনার খ্যাতিকে আমি করেছি সমুন্নত।[৩] ৫. সুতরাং কষ্টের সাথেই রয়েছে নিশ্চিত স্বস্তি।[৪] নিশ্চয়

① أَلَمْ نَشْرَحْ-(ا+لم نشرح)-আমি কি প্রশস্ত করে দেইনি ; لَكَ-আপনার জন্য ; صَدْرَكَ-(صدر+ك)-আপনার বক্ষদেশকে। ②وَ-আর ; وَضَعْنَا-আমি অপসারণ করে দিয়েছি ; عَنْكَ-(عن+ك)-আপনার উপর থেকে ; وِزْرَكَ-(وزر+ك)-আপনার বোঝা। ③ الَّذِىٓ-যা; أَنْقَضَ-ভেঙে দিচ্ছিল ; ظَهْرَكَ-(ظهر+ك)-আপনার পিঠকে। ④وَ-আর ; رَفَعْنَا-আমি সমুন্নত করেছি ; لَكَ-আপনার জন্যই ; ذِكْرَكَ-(ذكر+ك)-আপনার খ্যাতিকে। ⑤ فَإِنَّ-(ف+ان)-সুতরাং নিশ্চিত ; مَعَ-সাথেই রয়েছে ; الْعُسْرِ-(ال+عسر)-কষ্টের ; يُسْرًا-স্বস্তি। ⑥ إِنَّ-নিশ্চয় ;

১. 'শারহে সদর'-এর অর্থ ব্যক্তির বুকে প্রবল সাহস ও বলিষ্ঠ মানসিকতা সৃষ্টি করে দেয়া। যেন সে বড় বড় অভিযান পরিচালনা ও দুঃসাধ্য কাজ সম্পাদনে এক বিন্দু কুণ্ঠাবোধ না করে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর 'শারহে সদর'-এর অর্থ নবুওয়াতের মহান দায়িত্ব পালনে তাঁর অন্তরে সুদৃঢ় মানসিকতা সৃষ্টি করা। এ সুদৃঢ় মানসিকতা ও অপূর্ব সাহসিকতার সাহায্যেই তিনি চরম মূর্খ ও বর্বর মুশরিক সমাজে নির্ভিকভাবে একাই ইসলামের দাওয়াত নিয়ে মাথা উঠিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

নবুওয়াত লাভের পূর্বে তিনি তৎকালীন সমাজে প্রচলিত সকল ধর্মমতকে ভুল ও মিথ্যা মনে করতেন ; কিন্তু তিনি নিজেও সত্য পথের সন্ধান জানতেন না, যার ফলে তিনি সর্বদা উদ্বিগ্ন, কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও সংকুচিত অন্তর থাকতেন। নবুওয়াত ও হিদায়াত দান করে আল্লাহ তাআলা তাঁর সেই সংকোচ দূর করে দেন এবং তাঁর অন্তরকে উন্মুক্ত ও প্রশস্ত করে দেন। প্রশ্নবোধক বাক্যাকারে আল্লাহ তাআলা সেদিকেই ইংগীত করেছেন।

২. 'বিযরুন' অর্থ দুর্বহ বোঝা। এর দ্বারা তাঁর নিজের জাতির মূর্খতা ও জাহেলী কর্মকাণ্ড

مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝٦ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۝٧ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝٨

কষ্টের সাথেই স্বস্তি রয়েছে। ৭. কাজেই যখনই আপনি অবসর পাবেন, (ইবাদাতের জন্য) কঠোর সাধনায় তখনই আত্মনিয়োগ করুন। ৮. আর আপনার প্রতিপালকের দিকে তখনই মনোনিবেশ করুন।[৫]

مَعَ-সাথেই রয়েছে ; الْعُسْرِ-(ال+عسر)-কষ্টের ; يُسْرًا-স্বস্তি। ⑦ فَاِذَا-(ف+اذا)-কাজেই যখনই ; فَرَغْتَ-আপনি অবসর পাবেন ; فَانْصَبْ-(ف+انصب)-কঠোর সাধনায় আত্মনিয়োগ করুন।⑧ وَ-আর ; اِلٰى-দিকে ; رَبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ; فَارْغَبْ-(ف+ارغب)-তখনই মনোনিবেশ করুন।

দেখে তাঁর মন যেভাবে দুঃখ-বেদনা, দুশ্চিন্তা ও মর্মবেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল তাই এখানে বুঝানো হয়েছে। তাঁর জাতি যেভাবে মূর্তীপূজা, শিরক, কুসংস্কার, নির্লজ্জতা, যুল্ম-নিপীড়ন, নিজেদের মধ্যকার প্রতিশোধমূলক লড়াই এবং মেয়েদেরকে জীবন্ত কবর দেয়া ইত্যাদিতে ডুবে আছে, তা থেকে জাতিকে রক্ষা করার কোনো পথ তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। এ কঠিন দুর্বহ চিন্তার বোঝা তাঁর পিঠকে ভেঙে দিচ্ছিল। আল্লাহ তাআলা নবুওয়াত দানের মাধ্যমে হেদায়াতের পথ দেখিয়ে তাঁর উপর থেকে এ চিন্তার বোঝা নামিয়ে দিয়েছেন। নবুওয়াত পাওয়ার পর তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের উপর ঈমান এবং তার আলোকে জীবনকে সংশোধন করে নেয়ার মধ্যেই রয়েছে সকল সমস্যার সমাধান। আর এটাই তাঁর উপর থেকে মানসিক দুশ্চিন্তার দুর্বহ বোঝার ভার হালকা করে দিয়েছিল। আল্লাহ তাআলা এখানে সেদিকেই ইংগিত করেছেন।

৩. রাসূলুল্লাহ (স)-এর যশ-খ্যাতিকে সমুন্নত করা একটি সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী। যখন এ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় তখন কেউ ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেনি যে, একজন নিঃসঙ্গ লোক যার সাথে হাতেগোণা মুষ্টিমেয় গরীব ও সহায়-সম্বলহীন লোক রয়েছে, তার সুনাম-সুখ্যাতি সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়বে। আল্লাহ তাআলা আশ্চর্যজনকভাবে এ সুসংবাদটি বাস্তবায়ন করেছেন।

এ 'রাফ্‌ই যিক্‌র' তথা যশ-খ্যাতি সমুন্নত হওয়া চারটি স্তরে হয়েছে ঃ

এক ঃ তাঁর শত্রুদের সাহায্যেই আল্লাহ তাআলা তাঁর খ্যাতিকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিলেন। নবুওয়াতের প্রথম পর্যায়ে মক্কায় হজ্জ করতে আসা লোকদের নিকট মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (স) সম্পর্কে বদনাম গেয়ে বেড়াতো, যাতে কেউ তাঁর অনুসারী না হয় ; কিন্তু এতে ফল হলো বিপরীত। বিরুদ্ধবাদীদের মুখে তাঁর নাম যত্রতত্র প্রচার হতে লাগলো। তিনি একজন আলোচিত ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়ে গেলেন। মানুষের মনে তাঁর সম্পর্কে জানার কৌতূহল সৃষ্টি হলো। তাঁকে জানার জন্য যারাই তাঁর সংস্পর্শে আসলো তাদের বেশীর ভাগই দীনের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করলো।

দুই ঃ রাসূলুল্লাহ (স) যখন মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলেন, তখনও এ

বিরুদ্ধবাদীরা তাঁর দুর্নাম রটাতে থাকলো। অথচ আল্লাহর প্রতি আনুগত্য, সামাজিক ন্যায়-নীতি, সাম্য, সততা ও সর্বোত্তম সামাজিকতা এ নবগঠিত রাষ্ট্রের মূলনীতি হওয়ার কারণে এর প্রতি গণমানুষের মন ভীষণভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল। যার ফলে তাঁর নাম-যশ মানুষের মুখে মুখে আরও ছড়িয়ে পড়লো।

তিন ঃ খিলাফতে রাশেদার আমলে এবং সাহাবায়ে কেরামের যুগে তাঁর নাম-যশ ব্যাপকভাবে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল।

চার ঃ সাহাবায়ে কিরামের পরবর্তী যুগ থেকে নিয়ে বর্তমান কাল পর্যন্ত সারা দুনিয়ার দেশে দেশে মুসলমানগণ অত্যন্ত ভক্তিশ্রদ্ধা সহকারে তাঁর নাম উচ্চারণ করে এবং কেয়ামত পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে এ ধারা চালু থাকবে। তাছাড়া যখনই আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় তখনই তাঁর নামও উচ্চারিত হয়। আর এভাবেই আল্লাহ তাআলা তাঁর নামের খ্যাতিকে সমুন্নত করেছেন।

৪. 'কষ্টের সাথেই স্বস্তি রয়েছে'—একথাটি পরপর দুবার বলা হয়েছে। এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ (স)-কে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, কষ্ট-কাঠিন্যের পরপরই স্বস্তির অবস্থান। আর এ দুটো এমনই কাছাকাছি যে, কষ্টকে স্বস্তি থেকে আলাদা করা যায় না।

৫. অর্থাৎ নিজের নিত্য-নৈমিত্তিক ও প্রতি মুহূর্তের ব্যস্ততা থেকে আপনি যখন অবসর পাবেন—তা ইসলামী দাওয়াত ও প্রচারমূলক ব্যস্ততা হোক, অথবা ইসলাম গ্রহণকারী লোকদের শিক্ষা-প্রশিক্ষণমূলক কাজের ব্যস্ততা হোক, কিংবা হোক তা নিজের পারিবারিক ও ঘর-সংসার কাজ-কর্মের ব্যস্ততা—তা থেকে অবসর পেলেই আপনি আর একটি ইবাদাতের প্রস্তুতি নিয়ে নেবেন যাতে কোনো সময়ই বিনা ইবাদাতে চলে না যায়।

সূরা আল ইনশিরাহর শিক্ষা

১. আল্লাহ তাআলা এ সূরার মাধ্যমে তাঁর প্রিয় রাসূলকে সান্ত্বনা দান করেছেন। মানবিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তিনি ছিলেন সর্বযুগের সর্বজন স্বীকৃত সর্বোত্তম মানুষ, তথাপি আল্লাদ্রোহী শক্তি তাঁকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিয়েছে এর একমাত্র কারণ ছিল—মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকা। তাই আল্লাহর পথের পথিকদের জন্য এ পথের বিকল্প পথ নেই, এটাই চিরন্তন শিক্ষা।

২. বর্তমান কালেও দেখা যায় যে, সার্বিক দিক থেকে সমাজের একজন ভাল লোক যখনই দীনের দাওয়াতের কাজে আত্মনিয়োগ করে, তখনই তার বিরুদ্ধে শয়তানী শক্তির পক্ষ থেকে শুরু হয়ে যায় নানারূপ মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা ও ষড়যন্ত্র। সত্যের দাওয়াতের সত্য হওয়ার প্রমাণ হলো বাতিলের বিরোধিতা।

৩. দুনিয়াতে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ-কষ্ট অথবা নিরবচ্ছিন্ন শান্তি নেই। দুঃখ-কষ্ট ও শান্তি-স্বস্তি একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। সুতরাং দুঃখের পরই আসে সুখ। আবার সুখের পরও রয়েছে দুঃখের অবস্থান।

৪. রাসূলুল্লাহ (স)-এর নাম ও তাঁর স্মরণকে সমুন্নত করার যে ভবিষ্যদ্বাণী এ সূরায় আল্লাহ তাআলা করেছেন তা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছে। বর্তমানকালেও তাঁর নাম দুনিয়াতে সবচেয়ে

অধিক স্মরণ করা হচ্ছে ; এমনকি কোনো একটি মুহূর্তও এমন যায় না যে মুহূর্তে তাঁর নাম উচ্চারিত হয় না। কেয়ামত পর্যন্ত এ ধারাবাহিকতা চলতে থাকবে।

৫. মু'মিনদেরকে সদা-সর্বদা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের স্মরণকে মনে জাগরুক রাখতে হবে। সকল কাজের ফাঁকে বা একটি ইবাদাত শেষ হওয়ার পর যখন অবসর পাওয়া যাবে তখনও সে সময়টাকে আল্লাহর স্মরণে ব্যয় করতে হবে ; যাতে জীবনের কোনো একটি মুহূর্তও ইবাদাতহীন অবস্থায় না কাটে।

৬. মু'মিনদেরকে অবশ্যই নিজের সকল দুনিয়াদারীকে দীনদারীতে পরিবর্তিত করতে হবে, তা হলেই আল্লাহ তাআলার মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফলভাবে বাস্তবায়িত হবে।

❑

সূরা আত ত্বীন
আয়াত ঃ ৮
রুকূ' ঃ ১

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দটি দ্বারাই তার নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

কিছু কিছু মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতে এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ প্রাথমিককালের সূরাগুলোর অন্যতম। 'হাযাল বালাদিল আমীন' (এ নিরাপদ শহরটি) কথাটি দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। মদীনায় অবতীর্ণ হলে মক্কা সম্পর্কে 'এ শহরটি' বলা হতো না। তাছাড়া সূরার বিষয়বস্তুও মাক্কী সূরাসমূহের বিষয়বস্তুর সাথেই সামঞ্জস্যশীল।

আলোচ্য বিষয়

তিনটি প্রধান ধর্ম ইহুদী, খৃস্টান ও মুসলমানদের ধর্ম-কর্মের উৎপত্তি ও বিকাশস্থল তিনটি শহরের এবং সিনাই পর্বতের কসম করে আল্লাহ তাআলা ভাল কাজের সুফল ও মন্দ কাজের কুফল সম্পর্কে এ সূরায় আলোচনা করেছেন। 'তীন', 'যায়তূন' ও 'বালাদিল আমীন'-এ তিনটি শহর হলো নবী-রাসূলদের আবির্ভাব ও বিকাশের স্থান। আর সিনাই পর্বতে মূসা (আ) আল্লাহর ওহী লাভ করেছিলেন এবং আল্লাহর সাথে কথোপকথন করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা শহর তিনটি ও সিনাই পর্বতের কসম করে বলছেন যে, তিনি মানুষকে অতি উত্তম আকার-আকৃতি বিশিষ্ট ও সুঠাম করে সৃষ্টি করেছেন। নবুওয়াতের মত অতি উচ্চ পদমর্যাদায় মানুষকেই অভিষিক্ত করেছেন।

অতপর বলা হয়েছে যে, এ শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষই মন্দ কাজে নিজেকে জড়িয়ে নৈতিক অধঃপতনের এত নিম্নস্তরে পৌছে যায় যে, এতো নিম্নস্তরে অন্য কোনো সৃষ্টি পৌছতে পারে না। তবে যারা ঈমান ও নেক আমলের পথ অবলম্বন করে, তারাই একমাত্র এ অধঃপতন থেকে রক্ষা পেয়ে নিজেদের উচ্চমর্যাদা রক্ষা করতে পারে। মানুষের সমাজে এ দু' ধরনের বাস্তব অবস্থা দেখতে পাওয়া যায়।

উপরোক্ত বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে বলা হয়েছে যে, যেহেতু মানুষের মধ্যে পরস্পর বিরোধী এ দু' স্বভাবের মানুষ রয়েছে, তখন মানুষের কর্মফলকে কিভাবে অস্বীকার করা যেতে পারে ? অধপতনের নিম্ন স্তরে পতিত লোকদের কাজের কোনো শাস্তি এবং

ঈমান ও সৎকর্মের কোনো পুরস্কার যদি নাই দেয়া হয়। তাহলে আল্লাহর আদালতে বে-ইনসাফী অবিচার প্রমাণিত হয় ; অথচ আল্লাহ্ তো 'আহকামুল হাকেমীন' তথা সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক।

অতএব এটাই প্রমাণিত যে, আল্লাহ্ তাআলা অধপতিতদেরকে যথাযথ শাস্তি দেবেন এবং ঈমান ও সৎকর্মের দ্বারা উচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্তদেরকে যথাযথ পুরস্কার দান করবেন।

❑

রুকূ' ১

৯৫. সূরা আত তীন-মাক্কী

আয়াত ৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

۝١ وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ۝٢ وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ۝٣ وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ۝

১. কসম তীন ও যায়তুনের।[১] ২. কসম তূরে সাইনার।[২]
৩. কসম এ নিরাপদ নগরীর।

۝٤ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۝٥ ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ۝

৪. নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুন্দরতম গঠনে।[৩] ৫. তারপর আমি তাকে ফিরিয়ে নেই হীনতম রূপে—হীনতাগ্রস্ত ব্যক্তিদের থেকেও।[৪]

①وَ-কসম ; التِّيْنِ-দামেস্ক শহরের অথবা 'তীন' নামক ফলের ; وَ-ও ; الزَّيْتُوْنِ-বায়তুল মাকদিসের অথবা 'যায়তূন' নামক ফলের। ②وَ-কসম ; طُوْرِ سِيْنِيْنَ-সিনাই পর্বতের। ③وَ-কসম ; هٰذَا-এই ; الْبَلَدِ-(ال+بلد)-শহরের ; الْاَمِيْنِ-(ال+امين)-নিরাপদ। ④لَقَدْ خَلَقْنَا-(ل+قد خلقنا)-নিশ্চয়ই আমি সৃষ্টি করেছি ; الْاِنْسَانَ-(ال+انسان)-মানুষকে ; فِيْ اَحْسَنِ-(فى+احسن)-সুন্দরতম ; تَقْوِيْمٍ-গঠনে। ⑤ثُمَّ-তারপর ; رَدَدْنٰهُ-(رددنا+ه)-আমি তাকে ফিরিয়ে নেই ; اَسْفَلَ-হীনতমরূপে ; سٰفِلِيْنَ-হীনতাগ্রস্ত ব্যক্তিদের থেকেও।

১. 'তীন' ও 'যায়তূন' দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে তাফসীরকারদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন—এ দুটো শব্দ দ্বারা দুটো ফলের নাম বুঝানো হয়েছে। আবার কেউ বলেন—'তীন' দ্বারা দামেশ্‌ক ও 'যায়তূন' দ্বারা বায়তুল মাকদিস বুঝানো হয়েছে। কারো মতে, এ শব্দদ্বয় দ্বারা তীন ও যায়তূন ফল উৎপাদন-এলাকা তথা সিরিয়া ও ফিলিস্তীনকে বুঝানো হয়েছে। এসব মতপার্থক্যের কারণ হলো—রাসূলুল্লাহ (স)-এর পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে কোনো ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। কারণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর দেয়া ব্যাখ্যার পরে অন্য কোনো মতামত পেশ করার কোনো সুযোগ নেই। এসব মতামতের মধ্যে যে মত পরবর্তী কথার সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যশীল সেটাই অধিকতর সঠিক বলে মনে হয়। আর তাহলো 'তীন' ও 'যায়তূন' ফল উৎপাদন এলাকা সিরিয়া ও ফিলিস্তীন। 'তীন' দ্বারা সিরিয়া এবং 'যায়তূন' দ্বারা ফিলিস্তীন উদ্দেশ্য। তবে পরবর্তী দুটো কসমকৃত স্থান তথা 'তূরে সাইনা' ও 'এ নিরাপদ শহরে' মক্কার সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যশীল অর্থ এটাই মনে হয় যে, 'তীন' দ্বারা দামেশ্‌ক শহর যা অনেক নবীর উৎপত্তি ও বিকাশস্থান

⑥ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝

৬. তবে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে (এমন) পুরস্কার—(যা) নিরবচ্ছিন্ন।[৫]

⑥ الَّا-তবে ; الَّذِينَ-যারা ; اٰمَنُوا-ঈমান এনেছে ; وَ-এবং ; عَمِلُوا-করেছে ; الصّٰلِحٰتِ-সৎকাজ ; فَلَهُمْ-(ف+لهم)-তাদের জন্য রয়েছে ; أَجْرٌ-এমন পুরস্কার ; غَيْرُ مَمْنُونٍ-(غير+ممنون)-নিরবচ্ছিন্ন।

আর 'যায়তূন' দ্বারা বায়তুল মাকদিস—এটাও অনেক নবীর আবির্ভাব ও বিকাশ লাভের স্থান হিসেবে সুপরিচিত।

২. 'তূরে সীনীন' দ্বারা সিনাই উপদ্বীপ বুঝানো হয়েছে। এটাকে 'তূরে সাইনা'ও বলা হয়। 'তূরে সীনীন' ও তার অপর একটি নাম। তূর পর্বত এ উপদ্বীপেই অবস্থিত।

৩. যে কথাটি বলার জন্য তীন, যায়তূন, তূরে সীনীন ও নিরাপদ শহর-এর কসম করা হয়েছে তাহলো "নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুন্দরতম গঠনে।" মানুষ আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। শারীরিক গঠন-কাঠামো, চিন্তা-উপলব্ধি ও জ্ঞান-বুদ্ধিতে তাকে অন্য সকল সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। নবুওয়াতের মতো শ্রেষ্ঠ পদমর্যাদায় ভূষিত করাই তার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ। নবী-রাসূলদের সাথে সম্পর্কিত স্থানসমূহের কসম করার মাধ্যমে মানুষের সর্বোত্তম ও সুন্দরতম কাঠামোয় সৃষ্টি হওয়ার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। নবী-রাসূলগণ ছিলেন শ্রেষ্ঠতম মানুষ। তাঁরা মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর গোলামী ও দাসত্ব গ্রহণ করার দাওয়াত দিয়েছেন। তাঁরা আল্লাহর কালামকে তথা আল্লাহর বিধানকে অন্য সকল বিধানের উপর প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামে নিজেদের জীবন কুরবান করেছেন। সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল এ মিশনকে পূর্ণতা দান করেছেন। তাই কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ দুনিয়াতে আসবে তাদের মধ্যে যারাই শ্রেষ্ঠ নবীর এ মিশনের পতাকা নিয়ে এগিয়ে যাবে তারাই নিজেদের সুন্দরতম সৃষ্টি হওয়ার প্রমাণ পেশ করতে সক্ষম হবে ; সক্ষম হবে মানব জন্মের উদ্দেশ্য ও লক্ষ অর্জন করতে। অন্যথায় তারা নীচতা ও হীনতার নিম্নস্তরে পৌঁছে যাবে।

৪. অর্থাৎ মানুষকে অতীব উত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি হওয়ার পর মানুষ যখন তার দেহ ও মনের সমস্ত শক্তিকে অন্যায় ও পাপের পথে প্রয়োগ করে, আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের বিরোধিতায় নিজেকে নিয়োজিত করে, তখন আল্লাহ তাকে সেই খারাপ ও পাপ কাজেরই সুযোগ করে দেন। আল্লাহ তাআলা তাকে এ পথে নীচের দিকে নামাতে নামাতে অধপতনের এক চরম পর্যায়ে পৌঁছে দেন। যে নিম্নস্তরে কোনো সৃষ্টিই পৌঁছতে পারে না। বর্তমান মানব সমাজের দিকে লক্ষ করলে এর যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে।

⑦ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ⑧ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ○

৭. সুতরাং (হে নবী!) এরপরও কিসে আপনাকে অবিশ্বাসী করে কর্মফল সম্পর্কে ?[৬]
৮. আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক নন ?[৭]

⑦ فَمَا يُكَذِّبُكَ-(ف+ما+يكذب+ك)-সুতরাং (হে নবী!) কিসে আপনাকে অবিশ্বাসী করে ? بَعْدُ-এরপরও ; بِالدِّيْنِ-(ب+ال+دين)-কর্মফল সম্পর্কে। ⑧ اَلَيْسَ-(ا+ليس)-কি নন ? ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; بِاَحْكَمِ-(ب+احكم)-শ্রেষ্ঠ বিচারক ; الْحٰكِمِيْنَ-(ال+حكمين)-বিচারকদের মধ্যে।

৫. অর্থাৎ মানুষের সমাজে যেমন সাধারণভাবে দেখা যায় যে, কিছু লোক নৈতিক অধপতনে যেতে যেতে এতই নিম্নস্তরে পৌঁছে যায় যেখান থেকে সে আর ফিরে আসতে পারে না, তেমনি কিছু লোক এমনও দেখা যায় আল্লাহ, রাসূল ও আখেরাতের প্রতি ঈমান আনে এবং আল্লাহ ও রাসূল প্রদর্শিত সীমারেখার মধ্যে থেকে সৎকর্মে নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখে। এরাই পতনের হাত থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে। এরা সেই সুন্দরতম গঠন কাঠামোর উপর নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে সক্ষম হয়েছে, যে কাঠামোতে আল্লাহ তাআলা তাকে সৃষ্টি করেছেন। আর এর প্রতিদানে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এমন পুরস্কারে ভূষিত করবেন, যা তাদের প্রকৃত পাওনার চেয়ে অনেক বেশি হবে এবং যার ধারাবাহিকতাও হবে অবিচ্ছিন্ন ও অশেষ।

৬. অর্থাৎ হে নবী! একদল মানুষের নৈতিক অধপতনের নিম্নস্তরে পৌঁছে যাওয়া এবং অপর একদলের নৈতিক উন্নতির মাধ্যমে সুন্দরতম কাঠামোয় তাকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য-লক্ষ পূরণ করে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার লাভ করা ইত্যাদি বিষয় মানুষের নিকট পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পরও কর্মফল লাভের অনিবার্যতাকে মানুষ কিভাবে মিথ্যা বলে ধারণা করতে পারে ? তাদের জ্ঞান-বিবেক-বুদ্ধি কি একথা বলে যে, উভয় ধরনের মানুষের পরিণাম একই রকম হবে। তাদের কাজের কোনো প্রতিদান আদৌ দেয়া হবে না, অথবা দেয়া হলেও উভয় শ্রেণীর একই সমান প্রতিদান দেয়া হবে ! এমন কথা ইনসাফভিত্তিক হতে পারে না।

৭. অর্থাৎ দুনিয়াতে ছোট-বড় যত বিচারক রয়েছে। সকল বিচারকের বড় বিচারক —বিচারকদের বিচারক। তোমরা তো দুনিয়ার ছোট থেকে ছোট বিচারকের নিকটও এ আশাই পোষণ করে থাকো যে, সে প্রকৃত অপরাধীকে শাস্তি দেবে এবং ভালো কাজের বদলে পুরস্কার দেবে। তাহলে যিনি সকল বিচারকের বিচারক, তাঁর নিকট তোমরা এ আশা কিভাবে করতে পারো যে, তিনি ভালো ও মন্দকে একই পর্যায়ে ফেলবেন ? তোমরা কি মনে করো যে, তাঁর রাজত্বে যারা সবচেয়ে মন্দ এবং যারা সবচেয়ে ভালো এ উভয় দলই মরে মাটি হয়ে যাবে। তাদের কোনো হিসাব নেয়া হবে না ? ভালো কাজেরও কোনো পুরস্কার দেয়া হবে না ; আর মন্দ কাজের সাজাও দেয়া হবে না ?

সূরা আত ত্বীনের শিক্ষা

১. আল্লাহ তাআলা মানুষকে সর্বদিক থেকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। সুতরাং ঈমান ও নেক আমলের মাধ্যমে মানুষকে অবশ্যই এ শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা রক্ষা করতে হবে।

২. মানুষ যদি এ শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয় এবং ঈমান ও নেক আমলের পরিবর্তে কুফর, শিরক ও নিফাকের পথে চলে—নিজেদেরকে পাপের কালিমায় জড়িয়ে ফেলে, তা হলে তার ঠিকানা এমন নিকৃষ্ট স্থানে হবে, যেখানে কোনো সৃষ্টি কখনো পৌঁছবে না।

৩. ঈমান ও নেক আমলের মাধ্যমে যারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদাকে সমুন্নত রাখবে, তাদের পুরস্কার হবে আশাতিরিক্ত ও নিরবচ্ছিন্ন। অতএব আমাদেরকে ঈমান ও নেক আমলের মাধ্যমে মনুষ্যত্বের উচ্চ মর্যাদা রক্ষা করতে হবে।

৪. আল্লাহ তাআলা যেহেতু 'আহকামুল হাকেমীন' তথা বিচারকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক, সুতরাং তিনি সৎকর্মের পুরস্কার ও পাপের শাস্তি অবশ্যই দেবেন। তবে তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার দ্বারা পাপকাজের ক্ষমা লাভ করার আশা করা যায়। তাই আমাদের পাপের জন্য আল্লাহর নিকট সদা-সর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

৫. মু'মিনদেরকে তাদের নেক আমলের জন্য আল্লাহর নিকট পুরস্কারের আশা রাখতে হবে। অপরদিকে নিজেদের পাপ কাজের ব্যাপারে আল্লাহর শাস্তির ভয় অন্তরে জাগরূক রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে আশা ও ভয়ের মাঝেই ঈমানের অবস্থান।

❑

সূরা আল আলাক
আয়াত ঃ ১৯
রুকূ' ঃ ১

নামকরণ

দ্বিতীয় আয়াতের শেষ শব্দ 'আলাক' শব্দটিকেই সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এটা ছাড়াও 'ইকরা' ও 'কালাম' নামেও এ সূরার অপর দুটো নাম রয়েছে। আলাক অর্থ রক্ত অথবা রক্তের ঘনীভূত অবস্থান। এটা মানুষ সৃষ্টির একটি মূল উপাদান।

আলোচ্য বিষয়

সর্বসম্মত মতানুসারে এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। মক্কার অনতিদূরে হেরা পর্বতের গুহায় এ সূরার প্রথম পাঁচটি আয়াত নাযিলের মাধ্যমে ওহী নাযিলের সূচনা হয়। ষষ্ঠ আয়াত থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত পরবর্তীকালে নাযিল হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) যখন হারাম শরীফে নামাযে রত ছিলেন, তখন আবু জাহেল তাঁকে ধমক দিয়ে নামায থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করছিল। ঠিক সেই সময়ই ষষ্ঠ আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত নাযিল হয়।

এ সূরাতে সংক্ষিপ্তভাবে মানুষ সৃষ্টির রহস্য, অজানা বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান দান এবং মহান আল্লাহর কুদরত বর্ণনা করা হয়েছে। নবী করীম (স)-এর দীর্ঘদিনের চিন্তা-ভাবনার অবসান ঘটিয়ে তাঁকে রিসালাতের মাধ্যমে সঠিক পথ প্রদর্শন করা হয়েছে। এর ফলে রাসূলুল্লাহ (স) দিবালোকের মত সুস্পষ্ট পথনির্দেশ পেয়েছেন। সূরার শেষ দিকে কাফেরদের ভ্রান্ত তৎপরতার নিশ্চিত পরিণতির দিকে ইংগিত করা হয়েছে। অবশেষে সকল পরিস্থিতিতে নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

❐

৯৬. সূরা আল আলাক-মাক্কী

রুকূ' ১ আয়াত ১৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

① اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ② خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ

১. পড়ুন ;[১] আপনার প্রতিপালকের নামে,[২] যিনি সৃষ্টি করেছেন।[৩] ২. তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিণ্ড থেকে।[৪]

③ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ④ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ⑤ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ

৩. পড়ুন, আর আপনার প্রতিপালক বড়ই সম্মানিত। ৪. যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান দান করেছেন।[৫] ৫. তিনি শিখিয়েছেন মানুষকে

①اِقْرَاْ-পড়ুন ; بِاسْمِ-(ب+اسم)-নামে ; رَبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ; الَّذِىْ-যিনি ; خَلَقَ-সৃষ্টি করেছেন। ②خَلَقَ-তিনি সৃষ্টি করেছেন ; الْاِنْسَانَ-মানুষকে ; مِنْ-থেকে; عَلَقٍ-ঘনীভূত রক্ত। ③اِقْرَاْ-পড়ুন ; وَ-আর ; رَبُّكَ-আপনার প্রতিপালক; الْاَكْرَمُ-(ال+اكرم)-অত্যন্ত মাহীয়ান। ④الَّذِىْ-যিনি ; عَلَّمَ-জ্ঞান দান করেছেন ; بِالْقَلَمِ-(ب+ال+قلم)-কলমের সাহায্যে। ⑤عَلَّمَ-তিনি শিখিয়েছেন ; الْاِنْسَانَ-(ال+انسان)-মানুষকে ;

১. 'ইকরা' শব্দের অর্থ 'পড়ুন'। আদেশসূচক কথা। একথা থেকে বুঝা যায় যে, জিবরাঈল (আ) ওহীর কথাগুলো লিখিত আকারে নবী করীম (স)-এর সামনে পেশ করেছিলেন, তাই লিখিত জিনিসই পড়তে বলেছেন। কারণ, জিবরাঈল (আ)-এর কথার অর্থ যদি এই হয় যে, আমি যেভাবে বলছি সেভাবে বলুন, তাহলে রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে হতো না যে, 'আমি পড়তে জানি না।' কেননা লিখিত জিনিস পড়তে না জানলেও কারো মুখে মুখে উচ্চারণ করা যে কোনো নিরক্ষর লোকের পক্ষেই সম্ভব।

২. এখানে 'আপনার প্রতিপালকের নামে পড়ুন' বলে একথা বুঝানো হয়েছে যাকে আপনি প্রতিপালক হিসেবে জানেন তাঁর নামেই পড়ুন। এর দ্বারা এটা বুঝা যায় যে, নবুওয়াত আসার আগেও রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহকে একমাত্র প্রতিপালক হিসেবে জানতেন। এজন্যই তাঁর 'রব' বা প্রতিপালকের পরিচয় দেয়ার প্রয়োজন হয়নি।

৩. অর্থাৎ যিনি দৃশ্য-অদৃশ্য সকল কিছুর স্রষ্টা সেই প্রতিপালকের নামে পড়ুন। এখানে সাধারণভাবে 'প্রতিপালক' 'স্রষ্টা' বলাতে এটা বুঝা যায় যে, বিশ্ব-জাহান ও তার মধ্যস্থ সকল সৃষ্টির স্রষ্টা ও প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ। কেননা এখানে আল্লাহকে কোনো বিশেষ সৃষ্টির স্রষ্টা ও প্রতিপালক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়নি।

مَا لَمْ يَعْلَمْ ۞ كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ ۞ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ ۞

যা সে জানতো না।[৬] ৬. কক্ষণো নয়,[৭] অবশ্যই মানুষ সীমালংঘন করে থাকে।
৭. কেননা, সে নিজেকে মনে করে—সে অভাবমুক্ত

إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ ۞ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ ۞ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ۞

৮. আপনার প্রতিপালকের নিকট ফিরে যাওয়া সুনিশ্চত। ৯. আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে বাধাদান করে—১০. এক বান্দাহকে যখন সে নামায পড়ে।[১০]

مَا-যা ; لَمْ يَعْلَمْ-সে জানতো না।(৬) كَلَّا-কক্ষণো নয়; إِنَّ-অবশ্যই ; الْإِنسَانَ-মানুষ ; لَيَطْغَىٰ-সীমালংঘন করে থাকে।(৭) أَنْ-কেননা ; رَّآهُ-(رأ+ه)-সে নিজেকে মনে করে ; اسْتَغْنَىٰ-সে অভাবমুক্ত।(৮) إِنَّ-সুনিশ্চিত ; إِلَىٰ-নিকট ; رَبِّكَ-আপনার প্রতিপালকের ; الرُّجْعَىٰ-(ال+رجعى)-ফিরে যাওয়া।(৯) أَرَأَيْتَ-আপনি কি দেখেছেন; الَّذِي-তাকে যে; يَنْهَىٰ-বাধাদান করে।(১০) عَبْدًا-এক বান্দাহকে ; إِذَا-যখন ; صَلَّىٰ-সে নামায পড়ে।

৪. সাধারণভাবে (বিশ্বজাহানের) সকল কিছুর সৃষ্টির কথা বলার পর এখানে মানুষকে সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থা উল্লেখ করেছেন। শুক্র মাতৃগর্ভে স্থান লাভ করার পর রক্তে পরিবর্তিত হয়, অতপর সেই রক্ত ঘনিভূত হয়ে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, 'আলাক' দ্বারা রক্তের সেই ঘনিভূত বা জমাট বাঁধা অবস্থাকে বুঝান হয়েছে। তারপর তা গোশ্তের আকৃতি ধারণ করে এবং পর্যায়ক্রমে তা মানুষের আকৃতি লাভ করে।

৫. অর্থাৎ তিনি মানুষকে শুধুমাত্র জ্ঞান ও বিবেকসম্পন্ন করেই সৃষ্টি করেননি, তাকে কলম ব্যবহারের সাহায্যে লেখার কৌশলও শিক্ষা দিয়েছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার-প্রসার, বংশ পরম্পরা জ্ঞানের উত্তরাধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং ইতিহাস সংরক্ষণ ইত্যাদির একমাত্র মাধ্যম হলো 'কলম'। আল্লাহ তাআলা যদি ইলহামী চেতনা সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষকে এ কলমের ব্যবহার শেখাতেন তা হলে মানুষের জ্ঞান অর্জন ও বিস্তারের যাবতীয় যোগ্যতা-প্রতিভা সম্পূর্ণ স্থবির ও অকার্যকর হয়ে যেতো।

৬. রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি প্রাথমিক পর্যায়ে যে কয়টি আয়াত নাযিল হয়েছিল তা এ পর্যন্ত শেষ হয়েছে। অর্থাৎ সূরা আলাকের প্রথম থেকে 'মা লাম ইয়ালাম' পর্যন্ত এ পাঁচটি আয়াতই সর্বপ্রথম ওহী হিসেবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর নাযিল হয়েছে। এ পঞ্চম আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষ আসলে ছিল জ্ঞানহীন। যা কিছু জ্ঞান সে লাভ করেছে তা আল্লাহই তাকে দান করেছেন। তবে তিনি যে পর্যায়ে যতটুকু জ্ঞান দিতে চেয়েছেন, ততটুকু জ্ঞানই মানুষ অর্জন করতে পেরেছে। কারণ "তাঁর জ্ঞান থেকে যতটুকু জ্ঞান তিনি দিতে ইচ্ছুক তার বেশী মানুষ লাভ করতে পারে না।"

﴿١١﴾ أَرَءَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ ﴿١٢﴾ أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ ﴿١٣﴾ أَرَءَيْتَ

১১. আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, সে (বান্দাহ) যদি সঠিক পথে থাকে। ১২. অথবা, তাকওয়ার নির্দেশ দান করে ; ১৩. আপনি কি মনে করেন—

إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٤﴾ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ﴿١٥﴾ كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ

সে (বাধাদানকারী) যদি মিথ্যা আরোপ করে (নবীকে) এবং মুখ ফিরিয়ে নেয় ; ১৪. সে কি জানে না যে, আল্লাহ অবশ্যই (তাকে) দেখছেন ?[১১] ১৫. কক্ষণো নয়![১২] সে যদি বিরত না হয়

(১১) أَرَءَيْتَ-আপনি কি লক্ষ করেছেন ; إِنْ-যদি ; كَانَ-সে (বান্দাহ) থাকে ; عَلَى الْهُدَىٰ-(على+ال+هدى)-সঠিক পথে। (১২) أَوْ-অথবা ; أَمَرَ-নির্দেশ দান করে ; بِالتَّقْوَىٰ-(ب+ال+تقوى)-তাকওয়ার। (১৩) أَرَءَيْتَ-আপনি কি মনে করেন। إِنْ-যদি ; كَذَّبَ-সে (বাধাদানকারী) মিথ্যা আরোপ করে ; وَ-এবং ; تَوَلَّىٰ-মুখ ফিরিয়ে নেয়। (১৪) أَلَمْ يَعْلَمْ-(ا+لم يعلم)-সে কি জানে না ; بِأَنَّ اللَّهَ-(ب+ان+الله)-যে আল্লাহ অবশ্যই ; يَرَىٰ-দেখছেন (তাকে)। (১৫) كَلَّا-কক্ষণো নয় ; لَئِنْ-যদি ; لَمْ يَنتَهِ-সে বিরত না হয় ;

৭. অর্থাৎ পরম অনুগ্রহশীল আল্লাহর মানুষের প্রতি এত বড় ও অসামান্য অনুগ্রহ করেছেন, তাঁর বিরুদ্ধে মূর্খতাবশত কখনো এমন কর্মনীতি অবলম্বন করা মানুষের জন্য উচিত হতে পারে না—যে আচরণের কথা সামনে বলা হয়েছে।

৮. অর্থাৎ দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি যা সে চেয়েছে তাই তাকে দেয়া হয়েছে ; অথচ সে এর জন্য আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞ হওয়ার পরিবর্তে বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করেছে।

৯. অর্থাৎ দুনিয়াতে সে যা কিছুই করুক না কেন, অবশেষে তাকে আপনার প্রতিপালকের সামনে হাজির হতে হবে। তখন সে তার বিদ্রোহমূলক আচরণের পরিণাম ভোগ করবে। এটা থেকে কোনো মতেই রেহাই পাবে না।

১০. 'আব্দ' বা বান্দা বলে এখানে রাসূলুল্লাহ (স)-কে বুঝানো হয়েছে। তাঁকে আব্দ বলে অভিহিত করা তাঁর প্রতি আল্লাহর স্নেহ-ভালবাসার একটি বিশেষ প্রকাশ ভঙ্গি। কুরআন মজীদের আরও কয়েক জায়গায় তাঁকে 'আবদ্' বলে অভিহিত করা হয়েছে। তাছাড়া এখানে আর একটি বিষয়ের প্রতি ইংগিত রয়েছে যে, মুহাম্মাদ (স) নবুওয়াতের পদমর্যাদায় অভিষিক্ত হলেও তিনি একজন মানুষ, তিনিও আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্ত একজন বান্দাহ।

এখান থেকে আরও একটি বিষয় জানা যায় যে, কুরআনরূপে যে ওহী আমাদের নিকট পৌঁছেছে, শুধুমাত্র তাই রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি ওহী হিসেবে নাযিল হয়নি, এর

لَنَسْفَعًۢا بِالنَّاصِيَةِ ⑮ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ⑯ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُۥ ○

তবে আমি তাকে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যাবো কপালের চুল ধরে। ১৬. সেই চুল—মিথ্যাবাদী—পাপিষ্ঠের (কপালের)।[১৩] ১৭. অতপর সে ডেকে নিক তার সভাসদদেরকে।[১৪]

لَنَسْفَعًا-তবে আমি টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যাবো ; بِالنَّاصِيَةِ-(ب+ال+ناصية)-কপালের চুল ধরে। ⑯ نَاصِيَةٍ-সেই চুল ; كَاذِبَةٍ-মিথ্যাবাদী ; خَاطِئَةٍ-পাপিষ্ঠের (কপালে)। ⑰ فَلْيَدْعُ-(ف+ليدع)-অতপর সে ডেকে নিক ; نَادِيَهُ-(نادى+ه)-আর সভাসদদেরকে।

বাইরেও ওহীর মাধ্যমে অনেক বিষয় তাঁকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। কেননা যে পদ্ধতিতে আমরা নামায আদায় করি তা কুরআন মজীদের কোথাও নেই ; নামায পড়ার পদ্ধতি 'অপঠিত ওহী'র মাধ্যমে তাঁকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। সুতরাং কুরআন মজীদ ছাড়াও তাঁর উপর ওহী নাযিল হতো।

১১. 'আপনি কি দেখেছেন" দ্বারা নবী করীম (স)-কে সম্বোধন করার মাধ্যমে প্রত্যেকটি ন্যায়নিষ্ঠ মানুষকেও সম্বোধন করা হয়েছে। বলা হয়েছে—যে ব্যক্তি একজন নামাযরত আল্লাহর বান্দাকে বাধাদান করে, সেই বান্দাহ সঠিক পথে থাকার এবং লোকদেরকে আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ দেয়ার পরও—আপনি কি তাকে দেখেছেন, সেই লোক সত্যের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এবং সত্যের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আপনি লক্ষ করেছেন কি, তার কার্যকলাপ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তার কার্যকলাপ দেখছেন—একথা সে জানে না। তার জেনে রাখা উচিত যে, যেহেতু আল্লাহ তার মত যালিমের কর্মনীতি এবং সে যে নিষ্ঠাবান বান্দাহর উপর যুল্ম করছে এসব কিছুই দেখছেন। আর আল্লাহর দেখাই যালিমের শাস্তি ও নামাযরত বান্দাহর প্রতিদানকে অনিবার্য করে তুলছে।

১২. 'কক্ষণোও নয়' শব্দটি ধমক দেয়ার জন্য। বাহ্যত আবু জাহেলকে বুঝান হলেও মূলত এ ধরনের চরিত্রের প্রত্যেকটি যালিমকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এ যালিম যদি লোকদেরকে আল্লাহর ইবাদাতে বাধাদান করা, মূর্তির উপাসনা করতে বাধ্য করা, আল্লাহর নেক বান্দাহদেরকে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করার দুরাশা মনে পোষণ করা ইত্যাদি অপকর্ম থেকে বিরত না হয় তাহলে আমি তার কপালের চুল ধরে টেনে জাহান্নামে নিয়ে যাবো। আর বর্তমানেও তার এসব অপকর্ম করা কখনো সম্ভব হবে না।

১৩. 'নাসিয়া' দ্বারা কপালের চুল এবং কপাল দুটোই বুঝায়। এখানে এর দ্বারা আবু জাহেল ও তার মত চরিত্রের প্রত্যেক বদ লোককে বুঝানো হয়েছে। হাদীসে আছে—বদরের প্রান্তরে নিহত আবু জাহেলের কপালের লম্বাচুল ধরে টেনে-হেঁচড়ে তার লাশ নবী করীম (স)-এর নিকট নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

১৪. আবু জাহেল তার সমর্থকদের সংখ্যাধিক্যের বড়াই করতো। সে রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলেছিল—'হে মুহাম্মাদ! তুমি কোন্ শক্তির জোরে আমাকে ভয় দেখাচ্ছো! এ

সিজদা

⑱ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ⑲ كَلَّا ۚ لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۩

১৮. আমিও ডেকে নেই জাহান্নামের পাহারাদারদেরকে।[১৫] ১৯. কক্ষণো নয়! আপনি তার অনুসরণ করবেন না এবং আপনি সিজদা করুন ও (আপনার প্রতিপালকের) নৈকট্য লাভ করুন।[১৬]

⑱ سَنَدْعُ-আমিও ডেকে নেই ; الزَّبَانِيَةَ-(ال+زبانية)-জাহান্নামের পাহারাদারদেরকে। ⑲ كَلَّا-কক্ষণো নয় ; لَاتُطِعْهُ-(لاتطع+ه)-আপনি তার অনুসরণ করবেন না ; وَ-এবং ; اسْجُدْ-আপনি সিজদা করুন ; وَ-ও ; اقْتَرِبْ-(আপনার প্রতিপালকের) নৈকট্য লাভ করুন।

উপত্যকায় আমার সমর্থক সবচেয়ে বেশি।' তার কথার জবাবে আল্লাহ তাআলা বলছেন যে, 'তার সমর্থক-সভাসদদেরকে সে ডেকে নিক। আমিও জাহান্নামের প্রহরী ফেরেশতাদেরকে ডেকে নেবো।'

১৫. 'যাবানিয়াহ' শব্দ দ্বারা পুলিশ বা লাঠিধারী পাইক-পেয়াদা বুঝায়, যারা রাজা-বাদশাহদের দরবারে থাকে এবং যাদের প্রতি রাজা-বাদশাহগণ নারাজ হন তাদেরকে হাঁকিয়ে বা টেনে-হেঁচড়ে দরবারে নিয়ে আসে। এখানে আল্লাহ তাআলা বলছেন যে, আবু জাহেল তার সমর্থকদের সংখ্যাধিক্যের বড়াই করে—সে তার সমর্থকদের ডেকে নিক, আমিও আমার পুলিশবাহিনী আযাবের ফেরেশতাদের ডেকে নেই ; তখন তার বড়াই কোথায় থাকে দেখা যাবে।

১৬. এখানে 'সিজদা করুন' দ্বারা নামায আদায় করার কথা বলা হয়েছে। কারণ পরপরই বলা হয়েছে নৈকট্য অর্জন করার কথা। আর বান্দাহ সিজদারত অবস্থায়ই আল্লাহর সবচেয়ে বেশি নৈকট্য অর্জন করে।

সূরা আল আলাকের শিক্ষা

১. কুরআন মজীদের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি আল্লাহর প্রথম নির্দেশ 'পড়ুন' অর্থাৎ পড়তে শেখার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করুন। এ নির্দেশ সকল মানুষের জন্য। সুতরাং পড়া-লেখা শেখার দ্বারা এ নির্দেশ কার্যকর করা আমাদের উপর ফরয।

২. মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে এক ফোঁটা জমাট বাঁধা নাপাক রক্ত থেকে। সুতরাং মানুষের গর্ব-অহংকার করার কিছু নেই। অতএব আমাদেরকে অহংকার পরিত্যাগ করতে হবে।

৩. প্রথম 'পড়ুন' দ্বারা ওহীর শিক্ষা গ্রহণের নির্দেশ এবং দ্বিতীয় 'পড়ুন' দ্বারা ওহীর শিক্ষা প্রচারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতএব আমাদেরকে ওহীর জ্ঞান অর্জন করতে হবে, অতপর তা মানুষের নিকট প্রচার করতে হবে।

৪. আল্লাহ কলমের সাহায্যে শিক্ষাদানের চেতনা আমাদের অন্তরে সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আল্লাহ যদি তা না করতেন তা হলে মানুষের জ্ঞান অর্জন, জ্ঞান-বিস্তার এবং যাবতীয় যোগ্যতা ও প্রতিভা

সম্পূর্ণরূপে স্থবির হয়ে যেতো। অতএব আমাদেরকে তার যথাযথ সদ্ব্যবহার করতে হবে এবং আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানাতে হবে।

৫. সকল জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই রয়েছে। মানুষের জ্ঞান আল্লাহ প্রদত্ত। যাকে আল্লাহ দীনের জ্ঞান দান করেছেন, তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করেছেন। মানুষ যা জানতো না, তা ইসলামী চেতনার মাধ্যমে মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন। অতএব সর্বপ্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি-অগ্রগতি আল্লাহ প্রদত্ত — এজন্য আমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে।

৬. আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দয়া করে সৃষ্টি করেছেন। অতপর দয়া করে দুনিয়াতে চলার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান দান করেছেন। অতএব আল্লাহ তাআলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহমূলক আচরণ থেকে আমাদেরকে বিরত থাকতে হবে। আর আমরা তো আসলে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাঁর কোনো ক্ষতিই করতে পারবো না।

৭. আল্লাদ্রোহী মানুষকে অবশ্যই একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, তাদেরকে আল্লাহর সামনে অবশ্যই হাজির হতে হবে এবং তাদের কাজের প্রতিফল ভোগ করতে হবে।

৮. ভাল কাজের পুরস্কার ও মন্দ কাজের শাস্তি পাওয়া বিবেক-বুদ্ধি ও যুক্তির ঐকান্তিক দাবী। নচেৎ ভাল-মন্দ ও সৎ-অসৎ সবই সমান হয়ে যায়। অতএব আমাদেরকে পুরস্কার ও শাস্তির প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে এবং সে হিসেবে জীবন গড়তে হবে।

৯. নবী-রাসূলদের মাধ্যমে আল্লাহর দেয়া হেদায়াত যে গ্রহণ না করবে তার বৈষয়িক জ্ঞান যত বেশীই থাকুক না কেন তা মূর্খতার নামান্তর। অতএব বৈষয়িক জ্ঞান অর্জনের সাথে সাথে ওহীর জ্ঞান অর্জন করা আমাদের কর্তব্য। কারণ বৈষয়িক জ্ঞান ধারণীয় আর ওহীর জ্ঞান অকাট্য ও সন্দেহাতীত।

১০. আল্লাহদ্রোহী শক্তির বিরোধিতা যত তীব্রই হোক না কেন, কোনো ক্রমেই দীনের পথ থেকে সরে যাওয়া যাবে না। সকল অবস্থাতেই আল্লাহর প্রতি অনুগত এবং তাঁর রাসূলের অনুসরণ করে যেতে হবে—সকল পরিস্থিতিতে নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টায় রত থাকতে হবে।

❐

সূরা আল কাদর

আয়াত ঃ ৫

রুকু' ঃ ১

নামকরণ

প্রথম আয়াতের 'আল কাদর' শব্দটি দ্বারা সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

কুরআন মজীদের মর্যাদা, মূল্য ও গুরুত্ব বুঝানোই এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয়। সূরাটি মাক্কী বা মাদানী হওয়ার ব্যাপারে মতপার্থক্য থাকলেও এর আলোচ্য বিষয়ের আলোকে এটা মাক্কী বলেই প্রতীয়মান হয়।

এ সূরায় আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন যে, এ কুরআন আমিই নাযিল করেছি। এটা মুহাম্মাদ-এর নিজস্ব কোনো রচনা নয়। আমি কদরের রাতে এটা নাযিল করেছি। এ রাত অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদাবান রাত। এ রাতের মর্যাদা বুঝাতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন যে, এ রাতের মর্যাদা এত বেশি যে, হাজার মাসও এর সমান নয়। এ রাতেই তাকদীরের ফায়সালা হয়। অর্থাৎ ভাগ্য নির্ধারণ করা হয়। এ রাতে যে কিতাব নাযিল করা হয়েছে—যে বিধান সেই কিতাবের মাধ্যমে মানব জাতিকে দেয়া হয়েছে, তা শুধুমাত্র কুরাইশ ও আরব জাতি নয়, বরং বিশ্ব মানব গোষ্ঠীর যারাই এ কিতাবের বিধানকে নিজেদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করবে তাদের সবার ভাগ্যই পরিবর্তন হয়ে যাবে।

সূরার শেষ ভাগে বলা হয়েছে যে, এ রাতে ফেরেশতাগণ ও রূহ তথা জিবরাঈল (আ) আল্লাহর অনুমতি নিয়ে সব ধরনের আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধান নিয়ে অবতীর্ণ হয়। সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত এ রাতে পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করে। অর্থাৎ এ রাতে কোনো অশুভ বিষয় মানুষের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে না। কারণ আল্লাহ তাআলা যা কিছুই নাযিল করেন তা মানুষের কল্যাণের জন্যই করেন। এমন কি কোনো জাতিকে ধ্বংসের ফায়সালা করলেও তা মানব জাতির কল্যাণের জন্যই করেন।

❒

রুকূ' ১ | **৯৭. সূরা আল কাদর-মাক্কী** | আয়াত ৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

①إِنَّا أَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ② وَمَا أَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ

১. নিশ্চয়ই আমি তা (কুরআন) কদরের রাতে নাযিল করেছি।[১] ২. আর কদরের রাত কি, তা কিসে আপনাকে জানাবে!

①اِنَّا-নিশ্চয়ই আমি ; اَنْزَلْنٰهُ-(انزلنا+ه)-আমি তা (কুরআন) নাযিল করেছি ; فِىْ لَيْلَةِ-(فى+ليلة)-রাতে ; الْقَدْرِ-(ال+قدر)-কদরে। ②وَ-আর ; مَآ-কিসে ; اَدْرٰىكَ-(ادرى+ك)-আপনাকে জানাবে ; مَا-কি ; لَيْلَةُ-রাত ; الْقَدْرِ-কদরের।

১. 'আনযালনাহু' অর্থ 'আমি তা নাযিল করেছি'। 'তা' দ্বারা কুরআন মজীদের দিকে ইশারা করা হয়েছে। কুরআন মজীদের নাম উল্লেখ না করলেও আগে-পরের আলোচনা থেকে এটা অনুধাবন করা যায় যে, উল্লেখিত 'তা' শব্দ দ্বারা কোন্ দিকে ইংগিত করা যায়। কুরআন মজীদেই এর অনেক উদাহরণ রয়েছে।

আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করছেন যে, আমি এ কিতাব কদরের রাতে নাযিল করেছি। 'কদরের রাত'-এর দুটো অর্থ হতে পারে—দুটো অর্থই এখানে প্রযোজ্য। এক ঃ এটা সে রাত যা অত্যন্ত সম্মানিত ও মর্যাদাবান। এর রাত হাজার মাস থেকে উত্তম। এ রাতে সমগ্র মানবতার কল্যাণের জন্য যে কিতাবটি নাযিল করা হয়েছে তা কেয়ামত পর্যন্ত মানব জাতিকে পথ দেখাবে। আর এমন একটি কল্যাণকর কাজ হাজার মাসেও করা হয়নি। দুই ঃ এটা সে রাত যে রাতে ভাগ্যসমূহের ফায়সালা করে দেয়া হয়। এ রাতে যে কিতাব নাযিল করা হয়েছে তা সমগ্র মানব জাতির পরিবর্তন করে দেবে। যে এ কিতাবের বিধান অনুসারে জীবন যাপন করবে তার ভাগ্যের কল্যাণকর পরিবর্তন হবে। আর যে এ কিতাবের বিধান অনুসরণ করবে না, অথবা এর বিরোধিতা করবে তার ভাগ্যের পরিবর্তন হবে বিপর্যয়কর।

শবে কদর বা কদরের রাত কোন্‌টি সে সম্পর্কে অনেক মত থাকলেও অধিকাংশ মুফাস্‌সির, কুরআন মজীদের কয়েকটি আয়াত এবং নির্ভরযোগ্য হাদীস থেকে এটা জানা যায় যে, সে রাতটি রমযান মাসের শেষ দশ দিনের কোনো একটি বেজোড় রাত। আবার এর মধ্যে বেশির ভাগ লোকের মত অনুসারে ২৭ রমযানের রাত। চান্দ্র মাসের নিয়ম অনুসারে রাত যেহেতু আগে আসে। তাই বলা হয় ২৭ রমযানের পূর্ব রাতটি সেই মহা মর্যাদাবান কদরের রাত।

③ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ④ تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا

৩. কদরের রাত হাজার মাস থেকেও উত্তম।[২] ৪. ফেরেশতারা এবং রূহ[৩] (জিবরাঈল) তাতে অবতীর্ণ হয়—

بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِّن كُلِّ أَمْرٍ ⑤ سَلٰمٌ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ○

তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে প্রত্যেকটি বিষয়ে নির্দেশ নিয়ে।[৪]

৫. শান্তিময় সেই রাত ফজর উদয় পর্যন্ত।[৫]

③ لَيْلَةُ-রাত ; الْقَدْرِ-কদরের ; خَيْرٌ-উত্তম ; مِنْ-থেকেও ; أَلْفِ-হাজার ; شَهْرٍ-মাস। ④ تَنَزَّلُ-অবতীর্ণ হয় ; الْمَلٰئِكَةُ-(ال+ملئكة)-ফেরেশতারা ; وَ-এবং ; الرُّوحُ-জিবরাঈল ; فِيهَا-তাতে ; بِإِذْنِ-(ب+اذن)-অনুমতিক্রমে ; رَبِّهِمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের ; مِنْ كُلِّ-প্রত্যেকটি ; أَمْرٍ-বিষয়ে ⑤ سَلٰمٌ-শান্তিময় ; هِيَ-সেই রাত ; حَتّٰى-পর্যন্ত ; مَطْلَعِ-উদয় ; الْفَجْرِ-(ال+فجر)-ফজর।

২. কদরের রাতকে হাজার মাস থেকে উত্তম বলা হয়েছে। অর্থাৎ এ রাতের নেক কাজ হাজার মাসের নেক কাজ অপেক্ষা উত্তম। হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) এরশাদ করেছেন যে, যে লোক কদরের রাতে ঈমানের সাথে ও আল্লাহর কাছে প্রতিদান লাভের আশায় ইবাদাতের জন্য দাঁড়িয়েছে, তার পেছনের সমস্ত গুনাহই মাফ করে দেয়া হয়েছে।

এখানে 'হাজার মাস' দ্বারা গুণে গুণে এক হাজার মাস বুঝানো হয়নি ; বরং সংখ্যার বিপুলতা বুঝানোর জন্য আরবরা এরূপ হাজার শব্দ ব্যবহার করতো, সে হিসেবে আল্লাহ তাআলাও শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

৩. এখানে 'রূহ' দ্বারা জিবরাঈল (আ)-কে বুঝানো হয়েছে। এটাই সবচেয়ে সহীহ ও গ্রহণযোগ্য মত। সমস্ত ফেরেশতার কথা উল্লেখ করার পর জিবরাঈল (আ)-এর উল্লেখ করা হয়েছে তাঁর বিশেষ মর্যাদা বুঝানোর জন্য। মনে হয় যেন বলা হয়েছে —সমস্ত ফেরেশতারা একদিকে আর জিবরাঈল (আ) একদিকে।

৪. অর্থাৎ ফেরেশতারা দুনিয়াতে নিজেদের উদ্যোগে অবতরণ করে না ; বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়।

৫. অর্থাৎ ফজর উদয় পর্যন্ত সমস্ত রাতই শান্তি আর শান্তি বিরাজ করতে থাকে। ফেরেশতারা এবং জিবরাঈল (আ) সে রাতে দুনিয়াতে অবতরণ করে ইবাদাতে রত প্রত্যেক নর-নারীকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম তথা শুভেচ্ছা বাণী জ্ঞাপন করেন। আল্লাহ তাআলা সে রাতে ঝড়-তুফান বা ভূমিকম্প থেকে দুনিয়াকে মুক্ত রাখেন।

সূরা আল কাদরের শিক্ষা

১. কুরআন মজীদ আল্লাহর নাযিলকৃত সর্বশেষ আসমানী কিতাব। অতপর মানুষের জন্য কেয়ামত পর্যন্ত আর কোনো কিতাব নাযিলের প্রয়োজন হবে না—একথা আমাদেরকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে এ কিতাবের বিধান অনুসারে আমাদেরকে জীবন গড়তে হবে।

২. রমযান মাসের শেষ দশদিনের মধ্যেকার যে কোনো একটি রাতে এ মহাগ্রন্থ আল কুরআন নাযিল হয়েছে। সেই রাতকে 'লাইলাতুল কাদ্‌র' বলা হয়ে থাকে। সুতরাং আমাদেরকে এ রাতের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।

৩. 'লাইলাতুল কাদ্‌র'কে আমরা 'শবে কদর' বলে থাকি, যার অর্থ–'ভাগ্য রজনী' বা 'মহিমান্বিত রাত'। এ রাতের মর্যাদা—এ রাত হাজার মাস থেকে উত্তম। সুতরাং কুরআন নাযিলের রাত হিসেবে আমাদেরকে এ রাতে ইবাদাত-বন্দেগীর মাধ্যমে ফায়দা হাসিল করতে হবে।

৪. এ রাতে প্রতি বছর জিবরাঈল (আ) অন্যান্য ফেরেশতাসহ দুনিয়াতে অবতরণ করেন, কারণ এ রাতেই তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট প্রথম ওহী নিয়ে দুনিয়াতে আগমন করেছেন, যে ওহীর মাধ্যমে অন্ধকার বিশ্ব আলো ঝলমল হয়ে উঠেছিল। সুতরাং আমাদেরকে এ রাতের সম্মান করতে হবে।

৫. আল্লাহ তাআলা এ রাতকে গোপন রেখেছেন, যাতে মানুষ এ রাতের অনুসন্ধানে রমযানের সকল রাতে ইবাদাতে মশগুল থেকে অশেষ পুরস্কারের ভাগী হতে পারে। অতএব আমাদেরকে রমযান মাস থেকে পুরোপুরি ফায়দা হাসিল করার লক্ষে পুরো রমযান মাসকে ইবাদাতের মাস হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

৬. 'লাইলাতুল কদর' রাতে ফজর পর্যন্ত শান্তি বিরাজ করতে থাকে। সুতরাং আমাদেরকে এ রাতে ইবাদাতের মাধ্যমে সেই শান্তির অংশীদার হওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে।

৭. শেষ কথা হলো—কুরআন মজীদের কারণে 'লাইলাতুল কদরের' মর্যাদা আর লাইলাতুল কদরের জন্যই রমযান মাসের মর্যাদা। সুতরাং কুরআন মজীদকে বাদ দিয়ে বা তার প্রতি অবহেলা দেখিয়ে কোনো সুফল পাওয়া যেতে পারে না। অতএব আমাদেরকে একমাত্র কুরআন মজীদের বিধান বাস্তবায়ন করেই সকল সুফল লাভে কর্মতৎপর হতে হবে।

❐

সূরা আল বাইয়েনাহ্
আয়াত ঃ ৮
রুকূ' ঃ ১

নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতের শেষের البينة শব্দটিকে এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়কাল

সূরাটি মাক্কী বা মাদানী হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ থাকলেও অধিকাংশ আলেম ও মুফাস্‌সিরের মতে সূরাটি হিজরতের পরে মাদানী জীবনে অবতীর্ণ হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরার আলোচ্য বিষয়কে দুটো অংশে বিভক্ত করা যায়। প্রথম অংশ, প্রথম আয়াত থেকে পঞ্চম আয়াত পর্যন্ত। এ অংশে আহলি কিতাব ও মুশরিকদের সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর আগমনের পূর্বে আহলি কিতাব ও মুশরিকরা কুফরীতে নিমজ্জিত ছিল। আর রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক উপস্থাপিত ইসলামী জীবনাদর্শ আসার পরও তারা সেই কুফরীতেই ডুবে থাকল। অথচ ইসলামই হল সহজ-সরল এবং মানুষের স্বভাবের সাথে সামঞ্জস্যশীল জীবন ব্যবস্থা। আর সকল নবীর আনীত জীবন ব্যবস্থা ইসলামই ছিল। সুতরাং আহলি কিতাব ও মুশরিকদের একনিষ্ঠভাবে ইসলামী বিধান অনুসরণ করেই আল্লাহর ইবাদাত করা উচিত।

দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে যে, আহলি কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা মুহাম্মাদ (স) কর্তৃক আনীত জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ না করে পূর্বের মত কুফরীতেই ডুবে রয়েছে, অথবা ভবিষ্যতে যারা উক্ত জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ না করে শিরক-কুফরীতে ডুবে থাকবে তারা সৃষ্ট জীবের মধ্যে অপদার্থ ও নিকৃষ্ট জীবে পরিণত হবে। তাদের স্থান হবে চিরস্থায়ী জাহান্নাম। আর যারা তা গ্রহণ করে ঈমানদার হবে এবং ঈমানের দাবী অনুযায়ী সৎকর্ম করে যাবে, তারা হবে সৃষ্টির সেরা। এমন কি তারা ফেরেশতাদের চেয়েও অধিক মর্যাদার অধিকারী হবে। তাদের পুরস্কার হলো চিরস্থায়ী জান্নাত। আখেরাতে আল্লাহ্ তাঁদের কৃতকর্মের জন্য তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন এবং তাঁরাও থাকবেন তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট।

❑

রুকূ' ১ | **৯৮. সূরা আল বাইয়েনাহ্-মাক্কী** | আয়াত ৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

① لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ

১. আহলি কিতাব ও মুশরিকদের[১] মধ্যে থেকে যারা কুফরী করেছে[২] তারা হবে না (তাদের কুফরী থেকে)

① لَمْ يَكُنِ-হবে না ; الَّذِيْنَ-তারা যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছে ; مِنْ-মধ্যে থেকে ; اَهْلِ الْكِتٰبِ-(اهل+ال+كتب)-আহলি কিতাব ; وَ-ও ; الْمُشْرِكِيْنَ-মুশরিকদের।

১. 'আহলি কিতাব' দ্বারা ইহুদী ও খৃস্টানদেরকে বুঝানো হয়েছে। আর 'মুশরিক' দ্বারা বুঝানো হয়েছে তাদেরকে যারা কোনো আসমানী কিতাবের অনুসারী ছিল না। ইহুদী-খৃস্টান ও মুশরিকদেরকে এখানে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও আহলি কিতাব তথা ইহুদী-খৃস্টানরাও শিরকে লিপ্ত ছিল। ইহুদীরা হযরত উযায়ের (আ)-কে আল্লাহর পুত্র বলে শিরক করতো ; আর খৃস্টানরা হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহর পুত্র বলে শিরক করতো। এছাড়া খৃস্টানরা 'তিন খোদা' মেনেও শিরক করতো। এতদসত্ত্বেও আহলি কিতাব তাওরাত ও ইনজীলের কিছু কিছু বিধান মেনে চলতো। আসলে তারাতো তাওহীদের অনুসারীই ছিল। পরবর্তীতে তারা আসমানী কিতাবে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে নিয়েছিল। আর মুশরিকরা তো তাওহীদকে চূড়ান্তভাবে অস্বীকার করতো। আহলি কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যকার এ পার্থক্য শুধুমাত্র পারিভাষিক ছিল না ; বরং শরয়ী বিধানেও এ পার্থক্য সুস্পষ্ট ছিল। আহলি কিতাব আল্লাহর নামে কোনো হালাল পশু সঠিকভাবে যবেহ করলে তা মুসলমানদের জন্য হালাল ঘোষণা করা হয়েছে। তাদের মেয়েদেরকে বিয়ে করার অনুমতিও দেয়া হয়েছে। অপরদিকে মুশরিকদের যবেহ করা প্রাণী হালাল নয় এবং তাদের মেয়েদের বিবাহ করার অনুমতি নেই।

২. 'আহলি কিতাব ও মুশরিকদের মধ্য থেকে যারা কুফরী করেছে'–এর অর্থ এ নয় যে, তাদের মধ্য থেকে কুফরী করেনি এমন লোকও তখন বর্তমান ছিল। এখানে 'কাফির' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বিভিন্ন প্রকার 'কুফরী' এর মধ্যে শামিল রয়েছে। 'মিন' শব্দটি 'কতক' বা 'কিছু সংখ্যক' অর্থে এখানে ব্যবহৃত হয়নি। বরং 'মিন' শব্দটি বর্ণনামূলক। এর অর্থ কুফরীতে লিপ্ত দুটো দল ছিল—এক, আহলি কিতাব ; দুই, মুশরিক। এদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল, যারা আল্লাহকে আদৌ স্বীকার করতো না। আবার কেউ ছিল আল্লাহকে মানতো, কিন্তু একমাত্র মা'বুদ হিসেবে স্বীকার করতো না। আবার কেউ ছিল আল্লাহর সার্বভৌমত্বে বা ক্ষমতায় অন্যদেরকে অংশীদার সাব্যস্ত করতো। কেউ ছিল আল্লাহকে স্রষ্টা হিসেবে স্বীকার করতো ; কিন্তু তাঁর নবীকে মানতো না। আবার কেউ এক নবীকে মানতো-তো অন্য নবীকে স্বীকৃতি দিতো না। এভাবে কুফরীর যে বিভিন্ন

مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ① رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا

বিরত।[৩] যতক্ষণ না আসে তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ। ২. আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রাসূল[৪] (যিনি) পড়ে শুনাবেন সহীফাসমূহ (গ্রন্থ)—

مُّطَهَّرَةً ② فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ③ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

পবিত্র।[৫] ৩. তাতে থাকবে লিখিত সত্য-সঠিক বিধানসমূহ ৪. আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল, তারা তো বিভেদ সৃষ্টি করেনি—

مُنفَكِّينَ-বিরত ; حَتَّىٰ-যতক্ষণ না ; تَأْتِيَهُمُ-(تاتى+هم)-আসে তাদের কাছে ; الْبَيِّنَةُ-(ال+بينة)-সুস্পষ্ট প্রমাণ।②رَسُولٌ-একজন রাসূল; مِنَ-পক্ষ থেকে ; اللَّهِ-আল্লাহর; يَتْلُوا-(যিনি) পড়ে শুনাবেন ; صُحُفًا-সহীফাসমূহ ; مُطَهَّرَةً-পবিত্র।③فِيهَا-তাতে থাকবে ; كُتُبٌ-লিখিত বিধানসমূহ ; قَيِّمَةٌ-সত্য-সঠিক।④وَ-আর ; مَا تَفَرَّقَ-তারা তো বিভেদ সৃষ্টি করেনি ; الَّذِينَ-যাদেরকে ; أُوتُوا-দেয়া হয়েছিল ; الْكِتَابَ-(ال+كتب)-কিতাব ;

ধরন ছিল তার সবগুলোই এখানে বুঝানো হয়েছে। কারণ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও পূর্ণাংগ দীন আসার পর পূর্ববর্তী সকল নবীর উম্মতকে এ নবীর এ দীনই মেনে নিতে হবে। তা না হলে অর্থাৎ এ নবী ও তাঁর আনীত জীবন ব্যবস্থা মেনে নিতে যারাই অস্বীকার করবে, তারাই কুফরীতে লিপ্ত হয়ে পড়বে। এ দৃষ্টিভঙ্গিতে বর্তমান যুগের ইহুদী ও খৃস্টান সকলেই কুফরীতে লিপ্ত রয়েছে। কেননা তারা মুহাম্মাদ (স)-এর দীনকে মেনে নেয়নি।

৩. 'সুস্পষ্ট প্রমাণ' আসার অর্থ এমন প্রমাণ যার দ্বারা কুফরীর কুফল ও সত্যের কল্যাণ তাদের সামনে পেশ করবে। এছাড়া এ কুফরী থেকে তাদের বের হবার কোনো পথ নেই। তবে এর অর্থ এমন নয় যে, এরূপ প্রমাণ এসে গেলে তারা সকলেই কুফুরী ত্যাগ করে মু'মিন হয়ে যাবে। বরং এর অর্থ হলো—এ প্রমাণটি ছাড়া তাদের কুফরী থেকে বের হয়ে আসার কোনো সম্ভাবনাই নেই। আর সেই প্রমাণটি যখন এসে গেছে, তখন কুফরীর ওপর তাদের প্রতিষ্ঠিত থাকার দায় তাদের নিজেদের ওপরই বর্তাবে। তাদের আর কোনো অজুহাত থাকল না। কারণ আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াত দানের যে দায়িত্ব ছিল তা তিনি পালন করেছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন ঃ "হেদায়াত দান আমারই দায়িত্ব।"

৪. 'সুস্পষ্ট প্রমাণ' বলতে মুহাম্মাদ (স)-কে বুঝানো হয়েছে। কারণ তাঁর মত একজন নিরক্ষর লোকের পক্ষে কুরআন মজীদের মত কিতাব রচনা করে মানুষের সামনে পেশ করা, তাঁর শিক্ষার প্রভাবে মু'মিনদের জীবনে আমূল পরিবর্তন সাধিত হওয়া, তাঁর নবুওয়াত লাভের পূর্বেকার ও পরের জীবন, তাঁর নিষ্কলুষ চরিত্র, কথা ও কাজের সাদৃশ্য ইত্যাদি প্রমাণ করে যে তিনি যথার্থই আল্লাহর রাসূল! তাঁর শিক্ষাকে জীবনে বাস্তবায়ন

إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝٤ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ

তাদের প্রতি সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে যাওয়ার পর ছাড়া।[৬] ৫. আর তাদেরকে তো হুকুম দেয়া হয়নি এ ছাড়া যে, তারা যেন ইবাদাত করে—একনিষ্ঠভাবে

لَهُ الدِّينَ ۝ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَوٰةَ وَذَٰلِكَ

দীনকে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করে ; এবং (যেন) কায়েম করে নামায ও দেয় যাকাত ; আর এটাই

إِلَّا-ছাড়া; مِنْ بَعْدِ-পর ; مَا جَاءَتْهُمُ-(ما+جاء ت+هم)-তাদের প্রতি এসে যাওয়ার; الْبَيِّنَةُ-সুস্পষ্ট প্রমাণ।⑤وَ-আর ; مَا أُمِرُوا-তাদেরকে তো হুকুম দেয়া হয়নি ; إِلَّا-এছাড়া যে ; لِيَعْبُدُوا-তারা যেন ইবাদাত করে ; اللَّهَ-আল্লাহর ; مُخْلِصِينَ-নির্দিষ্ট করে ; لَهُ-তাঁর জন্য ; الدِّينَ-দীনকে ; حُنَفَاءَ-একনিষ্ঠভাবে ; وَ-এবং (যেন) ; يُقِيمُوا-কায়েম করে ; الصَّلَوٰةَ-নামায ; وَ-ও ; يُؤْتُوا-দেয় ; الزَّكَوٰةَ-যাকাত ; وَ-আর ; ذَٰلِكَ-এটাই ;

করার মধ্যেই মানব জীবনের প্রকৃত কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আর এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত।

৫. 'সহীফা' শব্দের আভিধানিক অর্থ—'লিখিত পাতা'। কুরআন মজীদে 'সহীফা' বলে নবীদের ওপর নাযিলকৃত কিতাবকে বুঝানো হয়েছে। আর পবিত্র সহীফা অর্থ এমন কিতাব যাতে কোনো প্রকার বাতিল ও নৈতিক অপবিত্র কথার মিশ্রণ নেই। কেউ যদি কুরআন মজীদের পাশাপাশি বাইবেল বা অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন, তাহলে তার সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, সেসব কিতাবে এমন সব কথাও লিখিত রয়েছে যা সত্য ও ন্যায়ের বিরোধী এবং সেসব কথা সাধারণ বিবেক-বুদ্ধিরও বিরোধী। অপর দিকে কুরআন মজীদের কথাগুলো অত্যন্ত যুক্তিসম্মত ও পবিত্র-পরিচ্ছন্ন। এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত যে, সেসব কিতাবে আল্লাহর বাণীর সাথে মানুষ নিজেদের কথার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে আল্লাহর কিতাবের পবিত্রতা নষ্ট করে দিয়েছে।

৬. আল্লাহ তাআলা নিজের পক্ষ থেকে হেদায়াত দানের ব্যাপারে কোনো প্রকার অপূর্ণতা রাখেননি ; কিন্তু আহলি কিতাবরা আল্লাহর কিতাবে নিজেদের খেয়াল-খুশীমত পরিবর্তন করে নিয়েছিল এবং নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন দল-উপদলের সৃষ্টি করেছিল। সুতরাং তাদের গুমরাহীর জন্য তারা নিজেরাই দায়ী। অতপর যেহেতু তাদের সহীফাগুলোর শিক্ষা সত্য ও পবিত্র ছিল না, তাই আল্লাহ তাআলা একজন রাসূল ও একটি পূর্ণাংগ ও সত্য-সঠিক কিতাব পাঠিয়ে তাদের জন্য প্রমাণ পূর্ণ করে দিলেন। এখন তারা আল্লাহর সামনে

دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ۝٥ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ

সত্য-সঠিক দীন।[৭] ৬. আহলি কিতাব ও মুশরিকদের মধ্য
থেকে যারা কুফরী করেছে[৮]

فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ أُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۝٦ إِنَّ الَّذِيْنَ

তারা নিশ্চিত জাহান্নামের আগুনে চিরদিন অবস্থানকারী হবে ;
তারাই হবে সৃষ্টির অধম।[৯] ৭. নিশ্চিত যারা

- دِيْنَ-দীন ; الْقَيِّمَةِ-(ال+قيمة)-সত্য-সঠিক ⑥ اِنَّ-নিশ্চিত ; الَّذِيْنَ-যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছে ; مِنْ-মধ্য থেকে ; اَهْلِ الْكِتٰبِ-আহলি কিতাব ; وَ-ও ; الْمُشْرِكِيْنَ-মুশরিকদের ; فِىْ نَارِ-আগুনে ; جَهَنَّمَ-জাহান্নামের ; خٰلِدِيْنَ-চিরদিন অবস্থানকারী হবে ; فِيْهَا-তাতে ; اُولٰئِكَ هُمْ-তারাই হবে ; شَرُّ-অধম ; الْبَرِيَّةِ-(ال+برية)-সৃষ্টির। ⑦ اِنَّ-নিশ্চিত ; الَّذِيْنَ-যারা ;

কোনো অজুহাত পেশ করতে পারবে না, ফলে তাদের পথভ্রষ্টতার দায়-দায়িত্ব তাদের নিজেদের ওপরই বর্তাবে।

৭. অর্থাৎ মুহাম্মাদ (স) যে দীন নিয়ে এসেছেন তাই সত্য-সঠিক দীন। আহলি কিতাবের নিকট যে সকল রাসূল ও কিতাব এসেছিল তাও একই দীন ছিল ; কিন্তু তারা নিজেরাই পরবর্তীকালে বাতিল আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণ করে বিভিন্ন ধর্ম-গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, যার কোনো হুকুম কোনো নবী-রাসূল দেননি। সর্বকালে সকল নবী-রাসূলের প্রচারিত দীন একটিই ছিল। আর তাহলো—ইবাদাত করতে হবে একমাত্র আল্লাহর। তাঁর ইবাদাতের সাথে অন্য কারো ইবাদাতের মিশ্রণ ঘটানো যাবে না। সর্বদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে একমাত্র আল্লাহর অনুগত হতে হবে, নামায কায়েম করতে হবে এবং যাকাত ভিত্তিতে অর্থনীতি গড়ে নিতে হবে। আর এটাই হলো 'দীনুল কায়্যিমাহ' অর্থাৎ সত্য-সঠিক দীন।

৮. অর্থাৎ আহলি কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা মুহাম্মাদ (স) এবং তাঁর আনীত জীবন ব্যবস্থাকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। তাদের পরিণাম হবে চিরন্তন জাহান্নাম।

৯. অর্থাৎ এসব লোক আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে অধম। এরা এমন কি পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট। কারণ পশুর মধ্যে বিবেক-বুদ্ধি দান করা হয়নি। আর এরা বিবেক-বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও সত্য দীনকে অস্বীকার করে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

أٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ أُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ⑦ جَزَآؤُهُمْ

ঈমান এনেছে এবং করেছে সৎকাজ ; তারাই হবে সৃষ্টির সেরা।[১০]

৮. তাদের পুরস্কার রয়েছে

عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ

তাদের প্রতিপালকের নিকট চিরস্থায়ী জান্নাত—প্রবহমান তার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা, তারা সেখানে চিরদিন অবস্থানকারী—

أَبَدًا ۖ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ۚ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ ⑧

অনন্তকাল ; আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও সন্তুষ্ট তাঁর প্রতি ; এসব তার জন্য যে ভয় করে তার প্রতিপালককে।[১১]

أٰمَنُوْا-ঈমান এনেছে ; وَ-এবং ; عَمِلُوْا-করেছে ; الصّٰلِحٰتِ-সৎকাজ ; أُولٰٓئِكَ هُمْ-তারাই হবে ; خَيْرُ-সেরা ; الْبَرِيَّةِ-সৃষ্টির ⑦ جَزَآؤُهُمْ-(جزاؤ+هم)-তাদের পুরস্কার রয়েছে ; عِنْدَ-নিকট ; رَبِّهِمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের ; جَنّٰتُ-জান্নাত ; عَدْنٍ-চিরস্থায়ী ; تَجْرِيْ-প্রবহমান ; مِنْ تَحْتِهَا-(من+تحت+ها)-তার তলদেশ দিয়ে ; الْأَنْهٰرُ-ঝর্ণাধারা ; خٰلِدِيْنَ-তারা চিরদিন অবস্থানকারী ; فِيْهَا-সেখানে ; أَبَدًا-অনন্তকাল ; رَضِيَ-সন্তুষ্ট ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; عَنْهُمْ-তাদের প্রতি ; وَ-এবং ; رَضُوْا-তারাও সন্তুষ্ট ; عَنْهُ-তাঁর প্রতি ; ذٰلِكَ-এসব ; لِمَنْ-তার জন্য, যে ; خَشِيَ-ভয় করে ; رَبَّهٗ-(رب+ه)-তার প্রতিপালককে।

১০. অর্থাৎ যারা মুহাম্মাদ (স)-কে মেনে নিয়ে তাঁর আনীত জীবন ব্যবস্থা অনুসারে জীবন গড়ে নিয়েছেন তাঁরা সৃষ্টির মধ্যে সর্ব সেরা। এমন কি তারা ফেরেশতাদের চেয়েও উত্তম। কেননা ফেরেশতাদেরকে তো আল্লাহর নাফরমানী ও স্বাধীন কর্ম-ক্ষমতা দেয়া হয়নি, এদেরকে এসব ক্ষমতা দেয়া সত্ত্বেও এরা আল্লাহর আনুগত্যের পথ বেছে নিয়েছে।

১১. অর্থাৎ এরা দুনিয়াতে প্রতি পদক্ষেপে আল্লাহকে ভয় করে জীবন যাপন করে। তাই আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য পুরস্কার হলো এমন জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। তাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।

সূরা আল বাইয়েনাহ্র শিক্ষা

১. ইহুদী, খৃস্টান এবং অন্য যত মুশরিক দল-উপদল বর্তমান দুনিয়াতে আছে—এক কথায় সকল মানুষের জন্য একমাত্র ইসলামই আল্লাহর মনোনীত জীবন ব্যবস্থা।

২. ইহুদীরা তাওরাতকে বিকৃত করেছে এবং শিরকে লিপ্ত হয়েছে। অনুরূপভাবে খৃস্টানরাও ইনজীলকে বিকৃত করেছে এবং শিরকে লিপ্ত হয়েছে। সুতরাং সত্য-সঠিক দীনের অনুসারী হতে হলে একমাত্র ইসলামের দিকেই ফিরে আসতে হবে।

৩. আল কুরআন সকল প্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন থেকে নিরাপদ আছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে ; কেননা এর হিফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন একমাত্র আল্লাহ।

৪. দুনিয়ার শান্তি ও আখেরাতে মুক্তি পেতে হলে মানব জাতিকে অবশ্যই সালাত ও যাকাত ভিত্তিক সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনীতি গড়ে তুলতে হবে। এর বিকল্প কোনো ব্যবস্থা নেই।

৫. ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ব্যবস্থায় মানুষ দুনিয়াতে প্রকৃত শান্তি পাবে না—পেতে পারে না। আর আখেরাতেও তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী জাহান্নাম।

৬. যারা একনিষ্ঠভাবে ইসলামকে মেনে তদনুযায়ী জীবন গড়ে নেবে, তাদের জন্য দুনিয়াতেও থাকবে শান্তি, আর আখেরাতেও তাদের জন্য তৈরি করে রাখা হয়েছে অনাবিল শান্তির আবাস জান্নাত। তারা সেখানে থাকবে অনন্ত কাল।

৭. এদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট, আর এরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট—কারণ জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে এরা আল্লাহকে ভয় করেই জীবন পরিচালনা করেছে।

সূরা আয্ যিলযাল
আয়াত ঃ ৮
রুকূ' ঃ ১

নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতের 'যিলযালাহা' শব্দ থেকে 'যিলযাল'-কে সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

সূরাটি মাক্কী জীবনে নাযিল হয়েছে, না কি মাদানী জীবনে নাযিল হয়েছে এ নিয়ে মতপার্থক্য থাকলেও এর বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগি থেকে অনুমিত হয় যে, সূরাটি মাক্কী জীবনেই নাযিল হয়েছে। কারণ মাক্কী সূরাগুলোতেই ইসলামের বুনিয়াদী আকীদা-বিশ্বাস অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে মানুষের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে। আর এ থেকে ধারণা করা যায় যে, সূরাটি মাক্কী জীবনের প্রাথমিক দিকে নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

সূরাটির মূল আলোচ্য বিষয় আখেরাতের জীবন। অবশ্যই দুনিয়ার জীবনের সামগ্রিক কার্যক্রমের রোজ-নামচা মানুষের সামনে পেশ করা হবে। মানুষের সকল তৎপরতার পরিবেশে ভাসমান রয়েছে। কোনো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তৎপরতাও বিলীন হয়ে যায় না। মহামহিম সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাঁর কুদরতে সবই সংরক্ষণ করে রাখছেন। মানুষ কল্পনাও করতে পারে না যে, এ নিষ্প্রাণ পরিবেশ থেকে মানুষের সকল তৎপরতার সাক্ষাত তার সামনে হাযির করা হবে। আল্লাহর নির্দেশে কে, কি কাজ, কখন, কিভাবে করেছে তার পুংখানুপুংখ নামায়ে আমল সেদিন তার সামনে সে উপস্থিত দেখতে পাবে। বালুকণা পরিমাণ ভাল কাজের হিসাব যেমন বাদ থাকবে না, তেমনি অণু পরিমাণ মন্দ কাজের হিসাবও বাদ থাকবে না। সকল কিছুর সচিত্র প্রতিবেদন সে দেখতে পাবে।

সেদিন তাকে বলা হবে—আপন কাজের প্রতিবেদন নিজেই পড়ো, তোমার নিজের হিসাব নেয়ার জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট। সুতরাং মানুষের সদাসতর্ক অবস্থায় জীবন পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

❑

রুকূ' ১ | **৯৯. সূরা আল আয্ যিলযাল-মাক্কী** | আয়াত ৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

① اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ② وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ

১. যখন যমীন নিজ কম্পনে ভীষণভাবে প্রকম্পিত হবে ;[১]
২. আর বের করে দেবে যমীন

اَثْقَالَهَا ③ وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ④ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ

তার বোঝাসমূহ ;[২] ৩. এবং মানুষ বলবে–এর হলো কী ?[৩]
৪. সেদিন সে বলে দেবে

①اِذَا-যখন ; زُلْزِلَتْ-ভীষণভাবে প্রকম্পিত হবে ; اَلْاَرْضُ-যমীন ; زِلْزَالَهَا-(زلزال+
ها)-নিজ কম্পনে।②وَ-আর ; اَخْرَجَتْ-বের করে দেবে ; اَلْاَرْضُ-যমীন ; اَثْقَالَهَا-
(اثقال+ها)-তার বোঝাসমূহ।③وَ-এবং ; قَالَ-বলবে ; اَلْاِنْسَانُ-(ال+انسان)-মানুষ ;
مَا لَهَا-(ما+لها)-এর হলো কি ?④يَوْمَئِذٍ-সেদিন ; تُحَدِّثُ-সে বলে দেবে ;

১. 'যুল যিলাতিল আরদু' অর্থ যমীন প্রচণ্ডভাবে প্রকম্পিত হবে। কেয়ামত তথা মহা ধ্বংসের সূচনা হবে ভূমিকম্পের মাধ্যমে। এ ভূমিকম্প দুনিয়ার কোনো একটি অংশে সীমাবদ্ধ হবে না ; বরং সমগ্র দুনিয়া-ই প্রচণ্ডভাবে প্রকম্পিত হবে এবং এর মাধ্যমে দুনিয়ার যাবতীয় সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। অতপর দ্বিতীয়বার প্রকম্পনের মাধ্যমে দুনিয়ার আগে-পিছের সকল মানুষ জীবিত হয়ে হাশর ময়দানে একত্রিত হবে। অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতে এখানে দ্বিতীয় প্রকম্পনের কথাই বলা হয়েছে। কারণ পরবর্তী আয়াত এটাই প্রমাণ করে।

২. অর্থাৎ দুনিয়ার মাটির গর্ভে যত মানুষ, মানুষের যাবতীয় কথা, কাজ এবং যাবতীয় আচার-আচরণের রেকর্ড ও সাক্ষ-প্রমাণের স্তূপ সবকিছুই যমীন তার বাইরে নিক্ষেপ করবে। মুফাস্সিরদের মতে—এছাড়া ভূগর্ভে যত সম্পদ আছে তা-ও সেদিন যমীন উগরে দেবে। মানুষ দেখবে যে সম্পদের জন্য তারা দুনিয়াতে মারামারি-হানাহানি করেছে ; যে সম্পদের মোহে পড়ে তারা দুনিয়াতে কত অসৎ পন্থা অবলম্বন করেছে সেসব সম্পদ এখন তাদের সামনে উপস্থিত; কিন্তু এসব সম্পদের এখন কানাকড়ি মূল্যও নেই। অথচ এর জন্যই তো তারা ভাইয়ে-ভাইয়ে, প্রতিবেশী-প্রতিবেশীতে ঝগড়া-বিবাদ করেছে ; দেশে-দেশে ও জলে-স্থলে কত যুদ্ধ-বিগ্রহ করেছে। তারা একে অপরকে কত নির্মম নির্দয়ভাবে খুন করেছে ; কিন্তু এখনতো এসব সম্পদ তাদের কোনো কাজেই লাগছে না। এ সবগুলো

أَخْبَارَهَا ۝٤ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۝٥ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ

তার যাবতীয় খবর।[৪] ৫. কেননা আপনার প্রতিপালক তাকে (এরপরই) আদেশ করবেন। ৬. সেদিন বের হবে

أَخْبَارَهَا-(اخبار+ها)-তার যাবতীয় খবর। ۝٥ بِأَنَّ-(ب+ان)-কেননা ; رَبَّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালক ; أَوْحَىٰ-আদেশ করবেন (এরূপ) ; لَهَا-তাকে। ۝٦ يَوْمَئِذٍ-সেদিন ; يَصْدُرُ-বের হবে ;

সম্পদ দিয়েও একজন মানুষকেও জাহান্নাম থেকে মুক্ত করা সম্ভব হবে না ; বরং এসব উল্টো তাদের আযাবের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে।

৩. এখানে 'মানুষ' দ্বারা সকল মানুষই বুঝানো হতে পারে ; কারণ সকলেই ধ্বংস ও পুনরুত্থানের বিস্ময়কর কাণ্ড দেখে অবাক বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়বে। তবে যারা কেয়ামত ও পুনরুত্থানে বিশ্বাস করতো না, তারা সবিস্ময়ে দেখবে যে, যে বিষয়কে অসম্ভব বলে তারা অবিশ্বাস করেছে এবং স্বেচ্ছাচারী হয়ে জীবন পরিচালনা করেছে সেটাইতো তাদের সামনে বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছে। সে জন্য মু'মিনদের চেয়ে তাদের বিস্ময়ের মাত্রা হবে অনেক বেশি। তারা এতে পেরেশান ও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। মু'মিন তো যে, এ রকমটাই হবে এবং তারা এতে বিশ্বাস করেই জীবন যাপন করেছে। তাদের আকীদা বিশ্বাস অনুযায়ীই এসব হচ্ছে। এ রকমটাই যে হবে সেই ওয়াদা তো দয়াময় আল্লাহ দুনিয়াতেই তাদেরকে দিয়েছেন ; তারাতো সেই ওয়াদাতে বিশ্বাসী ছিল। আর তাই তাদের পেরেশানী অবিশ্বাসীদের মত হবে না।

৪. অর্থাৎ মানুষ এ দুনিয়াতে যখন, যে অবস্থায় ভাল-মন্দ যত কাজ করেছে তার পরিবেশ-প্রতিবেশে তার প্রমাণ রয়েছে। হাশর ময়দানে এসব প্রমাণ তার সামনে প্রকাশমান হয়ে উঠবে। 'আলিমুল গায়েব' আল্লাহ তাআলাতো সবকিছুই জানেন, তারপরও 'কিরামান কাতেবীন' সবকিছু সংরক্ষণ করছেন। সর্বোপরী দুনিয়াতে মানুষের সকল কর্মের প্রতিচ্ছায়া বিদ্যমান থাকছে। যা মুছে ফেলার সাধ্য করো নেই। আল্লাহ তাআলা যেহেতু ন্যায়বিচার করবেন, তাই মানুষের ভাল-মন্দ সকল কাজের সাক্ষ-প্রমাণ তাদের সামনে তিনি উপস্থিত করবেন। সুতরাং সেদিন কেউ তা অস্বীকার করতে পারবে না যে, সে একাজ করেনি।

মানুষের চারপাশের প্রতিবেশে যে মানুষের কাজের সাক্ষ-প্রমাণ থাকছে এটা অতীতে যদিও প্রমাণিত ছিল না কিন্তু বর্তমানে পদার্থ বিদ্যায় অভাবনীয় উন্নতির ফলে এটা সকলের সামনেই সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, যেখানে মানুষের পক্ষে তাদের সকল কাজের সাক্ষ-প্রমাণ সংরক্ষণ করে রাখা সম্ভব, সেখানে সকল কিছুর স্রষ্টা মহামহিম আল্লাহর জন্য তা কিছুমাত্র কঠিন নয়। সেদিন মানুষের সকল অংগ-প্রত্যংগই তো তার কাজের সাক্ষ দেবে। মানুষ নিজের প্রতিটি কাজকর্মের প্রতিচ্ছবি নিজের চোখেই দেখবে, নিজের কণ্ঠস্বর নিজের কানেই শুনবে। এমন কি তাদের অন্তরে যে ইচ্ছা-আকাংখা লুকায়িত ছিল, যে

النَّاسُ أَشْتَاتًا ۙ لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ۝٦ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে ;[৫] যাতে দেখানো যায় তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম।
৭. অতএব কেউ যদি করে অণু পরিমাণ

خَيْرًا يَرَهُ ۝٧ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝٨

নেক কাজ সে তা দেখতে পাবে। ৮. আর কেউ অণু পরিমাণ বদ
কাজ করলেও সে তা দেখতে পাবে।[৭]

النَّاسُ-মানুষ ; أَشْتَاتًا-ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে ; لِّيُرَوْا-যাতে দেখানো যায় তাদেরকে ; أَعْمَالَهُمْ-(اعمال+هم)-তাদের কৃতকর্ম। ⑦ فَمَنْ-(ف+من)-অতএব কেউ যদি ; يَعْمَلْ-করে ; مِثْقَالَ-পরিমাণ ; ذَرَّةٍ-অণু ; خَيْرًا-নেক কাজ ; يَرَهُ-(يرى+ه)-সে তা দেখতে পাবে। ⑧ وَ-আর ; مَنْ-কেউ ; يَعْمَلْ-করলেও ; مِثْقَالَ-পরিমাণ ; ذَرَّةٍ-অণু ; شَرًّا-বদ কাজ ; يَرَهُ-(يرى+ه)-সে তা দেখতে পাবে।

গোপন নিয়তে বা উদ্দেশ্যে সে কোনো কাজ করেছে তাও তার চোখের সামনে এনে রেখে দেয়া হবে। আর তাই সেদিন তার নিজের পক্ষ থেকে কোনো ওযর পেশ করার সুযোগই থাকবে না।

৫. অর্থাৎ দুনিয়াতে হাজার হাজার বছর থেকে মানুষ যে যেখানে মরে পড়ে আছে সব মানুষই দলে দলে সেখান থেকে বের হয়ে হাশর ময়দানে একত্রিত হবে। প্রত্যেক ব্যক্তিই তার ব্যক্তিগত অবস্থা ও অবস্থানে থাকবে। দুনিয়ার পরিবার, গোষ্ঠী, জোট, দল বা জাতি সম্প্রদায় ভেঙে সেখানে চুরমার হয়ে যাবে।

৬. অর্থাৎ মানুষকে তার ভাল-মন্দ সকল কর্ম-তৎপরতা দেখানো হবে। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোনো কথা বা কাজও তাকে দেখানো থেকে বাদ যাবে না। কেননা তার আমলনামা যখন তার হাতে দেয়া হবে, তখন সে নিজেই তার ছোট-বড় সকল কাজকর্ম দেখতে পাবে। দুনিয়াতে হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব-সংঘাতে কার কি ভূমিকা ছিল, সে নিজেই তা দেখতে পাবে। সত্যের পথের সংগ্রামী মানুষ তার সংগ্রামী তৎপরতা স্বচোক্ষে দখবে। অপর দিকে সত্যের মোকাবিলায় বাতিলের অনুসারীরাও সত্যকে মিটিয়ে দেয়ার জন্য যেসব ষড়যন্ত্র ও অপতৎপরতা চালিয়েছিল, তা তারা স্বচোক্ষে দেখবে। হাশর ময়দানে উপস্থিত সকল মানুষই তা দেখতে পাবে।

৭. অর্থাৎ মানুষ তার ছোট-বড় সকল কাজই সংরক্ষিত দেখতে পাবে এর অর্থ এটা নয় যে, তার সকল কাজের প্রতিফল-প্রতিদান তাকে আখেরাতে দেয়া হবে। এমন নয় যে, তার সকল পাপের শাস্তি তাকে দেয়া হবে এবং তার সকল পুণ্যের প্রতিদান তাকে সেখানে দেয়া হবে। বরং এর অর্থ হলো—সকল কাজই সংরক্ষিত থাকবে। নচেৎ এর অর্থ হবে যে, কোনো উচ্চ পর্যায়ের মু'মিন বান্দাও কোনো ক্ষুদ্রতম গুনাহের শাস্তি থেকে

রক্ষা পাবে না এবং কোনো জঘন্যতম কাফের ও অত্যাচারী ব্যক্তিও কোনো ক্ষুদ্রতম সৎকাজের পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হবে না।

তবে এ ব্যাপারে কুরআন মজীদ ও হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে যা জানা যায় তাহলো—

১. কাফের, মুশরিক ও মুনাফিকরা তাদের ভাল কাজগুলোর প্রতিদান দুনিয়াতেই পেয়ে যাবে। আখেরাতে তারা এর জন্য কোনো প্রতিদান পাবে না। কারণ তারা তো আখেরাতের প্রতি যথাযথ বিশ্বাস করতো না।

২. গুনাহের শাস্তি যাদের দেয়া হবে তাদেরকেও গুনাহের সমপরিমাণ শাস্তি-ই দেয়া হবে। অপর দিকে সৎকাজের বিনিময় দেয়া হবে অনেক বেশি ; যেমন কোথাও বলা হয়েছে দশগুণ, কোথাও বলা হয়েছে যে, সৎকাজের বিনিময় আল্লাহ্ নিজ ইচ্ছামত বাড়িয়ে দেবেন।

৩. মু'মিনরা যদি কবীরা তথা বড় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে, তবে তাদের সকল ছোট গুনাহ্ আল্লাহ্ ক্ষমা করে দেবেন।

৪. নেককার মু'মিন বান্দাহদের নিকট থেকে আল্লাহ্ তাআলা সহজ হিসাব নেবেন। তাদের ছোট ছোট গুনাহগুলোকে তিনি এড়িয়ে যাবেন। নেক আমলগুলোর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে তাকে প্রতিদান দেবেন।

সূরা আয্ যিলযালের শিক্ষা

১. কেয়ামত তথা মহাধ্বংসের পর ভূমির মহাকম্পনের মাধ্যমে দুনিয়ার আদি-অন্ত সকল মানুষের পুনরুত্থান হবে।

২. পৃথিবী তার ভূগর্ভস্থ সকল (সমাহিত) মানুষ, জীবজন্তু ও সম্পদরাজি উগ্‌রে দেবে।

৩. এসব ঘটনা আল্লাহর নির্দেশেই ঘটবে।

৪. কাফের, মুশরিক ও মুনাফিকরা তাদের অবিশ্বাস্য ঘটনার বাস্তবায়ন দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হবে ; আর মু'মিনরা তাদের বিশ্বাসের প্রতিফলন দেখে স্বাভাবিকভাবে অবাক হবে।

৫. মানুষ পরিবার, দল, গোষ্ঠী, জোট ও জাতি নির্বিশেষে তাদের সমাহিত স্থান থেকে বের হয়ে মহান স্রষ্টা আল্লাহর সামনে বিচারের জন্য দণ্ডায়মান হবে।

৬. মানুষ তার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গুনাহ বা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নেক কাজ ও তার চোখের সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে।

৭. মানুষ তার সকল কৃতকর্মের পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য-প্রমাণও প্রতিচ্ছায়ারূপে তার সামনে উপস্থাপিত দেখতে পাবে।

৮. মানুষের কৃতকর্মের এমনসব সাক্ষ-প্রমাণ সেখানে উপস্থাপন করা হবে যে, এসব অপরাধের কোনো অংশই অস্বীকার করার বিন্দুমাত্রও সুযোগ থাকবে না।

৯. অতএব সেই অবশ্যম্ভাবী দিনের কথা সদা-সর্বদা অন্তরে জাগরুক রেখেই দুনিয়ার জীবন পরিচালনা করতে হবে।

১০. সেই মহাভয়ংকর দিনের কথা স্মরণে রেখে জীবন যাপন করলেই মানুষের দুনিয়ার জীবন হবে শান্তিময় ও সুন্দর, আর সেইদিন সে লাভ করতে পারবে আল্লাহর ক্ষমা ও মহান প্রতিদান স্বরূপ চিরসুখময় জান্নাত।

সূরা আল আদিয়াত
আয়াত ঃ ১১
রুকূ' ঃ ১

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ 'আল 'আদিয়াত' দ্বারা এর নামকরণ হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

পূর্ববর্তী সূরার মত এ সূরারও নাযিলের সময়কাল সম্পর্কে মতভেদ থাকলেও সূরার বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গিতে সূরাটি মাক্কী যুগের প্রথম দিকে নাযিল হয়েছে বলে সুস্পষ্টভাবে অনুমিত হয়।

আলোচ্য বিষয়

মানুষের আখেরাত অবিশ্বাসের ভয়াবহ পরিণাম, মহাবিচারের দিনে মানুষের সকল আমলসহ মনের গভীরে লুকায়িত গোপন ইচ্ছা-বাসনা ও উদ্দেশ্য এবং বিচার-বিশ্লেষণ ইত্যাদি বিষয়ে এ সূরায় আলোচিত হয়েছে।

প্রথম থেকে পঞ্চম আয়াত পর্যন্ত পটভূমিকা হিসেবে বলা হয়েছে যে, তদানিন্তন মরু আরবের মানুষের যুলুম-অত্যাচার হানাহানি, সামাজিক জীবনে মানুষের দুর্ভোগ, এক গোত্রের প্রতি অপর গোত্রের রাতের অন্ধকারের আক্রমণ, ধন-সম্পদ লুণ্ঠন, নারী অপহরণ ও ধর্ষণ, অপহরণকৃত নারীদেরকে দাসী বানানো, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদির একমাত্র কারণ আখেরাত তথা পরকালে অবিশ্বাসের ফলশ্রুতি। অতপর বলা হয়েছে যে, মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি-ক্ষমতার অপব্যবহার করে তাঁর নিয়ামতের না-শোকরী করছে। তারা সম্পদের মোহে অন্ধ হয়ে পড়েছে। তাদের জেনে রাখা উচিত—তাদেরকে অবশ্যই পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে। তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের সংরক্ষিত সাক্ষ-প্রমাণ তাদের সামনে উপস্থিত করা হবে। এসব সাক্ষ-প্রমাণের পক্ষপাতহীন চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করা হবে। সকলের প্রতি ন্যায়বিচার করা হবে, কারো প্রতি বিন্দুমাত্রও যুলুম করা হবে না। সুতরাং মানুষের উচিত সেদিনের কথা স্মরণে রেখে দুনিয়ার জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করা ; নচেত সেদিন তাদেরকে ভয়াবহ পরিণামের সম্মুখীন হতে হবে।

❑

রুকূ' ১ | **১০০. সূরা আল আদিয়াত-মাক্কী** | আয়াত ১১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○

وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ① فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ② فَالْمُغِيْرٰتِ

১. কসম হাঁপানোর শব্দ সহকারে সবেগে দৌড়রত ঘোড়াগুলার ;[১] ২. (যারা) ক্ষুরাঘাতে আগুনের ফুলকী বিচ্ছুরণকারী ;[২] ৩. অতপর অভিযানকারী

صُبْحًا ③ فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ④ فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ⑤ اِنَّ الْاِنْسَانَ

প্রভাতকালে ;[৩] ৪. যার দ্বারা তারা ধূলি উড়ায় ৫. অতপর তার মাধ্যমে ঢুকে পড়ে কোনো জনপদে। ৬. অবশ্যই মানুষ

①وَ-কসম ; الْعٰدِيٰتِ-সবেগে দৌড়রত ঘোড়াগুলোর ; ضَبْحًا-হাঁপানোর শব্দসহকারে। ② فَالْمُوْرِيٰتِ-(ف+ال+موريت)-ক্ষুরাঘাতে বিচ্ছুরণকারী ; قَدْحًا-আগুনের ফুলকী। ③ فَالْمُغِيْرٰتِ-(ف+ال+مغيرت)-অতপর অভিযানকারী ; صُبْحًا-প্রভাতকালে। ④فَاَثَرْنَ-(ف+اثرن)-তারা উড়ায় ; بِهٖ-যার দ্বারা ; نَقْعًا-ধূলিকণা। ⑤فَوَسَطْنَ-(ف+وسطن)-অতপর ঢুকে পড়ে ; بِهٖ-তার মাধ্যমে ; جَمْعًا-কোনো জনপদে। ⑥اِنَّ-অবশ্যই ; الْاِنْسَانَ-(ال+انسان)-মানুষ ;

১. 'আল 'আদিয়াত' অর্থ 'দ্রুত দৌড়রত' বা 'সবেগে ধাবমান'। এর দ্বারা ধাববান কি ? তা বুঝা না গেলেও পরবর্তী বাক্যগুলো থেকে অনুমান করা যায় যে, এখানে ঘোড়ার কথাই বলা হয়েছে। কারণ ঘোড়াই দৌড়ানোর সময় হাঁপানোর শব্দ করে ; ঘোড়ার ক্ষুরের আঘাতেই আগুনের ফুলকী ঝরে ; খুব ভোরে কোথাও অভিযান চালানো একমাত্র ঘোড়ার দ্বারাই সম্ভবপর। আর আরবদের মধ্যে এটাই প্রচলিত ছিল।

আল্লাহ তাআলা সবেগে ধাবমান ঘোড়ার কসম করেছেন এজন্য যে, জাহেলী যুগের মারামারি, কাটাকাটি, ধন-সম্পদ লুণ্ঠন, এক গোত্র কর্তৃক অন্য গোত্রের নারীদের অপহরণ ও ধর্ষণ এবং তাদেরকে দাসী বানিয়ে রাখা ইত্যাদি অসামাজিক কর্মকাণ্ড একমাত্র ঘোড়ার সাহায্যেই করা হতো। উল্লেখিত ন্যক্কারজনক কাজগুলোর প্রতি ইংগিত করেই আল্লাহ তাআলা 'সবেগে ধাবমান' ঘোড়ার কসম করেছেন।

২. রাত্রিকালে যখন ঘোড়া সবেগে দৌড়ায় তখন তার ক্ষুরের আঘাতে যে আগুনের ফুলকী ঝরে সে কথাই এখানে বলা হয়েছে। আর জাহেলী যুগের অন্যায় আক্রমণগুলো সাধারণত রাতের বেলায়ই সংঘটিত হতো। এটা থেকেও তখনকার সামাজিক অবস্থার প্রতি ইংগিত পাওয়া যায়।

لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ⑥ وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ⑦ وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ

তার প্রতিপালকের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ ;[৪] ৭. এবং নিশ্চিত এ বিষয়ে সে নিজেই অকাট্য সাক্ষী ;[৫] ৮. এবং নিশ্চিত সে সম্পদের মোহে

لَشَدِيْدٌ ⑧ اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ ⑨ وَحُصِّلَ

খুববেশী মত্ত।[৬] ৯. সে কি জানে না, কবরসমূহে যাকিছু আছে তা যখন বের করে আনা হবে ;[৭] ১০. এবং প্রকাশ করা হবে

لِرَبِّهٖ-(ل+رب+ه)-তার প্রতিপালকের প্রতি ; لَكَنُوْدٌ-(ل+كنود)-বড়ই অকৃতজ্ঞ।⑦ وَ-এবং ; اِنَّهٗ-(ان+ه)-নিশ্চিত সে নিজেই ; عَلٰى ذٰلِكَ-এ বিষয়ে ; لَشَهِيْدٌ-(ل+شهيد)-অকাট্য সাক্ষী।⑧ وَ-এবং ; اِنَّهٗ-নিশ্চিত সে ; لِحُبِّ-মোহে ; الْخَيْرِ-সম্পদের ; لَشَدِيْدٌ-(ل+شديد)-খুব বেশি মত্ত।⑨ اَفَلَا يَعْلَمُ-(ا+ف+لايعلم)-সে কি জানে না ; اِذَا-যখন ; بُعْثِرَ-বের করে আনা হবে ; مَا فِى-যাকিছু আছে তা ; الْقُبُوْرِ-(ال+قبور)-কবরসমূহে।⑩ وَ-এবং ; حُصِّلَ-প্রকাশ করা হবে ;

৩. আরবরা কোনো জনপদে হামলা করার জন্য গভীর রাত অথবা খুব ভোরের আলো-আঁধারের সময়টাকে বেছে নিত। কারণ এ সময় সাধারণত মানুষ গভীর ঘুমে থাকার কারণে আক্রমণকারীদের মুকাবিলার জন্য প্রস্তুতি নেয়ার সময় পেতো না।

৪. 'অবশ্যই মানুষ তার প্রতিপালকের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ।'—একথাটি বলার জন্যই 'রাতের আঁধারে সবেগে দৌড়রত' 'ক্ষুরের আঘাতে আগুনের ফুলকী বিচ্ছুরণকারী' এবং 'প্রভাতকালে কোনো জনপদে আক্রমণকারী ঘোড়ার' কসম করেছেন।

জাহেলী যুগ তথা অজ্ঞতার যুগে রাতগুলো হতো ভয়ংকর। জনপদগুলো তখন আশংকা নিয়ে রাত কাটাতো। রাতের বেলা তারা সারাক্ষণ ভীত-সন্ত্রস্ত থাকতো—নাজানি কোন মুহূর্তে আক্রমণ আসে। আক্রমণকারীরা এসে হত্যা ও লুণ্ঠন চালিয়ে সবকিছু নিয়ে যেতো। মেয়েদের অপহরণ করে নিয়ে ধর্ষণ করতো ও দাসী বানিয়ে রাখতো। মানুষের অকৃতজ্ঞতার প্রমাণ হিসেবে আল্লাহ তাআলা এগুলো পেশ করছেন। অথচ আল্লাহ তাআলা এ শক্তি-সামর্থ এজন্য দেননি। আল্লাহর দেয়া শক্তির উপকরণ—আল্লাহর যমীনে বিপর্যয় ও অশান্তি সৃষ্টি করার জন্য আল্লাহ দেননি। দুনিয়াতে শান্তি ও কল্যাণের কাজে ব্যয় করার জন্যই আল্লাহ এগুলো তাদেরকে দিয়েছেন।

৫. অর্থাৎ মানুষ যে বড়ই অকৃতজ্ঞ এটা প্রমাণের জন্য অন্য কোনো প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। কেননা সে আত্মস্বীকৃত অকৃতজ্ঞ। মানুষের মধ্যে অনেক কাফের নিজ মুখেই প্রকাশ্যে এ অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এসব কাফেরের মতে আদতে আল্লাহ নামের কোনো কিছুর অস্তিত্বই নেই। সেক্ষেত্রে তার নিজের প্রতি কৃত আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোনো প্রশ্নই উঠে না।

مَا فِي الصُّدُورِ ﴿١١﴾ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ﴿١١﴾

মনের গভীরে যা কিছু আছে তাও ;[৮] ১১. নিশ্চয়ই সেইদিন তাদের সম্পর্কে তাদের প্রতিপালক সবিশেষ অবগত থাকবেন।[৯]

مَا فِي-যাকিছু আছে তা ; الصُّدُورِ-(ال+صدور)-মনের গভীরে। ⑪ إِنَّ-নিশ্চয় ; رَبَّهُمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালক ; بِهِمْ-তাদের সম্পর্কে ; يَوْمَئِذٍ-সেইদিন ; لَخَبِيرٌ-সবিশেষ অবগত থাকবেন।

৬. 'খাইর' শব্দটি দ্বারা ভাল ও নেক কাজও বুঝায়; কিন্তু এখানে 'খাইর' দ্বারা ধন-সম্পদ বুঝানো হয়েছে। আলোচনার ধারাবাহিকতায় এটা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, 'খাইর' দ্বারা সম্পদ বুঝানো হয়েছে ; কারণ যে ব্যক্তি আপন প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ, তার নিকট থেকে ভাল ও নেক কাজের প্রতি মোহ বা আসক্তির আশা করা যায় না।

৭. অর্থাৎ দুনিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মানুষ যে যেখানে মরে পড়ে আছে বা থাকবে ; তাদের সকলকেই জীবিত করে সশরীরে দাঁড় করানো হবে।

৮. অর্থাৎ মানুষের বাহ্যিক কাজ দেখেই আল্লাহর আদালতে বিচার করা হবে না ; বরং তার মনের গভীরে কাজের পেছনে কি উদ্দেশ্য লুকায়িত ছিল, তাও সেদিন সবার সামনে প্রকাশ করে দেয়া হবে। সূরা আত্-তারিকেও একথাটি এভাবে বলা হয়েছে যে, 'ইয়াওমা তুবলাস্ সারায়ির' অর্থাৎ সেদিন গোপন তত্ত্ব অর্থাৎ কাজের উদ্দেশ্য পরখ করা হবে। এরূপ সূক্ষ্ম বিচার একমাত্র মহান আল্লাহর আদালতেই সম্ভব। কারণ মানুষের আদালতে ব্যক্তির স্বীকৃতি ছাড়া মনের মধ্যে লুকায়িত নিয়ত বা উদ্দেশ্য বের করা সম্ভব নয়।

৯. অর্থাৎ কে কোন্ কাজে কোন্ ধরনের শাস্তি বা পুরস্কারের যোগ্য তাতো তিনি ভাল করেই জানেন ; আর সেদিন সকল মানুষও জানবে যে, যারা যে পুরস্কার বা শাস্তির যোগ্য হয়েছে, তারা যথার্থই সেই পুরস্কার বা শাস্তির উপযুক্ত বটে।

সূরা আল আদিয়াতের শিক্ষা

১. আল্লাহর দেয়া শারীরিক, মানসিক শক্তি ও সহায়-সম্পদ আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা চরম অকৃতজ্ঞতা।

২. যাকে যে পরিমাণ শক্তি ও বাহ্যিক উপায়-উপকরণ আল্লাহ দিয়েছেন, তার ব্যয়-ব্যবহার আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত পথেই করতে হবে।

৩. স্মরণ রাখতে হবে যে, সকল ভাল কাজের ভাল প্রতিদান পাওয়াও নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। নিয়ত বা উদ্দেশ্য ঠিক না থাকলে ভাল কাজেরও প্রতিদান পাওয়া যাবে না। সুতরাং সকল ভাল কাজের জন্য নিয়তের বিশুদ্ধতা প্রয়োজন।

৪. দুনিয়ার ধন-সম্পদের মোহে পড়ে মানুষ আখেরাত তথা মৃত্যুর পরবর্তী অনন্ত জীবনকে ভুলে যায়। অতএব সদা-সর্বদা আখেরাতকে স্মরণে রেখেই দুনিয়ার সকল কাজ আঞ্জাম দিতে হবে।

৫. আল্লাহ তাআলা 'আলিমুল গায়ব'; তিনি দৃশ্য-অদৃশ্য সকল কিছুর খবর জানেন। তাঁর অজ্ঞাতে কোনো কিছুই ঘটে না। মানুষের অন্তরের গভীর কোণে কি লুকায়িত আছে তাও তিনি জানেন। অতএব সার্বক্ষণিকভাবে একথা স্মরণ রাখতে হবে।

৬. দুনিয়ার কল্যাণের চেয়ে আখেরাতের কল্যাণকে অগ্রাধিকার দিয়ে নেক নিয়তে নেক কাজ করে যেতে হবে। তাহলে শেষ বিচারের দিন আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তোষ অর্জন করে চির সুখময় জান্নাত লাভ করা যাবে।

❐

সূরা আল কারিয়াহ
আয়াত ঃ ১১
রুকূ' ঃ ১

নামকরণ

'কারিআহ্' দ্বারা কেয়ামতকে বুঝানো হয়েছে। আর সূরার আলোচ্য বিষয়ও তাই। সে মতে সূরার প্রথম আয়াতের প্রথম শব্দকে এর নাম এবং আলোচ্য বিষয়ের শিরোনাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

মুফাস্সিরীনের ঐকমত্যে এ সূরা মাক্কী। আর মাক্কী জীবনের তথা নবুওয়াতের প্রথম দিকেই এ সূরা নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

সূরার আলোচ্য বিষয় কেয়ামত তথা অবশ্য সংঘটিতব্য মহাধ্বংস, আখেরাতে পুনর্জীবন লাভ, দুনিয়ার জীবনের হিসাব দেয়া এবং প্রতিদান গ্রহণ করার জন্য মানুষের উপস্থিতি।

সূরার শুরুতেই এমন একটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে মানুষ আতংকিত হয়। 'কারিআ'র শাব্দিক অর্থ 'মহাদুর্ঘটনা'। 'মহাদুর্ঘটনা' বলে মানুষকে 'আতংকগ্রস্ত' করে দেয়া হয়েছে। অতপর 'মহাদুর্ঘটনা কি' একথা বলে মানুষকে সে সম্পর্কে জানার জন্য আগ্রহান্বিত করা হয়েছে। তারপর কেয়ামতের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। যাতে মানুষ ধারণা করতে পারে যে, সেই দিনটি কত ভয়ংকর হবে। এরপর বলা হয়েছে যে, মানুষের দুনিয়ার জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের হিসাব নেয়ার জন্য আল্লাহর আদালত বসবে। সেখানে যাদের নেক কাজের পাল্লা ভারী হবে, তারা লাভ করবে চিরস্থায়ী সন্তোষজনক জীবন। আর যাদের বদ কাজের পাল্লা ভারী হবে, তাদের পরিণাম হবে অত্যন্ত দুঃখজনক ও মর্মান্তিক। তাদের স্থায়ী বাসস্থান হবে চিরদুঃখময় জাহান্নাম।

□

রুকূ' ১ | ## ১০১. সূরা আল কারিয়াহ্-মাক্কী | আয়াত ১১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

① اَلْقَارِعَةُ ۙ② مَا الْقَارِعَةُ ۚ③ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ۗ④ يَوْمَ

১. করাঘাতকারী।[১] ২. করাঘাতকারী কী ! ৩. আর আপনি কি জানেন সেই 'করাঘাতকারী' কি ? ৪. সেদিন

يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۙ⑤ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ

মানুষ হয়ে যাবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত ; ৫. এবং পাহাড়গুলো হয়ে যাবে

كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ۗ⑥ فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ۙ

(রং-বেরংয়ের) ধুনিত পশমের মত।[২] ৬. তখন[৩] ভারী হবে যার (নেকের) পাল্লা ;

① اَلْقَارِعَةُ-(ال+قارعة)-করাঘাতকারী। ② مَا-কী ; اَلْقَارِعَةُ-করাঘাতকারী। ③ وَ-আর ; مَآ-কি ; اَدْرٰىكَ-আপনি জানেন ; مَا-কী ; اَلْقَارِعَةُ-সেই করাঘাতকারী। ④ يَوْمَ-সেদিন ; يَكُوْنُ-হয়ে যাবে ; النَّاسُ-মানুষ ; كَالْفَرَاشِ-(ك+ال+فراش)-পতংগের মত ; الْمَبْثُوْثِ-(ال+مبثوث)-বিক্ষিপ্ত। ⑤ وَ-এবং ; تَكُوْنُ-হয়ে যাবে ; الْجِبَالُ-(ال+جبال)-পাহাড়গুলো ; كَالْعِهْنِ-(ك+ال+عهن)-(রং-বেরঙের) পশমের মত ; الْمَنْفُوْشِ-(ال+منفوش)-ধুনিত। ⑥ فَاَمَّا-তখন ; مَنْ-যার ; ثَقُلَتْ-ভারী হবে ; مَوَازِيْنُهٗ-(موازين+ه)-(নেকের) পাল্লা।

১. 'কারিআহ' শব্দের অর্থ—আঘাতকারী, বিধ্বংসকারী, চূর্ণ-বিচূর্ণকারী। বলা যায়—মহাদুর্ঘটনা যা সবকিছু ধ্বংস করে দেয়। এখানে এর দ্বারা কেয়ামত তথা মহাপ্রলয় বুঝানো হয়েছে। তবে কেয়ামতের শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত পুরোটাই এখানে আলোচিত হয়েছে।

২. কেয়ামতের প্রথম পর্যায়ের অবস্থা এখানে বলা হয়েছে। যখন সেই মহাদুর্ঘটনা ঘটতে শুরু হয়ে যাবে, তখন মানুষগুলো ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে এমনভাবে ছুটাছুটি করতে থাকবে, যেমন আলো দেখে পতংগরা বিক্ষিপ্তভাবে উড়তে থাকে। আর পাহাড়গুলোর রং বিভিন্ন হওয়ার কারণে সেগুলোও বিভিন্ন রংঙের ধুনিত পশমের মত উড়তে থাকবে। কারণ তখন দুনিয়ার যাবতীয় ব্যবস্থাপনা ভেঙে পড়বে।

৩. অতপর মানুষ যখন পুনরায় জীবিত হয়ে আল্লাহর সামনে হাযির হবে, তখন থেকে

⑦ فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ⑧ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ○

৭. সে তো থাকবে সন্তোষজনক জীবনে ; ৮. আর তখন হালকা হবে যার (নেকের) পাল্লা ;[৪]

⑨ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ⑩ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا هِيَهْ ⑪ نَارٌ حَامِيَةٌ ○

৯. তার বাসস্থান হবে 'হাবিয়া' (জাহান্নামে)।[৫] ১০. আর আপনি কি জানেন সেটা কি ? ১১. উত্তপ্ত আগুন।[৬]

⑦ فَهُوَ-(ف+هو)-সেতো থাকবে ; فِىْ عِيْشَةٍ-জীবনে ; رَّاضِيَةٍ-সন্তোষজনক। ⑧ وَاَمَّا-আর তখন ; مَنْ-যার ; خَفَّتْ-হালকা হবে; مَوَازِيْنُهٗ-(موازين+ه)-(নেকের) পাল্লা। ⑨ فَاُمُّهٗ-(ف+ام+ه)-তার বাসস্থান হবে ; هَاوِيَةٌ-হাবিয়া (গভীর গর্ত)। ⑩ وَمَآ -আর কি ; اَدْرٰىكَ-আপনি জানেন ; مَا-কি ; هِيَهْ-সেটা। ⑪ نَارٌ-আগুন ; حَامِيَةٌ-উত্তপ্ত।

কেয়ামতের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হবে। এ আয়াত থেকে সেই দ্বিতীয় পর্যায়ের কথা শুরু হয়েছে।

৪. 'মাওয়াযীন' ভারী হওয়া বা হালকা হওয়া দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, মানুষের মন্দকাজের তুলনায় নেককাজ বেশি হওয়া বা কম হওয়া। সেখানে যাদের বদীর পাল্লার চেয়ে নেকীর পাল্লা ভারী হবে তারাই সেখানে সফলকাম হবে ; আর যাদের বদীর পাল্লার চেয়ে নেকীর পাল্লা হালকা হবে, তারাই হবে সেখানে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত।

এখানে একথাটি জানা থাকা দরকার যে, কুফরী তথা আল্লাহকে অস্বীকার করা সবচেয়ে বড় অসৎকাজের অন্তর্ভুক্ত। যা দ্বারা গুনাহের পাল্লা অনিবার্যভাবে ভারী হয়ে যায়। আর কাফেরের নেকীর পাল্লা ভারী হওয়ার মত কোনো নেকই থাকে না ; কেননা কুফরীর কারণে তার কোনো নেক আমলই গৃহীত হয় না। অপরদিকে মু'মিনের নেকীর পাল্লায় তার নেকীর ওযনের সাথে ঈমানের ওযনও যোগ হওয়ার কারণে তার নেকীর পাল্লা ভারী হয়ে যেতে পারে। তার গুনাহগুলো গুনাহের পাল্লায় রাখলেও তার সাথে যেহেতু অন্য কোনো ওযন যোগ হয় না তাই নেকীর পাল্লা ভারী হবার সম্ভাবনাই বেশি থাকে।

৫. 'উম্মুহূ হাবিয়াহ' আয়াতাংশের শাব্দিক অর্থ হলো—'তার মা হবে হাবিয়াহ' অর্থাৎ ঠিকানা হবে হাবিয়াহ। শব্দটির অর্থ হলো—গভীর গর্ত বা খাদ। জাহান্নাম হবে অত্যন্ত গভীর। জাহান্নামীদেরকে উপর থেকে সেই গভীর অগ্নিময় গর্তে ফেলে দেয়া হবে। মায়ের কোলে যেমন শিশুর অবস্থান, তেমনি জাহান্নামীদের অবস্থান হবে জাহান্নামের সেই গভীর গর্তে।

৬. অর্থাৎ জাহান্নাম শুধুমাত্র একটি গভীর গর্তই হবে না ; বরং তা হবে উত্তপ্ত আগুনের গর্ত।

সূরা আল কারিয়াহ্র শিক্ষা

১. দুনিয়াতে সৃষ্টি থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত যত বড় ও মর্মান্তিক দুর্ঘটনা বা বিপর্যয় ঘটুক না কেন, কেয়ামতের মহাপ্রলয় হবে সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে মর্মান্তিক বিপর্যয়।

২. কেয়ামতের সময় আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার মাধ্যাকর্ষণ শক্তি রহিত করে দেবেন, ফলে দুনিয়ার প্রাকৃতিক সকল ব্যবস্থাপনা ভেঙে পড়বে এবং সমস্ত কিছুই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ধুলোর মত হয়ে যাবে।

৩. কেয়ামতের দ্বিতীয় পর্যায়ে মানুষ নিজ সমাহিতস্থান থেকে উঠে দাঁড়াবে। অতপর আল্লাহর সামনে হাযির হবে বিচারের জন্য।

৪. কেয়ামত তথা মহাপ্রলয় অতপর পুনরুত্থান এবং আল্লাহর আদালতে বিচার শেষে জান্নাত বা জাহান্নাম পাওয়া—এ বিষয়গুলোতে বিশ্বাসস্থাপন করা ঈমানের মৌলিক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত। আমাদেরকে অবশ্যই এগুলোতে শর্তহীন বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

৫. আমাদেরকে অবশ্যই সৎকাজগুলো বিশুদ্ধ নিয়তে একমাত্র আল্লাহর জন্য করতে হবে। তা হলেই বিচার দিবসে আমাদের নেককাজগুলো আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে এবং ওযনের সময় আমাদের নেকীর পাল্লা ভারী হবে।

৬. শুধুমাত্র নেক নিয়ত না থাকার ফলে যদি আমাদের নেক কাজগুলো বরবাদ হয়ে যায়, আর নেকীর পাল্লা হালকা হয়ে পড়ে, তবে তো আমাদের মত দুর্ভাগা আর কেউ হবে না। সুতরাং নিয়তের পরিশুদ্ধতার প্রতি সদা সজাগ-সচেতন থাকতে হবে।

❒

সূরা আত তাকাছুর
আয়াত ঃ ৮
রুকূ' ঃ ১

নামকরণ

প্রথম আয়াতের শব্দ 'আত তাকাছুর'-কে সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এ শব্দটির তিনটি অর্থ—কোনো কিছু পাওয়ার জন্য অতিমাত্রায় নিমগ্ন থাকা, কোনো বস্তু পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতায় নামা, কোনো বস্তু অন্যের বেশি থাকার জন্য গর্ব-অহংকার করা।

নাযিলের সময়কাল

মুফাস্‌সিরীনে কেরামের দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সকলের মতেই এ সূরা মাক্কী। শুধু তাই নয়, এটা মাক্কী জীবনের প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হলো—দুনিয়া পূজা, দুনিয়ার প্রতি অতিমাত্রায় ভালবাসা পোষণ, দুনিয়ার সম্পদ অর্জনে পরস্পর প্রতিযোগিতা করা ইত্যাদির পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া। বৈষয়িক উপায়-উপকরণ তথা সহায়-সম্পদ বেশি বেশি লাভ করাকে মানুষ জীবনের উন্নতি ও মাপকাঠি ধরে নিয়েছে। যার ফলে জীবনের আসল মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তারা বহু দূরে সরে গিয়েছে। তারা এ দিকটার প্রতি মনোযোগ দেয়ার কোনো সুযোগই পাচ্ছে না এবং তার প্রয়োজনীয়তাও তাদের সামনে স্পষ্ট নেই। এ সূরায় এ অশুভ চিন্তা-চেতনা সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে যে, তোমরা যেসব জাগতিক সম্পদ অর্জনের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত তা তোমাদের নিয়ামতই নয় ; বরং এসব পরীক্ষারও উপকরণ। আখেরাতে অবশ্যই তোমাদেরকে এসব নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সেদিন তোমরা যদি এসব সম্পদ অর্জন ও ব্যয় সম্পর্কে যথাযথ উত্তর দিতে না পার, তবে তোমাদের জাহান্নাম অবশ্যই দর্শন করতে হবে।

❐

রুকূ' ১ — ## ১০২. সূরা আত তাকাছুর-মাক্কী — আয়াত ৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

① أَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۙ ② حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۗ ③ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ

১. বেশি বেশি পাওয়ার প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে গাফিল করে রেখেছে ;[১] ২. যতক্ষণ না তোমরা কবর পর্যন্ত গিয়ে পৌছ।[২] ৩. কক্ষণো (এটা সংগত) নয়! শীঘ্রই তোমরা তা জানতে পারবে।[৩]

① أَلْهٰكُمُ-(الهى+كم)-তোমাদেরকে গাফিল করে রেখেছে ; التَّكَاثُرُ-বেশি বেশি পাওয়ার প্রতিযোগিতা। ② حَتّٰى-যতক্ষণ না ; زُرْتُمُ-তোমরা গিয়ে পৌছ; الْمَقَابِرَ-(ال+مقابر)-কবর পর্যন্ত। ③ كَلَّا-কক্ষণো (এটা সংগত) নয় ; سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ-শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।

১. 'আল হা-কুমুত তাকাসুর' অর্থ 'বেশি বেশি পাওয়ার প্রতিযোগিতা' তোমাদেরকে গাফিল করে রেখেছে। এখানে কথাটি আমভাবে বলার কারণে এর আওতায় প্রশস্ততা সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ কাদেরকে, কি জিনিস পাওয়ার প্রতিযোগিতা, কিসে থেকে গাফিল করে রেখেছে এটা সুনির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। যার ফলে 'তোমাদেরকে' দ্বারা সর্বকালের মানুষ ; 'বেশি বেশি পাওয়ার প্রতিযোগিতা' দ্বারা দুনিয়ার ধন-সম্পদ, গর্ব-অহংকারের উপকরণ, প্রভাব-প্রতিপত্তি আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতার উপায়-উপকরণ ইত্যাদি পাওয়ার প্রতিযোগিতা এবং 'গাফিল করে রেখেছে' দ্বারা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তথা আখেরাত থেকে গাফিল করে রেখেছে—এ রকম অর্থ করা ব্যাপকতা তথা প্রশস্ততা এর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। অর্থাৎ হে দুনিয়ার মানুষ! বেশি বেশি ধন-সম্পদ অর্জনের চেষ্টা, ধন-সম্পদের দিক দিয়ে একে অপরকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা ; ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জনের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ যে আখেরাত তথা মৃত্যুর পরবর্তী অনন্ত জীবন, তা থেকে বেখেয়াল করে রেখেছে। আর এ সম্বোধনের আওতায় যেমন এক ব্যক্তি ও একটি সমাজ আসতে পারে, তেমনি একটি জাতি এমনকি দুনিয়ার সকল মানুষ এ সম্বোধনের আওতাভুক্ত হতে পারে। বস্তুত সামগ্রিকভাবে সকল মানুষের মধ্যে এ প্রবণতা বিদ্যমান।

২. অর্থাৎ তোমাদের পুরো জীবনটাই তোমরা এ কাজে নিয়োজিত করে রেখেছ ; এমন কি মৃত্যুর পূর্বক্ষণেও তোমরা এ চিন্তাতেই ব্যস্ত রয়েছ।

৩. অর্থাৎ তোমরা যে ধন-সম্পদের প্রাচুর্য এবং তা অর্জন করার জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছ ; আর এটাকেই সফলতার মানদণ্ড ধরে নিয়েছ, এটা সঠিক নয়। তোমরা ভুল পথে আছ। তোমাদের ভুলের মধ্যে থাকার ব্যাপারটা তোমরা মৃত্যুর

④ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ⑤ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ۝

৪. আবারও (শুনে নাও) কক্ষণো (এটা সংগত) নয়। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। ৫. কক্ষণো নয়, যদি তোমরা নিশ্চিত জ্ঞানের মাধ্যমে জানতে—(তবে এমন প্রতিযোগিতা করতে না)

⑥ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ⑦ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ۝

৬. তোমরা অবশ্য অবশ্যই জাহান্নাম দেখতে পাবে। ৭. আবারও (শুনে নাও), অবশ্য অবশ্যই তোমরা তা সুনিশ্চিতভাবে চোখে দেখতে পাবে।

⑧ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ۝

৮. অতপর সেদিন সেই নিয়ামত সম্পর্কে অবশ্য অবশ্যই তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে।[৪]

④ ثُمَّ-আবারও (শুনে নাও) ; كَلَّا-কখনো (এটা সংগত) নয়! ; سَوْفَ تَعْلَمُونَ-শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। ⑤ كَلَّا-কক্ষণো নয়! ; لَوْ-যদি ; تَعْلَمُونَ-তোমরা জানতে ; عِلْمَ-জ্ঞানের মাধ্যমে ; الْيَقِينِ-(ال+يقين)-নিশ্চিত। ⑥ لَتَرَوُنَّ-তোমরা অবশ্য অবশ্যই দেখতে পাবে ; الْجَحِيمَ-(ال+جحيم)-জাহান্নাম। ⑦ ثُمَّ-আবারও (শুনে নাও); لَتَرَوُنَّهَا-(لترون+ها)-অবশ্য অবশ্যই তোমরা তা দেখতে পাবে ; عَيْنَ-চোখে ; الْيَقِينِ-(ال+يقين)-নিশ্চিতভাবে। ⑧ ثُمَّ-অতপর ; لَتُسْأَلُنَّ-অবশ্য অবশ্যই তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে ; يَوْمَئِذٍ-সেদিন ; عَنِ-সম্পর্কে ; النَّعِيمِ-(ال+نعيم)-সেই নিয়ামত।

পরপরই জানতে পারবে। অথবা শেষ বিচারের দিন তোমাদের কাছে তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। স্মরণযোগ্য যে, দুনিয়ার সৃষ্টি থেকে শেষদিন পর্যন্ত যে দীর্ঘ সময় তা আমাদের নিকট খুব দীর্ঘ মনে হতে পারে ; কিন্তু মহান আল্লাহ 'আলিমুল গায়ব'-এর নিকট তা সময়ের একটি সামান্য অংশমাত্র। কেননা তাঁর দৃষ্টি ও জ্ঞান দুনিয়ার আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সমগ্র কালব্যাপী প্রসারিত। অতএব তাঁর নিকট মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু অথবা আখেরাতের বিচার দিবস পর্যন্ত সময় একান্তই সামান্য সময়।

৪. অর্থাৎ কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা মানুষকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন তাঁর প্রদত্ত নিয়ামত সম্পর্কে। এক ধরনের নিয়ামত আল্লাহ তাআলা সরাসরি সকল মানুষকে দিচ্ছেন, যার মূল্য পরিমাপ করা বা দেয়া কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আলো, বাতাস, পানি, তাপ ইত্যাদি এ ধরনের নিয়ামত। আবার বিপুল সংখ্যক নিয়ামত আল্লাহ মানুষকে তার উপার্জনের মাধ্যমে দিচ্ছেন। নিজের উপার্জিত নিয়ামতগুলো সে কিভাবে উপার্জন করেছে এবং কিভাবে সেগুলো ব্যয় করেছে সেজন্য তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি যে নিয়ামত সে পেয়েছে তা কিভাবে ব্যয় করেছে

এবং সেই নিয়ামতগুলোর স্রষ্টার প্রতি স্বীকৃতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করেছে কিনা সেমতে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এ জিজ্ঞাসাবাদ শুধু কাফেরদেরকেই করা হবে না ; বরং মু'মিনরাও এ জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হবে। মানুষের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতের সংখ্যা অসংখ্য ও অসীম। আল্লাহ্ বলেন—"তোমরা যদি আল্লাহর নিয়ামতগুলো গুণতে চাও, তাহলে তা গুণে শেষ করতে পারবে না।"–সূরা ইবরাহীম ঃ ৩৪

সূরা আত তাকাছুরের শিক্ষা

১. আখেরাত তথা মৃত্যুর পরবর্তী অনন্ত জীবনকে সুখময় করার প্রতি গুরুত্ব দেয়া মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ; অথচ তা থেকে মানুষকে গাফিল করে রেখেছে বেশি বেশি ধন-সম্পদ অর্জনের প্রতিযোগিতা। অতএব এ সর্বনাশা প্রতিযোগিতা পরিত্যাগ করতে হবে।

২. এ অসংগত প্রতিযোগিতা যে সঠিক নয়, তা দুনিয়ার হাতে-গোণা কয়েক বছরের জীবনকাল শেষ হওয়া মাত্রই জানা যাবে ; তবে তখন জানা গেলেও এ ভুল শোধরাবার কোনো উপায় থাকবে না ; অতএব এখন থেকেই এ ভুল শুধরে নিতে হবে।

৩. আল্লাহ তাআলা বারবার তাকীদ দিয়ে সুস্পষ্টভাবে যে কথাগুলো বলেছেন, তাকে যথাযথ গুরুত্ব না দেয়া কোনো মু'মিনের কাজ হতে পারে না। সুতরাং জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে নিজেদেরকে বাঁচাতে হলে আখেরাতমুখী জীবন গড়তে হবে।

৪. যেহেতু বৈধ পথে অর্জিত সম্পদ-এর ব্যয়-ব্যবহার সম্পর্কেও আখেরাতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ; আর অবৈধ পথে অর্জিত সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ তো হবে অত্যন্ত কঠোর ; তাই অধিক সম্পদ আখেরাতে কোনো কল্যাণ বয়ে আনবে—এ ধারণা পরিত্যাগ করা উচিত।

৫. দুনিয়াতে মোটামুটি সাদাসিদে সরল জীবন যাপনে যতটুকু সম্পদ প্রয়োজন তার বেশি অর্জনের প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করাই আম্বিয়ায়ে কিরাম এবং তাঁদের যথার্থ অনুসারী মহান ব্যক্তিবর্গের শিক্ষা।

❑

সূরা আল আসর
আয়াত ঃ ৩
রুকূ' ঃ ১

নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতের প্রথম শব্দ 'আল আসর'-কে এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

সূরাটি মাক্কী বা মাদানী হওয়ার ব্যাপারে মুফাস্‌সিরীনে কিরামের মধ্যে মতভেদ থাকলেও এর সংক্ষিপ্ত ব্যাপক অর্থবোধক ও হৃদয়গ্রাহী ভাষা মাক্কী হওয়ার সাক্ষ বহন করে। উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য মাক্কী সূরাসমূহের মধ্যেই পাওয়া যায় ; সুতরাং সূরাটিকে মাক্কী সূরা হিসেবে অভিহিত করা যায়।

আলোচ্য বিষয়

'আল আস্‌র' সূরাটি অতিশয় ছোট্ট হলেও এর বক্তব্য অত্যন্ত ব্যাপক। বলা যায় যে, এতে 'বিন্দুতে সিন্ধু' লুকিয়ে আছে। মানব-জীবনের আসল নীতি-আদর্শ ও কর্মগত ভূমিকা কি হওয়া উচিত তা এ ছোট্ট সূরাটিতে তুলে ধরা হয়েছে। ইসলামী জীবন-চরিত্রের একটি সংক্ষিপ্ত রূপ এতে অংকন করা হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র) এ জন্যই বলেছেন যে, কোনো মানুষ এ সূরাটিকে নিয়ে যদি গভীরভাবে চিন্তা করে, তবে তার হেদায়াতের জন্য এ সূরাটিই যথেষ্ট। আর এ কারণেই সাহাবায়ে কিরামের দু'জন যদি একত্রিত হতেন, তাহলে একে অপরকে সূরাটি না শুনিয়ে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হতেন না।

আল্লাহ তাআলা—মানব জীবনে সাফল্য ও ব্যর্থতার চারটি মূলনীতি এখানে পেশ করেছেন। সে চারটি মূলনীতি হলো—(১) ঈমান, (২) আমলে সালেহ তথা নেক আমল, (৩) পারস্পরিক সত্যের উপদেশ দান, (৪) পারস্পরিক ধৈর্যের উপদেশ দান। এ চারটি মূলনীতি থেকে সরে পড়লে ইহকাল-পরকালে মানুষের ধ্বংস অনিবার্য।

❑

রুকূ' ১ | ## ১০৩. সূরা আল আসর-মাক্কী | আয়াত ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

① وَالْعَصْرِ ① اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ② اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

১. কসম সময়ের।[১] ২. অবশ্য অবশ্যই মানুষ ক্ষতির মধ্যে (রয়েছে)।[২]
৩. (তবে) তারা ছাড়া যারা ঈমান[৩] এনেছে,

①وَ-কসম ; الْعَصْرِ-(ال+عصر)-সময়ের। ②اِنَّ-অবশ্য ; الْاِنْسَانَ-(ال+انسان)-মানুষ ; لَفِيْ-অবশ্যই রয়েছে ; خُسْرٍ-ক্ষতির মধ্যে। ③اِلَّا-তবে, ছাড়া ; الَّذِيْنَ-তারা, যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছে ;

১. আল্লাহ তাআলা এখানে সময়ের কসম করেছেন। সময় মানব জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সময়ের গুরুত্ব বুঝানোর জন্যই তিনি সময়ের কসম করেছেন। কারণ সামনে যে কথাগুলো বলা হয়েছে তার নীরব সাক্ষী সময়। সময় বলতে এখানে অতীত সময়ও হতে পারে, আবার হতে পারে বর্তমান বা চলিত সময়। ভবিষ্যত সময়টা খুব দ্রুত বর্তমানের মধ্য দিয়ে অতীতে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যত আমাদের হাতে নেই, আমাদের হাতে আছে বর্তমান ; কিন্তু বর্তমানটার অস্তিত্ব আমাদের কাছে একেবারেই অল্প। কেননা বর্তমানটা দ্রুত অতীতে চলে যাচ্ছে। তবে সামনে বলা কথাটার সাক্ষী যেহেতু অতীত তথা ইতিহাস ; তাই আল্লাহ অতীতের কসম করে বলেছেন।আর আল্লাহ বর্তমানের কসম করে বলেছেন, যেহেতু বর্তমানটা এমন একটি সময় যা মানুষ কাজে লাগাতে পারে। আর বর্তমান সময়টাই মানুষের পুঁজি। যা কিছু করতে হবে তা এ সময়ের মধ্যেই করতে হবে। নচেত বরফ বিক্রেতার পুঁজি বরফ যেমন গলে গলে শেষ হয়ে যায় তেমনি মানুষের পুঁজি সময়ও তেমনি গলে গলে শেষ হয়ে যাচ্ছে। ইমাম রাযী (র) বলেছেন—"একজন বরফ বিক্রেতার নিকট থেকে আমি 'সূরা আসর'-এর অর্থ বুঝেছি; সে বাজারে জোরে জোরে বলছিল—'তোমরা এমন ব্যক্তির প্রতি দয়া করো যার পুঁজি গলে গলে শেষ হয়ে যাচ্ছে'—আমি এটা শুনে বললাম যে, এটা সূরা আল-আসর-এর প্রকৃত মর্ম। মানুষকে জীবন হিসেবে যে সময় দেয়া হয়েছে তা বরফের মত গলে গলে শেষ হয়ে যাচ্ছে। এটাকে যদি নষ্ট করে ফেলা হয় অথবা ভুলপথে খরচ করা হয় তাহলে এটাই মানুষের জন্য চরম ক্ষতি।"

২. 'আল-ইনসান' তথা 'মানুষ' দ্বারা 'মানুষ জাতি' বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সমগ্র মানবজাতিই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। অতপর চারটি গুণসম্পন্ন লোকদেরকে তা থেকে আলাদা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এ চারটি গুণ যাদের মধ্যে রয়েছে তারা উল্লিখিত ক্ষতি থেকে মুক্ত। এ গুণগুলো কোনো ব্যক্তির মধ্যে থাকলে, সে ক্ষতি থেকে মুক্ত ; কোনো

وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

এবং সৎকাজ[৪] করেছে ; আর একে অপরকে সত্য পথে চলার উপদেশ দিয়েছে[৫] এবং দিয়েছে একে অপরকে সবর করার উপদেশ।[৬]

وَ-এবং ; عَمِلُوا-কাজ ; الصّٰلِحٰتِ-(ال+صلحت)-সৎ ; وَ-ও ; تَوَاصَوْا-একে অপরকে উপদেশ দিয়েছে ; بِالْحَقِّ-(ب+ال+حق)-সত্যপথে চলার ; وَ-আর ; تَوَاصَوْا-একে অপরকে দিয়েছে উপদেশ ; بِالصَّبْرِ-(ب+ال+صبر)-সবর করার।

সমাজের সকল মানুষের মধ্যে থাকলে তারা ক্ষতি থেকে মুক্ত ; আবার কোনো দেশের সকল মানুষের মধ্যে গুণগুলো পাওয়া গেলে সেই দেশ ক্ষতি থেকে মুক্ত ; এমনিভাবে দুনিয়ার যেসব লোকের মধ্যে গুণগুলো পাওয়া যাবে, তারা সকলেই ক্ষতি থেকে মুক্ত হবে। ক্ষতি বা লোকসান দ্বারা লাভের বিপরীত অর্থ বুঝায়। 'লাভ' মানে সাফল্য আর ক্ষতি মানেই ব্যর্থতা। কুরআন মজীদে সাফল্য বলতে দুনিয়া ও আখেরাতের সাফল্য বুঝানো হলেও মূলত আখেরাতের সাফল্যের উপরই দুনিয়ার সফলতা নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি আখেরাতের সাফল্য অর্জন করেছে সে দুনিয়াতেও সাফল্য অর্জন করছে ধরে নিতে হবে, কেননা সেখানকার সফলতাই চূড়ান্ত। অপরদিকে যে ব্যক্তি আখেরাতে ব্যর্থ হয়েছে, সে দুনিয়াতেও ব্যর্থ ; যদিও দুনিয়াতে সে যেসব বিষয়কে সফলতার মাপকাঠি ধরে নিয়ে নিজেকে দুনিয়াতে সফল বলে ধারণা করুক না কেন এবং দুনিয়ার মানুষও তাকে সফল মানুষ বলে প্রচার করুক না কেন ; কেননা সে চূড়ান্ত পরীক্ষায় ব্যর্থ। তাছাড়া যেসব বিষয়কে দুনিয়ার সফলতা বলে মনে করে, সেগুলো যে আসল সফলতা নয় এবং সেগুলো যে দুনিয়াতেই ক্ষতির আকারে দেখা দিয়েছে তা আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং কুরআন মজীদের ঘোষণা অনুযায়ী উল্লিখিত চারটি গুণবিশিষ্ট মানুষ ছাড়া 'সকল মানুষই বিরাট ক্ষতির মধ্যে রয়েছে'—এটাই চূড়ান্ত কথা। আর সফলতা অর্জন করতে হলে উল্লিখিত চারটি গুণ অর্জন করার বিকল্প নেই।

৩. যে চারটি গুণবিশিষ্ট মানুষ ক্ষতি থেকে মুক্ত, তার প্রথমটি হলো 'ঈমান'। ঈমান ছাড়া কোনো সৎকাজ তথা কল্যাণকর কাজ করা হোক না কেন, তা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ, রাসূল, ফেরেশতা, কিতাব, তাকদীর, কেয়ামত ও মৃত্যুর পর পুনরুত্থান—এ সাতটি বিষয়ের প্রতি মৌখিক স্বীকৃতি, আন্তরিক বিশ্বাস ও কার্যত রূপায়ণকেই কুরআন মজীদ 'ঈমান' বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। এ সাতটি বিষয়কে তিনটি শিরোনামের অন্তর্ভুক্ত করা যায় ; যেমন—(১) তাওহীদ, (২) রিসালাত ও (৩) আখেরাত। তাওহীদের অর্থ—আল্লাহকে এমনভাবে মানতে হবে যে, তিনিই একমাত্র প্রভু ও ইলাহ ; তাঁর সর্বময় কর্তৃত্বে কোনো অংশীদার নেই ; তিনিই মানুষের ইবাদাত-বন্দেগী ও আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী। তাকদীরের ভাল-মন্দের স্রষ্টাও এককভাবে তিনি। তিনিই হুকুম দানকারী এবং নিষেধকারী। তিনি যে কাজের হুকুম দেন এবং যে কাজ করতে নিষেধ করেন তা মেনে চলা বান্দাহর ওপর ফরয। তিনিই সবকিছু দেখেন ও শুনেন। প্রকাশ্য

অপ্রকাশ্য এমনকি মনের গভীরে যে নিয়ত বা উদ্দেশ্য লুকায়িত তাও তিনি জানেন। মোটকথা আল্লাহকে তাঁর যাবতীয় 'সিফাত' সহকারে মুখের স্বীকৃতি, আন্তরিক বিশ্বাস ও কার্যে রূপায়ণই হলো ঈমান।

ঈমানের দ্বিতীয় পর্যায় রাসূলকে মানা। অর্থাৎ রাসূলকে আল্লাহর নিযুক্ত পথপ্রদর্শক ও একমাত্র নেতা হিসেবে মৌখিক স্বীকৃতি, আন্তরিক বিশ্বাস ও কার্যে রূপায়ণ হলো ঈমানের দ্বিতীয় পর্যায়। তাঁকে এমনভাবে মানতে হবে যে, তিনি যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে দিয়েছেন এবং তা সবই অবশ্যই সত্য গ্রহণযোগ্য। ফেরেশতা, অন্যান্য নবী-রাসূল ও আসমানী কিতাবসমূহ এবং কুরআনের প্রতি ঈমান আনা রাসূলের প্রতি ঈমান আনার মধ্যে শামিল। কেননা তিনিই এগুলো শিক্ষা দিয়েছেন।

ঈমানের তৃতীয় পর্যায় আখেরাতের প্রতি ঈমান। মানুষের এ দুনিয়ার জীবনই শেষ নয় ; বরং মৃত্যুর পরে মানুষকে পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে। তখন মানুষকে অবশ্যই এ জীবনের সকল কার্যক্রমের হিসাব-নিকাশ দিতে হবে। তখন যে যথার্থ অর্থে মু'মিন বলে গণ্য হবে তাকে পুরস্কৃত করা হবে এবং যে মু'মিন হিসেবে গণ্য হবে না সে চিরস্থায়ী আযাবে নিপতিত হবে। এটাই হলো আখেরাতের প্রতি ঈমান।

৪. ক্ষতি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য দ্বিতীয় শর্ত হলো 'সৎকাজ'। এটাকে 'আমলে সালেহ' বলা হয়েছে। 'সৎকাজ' দ্বারাই ঈমানের পরিচয় পাওয়া যায়। বীজ ও চারার মধ্যে যে সম্পর্ক, ঈমান ও আমলের মধ্যে সেই সম্পর্ক বিদ্যমান। বীজ মাটিতে রোপণ করার পর যদি চারা না গজায়, তাহলে বুঝতে হবে এ বীজ সঠিক বীজ নয়, অথবা বীজ নষ্ট হয়ে গেছে। অনুরূপ ঈমান আনার পর যদি তা সৎকাজ রূপে প্রকাশিত না হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে, তার ঈমান যথার্থ অর্থে ঈমান নয়। আবার ঈমান ছাড়াও কোনো সৎকাজ গ্রহণীয় নয়। কেননা ঈমান আনার পরেই সৎকাজের কথা বলা হয়েছে। মানুষকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাতে পারে ঈমান আনার পরের সৎকাজ। সুতরাং ঈমানবিহীন সৎকাজ দ্বারা যেমন ক্ষতি থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না, তদ্রূপ সৎকাজ বিহীন ঈমান দ্বারাও ক্ষতি থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না।

৫. বাতিলের বিপরীতে 'হক' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। 'হক'-এর একটি দিক হলো—সত্য, সঠিক, ন্যায়-ইনসাফ এবং ঈমান-আকীদার অনুকূল কথা ও কাজ। আর এটাই হলো প্রকৃত হক। 'হক'-এর অপর দিক হলো—আল্লাহ ও বান্দার অধিকার সম্পর্কিত, যা আদায় করা মানুষের জন্য ওয়াজিব। 'হক'-এর দাবী হলো—হকের বিরুদ্ধে বাতিলের পক্ষ থেকে যে প্রতিবন্ধকতা আসবে তা দূর করার জন্য যাবতীয় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। আর এ কাজ একা একা বিচ্ছিন্নভাবে সম্ভব নয়। 'হক'পন্থীদের পারস্পরিক সহযোগিতা, পারস্পরিক উপদেশ-এর মাধ্যমে এটা সম্পাদন হতে পারে। আর আল্লাহ কর্তৃক বর্ণিত ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য এটা তৃতীয় শর্ত। মানুষের সমাজে এ ব্যবস্থা না থাকলে সেই সমাজ সামগ্রিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হতে বাধ্য। 'হক'-এর ভূলুণ্ঠিত হতে দেখেও হক পন্থীরা যদি নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে, তাহলে তারা সেই মহাক্ষতি থেকে

বাঁচতে পারবে না। এটাই এ আয়াতের মূল বক্তব্য। আর এজন্য সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজকে প্রতিরোধ করাকে মুসলিম উম্মাহর ওপর অবশ্য কর্তব্য গণ্য করা হয়েছে।

৬. মহাক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য চতুর্থ শর্ত হলো—পরস্পর সবর বা ধৈর্যের উপদেশ প্রদান। অর্থাৎ 'হক'-এর পক্ষ অবলম্বন, হক-কে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যেসব বাধা-বিপত্তি, কষ্ট-পরিশ্রম, বিপদ-আপদ এবং ক্ষতি-বঞ্চনার সম্মুখীন হতে হয়, তাতে একে অপরকে অবিচল ও দৃঢ় থাকার উপদেশ প্রদান করতে হবে। সবর বা ধৈর্যের সাথে এসব কিছুকে মোকাবিলা করার জন্য একে অপরকে সাহস যোগাতে থাকবে। মহাক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য এ সূরাতে যে চারটি শর্ত উল্লিখিত হয়েছে, এগুলো যথাযথ পালিত হলেই সেই ক্ষতি থেকে বাঁচা যাবে, অর্জিত হবে দুনিয়া ও আখেরাতের সাফল্য।

সূরা আল আসরের শিক্ষা

১. মানুষের জন্য সবচেয়ে মূল্যবান হলো তার জীবনকাল। অন্য কথায় তার মূল্যবান পুঁজি হলো তার জীবনের সুনির্দিষ্ট সময়টুকু। সুতরাং এ সময়ের প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগানোর জন্য আমাদেরকে সদা-সচেতন থাকতে হবে।

২. এ সময়টুকুকে কাজে লাগানোর সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হলো—ঈমান, সৎ কাজ, 'হক' পথ ও পন্থা অবলম্বনের পারস্পরিক সদুপদেশ দান এবং এ পথের যাবতীয় বাধা-বিপত্তিতে, দুঃখ-দৈন্যতায় অবিচলভাবে দৃঢ়তা নিয়ে টিকে থাকার জন্য পারস্পরিক সদুপদেশ দান।

৩. ঈমান আনতে হবে সর্বপ্রথম আল্লাহর ওপর—তাঁর যাবতীয় সিফাত তথা গুণাবলী সহকারে। এটাই হলো তাওহীদের ওপর ঈমান।

৪. দ্বিতীয়ত ঈমান আনতে হবে রিসালাত তথা সকল নবী-রাসূলের ওপর এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর উপর। আর আনুগত্য করতে হবে তাঁর আনীত বিধানের ওপর।

৫. ঈমান আনতে হবে সকল আসমানী কিতাবের ওপর এবং সর্বশেষ কিতাব কুরআন মজীদের উপর। আর বিধান অনুসরণ করতে হবে সর্বশেষ কিতাব কুরআন মজীদের।

৬. ঈমান আনতে হবে আল্লাহ তাআলা বিশেষ সৃষ্টি ফেরেশতাদের ওপর।

৭. ঈমান আনতে হবে কেয়ামত তথা শেষ বিচার দিনের উপর।

৮. ঈমান আনতে হবে তাকদীরের ভাল-মন্দের সিদ্ধান্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে—এ কথার ওপর।

৯. ঈমান আনতে হবে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন লাভ করে শেষ বিচারের জন্য আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর ওপর।

১০. ঈমানের পর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নির্দেশিত পথ ও পন্থায় করে যেতে হবে সৎকাজ। স্মরণীয় যে, ঈমান ছাড়া কোনো সৎকাজ আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় নয় এবং রাসূল নির্দেশিত পথ ও পন্থা ছাড়া অন্য কোনো প্রকারের সৎকাজও গ্রহণীয় নয়।

১১. অতপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যেসব বিষয়কে হক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন সেসব বিষয়ে পারস্পরিক সদুপদেশ দানের মাধ্যমে পরিচালনা করতে হবে নিজেদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন।

১২. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নির্দেশিত পথ ও পন্থায় জীবন পরিচালনা করতে গিয়ে যখন যে পরিস্থিতি সামনে আসবে, তখন সে সকল পরিস্থিতিতে সর্বোচ্চ ধৈর্য ও ইস্পাত-কঠিন দৃঢ়তা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে সাফল্যের চূড়ান্ত সীমায়।

১৩. উপরোক্ত পথে চলতে পারলেই আমাদের জীবন হবে লাভজনক পুঁজি ; অন্যথায় সম্মুখীন হতে হবে আল্লাহ কর্তৃক ঘোষিত মহাক্ষতির।

❐

সূরা আল হুমাযাহ্
আয়াত ঃ ৯
রুকূ' ঃ ১

নামকরণ

ইতিপূর্বেকার কয়েকটি সূরার মত এ সূরার নামও সূরার প্রথম আয়াতের একটি শব্দ থেকে গৃহীত হয়েছে। আয়াতের 'আল হুমাযাহ্' শব্দটিকেই এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

সকল মুফাস্সিরের ঐকমত্যে সূরাটি মাক্কী। তাছাড়া সূরাটির বিষয়বস্তু ও বর্ণনা ধারার আলোকেও সূরাটি মাক্কী জীবনের প্রথম দিকের সূরা বলেই সুস্পষ্টভাবে অনুমিত হয়।

আলোচ্য বিষয়

দুনিয়ার ধনিক শ্রেণীর লোকদের গর্ব-অহংকার, অন্যদের পেছনে নিন্দাবাদ করা, যে কোনো উপায়ে হোক অর্থ-সম্পদ সঞ্চয় করা ও তা হিসাব করে করে আত্মতৃপ্তি লাভ করা এবং সেসব সম্পদ চিরস্থায়ী মনে করা ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা এ সময় এসব লোকের উল্লিখিত মানসিকতা ও কর্মচরিত্রের প্রতিবাদ করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন যে, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে এসব নিন্দাকারীদের ধ্বংস অনিবার্য। তারা তাদের ধন-সম্পদের গর্ব-অহংকারে স্বেচ্ছাচারী আচরণ দেখিয়ে চলেছে। তারা মনে করছে যে, তাদের ধন-সম্পদ চিরস্থায়ী। কক্ষণো নয়, তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। 'হুতামা' নামক আগুনের গর্তে তাদেরকে তাদের ধন-সম্পদসহ নিক্ষেপ করা হবে, যে আগুন তাদের কলিজা ছেদ করে যাবে। তারা সেখানে আবদ্ধ হয়ে থাকবে। সেখান থেকে তাদের পালাবার কোনো পথ থাকবে না।

❑

রুকূ' ১ | ১০৪. সূরা আল হুমাযাহ্-মাক্কী | আয়াত ৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

① وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۙ ② نِ الَّذِىْ جَمَعَ مَالًا

১. ধ্বংস এমন প্রত্যেক লোকের জন্য, যে পেছনে লোকের অপবাদ রটায়—সামনে (মানুষকে) অপমানিত-লাঞ্ছিত করে ;[১] ২. যে ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করে

وَّعَدَّدَهٗ ۙ ③ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخْلَدَهٗ ۚ ④ كَلَّا

এবং তা গুণে গুণে রাখে।[২] ৩. সে মনে করে যে, তার ধন-সম্পদ তার কাছে চিরদিন থাকবে।[৩] ৪. কক্ষণো নয়!

لَيُنْۢبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ۖ ⑤ وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ۗ

সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে[৪] 'হুতামা' নামক আগুনের গর্তে।[৫]
৫. আপনি কি জানেন সেই 'হুতামা' কি ?

① وَيْلٌ-ধ্বংস ; لِّكُلِّ-(ل+كل)-এমন প্রত্যেক লোকের জন্য ; هُمَزَةٍ-যে লোকের পেছনে অপবাদ রটায় ; لُّمَزَةِ-সামনে (মানুষকে) অপমানিত-লাঞ্ছিত করে। ② نِ الَّذِىْ-যে ; جَمَعَ-কুক্ষিগত করে ; مَالًا-ধন-সম্পদ ; وَّ-এবং ; عَدَّدَهٗ-(عدد+ه)-তা গুণে গুণে রাখে। ③ يَحْسَبُ-সে মনে করে ; اَنَّ-যে ; مَالَهٗ-(مال+ه)-তার ধন-সম্পদ ; اَخْلَدَهٗ-(اخلد+ه)-তার কাছে চিরদিন থাকবে। ④ كَلَّا-কক্ষণো নয় ; لَيُنْۢبَذَنَّ-সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে ; فِى الْحُطَمَةِ-(فى+ال+حطمة)-'হুতামা' নামক আগুনের গর্তে। ⑤ وَ-আর ; مَاۤ-কি ; اَدْرٰىكَ-(ادرى+ك)-আপনি জানেন ? مَا-কি ; الْحُطَمَةُ-সেই 'হুতামা'।

১. 'হুমাযাহ্' ও 'লুমাযাহ্' শব্দ দুটো সমার্থবোধক। শব্দ দুটো এখানে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তাহলো—সে কাউকে পেছনে দুর্নাম রটায়, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে ; কাউকে অংগুলি নির্দেশ করে এবং কাউকে চোখের ইশারায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে। কারো মুখের উপর অসংগত কথা বলে আবার কারো পেছনে তার দোষ বলে বেড়ায়। কারো বিরুদ্ধে কানকথা লাগিয়ে বন্ধুত্বে ফাটল ধরায়। কোথাও আবার ভাইয়ে-ভাইয়ে শত্রুতা সৃষ্টি করে দেয়। এমনকি এসব করা তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

২. অর্থাৎ সে এসব করে তার ধন-সম্পদের গর্বে গর্বিত হয়ে। কেননা তার আছে প্রচুর

⑥ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ⑦ الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْئِدَةِ ۟

৬. আল্লাহর জ্বালানো আগুন ;[৬] ৭. যা অন্তঃস্থল পর্যন্ত ভেদ করবে।[৭]

⑧ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ⑨ فِيْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۟

৮. নিশ্চয়ই তা তাদেরকে পরিবেষ্টনকারী হবে।[৮]

৯. সুউচ্চ থামের সাথে (তারা বাঁধা থাকবে)।[৯]

⑥ نَارُ-আগুন ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; الْمُوْقَدَةُ-(ال+موقدة)-জ্বালানো, প্রজ্জ্বলিত। ⑦ الَّتِيْ-যা ; تَطَّلِعُ-ভেদ করবে ; عَلَى-পর্যন্ত ; الْاَفْئِدَةِ-(ال+افئدة)-অন্তঃস্থল ⑧ اِنَّهَا-(انها)-নিশ্চয়ই তা ; عَلَيْهِمْ-তাদেরকে ; مُّؤْصَدَةٌ-পরিবেষ্টনকারী হবে। ⑨ فِيْ عَمَدٍ-থামের সাথে (তারা বাঁধা থাকবে) ; مُّمَدَّدَةٍ-সুউচ্চ।

সম্পদ যা সে বখীলির কারণে ব্যয় করে না ; বরং গুণে গুণে রেখে দেয় এবং এতে সে আত্মতৃপ্তি অনুভব করে।

৩. অর্থাৎ সম্পদ জমা করা ও তা গুণে গুণে রাখার মধ্যে সে এতই মশগুল যে, সে যে মরবে, সে কথাও তার মনে হয় না। তার ভাবখানা এমন যে, সে চিরদিন এখানে থাকবে—এসব ছেড়ে তাকে বিদায় নিতে হবে—একথা তার ভুলেও মনে জাগে না।

৪. 'লাইউম্বাযান্না' শব্দের অর্থ তুচ্ছ ও ঘৃণ্য মনে করে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হবে। এ থেকে বুঝা যায় যে, সে ব্যক্তি দুনিয়াতে ধন-সম্পদের অহংকারে মত্ত হয়ে নিজেকে অনেক বড় মনে করলেও আখেরাতে সে তুচ্ছ ও ঘৃণিত হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

৫. 'হুতামা' জাহান্নামের বিভিন্ন প্রকার আগুনের একটি প্রকার। এর শাব্দিক অর্থ ভেঙে চুরমারকারী। এ প্রকার আগুনের নাম 'হুতামা' রাখার কারণ হলো এ আগুন দেহের হাড়গুলো ভেঙে চুরমার করে দেয়। তাছাড়া যা কিছুই তাতে ফেলা হোক না কেন, সেসব কিছুকেই ভেঙ্গে চুরমার করে তার গভীরে ফেলে রাখবে।

৬. 'আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত আগুন' বলা দ্বারা এ আগুনের ভয়াবহতা প্রকাশ পেয়েছে। কুরআন মজীদের অন্য কোথাও জাহান্নামের আগুনকে এ নামে অভিহিত করা হয়নি। এতে একথাও প্রকাশ পেয়েছে যে, যারা দুনিয়াতে ধন-সম্পদের প্রাচুর্যে অহংকারে মেতে উঠে, আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখেন। আর তাই তাদেরকে কেয়ামতের দিন অত্যন্ত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য সহকারে 'হুতামা' নামক আগুনে ফেলে শাস্তি দেবেন।

৭. অর্থাৎ এ আগুন এমন যে, তা অন্তরের গভীর কোণ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, যেখান থেকে মানুষের ভুল আকীদা-বিশ্বাস, মন্দকাজের ইচ্ছা-বাসনার জন্ম হয়। তাছাড়া এ

আগুন অপরাধী ও নিরাপরাধ সবাইকে জ্বালাবে না এবং সকল অপরাধীকে সমানভাবেও জ্বালাবে না ; বরং অপরাধীর হৃদয়ের মধ্যস্থলে পৌছে অপরাধের মাত্রা নির্ধারণ করে সে অনুসারে তার জ্বালানোর পরিমাণ নির্ধারণ করবে। হৃদয়ে পৌছার কথা এজন্যই বলা হয়েছে যে, হৃদয় বা অন্তরই হলো কুফরী ও অসৎ চিন্তা-চেতনার মূল উৎস।

৮. অর্থাৎ 'হুতামা' নামক আগুনের গর্তে ফেলে দেয়া হলে অপরাধী সেখানে বাঁধা থাকার কারণে নড়াচড়াও করতে পারবে না এবং সেখান থেকে বের হওয়ার মত কোনো ছিদ্রপথও তাতে থাকবে না।

৯. মুফাস্সিরীনে কিরাম 'ফী আমাদিম মুমাদ্দাদাহ'-এর কয়েকটি অর্থ বলেছেন—(১) জাহান্নামের দরযাগুলো বন্ধ করে দিয়ে সেখানে সুউচ্চ থাম পুতে দেয়া হবে। (২) অপরাধীরা আগুনের মধ্যে স্থাপিত উঁচু উঁচু থামের সাথে বাঁধা অবস্থায় থাকবে। (৩) আগুনের শিখাগুলো সুউচ্চ থামের মত উপরের দিকে উঠতে থাকবে।

সূরা আল হুমাযাহ্র শিক্ষা

১. যারা দুনিয়াতে ধন-সম্পদের অহংকারে মত্ত হয়ে অন্যদের পেছনে অপবাদ রটায় বা অন্যদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে সামনে মুখের ওপর অপমান ও লাঞ্ছনাদায়ক কথাবার্তা বলে, তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ধ্বংসের সতর্কবাণী।

২. যে কোনো উপায়ে হোক না কেন অর্থ-সম্পদকে কৃপণতার মাধ্যমে কুক্ষিগত করে রাখা এবং সময়ে সময়ে তা হিসেব করে করে আত্মতৃপ্তি লাভ করা হীন মানসিকতার পরিচায়ক। এ ধরনের মানসিকতা পরিত্যাজ্য।

৩. আখেরাতে তো বটেই, দুনিয়াতেও এসব সঞ্চিত অর্থ-সম্পদ সঞ্চয়কারীর শান্তির উপকরণ না হয়ে অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং অধিক সম্পদ কুক্ষিগত করে না রেখে মানুষের উপকার সাধনে নিয়োগ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

৪. আখেরাতের কঠিন আযাবের কথা স্মরণ করে তা থেকে বাঁচার জন্য নিজেদের সার্বিক শক্তি-সামর্থ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নির্দেশিত পথে নিয়োজিত করা প্রত্যেক মু'মিনের কর্তব্য। কারণ সেখানে আযাব থেকে রেহাই পাওয়াই চূড়ান্ত সফলতা।

❑

সূরা আল ফীল
আয়াত ঃ ৫
রুকূ' ঃ ১

নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতের 'আসহাবিল ফীল' বাক্যাংশের 'ফীল' শব্দটিকেই সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

মুফাস্‌সিরীনে কেরামের সর্বসম্মত মতে সূরাটি মাক্কী। সূরাটি নাযিলের পটভূমির প্রতি দৃষ্টি দিলেও এটাকে মাক্কী জীবনের প্রথম দিকের সূরা হিসেবে অনুমিত হয়।

আলোচ্য বিষয়

আল্লাহ তাআলা 'সূরা ফীল'-এ 'আসহাবে ফীল'-এর কথা সংক্ষিপ্তভাবে ইংগিত করেই সূরাটি শেষ করে দিয়েছেন। ইয়ামনের খৃস্টান বাদশাহ আবরাহা ৫৭০ মতান্তরে ৫৭১ খৃস্টাব্দে রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্মের ৫০ দিন পূর্বে ৬০ হাজার সৈন্য ও ১৩টি হাতীরবহর নিয়ে মক্কায় কা'বা ঘর ধ্বংস করার জন্য এসেছিল। আল্লাহ তাআলা তাঁর ঘরকে ধ্বংস করার অসৎ উদ্দেশ্যে আগমনকারী বাহিনীকে নির্মূল করে দিয়ে অলৌকিকভাবে তাঁর ঘরের হিফাযত করেছেন। এটা ছিল এমন এক যুগান্তকারী ঘটনা, যা ছিল আরবদের নিকট দীর্ঘদিন পর্যন্ত আলোচনার বিষয়বস্তু। তাই ঘটনার ৪০ বছর পরে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুওয়াতের প্রথম দিকেও এ ঘটনা মানুষের মুখে মুখে ছিল। মক্কার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই এ ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিল। আর এজন্যই আল্লাহ তাআলা সেই যুগান্তকারী ঘটনার দিকে ইংগিত করাকেই যথেষ্ট মনে করেছেন।

আল্লাহ তাআলা এ ঘটনার দিকে ইংগিত করে বুঝাতে চেয়েছেন যে, তোমাদের তো জানা আছে যে, আমি আমার ঘরকে ক্ষমতাদর্পী আবরাহার অসৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা থেকে হিফাযত করেছি। তোমাদের মনে রাখা উচিত যে, মুহাম্মাদ (স) তোমাদেরকে যে দীনের দাওয়াত দিচ্ছেন, তোমরা যদি তাঁর বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র কর, কিংবা তাঁর দাওয়াতকে ব্যর্থ করার অসৎ কোনো প্রচেষ্টা কর, তাহলে হাতীর অধিপতি আবরাহার মত তোমরাও ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহ তাঁর রাসূল, তাঁর দীন এবং দীনের আহ্বানকারীদেরকে রক্ষা করবেন। তখন আবরাহার মত তোমাদেরও কোনো কিছুই করার থাকবে না।

অপরদিকে আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং তাঁর দাওয়াতে সাড়াদানকারীদেরও এ বলে আশ্বস্ত করেছেন যে, যখন কা'বাকে রক্ষা করার কেউ ছিল না, তখন যেমন আল্লাহ অলৌকিকভাবে তা হিফাযত করেছেন, সেভাবে তাঁর রাসূল, তাঁর দীন এবং দীনের অনুসারীদেরকেও হিফাযত করবেন। সুতরাং তোমাদের চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণই নেই।

❑

রুকূ' ১ | ১০৫. সূরা আল ফীল-মাক্কী | আয়াত ৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

① اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۝

১. আপনি কি দেখেননি,[১] আপনার প্রতিপালক হাতীর মালিকদের সাথে কেমন করেছেন ?[২]

② اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ۝ ③ وَّاَرْسَلَ

২. তিনি কি তাদের ষড়যন্ত্রকে[৩] ব্যর্থ করে দেননি ?[৪] ৩. আর তিনি পাঠালেন

①اَلَمْ تَرَ-(ا+لم تر)-আপনি কি দেখননি ; كَيْفَ-কেমন ; فَعَلَ-করেছেন ; رَبُّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালক ; بِاَصْحٰبِ-(ب+اصحب)-মালিকদের সাথে ; الْفِيْلِ-হাতীর। ②اَلَمْ يَجْعَلْ-(ا+لم يجعل)-তিনি কি করে দেননি ; كَيْدَهُمْ-(كيد+هم)-তাদের ষড়যন্ত্রকে ; فِيْ تَضْلِيْلٍ-(فى+تضليل)-ব্যর্থ। ③وَّ-আর ; اَرْسَلَ-তিনি পাঠালেন ;

১. আল্লাহ্ তাআলা 'আলাম তারা' তথা 'আপনি কি দেখেননি' বলে তাঁর রাসূলকে সম্বোধন করলেও মূলত আরববাসীদেরকে বলাটাই মূল উদ্দেশ্য। কুরআন মজীদে অনেক স্থানেই রাসূলকে সম্বোধনের মাধ্যমে অন্যদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। আর 'দেখেননি' শব্দ এজন্য ব্যবহৃত হয়েছে যে, তখনো এমন অনেক লোক মক্কায় জীবিত ছিল, যারা এ আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনাটি নিজ চোখে দেখেছেন। কারণ ঘটনাটি ছিল তখন থেকে মাত্র চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর আগের। তাছাড়া ঘটনাটি লোকমুখে এমনভাবে প্রচারিত ছিল যে, শোনাটাও দেখার মত হয়ে গিয়েছিল।

২. হাতীর মালিকদের কোনো পরিচয় আল্লাহ্ তাআলা এখানে এজন্য দেননি, কারণ 'হাতীর মালিক' কারা ছিল এটা সবার জানা ছিল।

৩. 'কাইদাহুম' অর্থ তাদের ষড়যন্ত্র বা গোপন কৌশল ; আবরাহা বাদশাহ্ কা'বা আক্রমণের কারণ হিসেবে যা প্রকাশ করেছে তা ছিল—আরবরা তাদের গীর্জার অপমান করেছে, সেজন্য তারাও কা'বা ধ্বংস করে দিয়ে তার প্রতিশোধ নেবে ; কিন্তু এটা তো গোপন ছিল না। তাহলে আল্লাহ তাআলা 'গোপন ষড়যন্ত্র' বলে কি বুঝাতে চেয়েছেন ? এতে বুঝা যায় যে, আবরাহার প্রকাশ্যে ঘোষিত উদ্দেশ্য আসল নয়—আসল উদ্দেশ্য অন্য একটা ছিল। আর তা ছিল আরবদেশ থেকে সিরিয়া পর্যন্ত আরবদের বিশাল ব্যবসার ক্ষেত্র নিজেদের অধিকারে নিয়ে আসা। তারা খোঁড়া একটা অজুহাতে মক্কা

عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ③ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ

তাদের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি ;[৫] ৪. যারা নিক্ষেপ করে তাদের ওপর পাথর

مِّن سِجِّيلٍ ④ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ○

পোড়া মাটির।[৬] ৫. অতপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত ভুষির মত করে দেন।[৭]

عَلَيْهِمْ-(على+هم)-তাদের ওপর ; طَيْرًا-পাখি ; اَبَابِيْلَ-ঝাঁকে ঝাঁকে। ④ تَرْمِيْهِمْ-(ترمى+هم)-যারা নিক্ষেপ করে তাদের ওপর ; بِحِجَارَةٍ-(ب+حجارة)-পাথর ; مِّنْ سِجِّيْلٍ-(من+سجيل)-পোড়ামাটির। ⑤ فَجَعَلَهُمْ-(ف+جعل+هم)-অতপর তিনি তাদেরকে করে দেন ; كَعَصْفٍ-(ك+عصف)-ভুষির মত ; مَّأْكُوْلٍ-ভক্ষিত।

আক্রমণ করে আবরদেরকে হেস্তনেস্ত করে দিয়ে বিশাল ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ নিজেদের দখলে নিয়ে আসবে। আর এজন্য আল্লাহ তাআলা তাদের 'ষড়যন্ত্র'কে 'গোপন কৌশল' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৪. 'তাদলীল' অর্থ লক্ষ্যভ্রষ্ট করে দেয়া। তাদের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দেয়া। আল্লাহ তাআলা আবরাহার মূল উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

৫. 'আবাবীল' শব্দের অর্থ 'ঝাঁকে ঝাঁকে'। পাখিদের বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন দলকে 'আবাবীল' বলা হয়। শব্দটি বহুবচন। একবচনে 'ইবালাতুন'। পাখিগুলো এসেছিল লোহিত সাগরের দিক থেকে। তবে এ ধরনের পাখি সেসব অঞ্চলে এ ঘটনার পূর্বে বা পরে আর দেখা যায়নি। আসলে এটা আল্লাহর সাহায্যের বাস্তব রূপ।

৬. 'হিজারাতুন' অর্থ পাথর কণা। আর 'সিজ্জীল' অর্থ কাদামাটি পুড়িয়ে বানানো। অর্থাৎ আবরাহার বাহিনীর ওপর পাখিরা যে পাথর কণা নিক্ষেপ করেছিল সেগুলো ছিল কাদামাটি দিয়ে বানিয়ে পোড়ানো ছোট ছোট কণা। বর্ণিত আছে যে, প্রত্যেকটি পাখির নিকট তিনটি করে কণা ছিল। একটি ঠোঁটে আর অপর দুটি দুই পাঞ্জায়। পাথরগুলো যার যেখানে পড়তো, বিপরীত দিক থেকে তা বের হয়ে যেতো। নাওফাল ইবনে মুয়াবিয়া বলেন—আবরাহা-বাহিনীর উপর নিক্ষিপ্ত পাথরগুলো আমি দেখেছি ; সেগুলো ছিল কিছুটা কাল ও লাল রঙের এবং আকার ছিল মটরের দানার মত। কারো মতে ছাগলের লেদীর মত। তবে বিভিন্ন মতামতের ওপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, পাথরগুলোর রং ও আকার একই রকম ছিল না।

৭. 'আসফিম মা'কূল' অর্থ ভক্ষিত বা চর্বিত ভুষি। পশুর ভক্ষিত বা চাবানো ভুষি যেমন কিছু গলে যায় আবার কিছু আধা-চিবানো অবস্থায় থাকে, আবরাহা-বাহিনীকেও আল্লাহ তাআলা সেরূপ করে দিয়েছিলেন।

সূরা আল ফীলের শিক্ষা

১. ইহুদী, খৃস্টান এবং অন্যান্য সকল মুশরিকী শক্তি মুসলমানদের চিরশত্রু। কখনো তারা প্রকাশ্যে কোনো একটা অজুহাত খাড়া করে শত্রুতা শুরু করে ; কিন্তু গোপনে তাদের উদ্দেশ্য থাকে অন্যটা। আবার কখনো বন্ধুত্বের ভান করে শত্রুতা করে। তাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ হলো— তাদেরকে কখনো বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না।

২. ইহুদী, খৃস্টান, মুশরিক ও কুফরী শক্তি ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে একই নীতিতে বিশ্বাসী। এটা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময়ে যেমন ছিল, বর্তমানেও এর কোনো হেরফের হয়নি এবং ভবিষ্যতে এর কোনো ব্যতিক্রম হবে না।

৩. বাতিল শক্তি যতই শক্তিধর কূটনীতিতে পারদর্শী হোক না কেন, তাদের কূটকৌশল ও শক্তি অবশেষে ব্যর্থ হতে বাধ্য। কেননা ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে আল্লাহ আছেন। তবে শর্ত হলো মুসলমানদেরকে সঠিক অর্থে মুসলমান হতে হবে।

৪. কা'বা আল্লাহর ঘর ; কিন্তু তার সেবায়েতরা এবং তার ভক্তরা ছিল মূর্তীপূজক মুশরিক ; এতদসত্ত্বেও আল্লাহ তাঁর ঘর অলৌকিকভাবে রক্ষা করেছেন এবং যালিমদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। তদ্রূপ মুসলমানরা যদি আল্লাহর দীন ও আল্লাহর কিতাবের হিফাযতের দায়িত্বে গাফলতি দেখায়, তাহলেও আল্লাহ তাঁর দীন ও কিতাবের হিফাযত করবেন ; কিন্তু তখন মুসলমানরাই আল্লাহর রহমত থেকে মাহরূম হয়ে যাবে। অতএব এ ব্যাপারে মুসলমানদেরকে সচেতনতার সাথে এগিয়ে আসতে হবে।

❑

সূরা আল কুরাইশ
আয়াত ঃ ৪
রুকূ' ঃ ১

নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতের 'কুরাইশ' শব্দ দ্বারাই এর নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতে, সূরাটি মাক্কী সূরার ৩ আয়াত—"সুতরাং তারা ইবাদাত করুক এ ঘরের প্রতিপালকের"—দ্বারাও সূরাটি মাক্কী হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ সূরাটি মাদানী হলে কা'বা ঘর সম্পর্কে বলতে গিয়ে 'এ ঘরের' (هٰذَا الْبَيْتِ) বলাটা উপযোগী হয় না। সূরাটি মাদানী হলে কা'বাঘর যেহেতু মদীনা থেকে অনেক দূরে অবস্থিত, তাই ইংগিতবাচক বিশেষ্য 'হাযা' না বলে 'যালিকা' বলাই যথার্থ ছিল। যেহেতু 'হাযা' দ্বারা নিকটে অবস্থিত জিনিস বুঝায়, তাই সূরাটি মাক্কী হলেই 'হাযা' তথা 'এই' বলাটা যথার্থ হয়। সুতরাং সূরাটিকে 'মাক্কী' বলেই অধিকাংশ তাফসীরবিদ মত পেশ করেছেন।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হলো কুরাইশ কাফেরদেরকে মূর্তীপূজা পরিত্যাগ করে কা'বার প্রতিপালক আল্লাহর ইবাদাতের দিকে আহ্বান জানানো।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর আগমনের অনেক আগে থেকেই মক্কার কুরাইশ সম্প্রদায় মূর্তীপূজার মত জঘন্য মূর্খতায় নিমজ্জিত ছিল। স্বয়ং কা'বা ঘরেই তারা ৩৬০টি দেব-দেবীর মূর্তী স্থাপন করেছিল। তাছাড়া তারা বিভিন্ন প্রকার সামাজিক কুসংস্কারেও লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। কুরাইশরা দেব-দেবীর মূর্তীকে 'আল্লাহ' বলতো না—তা মনেও করতো না ; তবে তারা যা বলতো, তাহলো—'এসব দেব-দেবীর মূর্তী পূজা দ্বারা তাদের দয়া-অনুগ্রহই আমরা পেতে চাই, যাতে করে এরা আল্লাহর দরবারে আমাদের জন্য সুপারিশ করে।' এ আশায় তারা এদের নিকট প্রয়োজন পূরণ তথা অভাব-অভিযোগ পূরণ করার প্রার্থনা জানাতো। অথচ সমগ্র আরবদের মধ্যেই কুরাইশদের বংশীয় আভিজাত্য, সম্মান-মর্যাদা, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও যশ-সুনাম সর্বজন স্বীকৃত ছিল। এর একমাত্র কারণ ছিল —তারা আল্লাহর ঘর কা'বার সেবায়েত ও পৃষ্ঠপোষক। এ কা'বার বদৌলতেই তারা আবরাহার হাতী-বাহিনীর আক্রমণ থেকে রেহাই পেয়েছিল। তাই আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি তাঁর বহুবিধ বদান্যতা ও অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এরশাদ করেছেন যে—হে কুরাইশরা! তোমরা শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন ব্যবসায়িক সফরে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছ। তোমরা দেশ থেকে দেশান্তরে নিরাপদে ও সম্মানের সাথে ব্যবসায়িক সফরে

যাতায়াত করতে পারছো। এটা আল্লাহর ঘরের খিদমত ও সেবা করারই ফলশ্রুতি। সুতরাং তোমাদের উচিত এসব দেবদেবীর পূজা-উপাসনা বাদ দিয়ে একমাত্র এ ঘরের প্রতিপালকের ইবাদাত করা। তোমাদের সকল অভাব-অভিযোগ ও প্রয়োজন পূরণের জন্য একমাত্র তাঁর নিকটই প্রার্থনা জানানো। তিনিই তোমাদেরকে ক্ষুধায় আহার ও বিপদে-আপদে নিরাপত্তা দিয়েছেন। তোমরা যেখানেই যাও সেখানে আল্লাহর ঘরের খাদেম হিসেবে সম্মান-মর্যাদা পাও। এমনকি আরবের চোর-ডাকাতরাও তোমাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠতরায করে না, তোমাদের ওপর হামলা করে না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর এসব দয়া-অনুগ্রহ তোমরা কিভাবে ভুলে যেতে পার। অতএব তোমাদের উচিত—এসব দেব-দেবীর পূজা ছেড়ে এ ঘরের প্রতিপালকের ইবাদাত করা, নচেত তোমাদের নিকট থেকে এ নিয়ামত তিনি কেড়ে নিয়ে গেলে তোমরা পদে পদে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে থাকবে।

❒

রুকূ' ১ | আয়াত ৪

১০৬. সূরা আল কুরাইশ-মাক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

① لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۙ ② اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاۤءِ

১. যেহেতু কুরাইশদের রয়েছে আসক্তি।[১] ২. তাদের আসক্তি রয়েছে সফরের—শীতকালে

وَالصَّيْفِ ۚ ③ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۙ

ও গরম কালে।[২] ৩. অতএব তাদের উচিত ইবাদাত করা এ ঘরের প্রতিপালকের।[৩]

① لِاِيْلٰفِ-(ل+ايلف)-যেহেতু রয়েছে আসক্তি ; قُرَيْشٍ-কুরাইশদের। ② اٖلٰفِهِمْ-(الف+هم)-তাদের আসক্তি রয়েছে ; رِحْلَةَ-সফরের ; الشِّتَاۤءِ-(ال+شتاء)-শীতকালে ; وَ-ও ; الصَّيْفِ-(ال+صيف)-গরম কালে। ③ فَلْيَعْبُدُوْا-(ف+ليعبدوا)-অতএব তাদের উচিত ইবাদাত করা ; رَبَّ-প্রতিপালকের ; هٰذَا-এ ; الْبَيْتِ-(ال+بيت)-ঘরের।

১. 'লি-ঈলাফ'-এর মধ্যে প্রথম 'লাম' অক্ষরটি বিস্ময় প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে ; আর 'ঈলাফ' অর্থ আসক্তি, অভ্যস্ততা ইত্যাদি। সুতরাং এর অর্থ দাঁড়ায়—কুরাইশদের আচরণ বিস্ময়কর, তাদের শীত-গ্রীষ্মের সফরের আসক্তি-চাহিদা পূরণ আল্লাহ সহজ করে দিয়েছেন, তারপর তারা আল্লাহর ইবাদাত ছেড়ে মূর্তীপূজায় লিপ্ত।

২. অর্থাৎ শীতকালে তারা গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চল দক্ষিণ আরবের দিকে ব্যবসায়িক সফর করতো এবং গ্রীষ্মকালে শীতপ্রধান দেশ সিরিয়া ও ফিলিস্তীনের দিকে ব্যবসায়িক সফর করতো।

৩. অর্থাৎ তাদের উচিত এ ঘরের মালিকের ইবাদাত করা। কারণ এ ঘরের সেবক হওয়ার কারণেই তারা সর্বত্র মর্যাদা পেয়ে আসছে। তাদের ব্যবসায়িক সফরগুলো নিরাপদে সমাধা হচ্ছে। নচেত এ ঘরের সেবক হওয়ার পূর্বে তো আরবের এখানে সেখানে অন্যান্য গোত্রের মত বিক্ষিপ্ত ও মর্যাদাহীন অবস্থায় ছিল। অতএব যে ঘরের অসীলায় তাদের জীবন স্বচ্ছন্দ সেই ঘরের মালিকের ইবাদাতই তো তাদের করা উচিত।

উল্লেখ্য, কা'বা ঘরে যে ৩৬০টি প্রতিমা ছিল, সেগুলোকে তারা এ ঘরের মালিক মনে করতো না ; কেননা আবরাহা যখন ঘরটি ধ্বংস করতে ছুটে এলো, তখন তাদের মূর্তীগুলোর কথা একবারও মনে হয়নি যে, এগুলোর কা'বা রক্ষা করার মত কোনো শক্তি আছে ; বরং

④ الَّذِىٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّ اٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۝

৪. যিনি তাদেরকে দিয়েছেন ক্ষুধায় আহার[৪] এবং দিয়েছেন তাদেরকে নিরাপত্তা ভয়-ভীতি থেকে।[৫]

④ الَّذِىٓ-যিনি ; اَطْعَمَهُمْ-(اطعم+هم)-তাদেরকে দিয়েছেন আহার ; مِّنْ جُوْعٍ-(من+جوع)-ক্ষুধায় ; وَّ-এবং ; اٰمَنَهُمْ-(امن+هم)-নিরাপত্তা দিয়েছেন তাদেরকে ; مِّنْ-থেকে ; خَوْفٍ-ভয়-ভীতি।

ঘরের আসল মালিক আল্লাহর কথাই তাদের মনে হয়েছে এবং তারা তাঁর নিকটই কা'বাকে হিফাযত করার প্রার্থনা জানিয়েছে।

৪. হযরত ইবরাহীম (আ) কা'বা পুনর্গঠন করে যে দোয়া করেছিলেন তা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে। কা'বার আশেপাশে যাদের বসতি রয়েছে তাদের পানাহারের কোনো ঘাটতি ইতিপূর্বেও হয়নি বর্তমানেও হচ্ছে না। আর আশা করা যায় আল্লাহ চান তো ভবিষ্যতেও হবে না। কা'বার পাশে বসতি স্থাপনের পূর্বে কুরাইশদের অবস্থা ভাল ছিল না। তারা অন্যসব গোত্রের মত আরবদের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। কা'বার খাদেম হওয়ার পরেই তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। তাদের পানাহারের অভাব দূর হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা এখানে সেদিকেই ইংগিত করেছেন। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়াটি ছিল—"হে আল্লাহ তোমার মর্যাদাশালী ঘরের নিকটে খাদ্য-পানীয় বিহীন একটি উপত্যকায় আমার সন্তানদের একটি অংশের বসতি স্থাপন করে দিয়েছি, যাতে তারা নামায কায়েম করতে পারে; অতএব আপনি মানুষের মনকে তাদের প্রতি অনুরাগী করে দিন, তাদের খাবার জন্য ফলমূল দান করুন।"–সূরা ইবরাহীম ঃ ৩৭

৫. অর্থাৎ আরবের সর্বত্র যেখানে নিরাপত্তাহীনতা বিরাজমান সারাদেশে এমন এলাকা নেই যেখানে লোকেরা নিশ্চিন্তে রাতে ঘুমাতে পারে ; সবাই যেখানে সবসময় আশংকায় থাকে যে, কখন কোন্ মুহূর্তে তাদের ওপর দস্যুদলের হামলা এসে পড়ে; নিজের গোত্রের এলাকা ছাড়া অন্যত্র একাকী যেতে যেখানে কেউ সাহস করে না ; কোনো ব্যবসায়িক কাফেলা নিরাপদে ফিরে আসবে এমন নিশ্চয়তা যেখানে একেবারেই কম, সেখানে কা'বার খাদেম হারাম শরীফের এলাকার লোক হওয়ার কারণে কুরাইশদের নিরাপত্তা ছিল নিশ্চিত। তাদের ব্যবসায়িক কফেলাগুলো নিরাপদ বাণিজ্যের সুবিধা লাভ করতো ; তাদের উপর দস্যু-ডাকাত জেনেশুনে হামলা করতো না। আর কোনো দস্যুদল অজান্তে তাদের ওপর হামলা করতে আসলেও 'আমি বা আমরা হারাম শরীফের লোক' বলা মাত্রই দস্যুদের হাত সেখানেই থেমে যেত। এরূপ ছিল কুরাইশদের ভয়-ভীতি থেকে নিরাপত্তা। আর আল্লাহ তাআলা এ সূরার শেষ আয়াতাংশে সে দিকেই ইংগিত করেছেন।

সূরা আল কুরাইশের শিক্ষা

১. আল্লাহ তাআলা কুরাইশদেরকে একমাত্র আল্লাহর ঘর কা'বার অসীলায় আরবদেশ এবং দেশের বাইরেও সম্মানিত ও মর্যাদাবান করেছেন। কারণ সম্মান ও মর্যাদা দানের মালিক একমাত্র আল্লাহ তাআলা—যারা তাঁর ঘরের শুধুমাত্র তত্ত্বাবধানকারী ও পৃষ্ঠপোষক, আল্লাহ তাদেরকে মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও সম্মানের অধিকারী করেছেন এবং অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ দিয়েছেন। অতএব যারা আল্লাহর ওপর ঈমান এনে তাঁর দীনের প্রতিষ্ঠাকল্পে নিষ্ঠার সাথে চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে, আল্লাহ তাদের অবশ্যই সম্মান-মর্যাদা ও অর্থনৈতিক সচ্ছলতা দান করবেন।

২. মানুষের উপর আল্লাহর অগণিত-অসংখ্য নিয়ামত প্রতিনিয়ত বর্ষিত হচ্ছে, যার শুকরিয়া আদায় করা মানুষের সাধ্যাতীত। অতএব মানুষ আল্লাহর ইবাদাত ছাড়া অন্য কোনো শক্তির পূজা-অর্চনা করতে পারে না। এরূপ করা চরম অকৃতজ্ঞতা।

৩. দুনিয়াতে মানুষের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে যতই বাড়ছে, এ ক্রমবর্ধমান মানুষের পানাহারের ব্যবস্থা তো তিনিই করছেন; মানুষ তো খাদ্যের একটি কণাও তৈরি করতে সক্ষম নয়। সুতরাং ইবাদাত বা দাসত্ব একমাত্র তাঁরই করা মানুষের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

৪. সকল বিপদ-আপদ, ভয়-ভীতি, রোগ-জরা ও দুঃখ-দারিদ্রে মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল আল্লাহর দরবার। সুতরাং মানুষ তাঁর ইবাদাত ছাড়া অন্য কোনো শক্তির দাসত্ব করতেই পারে না।

৫. মানুষের জীবন আল্লাহর রহমতের অনুপম দান তাই প্রত্যেকের উচিত তার নিজের ওপর আল্লাহর যেসব নিয়ামত বা অনুগ্রহ রয়েছে সেগুলো সদা-সর্বদা স্মরণে রাখা। তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার পথ সহজ ও সাবলীল হবে।

❐

সূরা আল মা'উন
আয়াত ঃ ৭
রুকূ' ঃ ১

নামকরণ

সূরার সর্বশেষ শব্দ 'আল মা'উন' শব্দটি এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এর অর্থ নিজ প্রয়োজনীয় গৃহস্থালী ছোট ছোট দ্রব্যসামগ্রী।

নাযিলের সময়কাল

এ সূরাটিও মাক্কী বা মাদানী হওয়ার ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে সূরার আলোচনায় এমন সাক্ষ বিদ্যমান রয়েছে যার দ্বারা এটা মাদানী হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন সূরায় নামাযের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনকারী নামাযী এবং লোক দেখানো নামায আদায়কারীদের সম্পর্কে কঠোর অভিসম্পাত-বাণী উচ্চারিত হয়েছে ; এর দ্বারা মুনাফিকদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। আর মুনাফিকদের আবির্ভাব মদীনাতেই হয়েছিল। সুতরাং সূরাটি মাদানী হওয়ার সম্ভাবনাই সর্বাধিক।

আলোচ্য বিষয়

পরকালে অবিশ্বাসী লোকদের নীতি ও চরিত্র আল্লাহ তাআলা এ সূরায় তুলে ধরেছেন। এসব লোকের চরিত্রের প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো এরা ইয়াতীম-অসহায়দের তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। এরা ইয়াতীমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ ও বিষয়-সম্পত্তি থেকে বেদখল করে তা গ্রাস করে। ইয়াতীমরা তাদের অধিকার দাবী করলে তাদের গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়। এদের চরিত্রের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো এরা কখনো দরিদ্র-মিসকীনদেরকে খাদ্য-পানীয় কিছুই দেয় না। আর অন্যদেরকেও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করে না। এসব লোকের তৃতীয় চরিত্র-বৈশিষ্ট্য হলো এরা নামাযের ব্যাপারে গাফিল ; তবে মুসলিম সমাজের সুযোগ লাভের জন্য নামাযী সেজে জামায়াতে হাযির হতেও তাদেরকে দেখা যায়। এভাবে তারা প্রমাণ করতে ব্যর্থ চেষ্টা করে। আসলে এরা নামাযের গুরুত্ব উপলব্ধি করে নামায আদায় করে না ; বরং নামাযের প্রতি তাদের অবজ্ঞা-উদাসীনতা প্রকাশ পায়। আল্লাহ তাআলা এমন নামাযীদের প্রতি অভিসম্পাত ঘোষণা করেছেন। কারণ তারা লোকদেখানো কাজ করে।

এসব লোকের অপর প্রধান একটি চরিত্র বৈশিষ্ট্য হলো এরা নিত্য প্রয়োজনীয় ছোট ছোট গৃহস্থালীর সরঞ্জাম ; যেমন দা, খন্তা, কোদাল ইত্যাদি প্রতিবেশীদেরকে ব্যবহার করতে দেয় না।

❒

রুকূ' ১ | আয়াত ৭

১০৭. সূরা আল মা'উন-মাক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

① أَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ② فَذٰلِكَ الَّذِيْ

১. আপনি কি তাকে দেখেছেন,[১] যে মিথ্যা মনে করে[২] কর্মফলের দিনকে ?[৩]
২. সেতো এমন লোক,[৪] যে

يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ③ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ○

ইয়াতীমকে ধাক্কা দেয়।[৫] ৩. আর সে উৎসাহিত করে না (নিজেকে ও অন্যকে)[৬] মিসকীনকে খাবার দিতে।[৭]

① أَرَءَيْتَ-(ا+رء يت)-আপনি কি দেখেছেন ; الَّذِيْ-তাকে যে ; يُكَذِّبُ-মিথ্যা মনে করে ; بِالدِّيْنِ-(ب+ال+دين)-কর্মফলের দিনকে। ② فَذٰلِكَ-(ف+ذلك)-সে তো এমন ; الَّذِيْ-এমন, যে ; يَدُعُّ-ধাক্কা দেয় ; الْيَتِيْمَ-(ال+يتيم)-ইয়াতীমকে। ③ وَ-আর ; لَا يَحُضُّ-সে উৎসাহিত করে না ; عَلٰى طَعَامِ-(على+طعام)-খাবার দিতে ; الْمِسْكِيْنَ-(ال+مسكين)-মিসকীনকে।

১. 'আপনি কি দেখেছেন' দ্বারা বাহ্যত রাসূলুল্লাহ (স)-কে সম্বোধন করা হলেও, মূলত প্রত্যেক জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেক সম্পন্ন লোককে সম্বোধন করা হয়েছে। আর এখানে 'দেখা' দ্বারা চোখে দেখা ছাড়াও কোনো কিছু অনুধাবন করা, জানা, বুঝা এবং চিন্তা করাও এর মধ্যে শামিল রয়েছে। আসলে এগুলোই প্রকৃত দেখা—বাহ্যিক চোখ দিয়ে দেখা প্রকৃত দেখা নয়। অতএব, উক্ত সম্বোধনের অর্থ হবে—আপনি কি জানেন, অথবা আপনি কি চিন্তা করে দেখেছেন সে লোক সম্পর্কে, যে কর্মফল দিবস বা আখেরাতকে মিথ্যা মনে করে ?

২. 'আদ-দীন' দ্বারা দীন ইসলাম এবং আখেরাতের কর্মফল দিন উভয়কে বুঝায়। এখানেও উভয় অর্থের অবকাশ আছে। 'দীন' দ্বারা প্রথম অর্থ নিলে সূরার মূল বক্তব্য হবে—দীন ইসলাম তথা ইসলামী জীবন বিধান অস্বীকারকারীর চরিত্র এমনই হয়ে থাকে, তবে ইসলামী জীবন বিধান যারা মেনে চলে তাদের চরিত্র এর বিপরীত হয়ে থাকে।

আর 'দীন' দ্বারা দ্বিতীয় অর্থ নিলে, সূরার মূল বক্তব্য হবে—আখেরাতের কর্মফল দিনকে যারা মিথ্যা ভেবে অস্বীকার করে তাদের চরিত্র এরূপ মন্দই হয়ে থাকে।

৩. আখেরাতে অবিশ্বাসী বা আখেরাতকে মিথ্যা সাব্যস্তকারী লোকদের চরিত্র ও কর্ম সম্পর্কে শ্রোতাকে জানানোই এর উদ্দেশ্য। সেই সাথে কেমন ধরনের লোক আখেরাতকে

④ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ⑤ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ

৪. অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাযীদের জন্য ;[৮]

৫. যারা তাদের নিজেদের নামায সম্পর্কে

④فَوَيْلٌ-(ف+ويل)-অতএব দুর্ভোগ ; لِّلْمُصَلِّيْنَ-(ل+ال+مصلين)-সেসব নামাযীদের জন্য। ⑤الَّذِيْنَ-যারা ; هُمْ-তাদের ; عَنْ-সম্পর্কে ; صَلَاتِهِمْ-(صلاة+هم)-নিজেদের নামায ;

মিথ্যা মনে করে তা জানার জন্য শ্রোতার মনে আগ্রহ সৃষ্টি করাও এর লক্ষ। এতে করে শ্রোতার অন্তরে আখেরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব দৃঢ়তা লাভ করবে।

৪. অর্থাৎ সে তো এমন ব্যক্তি, যে আখেরাতকে অবিশ্বাস করার কারণে তার চরিত্র ও কর্ম এরূপ, ...। অন্য কথায় এরূপ চরিত্রের লোকেরাই আখেরাতে অবিশ্বাস করে।

৫. অর্থাৎ আখেরাতে অবিশ্বাসী লোকগুলোর চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য হলো তারা ইয়াতীম-অসহায়দের ধন-সম্পদ মেরে দেয়ার সুযোগে থাকে। তারা যদি কোন ইয়াতীম-এর অভিভাবক হয় এবং তাদের দায়িত্বে যদি ইয়াতীমের সম্পদ দেখাশুনার ভার থাকে, তা হলে তারা বিভিন্ন ফন্দি-ফিকির করে সেই ইয়াতীমের সম্পদ গ্রাস করে নেয়। কোনো ইয়াতীম যদি এসব লোকের কাছে তার সম্পদ চাইতে আসে, তাহলে এরা তাকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়। অথবা কোনো ইয়াতীম যদি এদের কাছে সাহায্য চাইতে আসে তাহলে এরা তাকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়। এদের ঘরে যদি কোনো ইয়াতীম থাকে তাহলে এরা তার ওপর যুলুম-নির্যাতন করে। এসব কাজে তাদের মনে কোনো অনুভূতি জাগ্রত হয় না। কেননা আখেরাতে অবিশ্বাসী হওয়ার কারণে এগুলো তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

৬. অর্থাৎ সে নিজে কোনো মিসকীনকে কখনো কোনো খাবার দেয় না ; আর অন্যদেরকেও এ কাজে কোনো প্রকার উৎসাহ দেয় না। এর কারণ সে তো বিশ্বাসই করে না যে, এসব কাজে কোনো পুণ্য হবে এবং তা আখেরাতে কোনো উপকারে আসবে। সুতরাং এসব কাজে অনর্থক কেন সে নিজের অর্থ ও সময়ের অপচয় করবে।

৭. অর্থাৎ মিসকীনের খাদ্য বা অধিকার থেকে তাদেরকে এসব লোক বঞ্চিত করে। এরা নিজেরা ফকীর-মিসকীনকে কিছু দেয় না, নিজের পরিবারের লোকদেরকেও এ পথে ব্যয় করতে বলে না ; আর পরিবারের বাইরে কোনো লোককে ফকীর মিসকীনকে দান-খয়রাত করার কথা বলে উৎসাহ দেয় না ; বরং এসব লোক দান-খয়রাত করতে লোকদেরকে নিরুৎসাহিত করে। আসলে দান-খয়রাত করলে তো দুনিয়াতে এর বিনিময় পাওয়া যাবে না, এর বিনিময় তো আল্লাহ তাআলা আখেরাতে দেবেন। সুতরাং যারা আখেরাতে বিশ্বাসী নয়, তারা দানখয়রাত করতে যাবে কোন্ কারণে।

سَاهُوْنَ ۙ⑤ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ ۙ⑥ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ○

উদাসীন ;[৯] ৬. যারা লোক দেখানোর জন্য (আদায়) করে[১০] (নামায ইত্যাদি) ; ৭. এবং সাংসারিক প্রয়োজনীয় ছোট-খাটো জিনিস[১১] (লোকদের) দেয়া থেকে বিরত থাকে।

سَاهُوْنَ-উদাসীন। ⑥الَّذِيْنَ-যারা ; هُمْ-তারা ; يُرَاءُوْنَ-লোক দেখানোর জন্য (আদায়) করে (নামায ইত্যাদি)। ⑦وَ-এবং ; يَمْنَعُوْنَ-দেয়া থকে বিরত থাকে ; الْمَاعُوْنَ-(ال+ماعون)-সাংসারিক প্রয়োজনীয় ছোটখাটো জিনিস।

৮. অর্থাৎ আবার এমন কিছু লোকও আছে যারা নিজেদেরকে আখেরাতে বিশ্বাসী বা মুসলমান বলে পরিচয় দেয়, এরা মুসলমানদের সাথে নামাযও আদায় করে। আসলে এরাও আখেরাতকে বিশ্বাস করে না। এরা হলো মুনাফিক। এরা প্রকৃতপক্ষে নামাযী নয় ; বরং এরা সুযোগ-সুবিধা লাভের আশায় নামায আদায়কারী দলের মধ্যে শামিল হতে চায়। এসব লোকের জন্য দুর্ভোগ বা ধ্বংস। এদের আরো কিছু চারিত্রিক পরিচয় সামনে বলা হয়েছে।

৯. এখানে বলা হয়েছে যে 'তারা নিজেদের নামায সম্পর্কে উদাসীন'। অর্থাৎ নামায পড়ার প্রতি অন্তরে আগ্রহবোধ না থাকার কারণে নামায পড়তে ভুলে যায়। এখানে 'নামাযের মধ্যে ভুল করে' একথা বলা হয়নি। নামাযে ভুল হওয়া কোনো প্রকার দোষের ব্যাপার নয় ; আর সেজন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো অভিসম্পাত বা ধমকও নেই। এখানে ধমক রয়েছে সেইসব লোকদের জন্য, যারা নামাযের প্রতি কোনোই গুরুত্ব দেয় না। কখনো তারা নামায পড়ে, আবার কখনো পড়ে না। আবার পড়লেও সময় পার করে উঠে দু' চার ঠোকর মারে। নামাযের মধ্যে কোনো প্রকার শান্ত-সমাহিত ভাব তাদের থাকে না। রুকূ'-সিজদা, দাঁড়ানো কোনটাই যথাযথভাবে আদায় হয় না। নামাযরত অবস্থায় অন্য কিছু নিয়ে খেলা করে। অর্থাৎ আল্লাহর স্মরণ সম্পর্কে তাদের কোনো অনুভূতিই থাকে না। এসব লোকদের জন্যই অত্র আয়াতে ধমক রয়েছে।

১০. অর্থাৎ এরা লোক দেখানো কাজ করে। নিজের আসল উদ্দেশ্যটি গোপন রেখে কল্পিত মহৎ ও ভাল যে উদ্দেশ্যটি এরা প্রকাশ করে তা কিন্তু তার আসল উদ্দেশ্য নয়। মুনাফিকরাই এ ধরনের চরিত্রের লোক। মুনাফিকরা কুফরী ও বে-ঈমানীকে মনে গোপন রেখে প্রচার করে বেড়ায় যে আমিও মুসলমান, আমিও নামায পড়ি। এসব লোক মানুষের সামনে নামায পড়ে, কিন্তু একাকী নির্জনে থাকলে নামায পড়ে না। আসলে এরা আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে।

১১. 'আল মাউন' শব্দের আসল অর্থ হলো—নিত্যপ্রয়োজনীয় ছোট-খাটো ঘর-গৃহস্থালীর দ্রব্য-সমগ্রী ; যেমন–দা, খন্তা, কোদাল, কুড়াল, কাস্তে ইত্যাদি। তবে যাকাতকেও 'মাউন'-এর মধ্যে শামিল করা যায়, কেননা তা-ও অনেক সম্পদের ক্ষুদ্র অংশ এবং যাকাত দানের প্রয়োজনীয়তাও অপরিসীম। সারকথা আল্লাহ তাআলা 'মাউন' শব্দ

ব্যবহার করে এটাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, পরকাল অবিশ্বাসী লোকদের চরিত্র ও দৃষ্টিভঙ্গি যে এমন নীচ হতে পারে এবং তারা এমন আত্ম-স্বার্থপর হতে পারে যে, অপরের জন্য সাধারণ একটু কষ্ট স্বীকার ও এতটুকু স্বার্থ ত্যাগ করতেও তারা প্রস্তুত হয় না।

সূরা আল মা'উনের শিক্ষা

১. মানুষের মধ্যে শিরক, নিফাক ও কুফরীর মূল কারণ আখেরাত তথা পরকাল অবিশ্বাস। সুতরাং আখেরাতের ওপর বিশ্বাসকে দৃঢ় করার মাধ্যমেই উল্লিখিত পথভ্রষ্টতা থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে।

২. ইয়াতীম-অনাথদের অধিকার প্রদান এবং তাদের প্রতি সাহায্য-সহানুভূতি প্রদান করার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা কোনো মু'মিনের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। সুতরাং আমাদেরকে ইয়াতীমের হক তথা অধিকারের প্রতি সচেতন থাকতে হবে।

৩. অসহায় গরীব-মিসকীনদের প্রতি নিজ নিজ সামর্থ অনুযায়ী সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে এবং অন্য ভাইদেরকেও এতে উৎসাহিত করতে হবে। এদের প্রতি কখনো কঠোর আচরণ করা যাবে না। তাদেরকে সাহায্য করার সামর্থ না থাকলে মোলায়েম ভাষায় তা প্রকাশ করতে হবে।

৪. নামাযে অমনোযোগিতা, আলস্যভরে একদিকে বাঁকা হয়ে নামাযে দাঁড়ানো, রুকূ'-সিজদা যথাযথভাবে না করা, নামাযের মধ্যে অন্যমনস্কতা প্রকাশ পায় এমন অবস্থা সৃষ্টি করা ইত্যাদি নিফাকী বৈশিষ্ট্য থেকে মু'মিনদেরকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে।

৫. সেসব মুনাফিকদের প্রতি ধ্বংস—যারা কোনো সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য নিজেদেরকে নামাযীদের মধ্যে শামিল করতে চায় ; কিন্তু তারা আখেরাতে বিশ্বাসী নয়। এরা একাকী থাকলে নামায আদায় করে না। লোক সমাগমের স্থানে গেলে লোক দেখানো নামায পড়ে—এদের সকল কাজে লোক দেখানোর মনোভাব প্রবল থাকে। সুতরাং এ ধরনের নিফাকী চারিত্রিক দোষ থেকে মু'মিনদের নিজেদেরকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হবে এবং আল্লাহর নিকট সাহায্য চাইতে হবে—আল্লাহ যেন উল্লিখিত মন্দ চারিত্রিক অভ্যাস ও কাজ থেকে আমাদেরকে নিরাপদ রাখেন।

৬. ঘর-গৃহস্থালীতে নিত্য প্রয়োজনীয় ছোট-খাটো সরঞ্জাম বা অন্যান্য স্বল্প মূল্যের দ্রব্যসামগ্রী ইত্যাদি নিজেদের নিকট প্রতিবেশী—আত্মীয় প্রতিবেশী হোক বা অনাত্মীয় প্রতিবেশী—তাদের প্রয়োজনে চাইলে তাদেরকে না দেয়া নিফাকী চরিত্র। এসব জিনিসের মধ্যে রয়েছে—দা, খন্তা, কোদাল, কুড়াল, কাস্তে বা দু' চারটা তারকাঁটা, হাতুড়ি, বাটাল, ছুরি, কাঁচি ইত্যাদি। অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে যেমন—একটু তেল, লবণ, মরিচ, হলুদ, ধনিয়া পাতা, কাঁচা মরিচ বা এ জাতীয় ছোটখাটো সামগ্রী। একজন মু'মিনকে অবশ্যই এসব সরঞ্জাম-সামগ্রী লোকদেরকে দেয়ার মানসিকতা এবং সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে।

❒

সূরা আল কাওছার
আয়াত ঃ ৩
রুকূ' ঃ ১

নামকরণ

সূরার প্রথম বাক্যের 'আল কাওছার' শব্দটিকেই এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের মতে সূরাটি মাক্কী জীবনের প্রাথমিক যুগে রাসূলুল্লাহ (স) যখন সবচেয়ে কঠিন সংকটের সম্মুখীন হয়েছিলেন—সমগ্র জাতি যখন তাঁর শত্রুতায় উঠেপড়ে লেগেছিল, চারিদিক থেকে প্রবল বাধা ও বিরোধিতা চরম আকার ধারণ করেছিল, তখনই আল্লাহ তাআলা সূরাটি নাযিল করে তাঁর প্রিয় রাসূলকে সান্ত্বনার বাণী শুনিয়েছিলেন।

আলোচ্য বিষয়

সূরা আল কাওছারে অতি সংক্ষিপ্ত তিনটি আয়াতে তিনটি কথা বর্ণিত হয়েছে। প্রথম আয়াতে নবী করীম (স)-এর প্রতি দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ তাআলার যে অগণিত নিয়ামত, যশ-খ্যাতি ও প্রাচুর্য রয়েছে, তার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে—আমি আপনাকে প্রাচুর্য ও নিয়ামত দান করেছি, যার কোনো সীমা নেই। দ্বিতীয় আয়াতে জীবনের সকল কাজকর্ম বিশ্ব পালনকর্তার উদ্দেশ্যে নিবেদিত করার জন্য হেদায়াত দান করা হয়েছে। বলা হয়েছে—আপনি আপনার নামায ও কুরবানীকে একমাত্র আপনার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নিবেদিত করুন। তৃতীয় আয়াতে ইসলামের শত্রুদের চিরতরে নির্মূল হওয়ার, ইসলামের প্রসারতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার এবং ইসলামের সুমহান আদর্শ দুনিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। বলা হয়েছে—আপনি শিকড় কাটা নির্বংশ নন ; বরং আপনার শত্রুরাই নির্বংশ। তাদের নাম-বংশের পরিচয় চিরতরে মুছে যাবে। পক্ষান্তরে, আপনার পুত্র সন্তান না থাকলেও আপনার যশ-খ্যাতি, সুনাম ও বংশ-পরিচয় দুনিয়ার বুকে চির গৌরবময় ও চিরউজ্জ্বল হয়ে থাকবে। মানুষ আপনাকে তাদের মাথার মুকুট হিসেবে চিরদিন স্মরণ করবে। এমন কি আপনার সাথী-সহচরদের সাথে সম্পর্ক রাখতে পারাকেও তাদের জন্য গৌরবের বিষয় মনে করবে। আর এটাকে পরকালে তাদের মুক্তির পয়গাম হিসেবে বিশ্বাস করবে।

❑

রুকূ' ১ | **১০৮. সূরা আল কাওছার-মাক্কী** | আয়াত ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

① إِنَّآ أَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ② فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ③

১. আমি অবশ্যই আপনাকে দান করেছি 'কাওসার'।[১] ২. সুতরাং আপনি আপনার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করুন এবং কুরবানী করুন।[২]

① إِنَّا-আমি অবশ্যই ; أَعْطَيْنٰكَ-(اعطينا+ك)-আপনাকে দান করেছি ; الْكَوْثَرَ-(ال+كوثر)-কাওসার। ② فَصَلِّ-(ف+صل)-সুতরাং আপনি সালাত আদায় করুন ; لِرَبِّكَ-(ل+رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ; وَ-এবং ; انْحَرْ-কুরবানী করুন।

১. 'কাওছার' শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। এর দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাতে বিপুল কল্যাণ বুঝানো হয়েছে। সুতরাং এর অর্থ হবে—হে নবী! আমি আপনাকে দুনিয়া ও আখেরাতে এত অগণিত কল্যাণ দান করেছি যার কোনো সীমা পরিসীমা নেই। দুনিয়াতে আপনাকে যেসব কল্যাণ দান করেছি তাহলো—আমি আপনাকে ওহীর মাধ্যমে হেদায়াতের আলো দান করেছি, যার চেয়ে অমূল্য কল্যাণ আর কিছুই হতে পারে না। ওহীর বাস্তবরূপ কিতাব দিয়ে আপনাকে ধন্য করেছি। আপনাকে নবুওয়াতের মর্যাদায় অভিষিক্ত করে এবং নবীদের সরদার হিসেবে মনোনীত করেছি। আপনার মাধ্যমে মানুষের জন্য অতুলনীয় জীবন ব্যবস্থা ইসলামকে পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করেছি। কেয়ামত পর্যন্ত আপনার উম্মতেরা আপনার গুণগান করতে থাকবে, পাঠ করতে থাকবে আপনার প্রতি দরূদ ও সালাম। আপনাকে দীনী ও সামাজিক-রাষ্ট্রীয় উভয় দিকের ক্ষমতা ও আধিপত্য দেয়া হয়েছে। আপনার আনীত দীন অন্য সকল দীনের উপর বিজয়ী হবে। কেয়ামত পর্যন্ত আপনার যশ-খ্যাতি, সুনাম-শুভফল এবং আপনার নামের জয়গান দুনিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে সর্বত্র মুখরিত হতে থাকবে।

আখেরাতে আপনাকে যেসব কল্যাণ দেয়া হয়েছে সেগুলো হলো—হাশরের ময়দানে আপনার কর্তৃত্বাধীনে থাকবে 'হাউযে কাওছার'। আপনি আপনার পিপাসার্ত উম্মতকে তার পানি পান করিয়ে তাদের পিপাসা চিরতরে নিবারণ করবেন। আপনাকে সর্বপ্রথম শাফায়াতের সুযোগ দেয়া হবে। আর আপনার জন্য জান্নাতে থাকবে 'কাওছার' নামক ঝর্ণাধারা। এভাবে অগণিত-অসংখ্য নিয়ামত তথা কল্যাণ আপনাকে দেয়া হয়েছে।

২. অর্থাৎ যেহেতু আপনার প্রতি এত সব কল্যাণ আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দান করা হয়েছে ; সুতরাং আপনি আপনার নামায ও আপনার কুরবানী তথা আপনার জীবন-মৃত্যু আপনার প্রতিপালকের জন্যই নির্দিষ্ট করুন। যেমন—আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নবীকে লক্ষ করে এরশাদ করেছেন যে, "(হে নবী!) আপনি বলুন—'আমার নামায,

৩ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ○

৩. নিশ্চয় আপনার শত্রুই[৩] শিকড়-কাটা-নির্বংশ।[৪]

৩ إِنَّ-নিশ্চয়ই ; شَانِئَكَ-আপনার শত্রুই ; هُوَ-সেই ; الْأَبْتَرُ-(ال+ابتر)-শিকড় কাটা নির্মূল।

আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই নিবেদিত। তাঁর কোনো শরীক নেই। আমাকে এরই হুকুম দেয়া হয়েছে, এবং আমিই সর্বপ্রথম আনুগত্যের শির নত করি।"–সূরা আল আনআম ঃ ১৬২-১৬৩

৩. শা'নিয়াকা' শব্দ দ্বারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী, তাঁকে গালি-গালাজকারী তাঁর সকল পর্যায়ের শত্রুদেরকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আপনার সে সকল শত্রু যারা আপনার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে, আপনার দুর্নাম রটায় এবং আপনাকে গালি-গালাজ করে—তা যে কোনো দেশে এবং যে কোনো যুগেই হোক না কেন।

৪. 'আবতার' শব্দের শাব্দিক অর্থ শিকড় কাটা। যার কোনো পুত্র-সন্তান নেই, যার মৃত্যুর পর তার বংশধারা রক্ষা করার কেউ থাকে না, যে ব্যক্তির কোনো কল্যাণ ও উপকার লাভের আশা নেই এমন লোককে 'আবতার' বলা হয়। কাফেররা উল্লিখিত সকল অর্থেই মহানবী (স)-কে 'আবতার' বলতো। রাসূলুল্লাহ (স)-এর পুত্র সন্তানরা ইন্তেকাল করার পরেই কাফেররা এসব বলার সুযোগ পেয়েছিল। আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে সান্ত্বনা দিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, যারা আপনাকে 'আবতার' বলে হেয়প্রতিপন্ন করতে ব্যর্থ চেষ্টা করছে, তারাই মূলত 'আবতার'। কারণ তাদেরই কোনো নাম-নিশানা দুনিয়াতে থাকবে না। আল্লাহ তাআলার এ ভবিষ্যদ্বাণী মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছে। কাফেরদের বড় বড় সরদার যারা ধন-জনের গর্বে গর্বিত, তাদের অনেকেই বদর যুদ্ধে নিহত হলো। তারপর ওহুদ, খন্দক ইত্যাদি যুদ্ধেও তারা তেমন একটা সফলতা লাভ করতে পারলো না। অবশেষে মক্কা বিজয়ের সময় তাদের অবস্থা এমন হলো যে, তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা দেয়ার মত কোনো শক্তিই তখন তাদের পাশে ছিল না। নিতান্ত অসহায়ের মতই তারা তাদের অস্ত্র ত্যাগ করতে বাধ্য হলো। অতপর এক বছরের মধ্যেই সমগ্র আরব দেশটাই রাসূলুল্লাহ (স)-এর অধীনে এসে গেলো। অতপর তাদের অবস্থা এমন হলো যে, তাদের সন্তান-সন্ততিদের কেউ দুনিয়াতে বেঁচে থাকলেও তারা তাদের পূর্বপুরুষদের নামে পরিচয় দিতেও রাজী ছিল না। বর্তমানে কেউ জানেওনা যে, তারা আবু জাহেল, আবু লাহাব, আস ইবনে ওয়ায়েল এবং উকবা ইবনে আবূ মুয়ীত-এর বংশধর। আর কেউ জানলেও সে পরিচয় দিতে কেউ রাজী হবে বলে মনে হয় না। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ (স) এবং তাঁর আহলে বায়ত, তাঁর সুযোগ্য অনুসারী সাহাবায়ে কিরাম-এর ওপর দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষ দিনরাত দরূদ ও সালাম পাঠাচ্ছে। কোটি কোটি মুসলমান তাঁর সাথে দূরতম সম্পর্কের লেশ থাকার কারণে গর্ব বোধ করে। এমনকি তাঁর সাথী-সহচরদের সাথে সম্পর্ক আছে বলে আত্মতৃপ্তি লাভ করে। তারা

নিজেদের নামের সাথে উলুব্বী, আব্বাসী, উসমানী, হাশেমী, যুবাইরী এবং আনসারী ইত্যাদি জুড়ে দিয়ে পরিচিত হতে আগ্রহী হয়। এভাবেই এ সূরাতে ঘোষিত আল্লাহর ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবতা লাভ করা দ্বারা আল্লাহর রাসূলের শত্রুদের 'আবতার' হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে।

সূরা আল কাওছারের শিক্ষা

১. আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী (স)-কে যেমন অগণিত-অসংখ্য নিয়ামত তথা কল্যাণ দান করেছেন, তেমনি সেই নবীর অনুসারীদের মু'মিনদেরকেও প্রভূত কল্যাণ দান করেছেন। সুতরাং মু'মিনদেরকে কথায় ও কাজে সেসব কল্যাণের স্বীকৃতি দিয়ে আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দাদের মধ্যে গণ্য হওয়ার চেষ্টা-সাধনা করতে হবে।

২. প্রথমত আল্লাহ আমাদের অন্য জীব-জানোয়ার না বানিয়ে আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরা বানিয়েছেন। এর জন্য আমাদেরকে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানাতে হবে।

৩. দ্বিতীয়ত মানুষের মধ্য থেকেও আমাদেরকে ঈমানের মত অতুলনীয় সম্পদ দান করেছেন, সেজন্য আল্লাহর দরবারে আমাদেরকে যথাসাধ্য শুকরিয়া জানাতে হবে।

৪. আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মতের শামিল করে মর্যাদার উচুঁ স্তরে পৌঁছিয়েছেন, এজন্যও আমাদেরকে আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা জানানোর সাথে সাথে তাঁর প্রিয় নবীর যথার্থ উম্মতের ভূমিকা পালন করতে হবে।

৫. আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা জানানোর পদ্ধতি হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পূর্ণ আনুগত্যের পরিচায়ক সালাত তথা নামায আদায় এবং জীবন-মৃত্যুর মালিক আল্লাহর উদ্দেশ্যে সর্বস্ব ত্যাগের মনোভাব প্রকাশের মাধ্যম কুরবানী করা। সুতরাং সালাত আদায় ও কুরবানী করতে হবে তার উদ্দেশ্যে ও লক্ষের প্রতি সজাগ-সচেতনতার সাথে। নচেত এ দুটো কাজই প্রাণহীন নিছক আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হবে।

৬. আর আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে এবং এতে সুদৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দুশমনরা অবশ্যই নিপাত হবে, তাদের নাম-নিশানা মুছে যাবে। তাদের স্মরণ করারও কেউ থাকবে না। অপরদিকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাম চিরদিন অম্লান থাকবে। আল্লাহর রাসূলকে চিরদিন অগণিত-অসংখ্য মানুষ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে, তাঁর প্রতি রাতদিন দরূদ ও সালাম পঠিত হয়ে আসছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত এ ধারাবাহিকতা চলতেই থাকবে।

❒

সূরা আল কাফিরূন
আয়াত ঃ ৬
রুকূ' ঃ ১

নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতের শেষ শব্দ 'আল কাফিরূন'-কেই এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

এ সূরাটি মাক্কী বা মাদানী হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ আছে। তথাপিও অধিকাংশ মুফাস্সির মাক্কী হওয়ার সপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। তাছাড়া সূরার আলোচ্য বিষয়ও মাক্কী হওয়ার প্রমাণ দেয়।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরাতে শিরক-এর সাথে তাওহীদের সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। তাওহীদ তথা ইসলামের সাথে শিরক-এর কোনো আপোষ হতে পারে না। কারণ শিরক হলো আল্লাহর একত্বের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক মানুষের বানানো বা মনগড়া অসার মতবাদ, যার কোনোই ভিত্তি নেই। অপরদিকে তাওহীদ হলো দুনিয়াতে মানুষের সূচনালগ্ন থেকে আম্বিয়ায়ে কেরামের মাধ্যমে মানুষের জন্য আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত মতাদর্শ। সুতরাং এ দুটো বিপরীতমুখী মতাদর্শের একই ব্যক্তির মধ্যে সহাবস্থান কোনো মতেই সম্ভব নয়। কাফের-মুশরিকরা এ ধরনের একটি আপোষ ফর্মূলা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে হাযির করে বলেছিল—"এসো এক বছর তুমি আমাদের সাথে আমাদের উপাস্য দেবতাগুলোর উপাসনা করো। আর এক বছর আমরাও তোমার সাথে তোমার উপাস্য মা'বূদের উপাসনা করবো।" মুশরিকদের এ আপোস প্রস্তাবের প্রতিবাদেই সূরাটি নাযিল হয়েছে। এতে বলা হয়েছে—"(হে নবী!) আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, 'হে কাফেররা তোমরা যাদের উপাসনা কর, আমি সেগুলোর উপাসনা করি না ; আর আমি যার ইবাদাত করি, তোমরাও তার উপাসনাকারী নও ; সুতরাং তোমাদের মনগড়া জীবন ব্যবস্থা নিয়ে তোমরা থাকো—আমি আমার (আল্লাহ প্রদত্ত) জীবন ব্যবস্থা নিয়ে আছি।" অন্যত্র বলা হয়েছে—"হে মূর্খের দল! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদাত করতে বলছো"!

এ সূরা অবতীর্ণের সময় যেসব কাফের সেখানে উপস্থিত ছিল, তাদের অনেকেই পরবর্তীকালে শিরক-এর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। আর বর্তমানকালেও যারা ইসলাম গ্রহণ করে, তারা শিরক-এর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেই ইসলাম গ্রহণ করে। সুতরাং এ সূরা ইসলাম ও শিরক-এর সহাবস্থানের

প্রমাণ দেয় না, যেমন কিছু কিছু অর্বাচীন লোক মনে করে। সুতরাং এক কথায় বলা যায় যে, শিরক-এর সাথে ইসলামের কোনো আপোস মীমাংসার ফর্মুলা এ সূরায় নেই। কারণ ইসলাম হলো তাওহীদী আদর্শভিত্তিক জীবন ব্যবস্থা ; আর শিরক হলো শয়তানী প্ররোচনায় মানব রচিত মনগড়া মতবাদ। ইসলাম হলো শান্তি ও কল্যাণের জীবন ব্যবস্থা, আর শির্‌ক হলো অশান্তি ও অকল্যাণের পথ।

রুকূ' ১ | # ১০৯. সূরা আল কাফিরূন-মাক্কী | আয়াত ৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يَآيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝١ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝٢

১. (হে নবী!) আপনি বলে দিন—'হে কাফেররা।'[১] ২. আমি তাদের ইবাদাত করি না (বর্তমানে), তোমরা যাদের ইবাদাত কর ;[২]

① قُلْ-(হে নবী!) আপনি বলে দিন ; يَاَيُّهَا-হে ; الْكٰفِرُوْنَ-(ال+كفرون)- কাফিররা।
② لَآ اَعْبُدُ-আমি ইবাদাত করি না; مَا-তাদের যাদের ; تَعْبُدُوْنَ-তোমরা ইবাদাত কর।

১. 'কুল' অর্থাৎ 'আপনি বলুন' কথাটি দ্বারা রাসূলুল্লাহ (স)-কে যে কথাটি বলতে নির্দেশ দেয়া তা বললেই তো হতো ; 'আপনি বলুন' কথাটি বলার তো প্রয়োজন ছিল না। কুরআন মজীদে বহু স্থানেই আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল (স)-কে এভাবে 'আপনি বলুন' বলে কোনো কথা বলার নির্দেশ দিয়েছেন। আর রাসূল (স)-ও 'আপনি বলুন' কথাটিও আবৃত্তি করেছেন। এর কারণ হলো—রাসূলুল্লাহ (স)-কে আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য ভদ্র, নম্র, মিষ্টভাষী, কোমল অন্তর বিশিষ্ট করে প্রেরণ করেছেন। এমতাবস্থায় তিনি যদি 'আপনি বলুন' কথাটি আবৃত্তি না করে সরাসরি 'হে কাফেররা' বলে কাফেরদেরকে সম্বোধন করতেন, তাহলে ধারণা করা হতো যে, এটা নবীর নিজের ভাষা এবং কাফেররাও বলে বেড়াতো যে, কোনো নবী এমন কঠোর কথা বলতে পারে না; এভাবে কথা বলা নবীর কোমল চরিত্রের সাথে খাপ খায় না। 'আপনি বলুন' কথাটি উদ্ধৃত হওয়ার দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, এটা আমার কথা নয়—এটা আল্লাহর কথা।

অতপর যে কথাটি জেনে রাখা প্রয়োজন, তাহলো—এখানে 'আপনি বলুন' বলে রাসূলুল্লাহ (স)-কে সম্বোধন করা হলেও, এ সম্বোধনের আওতার মধ্যে রয়েছে পরবর্তী মু'মিনগণ। প্রত্যেক মু'মিনেরই শিরক-কুফরের সাথে এভাবে সম্পর্ক হীনতার ঘোষণা তাদের সংশ্লিষ্ট কাফের-মুশরিকদেরকে জানিয়ে দেয়া। এমনকি কেয়ামত পর্যন্ত যত মুসলমানের আগমন দুনিয়াতে ঘটবে, তাদের সকলেরই ঈমানের দাবী হবে—শিরক ও কুফরের সাথে সম্পর্কহীনতার এরূপ প্রকাশ্য ঘোষণা দেয়া।

আর এখানে 'হে কাফেররা!' বলতে এমন সব মানুষকে বুঝানো হয়েছে, যে বা যারাই মুহাম্মাদ (স)-এর নবুওয়াত অস্বীকারকারী। এ দিক থেকে বর্তমান যুগের ইহুদী ও খৃস্টানরাও এর মধ্যে শামিল হয়ে যায় ; কেননা তারা মুহাম্মাদ (স)-এর নবুওয়াতের ওপর ঈমান আনেনি। তাছাড়া তারা আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করে। অথচ আল্লাহ তা থেকে পবিত্র। খৃস্টানরা আল্লাহকে তিন খোদার এক খোদা মনে করে ; আর ইহুদীরা আল্লাহকে স্ত্রী-পুত্র-পরিজন সম্বলিত 'খোদা' মনে করে। অথচ আল্লাহ হলেন একক মা'বুদ—তিনি

③ وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ④ وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٌ

৩. এবং তোমরাও তার ইবাদাতকারী নও (বর্তমানে) আমি যার ইবাদাত করি।[৩]
৪. আর আমিও তাদের ইবাদাতকারী নই (ভবিষ্যতে),

مَّا عَبَدتُّمْ ④ وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ⑤

তোমরা যাদের ইবাদাত কর ; ৫. এবং তোমরাও তার ইবাদাতকারী নও (ভবিষ্যতে), আমি যার ইবাদাত করি।[৪]

③-وَ-এবং ; لَآ أَنتُمْ-তোমরাও নও ; عَٰبِدُونَ-ইবাদাতকারী ; مَآ-তার যার ; أَعْبُدُ-আমি ইবাদাত করি। ④-وَ-আর ; لَآ أَنَا-আমিও নই ; عَابِدٌ-ইবাদাতকারী ; مَا-তাদের যাদের ; عَبَدتُّمْ-ইবাদাত তোমরা কর। ⑤-وَ-এবং ; لَآ أَنتُمْ-তোমরাও নও ; عَٰبِدُونَ-ইবাদাতকারী ; مَآ-তার যার ; أَعْبُدُ-ইবাদাত আমি করি।

মা'বুদ সমষ্টির একজন নন। এভাবে অন্য সকল জাতি-গোষ্ঠী-যারাই মুহাম্মাদ (স)-এর হেদায়াত ও শিক্ষা মেনে নেয়নি এবং ভবিষ্যতেও যারা মেনে নেবে না তারা সবাই 'হে কাফেররা' সম্বোধনের আওতায় শামিল। তারা ইহুদী, খৃষ্টান, আগুন পূজারী বা সারা দুনিয়ার কাফের-মুশরিক অথবা নাস্তিক যে-ই হোক না কেন।

২. অর্থাৎ 'তোমরা যাদের ইবাদাত কর'। এখানে 'যাদের' কথাটার মধ্যে—কাফের-মুশরিকরা যে যে সত্তা, বা বস্তুর ইবাদাত করে তা—সবই শামিল। যেমন-ফেরশতা, জিন, নবী-আওলিয়া, জীবিত বা মৃত মানুষের আত্মা অর্থাৎ ভূত-পেত্নী এবং চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-তারকা, গাছ-পালা, মাটি-পাথরের মূর্তী বা কল্পনাপ্রসূত দেবদেবী ইত্যাদি।

৩. অর্থাৎ তোমরা যাদের ইবাদাত কর, আমি তাদের ইবাদাত করি না। তোমরা গাছ-পালা, নদী-নালা, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারকা, নবী-অলী, জিন-ফেরেশতা, মৃত মানুষ, জীবিত মানুষ ইত্যাদির পূজা কর। এসবকে মা'বূদ মেনে তাদের সন্তুষ্টিকে জীবনের কল্যাণ মনে কর। আমি এ সবের পূজা করি না—এসবকে মা'বূদ স্বীকার করি না—এসবের সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির কোনো পরওয়া করি না। আমি একমাত্র আল্লাহকে আমার একমাত্র মা'বূদ বলে মানি, তাঁর সন্তুষ্টিই আমার কাম্য, তাঁর অসন্তুষ্টিকেই আমি ভয় করি। তোমরা আল্লাহকে স্রষ্টা হিসেবে কেউ কেউ স্বীকার করলেও তাঁর সত্তার গুণ ক্ষমতার অধিকারে অংশীদার সাব্যস্ত কর, তাঁর নিরাকার সত্তাকে সাকার তথা আকার বিশিষ্ট সত্তায় রূপান্তরিত কর—আমি এসব থেকে মুক্ত। আমাকে তো শুধুমাত্র একক লা শারীক আল্লাহর ইবাদাত করতেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং আমি তোমাদের এসব প্রস্তাবকে কোনোমতেই গ্রহণ করতে পারি না।

৪. এ আয়াতটি পূর্বোক্ত ৩নং আয়াতের পুনরাবৃত্তি বলে মনে হয় ; কিন্তু বাস্তবে তা নয়। কারণ প্রথম আয়াতটির সম্পর্ক বর্তমান কালের সাথে সংশ্লিষ্ট আর দ্বিতীয়

৬ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۝

তোমাদের জন্য তোমাদের দীন এবং আমার জন্য আমার দীন।[৫]

৬ لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; دِيْنُكُمْ-(دين+كم)-তোমাদের দীন ; وَ-এবং ; لِيَ-আমার জন্য ; دِيْنِ-আমার দীন।

আয়াতটির সম্পর্ক ভবিষ্যত কালের সাথে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং প্রথম আয়াতটির অর্থ হবে—তোমরা বর্তমানে তার ইবাদাতকারী নও, আমি বর্তমানে যার ইবাদাত করি। আর দ্বিতীয় আয়াতটির অর্থ হবে—তোমরা ভবিষ্যতেও তার ইবাদাতকারী হবে না, আমি ভবিষ্যতেও যার ইবাদাতেই লিপ্ত থাকবো। অর্থাৎ তোমরা সেই একক সত্তার ইবাদাতকারী বর্তমানেও নও-ভবিষ্যতেও হবে না, আমি যে একক সত্তার ইবাদাত বর্তমানেও করি এবং ভবিষ্যতেও করে যাবো।

৫. অর্থাৎ তোমাদের দীন ও আমার দীন এক নয়। তোমাদের দীন তোমাদের জন্য, আর আমার দীন আমার জন্য। তোমাদের কর্মফল তোমরা ভোগ করবে, আমার কর্মফল আমি ভোগ করবো। তাই আমার ও তোমাদের চলার পথ এক নয়—কখনো হতে পারে না। এ সুস্পষ্ট ঘোষণা দ্বারা কাফেরদের প্রতি উদার নীতি ঘোষিত হয়নি ; বরং তাদের কুফরী নীতি-আদর্শের সাথে চিরকালের জন্য দায়মুক্তি ও সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। অতপর তখন থেকে নিয়ে অনাগত ভবিষ্যত কালেও যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে তাদেরকে এভাবেই কাফের-মুশরিকদের নীতি আদর্শের সাথে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দিতে হবে—এটাই এ আয়াতের মূলকথা।

সূরা আল কাফিরূনের শিক্ষা

১. কুফর ও শিরক-এর নীতি-আদর্শের সাথে ইসলামের নীতি-আদর্শের কোনো মিল নেই। একটি অপরটির বিপরীত মতাদর্শ। সুতরাং কখনো কোনো অবস্থাতেই এ দুই আদর্শের মধ্যে আপোসের কোনো অবস্থা অতীতেও ছিল না, বর্তমানেও নেই আর অনাগত ভবিষ্যতেও হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কোনো ঈমানদারের মনে এ ধরনের কোনো চিন্তা-চেতনাও জাগতে পারে না।

২. আল্লাহ সকল কিছুর একক স্রষ্টা ; অন্য সবকিছু তাঁর সৃষ্ট। আল্লাহ একক প্রতিপালক, অন্য সবকিছুই তাঁর প্রতিপালিত। সুতরাং স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে সৃষ্টির পূজা-উপাসনা করা, অথবা সৃষ্টিকে স্রষ্টার সমকক্ষ ধারণা করে উভয়ের একই সাথে ইবাদাত-উপাসনা করা। মূর্খতা ছাড়া কিছুই নয়। এ ধরনের মূর্খতাসুলভ চিন্তা-চেতনা থেকে আমাদেরকে সচেতনার সাথে মুক্ত থাকতে হবে। এটাই ঈমানের দাবী।

৩. ঈমান আনার পর প্রত্যেক মু'মিনকে অবশ্যই কুফর ও শিরকের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ও ভবিষ্যতে কোনো প্রকার সম্পর্ক না রাখার চূড়ান্ত ঘোষণা দেয়ার কথাই এ সূরায় শিখিয়ে দেয়া হয়েছে। এভাবেই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রত্যেক মু'মিনকে ঘোষণা দিতে হবে—এটাই এ সূরার মূল শিক্ষা।

সূরা আন নসর
আয়াত ঃ ৩
রুকূ' ঃ ১

নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতের 'নাসরুল্লাহি'-এর 'নাস্‌র' শব্দটিকেই এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

এ সূরা সর্বসম্মত মতে মাদানী সূরা। সকল মুফাস্‌সিরের মতেই এ সূরার পর আলাদা আলাদা কিছু আয়াত ছাড়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি পূর্ণাংগ কোনো সূরা নাযিল হয়নি। এ সূরা নাযিল হওয়ার তিন মাস কয়েক দিন পর রাসূলে করীম (স) ইন্তিকাল করেন। সূরাটি নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (স) বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে আসছে।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরার আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য হলো—আরব উপদ্বীপে ইসলাম একটি অপ্রতিহত শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং আরব থেকে পৌত্তলিকতা চিরতরে নির্বাসিত হওয়ার শুভ সংকেত দান করা। এর সাথে রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিদায়কাল ঘনিয়ে আসার পূর্বাভাষ দেয়াও এ সূরার মূল বক্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। বলা হয়েছে—যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় সমাগত হবে, তখন দিকে দিকে তোমরা ইসলামের জয়জয়কার অবস্থা দেখতে পাবে। তোমরা দেখবে যে, দলে দলে ও গোত্রে গোত্রে মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিচ্ছে। চুপে চুপে ইসলাম গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে গেছে। এখন ইসলাম আল্লাহর সাহায্যে দিকে দিকে ছড়িয়ে প'ড়বে—এখন সত্যের প্রতিষ্ঠা ও অসত্যের পতন ঘটবে। এটা ছিল মুসলমানদের জন্য আগাম সুখবর। অতপর রাসূলুল্লাহ (স)-কে আল্লাহর হাম্‌দ ও গুণগানসহ তাসবীহ পাঠ এবং ইসতিগফার করার নির্দেশ দিয়ে প্রকারান্তরে যে কথাটি বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে তাহলো —ইসলাম একটি বিজয়ী শক্তিরূপে আরবের বুকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সকল বাতিল মতাদর্শের উপর দীন ইসলামকে বিজয়ী করার দায়িত্ব দিয়ে আপনাকে পাঠানো হয়েছিল। আপনি সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। সুতরাং আপনার দায়িত্ব শেষ হয়েছে। এখন আপনার আর দুনিয়াতে থাকার প্রয়োজন নেই। অতএব, আল্লাহ তাআলা আপনার দ্বারা যে মহত কাজ নিয়েছেন সেজন্য আপনি তাঁর হাম্‌দসহ তাসবীহ পাঠ করতে থাকুন এবং দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অলক্ষে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে থাকলে তার জন্য ইসতিগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকুন। নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনে যদিও তাঁর কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটেনি, তথাপি কৃতজ্ঞতা ও বিনয় প্রকাশের জন্য তাঁকে ইসতিগফার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

রুকূ' ১ **১১০. সূরা আন নসর-মাদানী** আয়াত ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

① إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ② وَرَأَيْتَ النَّاسَ

১. যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় ;[১] ২. এবং আপনি দেখবেন মানুষকে—

يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ أَفْوَاجًا ③ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ

দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করছে।[২] ৩. তখন আপনি প্রশংসা সহকারে তাসবীহ পাঠ করতে থাকুন[৩]

①إِذَا-যখন ; جَاءَ-আসবে ; نَصْرُ-সাহায্য ; اللّٰه-আল্লাহর ; وَ-ও ; الْفَتْحُ-(ال+فتح)-বিজয়। ②وَ-এবং ; رَأَيْتَ-আপনি দেখবেন ; النَّاسَ-(ال+ناس)-মানুষকে ; يَدْخُلُوْنَ-প্রবেশ করছে ; فِيْ دِيْنِ-দীনে ; اللّٰه-আল্লাহর ; أَفْوَاجًا-দলে দলে। ③فَسَبِّحْ-(ف+سبح)-তখন আপনি তাসবীহ পাঠ করতে থাকুন ; بِحَمْدِ-(ب+حمد)-প্রশংসা সহকারে ;

১. 'নাসরুল্লাহি' অর্থ 'আল্লাহর সাহায্য'। এর অর্থ লক্ষ অর্জনে সাহায্য-সহযোগিতা, যা আল্লাহ ছাড়া দুনিয়ার অন্য কারো পক্ষ থেকে হতে পারে না।

আর 'বিজয়' দ্বারা এখানে ইসলামের চূড়ান্ত বিজয় বুঝানো হয়েছে—কোনো অঞ্চল বা দেশ বিজয়ের কথা এখানে বলা হয়নি। ইসলামের এ বিজয়ের পর ইসলাম আরবের বুকে এক অপ্রতিরোধ্য ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিতে পরিণত হয়েছে। তখন থেকেই আল্লাহর সাহায্যে ইসলাম উত্তর আরব ও দক্ষিণ আরবে ছড়িয়ে পড়েছে এবং স্থানীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মহানবী (স)-এর ইন্তেকালের পর খোলাফায়ে রাশেদার বিজয় ইতিহাস এবং তার পরবর্তী যুগে উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগের বিজয় ইতিহাসের দিকে তাকালে এ সত্যই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিজয়ের আগমনি বার্তার প্রতিফলন দুনিয়ার প্রত্যেক অঞ্চল ও প্রত্যেক যুগেই হতে পারে, যদি আল্লাহর সাহায্য লাভের শর্তাবলী পূরণ হয়।

২. অর্থাৎ বিজয়ের সূচনা হলে তখন মানুষ এক-দু'জন করে ইসলাম গ্রহণ করবে না। তখন দলে দলে, গোত্রে গোত্রে কোনো প্রকার যুদ্ধ-বিগ্রহ ও চাপ প্রয়োগ ছাড়াই স্বতস্ফূর্তভাবে ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করবে। হিজরী নবম সালের শুরু থেকে এ অবস্থাই দেখা গেছে। দশম হিজরীর বিদায় হজ্জের সময় সমগ্র আরবই ইসলামের ছায়াতলে এসে গিয়েছিল এবং সারা আরবের কোথাও একজন মুশরিকও ছিল না।

رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۟

আপনার প্রতিপালকের এবং প্রার্থনা করতে থাকুন তার নিকট ;[8]
নিশ্চয় তিনি তাওবা কবুলকারী।

رَبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ; وَ-এবং ; اسْتَغْفِرْهُ-(استغفر+ه)-তাঁর নিকট প্রার্থনা করতে থাকুন ; اِنَّهٗ-(ان+ه)-নিশ্চয় তিনি ; كَانَ تَوَّابًا-(كان+توابا)-তাওবা কবুলকারী।

৩. আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করা এবং তৎসঙ্গে কৃতজ্ঞতা পেশ করা হলো 'হাম্‌দ'। আল্লাহর পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা প্রকাশ করা হলো 'তাসবীহ'। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে হাম্‌দসহ তাসবীহ পাঠের নির্দেশ দিয়ে একথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, এ মহান ও বিরাট সাফল্য আপনার কৃতিত্বের ফসল বলে মনে করবেন না ; বরং এটাকে পুরোপুরি আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ মনে করবেন। আর এজন্য আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতাও জানাবেন। মুখে এবং অন্তরে একথা স্বীকার করবেন যে, এ বিরাট সাফল্যের জন্য সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহর। আর তাসবীহ পাঠের নির্দেশ দ্বারা একথা বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহর দীন বিজয়ের জন্য আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন। আল্লাহ সকল প্রকার মুখাপেক্ষিতা থেকে পবিত্র। আল্লাহ তাঁর দীন বিজয়ের কাজ যে কোনো বান্দাহর মাধ্যমেই নিতে পারেন। তবে আল্লাহ তাঁর দীনকে বিজয়ী করার খিদমত আপনার নিকট নিয়েছেন—এটা আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ। আল্লাহর কুদরতেই এ বিরাট সফলতা এসেছে। নচেত এমন বিরাট সফলতা লাভ করার মত কোনো শক্তি দুনিয়ার কারো ছিল না।

৪. অর্থাৎ আপনার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করুন। তাঁর দেয়া দায়িত্ব পালনে অলক্ষে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে থাকলে তিনি যেন তা ক্ষমা করে দেন। এটা হলো—ইসলামের আদব ও শিষ্টাচার। আল্লাহ তাআলা কোনো মানুষের দ্বারা তাঁর দীনের কোনো খিদমত নিলে তার মনে এমন ধারণা সৃষ্টি হওয়া সংগত নয় যে, সে আল্লাহর দেয়া দায়িত্বের হক পুরোপুরি আদায় করতে পেরেছে। তার উচিত, সে যেন আল্লাহর দরবারে এ বলে ক্ষমা প্রার্থনা করে যে, আল্লাহ তাকে তাঁর দীনের খেদমতের যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা আদায় করতে গিয়ে কোথাও ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে থাকলে তা ক্ষমা করে দিয়ে তার খেদমতটুকু তিনি যেন কবুল করে নেন। এ আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া হয়েছে রাসূলুল্লাহ (স)-কে। অথচ আল্লাহর দেয়া দায়িত্বের হক আদায় করা এবং আল্লাহর পথে তাঁর চেয়ে বেশি চেষ্টা-সাধনাকারী অন্য কোনো মানুষের কথা কল্পনাও করা যেতে পারে না। তাহলে অন্য কোনো মানুষের পক্ষে নিজের আমলকে বড় করে দেখার মত সুযোগ কোথায় ?

আল্লাহ মানুষকে এ শিক্ষা দিয়েছেন যে, নিজের কোনো ইবাদাত বা আধ্যাত্মিক সাধনাকে বড় করে না দেখে নিজের সমস্ত শক্তি-ক্ষমতা আল্লাহর পথে নিয়োজিত করেও মনে করতে হবে যে, আল্লাহর হক আদায় হয়নি। এভাবে কোনো বিজয় বা

সফলতা এলেও তা নিজের যোগ্যতার বলে হয়েছে মনে না করে আল্লাহর রহমতে হয়েছে বলে মনে করতে হবে এবং সেজন্য আল্লাহর প্রশংসা করতে হবে—ক্ষমা চাইতে হবে তাঁরই নিকট।

সূরা আন নসরের শিক্ষা

১. আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আল্লাহর দীন বিজয়ী হওয়ার আশা করা যায় না। আর আল্লাহর সাহায্য তখনই আসবে যখন তা আসার পূর্বশর্ত পূরণ হবে। সুতরাং আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার জন্য কাজ করে যেতে হবে এবং সেই সাথে আল্লাহর নিকট সাহায্য চাইতে হবে।

২. দীনকে বিজয়ী রাখার মত যোগ্যতাসম্পন্ন লোক যখন সৃষ্টি হবে, তখনই আল্লাহ বিজয় দেবেন। তবে সে যোগ্যতা অর্জনের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল প্রদর্শিত পথে কাজ করে যেতে হবে।

৩. দীনের বিজয়ের জন্য কাজ করে যাওয়া আমাদের দায়িত্ব। এ দায়িত্ব আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর রাসূলের মাধ্যমে রাসূলের উম্মতের উপর এসেছে। সুতরাং মুসলিম উম্মাহকে এ দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হতে হবে। কারণ রাসূলের বিদায় হজ্জের ভাষণে এ দায়িত্ব মুসলিম উম্মাহর ওপর তিনি দিয়ে গেছেন।

৪. দীনের বিজয়ের লক্ষে কাজ করে গেলে এবং তার ফলে শর্ত পূরণ হলে দুনিয়ার যে কোনো দেশে আল্লাহ বিজয় দিতে পারেন। বর্তমান দুনিয়ার কোনো দেশেই আল্লাহর দীন বিজয়ী নেই। সুতরাং মুসলিম উম্মাহর সদস্য যখন যেখানেই থাকুক না কেন দীনের বিজয়ের জন্য কাজ করে যেতে হবে ।

৫. বিজয় যখন এসে যাবে তখন বিজয়কে নিজেদের কৃতিত্ব মনে করা যাবে না ; কেননা বিজয় দানের মালিক আল্লাহ। তখন বিজয়ের জন্য আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণা করতে হবে কৃতজ্ঞতার সাথে এবং নিজের ভুল-ত্রুটি ও দুর্বলতার জন্য আল্লাহর নিকট তাওবা-ইসতিগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে ।

৬. আল্লাহর দীনের যে যত বেশিই সাহায্য-সহযোগিতা করুকনা কেন কোনো অবস্থাই আত্মপ্রসাদ লাভ করার কোনো অবকাশ নেই। মনে করতে হবে আল্লাহ দয়া করে তাঁর দীনের কিছু কাজ আমার মত নগণ্য বান্দাহকে করার সুযোগ দিয়েছেন। সেজন্য সদা-সর্বদা তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করতে হবে। এটাই একজন মুমিনের বৈশিষ্ট্য।

❐

সূরা আল লাহাব
আয়াত ঃ ৫
রুকূ' ঃ ১

নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতের 'আবী-লাহাব'-এর 'লাহাব' শব্দটিকেই সূরা নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

সূরাটি মাক্কী হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই। তবে মাক্কী জীবনের কোন্ পর্যায়ে নাযিল হয়েছে তা সুনির্দিষ্ট করে বলা না গেলেও, সূরার আলোচ্য বিষয়ের আলোকে বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর চাচা আবু লাহাবের বিরোধিতা যখন চরম আকার ধারণ করেছিল তখনই এ সূরাটি নাযিল হয়েছে। তখন অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ (স) এবং তাঁর বংশের লোকদেরকে 'শে'বে আবূ তালিব' তথা 'আবু তালিব গিরিখাদে' অন্তরীণ করে রেখেছিল। আর এ সময় আবু লাহাব নিজের বংশের লোকদেরকে পরিত্যাগ করে শত্রুদের সাথে হাত মিলিয়েছিল। আর এ জন্যই এ সূরায় আবু লাহাবের নাম নিয়েই তার নিন্দা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, তার স্ত্রীও রাসূলুল্লাহ (স) এবং ইসলামের শত্রুতায় জঘন্য ভূমিকা পালন করেছে বিধায় তার নিন্দাওএ সূরায় করা হয়েছে। উপরে আলোচিত বিষয়গুলোর পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, নবুওয়াতের সপ্তম বর্ষে কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর বংশের লোকদেরকে 'আবু তালিব' গিরি সংকটে যখন অন্তরীণ করে রেখেছিল সূরাটি তখনই নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

রাসূলুল্লাহ (স) এবং ইসলামের বিরোধিতায় আবু লাহাব এবং তার স্ত্রী উম্মে জামীল (আবু সুফিয়ানের বোন)-এর হীন কার্যকলাপের প্রতিবাদই সূরা লাহাবের আলোচ্য বিষয়। কুরআন মজীদে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময়কালীন ইসলামের কোনো শত্রুর নাম উল্লেখ করে কোনো সূরা বা আয়াত নাযিল হয়নি। শুধুমাত্র এ সূরাতেই এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। এর কারণ হলো—আবু লাহাবের শত্রুতা আরবদের চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার বিষয়টিকেও পদদলিত করেছে। শে'বে আবু তালিবে বনী হাশিম ও বনী আবদুল মুত্তালিবের বংশের লোকদেরকে যখন সামাজিকভাবে বয়কট অবস্থায় অন্তরীণ করে রাখা হয়েছিল, তখন আবু লাহাব নিজের বংশের লোকদের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে তাদের শত্রুদের পক্ষ অবলম্বন করেছিল। এদিকে তার স্ত্রী উম্মে জামীল রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরজার সামনে রাতের অন্ধকারে কাঁটা ছিটিয়ে রাখতো, যাতে রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁর সন্তানদের পায়ে কাঁটা বিঁধে যায় এবং তাঁরা যেন কষ্ট পান। এভাবে আবু লাহাবের শত্রুতা ও বিদ্বেষপরায়ণতা যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল, তখনই আল্লাহ তাআলা তার এবং তার স্ত্রীর

ভয়াবহ পরিণামের কথা উল্লেখ করে এ সূরা নাযিল করেন। এ সূরায় বলা হয়েছে—আবু লাহাবের দু'হাত ধ্বংস হোক। যে দু'হাতের সাহায্যে সে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর বিভিন্ন নির্যাতনমূলক কর্মকাণ্ড চালিয়েছে। শুধু তাই নয়, তার ধন-সম্পদ, যে সম্পদের গর্বে সে গর্বিত তাও ধ্বংস হোক। তার উপার্জিত এসব সম্পদ কোনো কাজেই আসবে না। তাকে অবশ্যই লেলিহানযুক্ত আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। তার স্ত্রীও একই আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে যে মানুষের মধ্যে চোগলখুরী করে একজনকে অপরজনের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেয় এবং সে দুজনের ঝগড়ায় ইন্ধন সরবরাহ করে। যার পরিণতিতে তার গলায় খেজুর গাছের ডালের আশ দিয়ে তৈরি পাকানো রশি। এ সূরা নাযিলের পরও এ জঘন্য দম্পতি ঈমান আনেনি ; বরং রাসূলুল্লাহ (স) ও ইসলামের বিরোধিতায় অন্ধ হয়ে যা-তা বকাবকী করা শুরু করলো। এতে হিতে বিপরীত হলো। এদের নাম নিয়ে প্রকাশ্যে নিন্দাবাদ সহকারে যখন এ সূরা নাযিল হলো। তখন লোকেরা বুঝতে পারলো যে, এখানে কোনো কিছু গোপনে করারও অবকাশ নেই। ঈমান আনলে আপন লোকও পর হয়ে যায়। আর আদর্শের সামঞ্জস্যের কারণে পরও আপন হয়ে যায়। তাই আস্তে আস্তে মানুষের মন ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি আকৃষ্ট হতে লাগল।

❒

রুকূ' ১

১১১. সূরা আল লাহাব-মাক্কী

আয়াত ৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۝

① تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۞ ② مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ

১. আবূ লাহাবের দু'হাত ধ্বংস হোক।[১] এবং ধ্বংস হোক (সে নিজেও)।
২. তার কোনো কাজে আসেনি তার ধন-দৌলত

①تَبَّتْ-ধ্বংস হোক ; يَدَآ-দুহাত ; اَبِىْ لَهَبٍ-আবু লাহাবের ; وَ-এবং ; تَبَّ-ধ্বংস হোক (সে নিজেও)।②مَآ اَغْنٰى-কোনো কাজে আসেনি ; عَنْهُ-তার ; مَالُهٗ-(مال+ه)-তার ধন-দৌলত ;

১. 'আবু লাহাব' নামের অর্থ 'অগ্নিশিখার পিতা'। এটা ছিল তার কুনিয়াত। তার আসল নাম ছিল আবদুল উয্যা (উয্যার দাস)। মুশরিকদের একটি মূর্তীর নাম ছিল 'উয্যা'। সেই উয্যার আশীর্বাদ লাভের উদ্দেশ্যে এ নাম রাখা হয়। তার গায়ের রং ছিল আগুনের মত উজ্জ্বল। তার পিতা জন্মের পর তার আগুনের মত রং দেখে এ কুনিয়াত রেখেছিল। এ নামেই সে পরিচিত হয়ে উঠেছিল। মূল নাম পরিচিত নয়। আসলে তার মূল নামও সার্থক হয়েছিল ; কারণ সে বাস্তবিকই উয্যা দেবতার সেবাদাসেই পরিণত হয়েছিল।

'আবু লাহাবের দু'হাত ধ্বংস হয়ে যাক' বলে আল্লাহ তাআলা একটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। পরবর্তীতে তার যে পরিণাম হয়েছিল সেই ভবিষ্যদ্বাণীই তখন করা হয়েছিল। 'দু'হাত' দ্বারা শুধুমাত্র শরীরের একটা অঙ্গকেই বুঝানো হয়নি ; বরং ইসলাম ও রাসূলুল্লাহর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে তার সকল শক্তি-ক্ষমতা ও উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়ার কথাই বুঝানো হয়েছে। পরবর্তীকালের ঘটনাপ্রবাহ দ্বারা আল্লাহ তাআলার এ ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হয়েছে। বদরের যুদ্ধে কুরাইশ কাফিরদের বড় বড় নেতাদের নিহত হওয়ার সংবাদ পেয়ে সে অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে পড়ে। এসব নেতারা ছিল ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতার ক্ষেত্রে তার সহযোগী। তারপর সে সাত দিন পরেই মরে যায়। মৃত্যুকালে তার সমস্ত শরীরে ফোস্কা ফুটে উঠেছিল এবং সমস্ত শরীরে পচন ধরে গিয়েছিল। পরিবারের লোকেরা তাদের শরীরে রোগ সংক্রমণের ভয়ে তাকে একাকী ঘরের মধ্যে ফেলে পালিয়েছিল। মৃত্যুর পরও তিন দিন সে ঘরের মধ্যে পড়ে থাকে। অতপর লোকেরা ছেলেদেরকে ধিক্কার দিতে থাকলে মজুরী দিয়ে কয়েকজন হাবশীকে নিয়োগ করা হয়। তারা গর্ত করে লাঠি দিয়ে লাশটিকে ঠেলে নিয়ে গর্তে ফেলে মাটি চাপা দেয়। তার ছেলে দুটো মক্কা বিজয়ের পর হযরত আব্বাস (রা)-এর সহায়তায় ইসলাম গ্রহণ করে। প্রথমে তার মেয়ে হিজরত করে মদীনায় চলে যায় এবং ইসলামগ্রহণ করে। এ ছিল আবু লাহাবের ধ্বংসের দুনিয়াবী প্রতিফলন। আর আখেরাতে তো তার চিরন্তন ধ্বংস, যার কোনো শেষ নেই।

وَمَا كَسَبَ ﴿٢﴾ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴿٣﴾ وَامْرَأَتُهُ

এবং সে যা উপার্জন করেছে।[২] ৩. শীঘ্রই সে নিক্ষিপ্ত হবে লেলিহান আগুনে ;
৪. এবং তার স্ত্রীও[৩]—

حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴿٤﴾ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ ﴿٥﴾

জ্বালানী কাঠ বহনকারিণী।[৪] ৫. তার গলায় থাকবে খেজুর-ডালের আঁশের পাকানো রশি।[৫]

وَ-এবং ; مَا-যা ; كَسَبَ-সে উপার্জন করেছে।③سَيَصْلَىٰ-শীঘ্রই সে নিক্ষিপ্ত হবে ; نَارًا-আগুনে ; ذَاتَ لَهَبٍ-লেলিহান।④وَ-এবং ; امْرَأَتُهُ-(امرأة+ه)-তার স্ত্রীও ; حَمَّالَةَ-বহনকারিণী ; الْحَطَبِ-জ্বালানী কাঠ।⑤فِي جِيدِهَا-(فى+جيد+ها)-তার গলায় থাকবে ; حَبْلٌ-রশি ; مِنْ مَسَدٍ-খেজুর-ডালের আঁশের পাকানো।

২. আবু লাহাব ছিল মক্কার চারজন ধনী লোকের একজন। তার নিকট আট সের দশ তোলা স্বর্ণের মজুদ ছিল। এ ছাড়াও সে ছিল অনেক পশু-সম্পদের মালিক। তার নিজের অর্থ থেকে সে নিয়মিত অর্থ উপার্জন করতো। অবশ্য তার সন্তানরাও ছিল তার উপার্জন। কেননা আল্লাহর রাসূল সন্তানকে মানুষের উপার্জন বলে আখ্যায়িত করেছেন। অথচ মৃত্যুকালে তার ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি কোনো কাজেই আসেনি। ওতবা, ওতায়বা ও মাতয়াব নামে তার তিন পুত্র ছিল। নবুওয়াতের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর দুই কন্যা রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমকে আবু লাহাবের দু' পুত্র ওতবা ও ওতায়বার নিকট বিয়ে দিয়েছিলেন। আবু লাহাবের নির্দেশে তারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর কন্যাদ্বয়কে তালাক প্রদান করে। ওতায়বা উম্মে কুলসুমকে তালাক দিয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-কে গালি দেয়। সে রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুখের দিকে থুথু নিক্ষেপ করে ; কিন্তু তা তাঁর মুখে পড়েনি। রাসূলুল্লাহ (স) বদদোয়া করে বলেন—"হে আল্লাহ তোমার কুকুরের মধ্য থেকে একটি কুকুরকে তার উপর বিজয়ী করে দাও।" অতপর পিতার সাথে সিরিয়া যাওয়ার পথে সে বাঘের খাদ্য হয়।

৩. আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিলও ইসলাম ও রাসূলুল্লাহর বিরোধিতায় চরম আচরণ করেছিল। এজন্য আবু লাহাবের পরিণতির সাথে তাকেও জড়িত করা হয়েছে।

৪. 'হাম্মালাতাল হাতাব' বলে আবু লাহাবের স্ত্রীর কয়েকটি দোষের কথা এখানে বলা হয়েছে। সে কাঁটাযুক্ত গাছের ডাল-পালা রাসূলুল্লাহ (স)-এর ঘরের দরজায় পুঁতে রাখতো। এজন্য তাকে এ উপাধিতে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অথবা, সে লোকদের মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টির জন্য কুটনামী করে ঝগড়ার ইন্ধন সৃষ্টি করে বেড়াতো, তাই তাকে 'কাঠ বহনকারিণী' বলা হয়েছে।

৫. আবু লাহাবের স্ত্রীর গলায় ছিল মূল্যবান সোনার হার। সে বলতো যে, এ হার

বিক্রি করে যে অর্থ পাওয়া যাবে, তা মুহাম্মাদের বিরোধিতায় ব্যয় করবো। এখানে সেদিকে ইংগিত করে বলা হয়েছে যে, তার 'জীদ' তথা গলায় কেয়ামতের দিন খেজুর-ডালের আঁশের শক্তভাবে পাকানো রশি থাকবে।

সূরা আল লাহাবের শিক্ষা

১. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে এবং ইসলামের বিরোধিতা করে কোনো মানুষ যতবেশি ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির অধিকারী হোক না কেন, দুনিয়াতেও তা কোনো কাজে আসবে না। যেমন আবু লাহাবের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তার কোনো কাজে আসেনি।

২. সকল যুগেই দীনের কাজে এরূপ বাধা-বিপত্তি আসবে—এটাই স্বাভাবিক। রাসূলুল্লাহ (স) যেভাবে অপরিসীম ধৈর্যের সাথে এসব বাধা-বিপত্তির মুকাবিলা করেছেন, সকল যুগেই সেরূপ ধৈর্যের সাথে এসব মুকাবিলা করে দীনী দাওয়াতের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

৩. ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিকে যদি আল্লাহর দীনের পথে নিয়োজিত করা যায় তবেই এসব সম্পদের সার্থকতা; নচেত এগুলো দুনিয়াতেও অশান্তির উপকরণ হিসেবে দেখা দেয় এবং আখেরাতেও জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং মু'মিনদের কর্তব্য তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিকে আল্লাহর দীনের কাজে নিয়োজিত করা। এটাই সর্বোত্তম মানব কল্যাণ।

৪. আল্লাহর দীনের বিরোধিতা করলে—পুরুষ হোক বা নারী সবাইকে একই পরিণতি ভোগ করতে হবে। সুতরাং দুনিয়াতে শান্তি পেতে হলে এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচতে হলে নারীদেরকেও আল্লাহর দীনের পথে এগিয়ে আসতে হবে।

৫. সকল বাধা-প্রতিবন্ধকতা, ষড়যন্ত্র ও কূট-কৌশলকে ব্যর্থ করে দিয়ে আল্লাহ তাআলা তাঁর দীনকে বিজয়ী করেছেন। বর্তমানে দীন বিজয়ী নেই। তাই দীনকে পুনরায় বিজয়ী করার এ গুরুদায়িত্ব মুসলিম উম্মাহর। এ দীন যতদিন বিজয়ী না হবে ততদিন মুসলিম উম্মাহর দুর্দশা কিছুতেই ঘুচবে না।

❐

সূরা আল ইখলাস
আয়াত ঃ ৪
রুকূ' ঃ ১

নামকরণ

কুরআন মজীদের অন্যান্য সূরাগুলোর নামকরণ যে নিয়মে হয়েছে সূরা ইখলাস-এর নামকরণ সে নিয়মে হয়নি। সাধারণত সূরার একটি শব্দকে বেছে নিয়ে সূরার নামকরণ করা হয়েছে। 'ইখলাস' শব্দটি সূরার কোথাও উল্লেখিত নেই। তবে সূরার মূল বক্তব্য ও বিষয়বস্তুর আলোকে এর নামকরণ হয়েছে। এ দিক থেকে 'ইখলাস' শব্দটিকে সূরার আলোচ্য বিষয়ের শিরোনাম বলা যায়। যে ব্যক্তি এ সূরার মূল বক্তব্য বুঝে শুনে এর শিক্ষার ওপর ঈমান আনবে, সে শিরক থেকে মুক্তি লাভ করে খালেস তাওহীদের আলোকে নিজেকে আলোকিত করবে।

নাযিলের সময়কাল

সূরা ইখলাস রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাক্কী জীবনের প্রথম নাযিল হয়েছে। এ সম্পর্কিত বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স) মানুষদেরকে যে আল্লাহর ইবাদাতের দিকে আহ্বান জানাচ্ছিলেন, তাঁর মৌলিক সত্তা ও অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইতো। আর এ ধরনের অবস্থা নবুওয়াতের প্রথম দিকেই ঘটেছিল। লোকদের প্রশ্নের জবাবে এ সূরা নাযিল হয়। এর আগে আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত কোনো আয়াত নাযিল হয়নি।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হলো 'তাওহীদ'। যুগ-যুগান্তর ধরে দুনিয়ার মানুষ আল্লাহর স্বরূপ নির্ধারণ করতে গিয়ে যে ভ্রান্ত ধারণা-বিশ্বাসের শিকার হয়েছে, এ সূরার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা সেসব ধারণা-বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করে দিয়েছেন। সেকালে মানুষ নিরাকার আল্লাহর আকার কল্পনা করে সে অনুযায়ী মাটি বা পাথরের মূর্তী বানিয়ে তার পূজা-উপাসনা করতো। এসব মুশরিকদের কোনো দেব-দেবীই জোড়াবিহীন ছিল না। তাদের দেব-দেবীরা পানাহার করতো। তাদের বিশ্রাম ও নিদ্রার প্রয়োজন ছিল। কতক লোক গাছ-পাথর ইত্যাদির পূজা করতো। অপর কিছু লোক গ্রহ-নক্ষত্রের পূজারী ছিল। ইয়াহূদীরা ওযায়ের (আ)-কে আল্লাহর পুত্র বলতো। খৃষ্টানরা আবার হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহর পুত্র এবং তাঁর মাতা মারইয়াম (আ)-কে আল্লাহর স্ত্রী বানিয়ে নিয়েছিল। এই ছিল তৎকালীন সমাজের বাস্তব চিত্র। আল্লাহ তাআলা এসব বাতিল আকীদা-বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করেন এবং তদস্থলে নির্ভেজাল তাওহীদ তথা আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরেন। বলা হয়—হে নবী! আপনি এদেরকে বলে দিন যে, আল্লাহ একক সত্তা। তিনি সর্বদিক থেকে মুখাপেক্ষী-হীন। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কারো থেকে জন্মগ্রহণও করেননি। আর তাঁর সমকক্ষও কোনো সত্তা বা কোনো বস্তু নেই।

রুকূ' ১ — ১১২. সূরা আল ইখলাস-মাক্কী — আয়াত ৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(১) قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴿١﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ○

১. (হে নবী!) আপনি বলে দিন[১]—তিনিই আল্লাহ[২] একক অদ্বিতীয়।[৩] ২. আল্লাহ কারো প্রতি মুখাপেক্ষীহীন—(সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী)[৪]–। ৩. তিনি (কাউকে) জন্ম দেন নি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি ;[৫]

(১) قُلْ-(হে নবী!) আপনি বলে দিন ; هُوَ-তিনিই ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; اَحَدٌ-একক-অদ্বিতীয়। (২) اَللّٰهُ-আল্লাহ ; الصَّمَدُ-(ال+صمد)-কারো প্রতি মুখাপেক্ষীহীন সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। (৩) لَمْ يَلِدْ-তিনি কাউকে জন্ম দেননি ; وَ-এবং ; لَمْ يُوْلَدْ-তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি।

১. 'আপনি বলে দিন' দ্বারা এখানে কাফির-মুশরিক বা অন্য যে কোনো প্রশ্নকারীকে আল্লাহর পরিচয় বলে দেয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর অবর্তমানে তাঁর উম্মতদের সবাইকে ঠিক সেভাবেই আল্লাহর পরিচয় দিতে হবে, যেভাবে পরিচয় দেয়ার জন্য আল্লাহ তাঁর রাসূলকে শিক্ষা দিয়েছেন।

২. অর্থাৎ তিনি আল্লাহ-ইতো। তোমাদেরকে যার ইবাদাতের দিকে আমি ডাকছি তিনি অন্য কেউ নন—তিনি আল্লাহ। তোমরাতো আবহমান কাল থেকে 'আল্লাহ' নামের সত্তার সাথে পরিচিত।

আরবরা 'আল্লাহ' নামের সাথে প্রাচীনকাল থেকেই পরিচিত। তারা আল্লাহকেই স্রষ্টা হিসেবে মনে করতো। তাদের উপাস্য দেবতাগুলোর সাথে 'আল্লাহ' নামকে মেশাতো না। দেব-দেবীগুলোকে তারা 'ইলাহ' তথা উপাস্য মা'বূদ মনে করতো। কা'বায় ৩৬০টি দেব-দেবীর মূর্তী থাকলেও এটাকে 'বায়তুল্লাহ' তথা আল্লাহর ঘরই বলতো—'বায়তুল আলিহা' তথা 'দেবতাদের ঘর' বলতো না। 'আল্লাহ' সম্পর্কে তাদের ধারণা-বিশ্বাস কেমন ছিল তার প্রমাণ পাওয়া আবরাহার কা'বা আক্রমণকালীন সময়ে তাদের অবস্থা থেকে। আবরাহার বাহিনীর সাথে মুকাবিলা করার তাদের ক্ষমতা নেই। তাই তারা এ ঘর রক্ষার জন্য আল্লাহর নিকটই প্রার্থনা জানিয়েছে। কা'বা ঘরে সংরক্ষিত ৩৬০টি দেবতার নিকট প্রার্থনা জানায়নি। কারণ তারা জানতো এ ঘর তো এসব দেবতার নয়—এদের নিজেদের রক্ষারও তো এদের ক্ষমতা নেই। অতএব যার ঘর তাঁর নিকটই প্রার্থনা জানাতে হবে। সকলে মিলে আল্লাহর দরবারে একথাই বলেছে যে, 'হে আল্লাহ! তোমার এ ঘর রক্ষার আমাদের কোনো ক্ষমতা নেই ; তুমিই এ ঘরের মালিক, তোমার ঘর তুমি রক্ষা করো।'

৩. 'আহাদ' শব্দের অর্থ 'একক-অদ্বিতীয়', অনন্য। একক, অদ্বিতীয় ও অনন্য হওয়া

④ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ○

৪. আর কেউ-ই তাঁর সমতুল্য নেই (হতে পারে না)।[৬]

④ وَ-আর ; لَمْ يَكُنْ-নেই—হতে পারে না ; لَّهٗ-তাঁর ; كُفُوًا-সমতুল্য ; اَحَدٌ-কেউ-ই।

একমাত্র আল্লাহরই গুণ। বিশ্বজাহানের অন্য কোনো কিছুই এ গুণে গুণান্বিত নয়। তিনি বিশ্বজাহানের স্রষ্টা। তাঁর এ সৃষ্টিকর্মে তিনি একক ; কেউ বা কোনো কিছুই তাঁর এ সৃষ্টিকর্মে তাঁর শরীক নেই। তিনি বিশ্বজাহানের ইলাহ ; তাঁর উলুহিয়াতে কেউ তাঁর শরীক নেই। তিনি বিশ্বজাহানের 'রব' বা প্রতিপালক ; তাঁর রুবুবিয়াতে কেউ তাঁর শরীক নেই। এভাবে সর্বদিক থেকে তিনি একক-অদ্বিতীয় ও অনন্য।

৪. 'সামাদ' অর্থ তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন—সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। সাহাবায়ে কেরাম এবং অন্যসব মুফাস্‌সিরীনে কিরাম 'সামাদ' শব্দের যেসব অর্থ করেছেন সেগুলো হলো—

'সামাদ' হচ্ছে এমন এক সত্তা, যার উপর কেউ নেই।

তিনি এমন নেতা বা সরদার, যার নেতৃত্ব পরিপূর্ণ ও চূড়ান্ত।

তিনি কারো ওপর নির্ভরশীল নন, সবাই তাঁর ওপর নির্ভরশীল।

তাঁর মধ্য থেকে কোনো দিন কোনো কিছু বের হয় না, তিনি পানাহারও করেন না।

তাঁর কাছেই আকাংখিত বস্তু লাভের জন্য মানুষ যায় এবং বিপদে সাহায্য লাভের আশায় তাঁর নিকটই হাত পাতে।

তাঁর ওপর কোনো বিপদ-আপদ আসে না। তিনি সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি মুক্ত।

তিনি সবার প্রয়োজন পূর্ণ করেন। তিনি অমর, অজয়, অক্ষয়।

তিনি রিয্‌ক দেন।

সমগ্র বিশ্বজাহানের ওপর তাঁর নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। অতএব তিনিই একমাত্র 'সামাদ' তথা 'আস সামাদ'।

৫. কাফের-মুশরিকরা আল্লাহ সম্পর্কে যেসব ভ্রান্ত ধারণায় নিমজ্জিত এবং ইহুদী-খৃস্টানরা ও আল্লাহর সাথে যেভাবে শরীক করে এখানে তার প্রতিবাদ করে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ কাউকে জন্ম দেননি এবং তিনি কারো থেকে জন্ম নেননি। মুশরিকদের ধারণা ছিল যে, মানুষের মতো আল্লাহরও জাতি-গোষ্ঠী রয়েছে। ইহুদীরা ওযায়ের (আ)-কে আল্লাহর পুত্র মনে করে ; খৃস্টানরাও ঈসা (আ)-কে আল্লাহর পুত্র বলে মনে করে। এভাবে যারা আল্লাহকে মানবীয় গুণে গুণান্বিত মনে করে এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় তাদের ভ্রান্ত ধারণা বিশ্বাসের মূলোচ্ছেদ করা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেতে হলে সূরা ইখলাসকে যথাযথভাবে বুঝেশুনে পাঠ করতে হবে।

৬. 'আল্লাহর সমতুল্য কেউ নেই'। 'কুফু' শব্দের অর্থ 'সমমর্যাদা সম্পন্ন'। আমরা

বিবাহ-শাদীর ব্যাপারে এ শব্দটি ব্যবহার করে থাকি। পাত্র বা পাত্রীর 'সমমর্যাদা' সম্পন্ন হওয়ার দিকে লক্ষ রেখে সম্বন্ধ করি। এটা শরীআতের বিধান। আল্লাহ এ পরিচিত শব্দটি ব্যবহার করে বলছেন যে, আমার সমকক্ষ বা সমতুল্য কেউ নেই। অর্থাৎ আমার দেখা-শুনা, জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা, চিন্তাধারা, গুণ-গরীমা, কর্ম-কুশলতা, ক্ষমতা, কুদরত ও প্রজ্ঞা কারো সাথে তুলনীয় নয়। আমি তোমাদের সীমিত চিন্তা-ধারণার অনেক ওপরে। আমার পর্যায়ে কেউ উন্নীত হতে পারে এমন কেউ কোনোদিন ছিল না এবং কখনো হতে পারবে না।

সূরা আল ইখলাসের শিক্ষা

১. সূরা ইখলাসে আল্লাহর পরিচয় সহজ, সংক্ষিপ্ত ও সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আমাদেরকে এভাবেই আল্লাহর পরিচয়কে মনে গেঁথে রাখতে হবে এবং মানুষকে এভাবেই আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে বলতে হবে।

২. আল্লাহ একক-অদ্বিতীয়, অনন্য। তিনি বিশ্বজাহানের একক স্রষ্টা; এতে কেউ তাঁর শরীক নেই। তিনি বিশ্বজাহানের একক 'রব' বা প্রতিপালক ; এতে কেউ তাঁর শরীক নেই। তিনি বিশ্বজাহানের একক ইলাহ; এতে কেউ তাঁর শরীক নেই।

৩. আল্লাহ সর্বদিক থেকে মুখাপেক্ষীহীন—সকলেই তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী। তিনি সকলের সকল প্রয়োজন পূরণ করেন ; কারো কাছে তাঁর কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। বিপদ-আপদে সকল অবস্থায় তিনিই সকলের শেষ আশ্রয় ; তাঁর কোনো বিপদ-আপদ নেই। সার্বিকভাবে তাঁর নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব ও ক্ষমতাও চূড়ান্ত ; তাঁর ওপরে কারো নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা নেই।

৪. তিনি মানবীয় সকল গুণ-বৈশিষ্ট্যের উর্ধে। তিনি কাউকে জন্ম দেননি ; তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। তাঁর স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই, কখনো এসবের প্রয়োজন হবে না ; কারণ তিনি চিরঞ্জীব, চির অক্ষয়, চির অব্যয়।

৫. কখনো কোথাও আল্লাহর সমকক্ষ, অথবা তাঁর সমমর্যাদা বিশিষ্ট কিংবা তাঁর গুণাবলী, কর্ম ও ক্ষমতার ব্যাপারে তাঁর সমমর্যাদায় উন্নীত হতে পারে এমন কেউ কোনোদিন অতীতেও ছিল না, বর্তমানেও নেই এবং অনন্ত ভবিষ্যতেও হবে না।হতে পারবে না।

❐

সূরা আল ফালাক ও আন নাস
আয়াত ঃ ১১
রুকূ' ঃ ২

নামকরণ

সূরা আল ফালাকের নামকরণ হয়েছে সূরার প্রথম আয়াতের 'আল ফালাক' শব্দ দ্বারা। 'আল ফালাক' শব্দের অর্থ–'বিদীর্ণ হওয়া'। আর সূরা 'আন নাস' নামকরণ করা হয়েছে উক্ত সূরাতে বারংবার উল্লিখিত 'আন নাস' শব্দের দ্বারা। আন নাস অর্থ– 'মানুষ'। তবে উভয় সূরার একটি যৌথ নাম রয়েছে। সূরা দুটির যৌথ নাম রাখার কারণ হলো—উভয় সূরার আলোচ্য বিষয়ের পারস্পরিক নৈকট্য ও সামঞ্জস্য। যৌথ নামটি হলো 'সূরাতুল মু'আওবিযাতাইন' অর্থাৎ আল্লাহর নিকট 'আশ্রয় চাওয়ার দুটো সূরা'। এ সূরা দুটো পাঠ করে সর্বপ্রকার অনিষ্টতা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া হয়।

নাযিলের সময়কাল

সূরা দুটো একই সময়ে একই সাথে নাযিল হয়েছে। তবে সূরাগুলো মক্কায় নাযিল হয়েছে না-কি মদীনায় নাযিল হয়েছে এ ব্যাপারে মতপার্থক্য আছে। অবশ্য এ মতপার্থক্যের ভিত্তিও আছে। কিন্তু যারা মক্কায় নাযিল হওয়ার কথা বলেন, তাঁরা তাঁদের সাথে দ্বিমত পোষণকারীদের যুক্তি খণ্ডনের পর এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, সূরা দুটো মাক্কী।

আলোচ্য বিষয়

রাসূলুল্লাহ (স)-এর আবির্ভাবের পূর্বে সমগ্র পৃথিবী বিশেষ করে আরবের সমাজ ব্যবস্থা সর্বদিক থেকে বাতিল শক্তির নিয়ন্ত্রণে ছিল। তিনি যখন ইসলামের দাওয়াতের সূচনা করলেন তখন বাতিল শক্তি এ দাওয়াতের মধ্যে নিজেদের ধ্বংসের আওয়াজ শুনতে পেলো। তাঁর দাওয়াত যতই বিস্তৃত হতে লাগল, ততই এ বাতিল কুফরী শক্তির বিরোধিতাও চরম আকার ধারণা করলো। তাঁকে এ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য তারা কোনো প্রকার চেষ্টাই বাদ রাখলো না। তাঁকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে, দৈহিক-মানসিক দিক থেকে নির্যাতন করে, লোভ-লালসা দেখিয়ে—কোনো মতেই যখন এ কাজ থেকে ফেরানো গেল না, তখন তাঁকে দুনিয়া থেকে একেবারে বিদায় করে দেয়ার জন্য ষড়যন্ত্র করা শুরু করলো। এরকম একটা কঠিন সময়ে আল্লাহ তাআলা এ সূরা দুটো নাযিল করে তাঁকে বলছেন যে, আপনি এদেরকে বলে দিন—"আমি ভোরের স্রষ্টার আশ্রয় চাচ্ছি সমুদয় সৃষ্টির দুষ্কৃতি থেকে, গভীর রাতের অনিষ্ট থেকে, গ্রন্থিতে ফুঁকদানকারী নারীদের অনিষ্ট থেকে এবং হিংসুকের হিংসার অনিষ্ট থেকে। আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের প্রতিপালকের, মানুষের ইলাহের—আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণা-

দাতার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে—জিন ও মানুষের মধ্য থেকে।" এভাবে সকল প্রতিকূল অবস্থায় সর্বশক্তিমান আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করার জন্য আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রিয় নবীকে এ সূরা দুটিতে নির্দেশ দিয়েছেন। নবী করীম (স)-এর পরে এ নির্দেশ সকল মু'মিনের জন্য। কেয়ামত পর্যন্ত যত মু'মিন দুনিয়াতে আসবে, তাদের সকলকেই সকল প্রতিকূল অবস্থায় এভাবে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে।

❑

রুকূ' ১ | **১১৩. সূরা আল ফালাক-মাক্কী** | আয়াত ৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

① قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ② مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ○

১. (হে নবী!) আপনি বলুন[১]–আমি আশ্রয় চাচ্ছি[২] ভোরের প্রতিপালকের নিকট।[৩]
২. তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে।[৪]

① قُلْ-(হে নবী!) অপনি বলে দিন ; اَعُوْذُ-আমি আশ্রয় চাচ্ছি ; بِرَبِّ-প্রতিপালকের নিকট ; الْفَلَقِ-(ال+فلق)-ভোরের। ② مِنْ-থেকে ; شَرِّ-অনিষ্ট ; مَا-যা, তার ; خَلَقَ-তিনি সৃষ্টি করেছেন।

১. 'বলুন' কথাটি দ্বারা প্রথমত রাসূলুল্লাহ (স)-কে সম্বোধন করা হলেও তাঁর পরবর্তীতে অনাগত ভবিষ্যত কাল পর্যন্ত যত মু'মিন দুনিয়াতে আসবে সবাই এ সম্বোধনের আওতাভুক্ত। কেননা এ কিতাব-ই সকলের জন্য বিধান।

২. মানুষ দুনিয়াতে অনেক ব্যাপারে আশ্রয় চাইতে বাধ্য হয়। কেননা সে তার জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে অসহায়ত্ব অনুভব করে। সে যে ব্যাপারে অসহায়ত্ব বোধ করে, তা থেকে বাঁচার জন্য এমন ব্যক্তিত্বের কাছে সে আশ্রয় চায়, যার আশ্রয় দেয়ার মত শক্তি-ক্ষমতা আছে বলে সে বিশ্বাস করে। এভাবে মানুষের মধ্যে কেউ আশ্রয় চায় দেব-দেবী বা জিন জাতির কারো কাছে। কেউ আশ্রয় চায় বস্তুগত কোনো উপায়-উপকরণ বা কোনো শক্তি-ক্ষমতার অধিকারী কোনো মানুষের কাছে। যেমন–মুশরিকরা তাদের দেব-দেবী ও জিন-এর নিকট আশ্রয় চায়। বস্তুবাদী লোকেরা কোনো মানুষের কাছে অথবা বস্তুগত উপায়-উপকরণের আশ্রয় খোঁজে। কিন্তু একজন মু'মিন কোনো বিপদ-মসীবত ও যুলুম-নির্যাতনের মুকাবিলায় অক্ষম হলে সে একমাত্র আল্লাহর দিকে মুখ ফেরায় এবং আল্লাহর নিকটই আশ্রয় চায়। আর এটাই মু'মিনের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহর প্রতি বিমুখ হয়ে অন্য কারো কাছে আশ্রয় চাওয়া অথবা নিজের যোগ্যতা-ক্ষমতার ওপর ভরসা করা কোনো মু'মিনের কাজ হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (স) যখন যেভাবে আশ্রয় চাইতেন তা হাদীসে বর্ণিত আছে আমাদের সেটাই অনুসরণ করতে হবে।

৩. 'ফালাক' শব্দের অর্থ দীর্ণ করা বা চিরে ফেলা ও ভেদ করা। রাতের অন্ধকার চিরে বা ভেদ করে ভোরের আলো প্রকাশিত হয়, এজন্য ভোরকেও ফালাক বলে অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ যে 'রব' অন্ধকারের আবরণ ভেদ করে ভোরের আলো প্রকাশ করেন, আমি তাঁর আশ্রয় চাচ্ছি। এর ফলে তিনি বিপদ-মসীবতের অন্ধকার জাল ভেদ করে আমাকে নিরাপত্তা ও আশ্রয় দান করবেন।

③ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ④ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ○

৩. আর (আশ্রয় চাচ্ছি) রাতের অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে যখন তা গভীর হয় ;[৫]

৪. এবং গ্রন্থিতে ফুঁকদানকারী নারীদের অনিষ্ট থেকে ;[৬]

⑤ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ○

৫। আর (আশ্রয় চাচ্ছি) হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।[৭]

③ وَ-আর ; مِنْ-থেকে ; شَرِّ-অনিষ্ট ; غَاسِقٍ-রাতের অন্ধকারের ; إِذَا-যখন ; وَقَبَ-
তা গভীর হয়। ④ وَ-এবং ; مِنْ-থেকে ; شَرِّ-অনিষ্ট ; النَّفّٰثٰتِ-(ال+نفثت)-
ফুঁকদানকারিণী নারীদের ; فِي الْعُقَدِ-(فى+ال+عقد)-গ্রন্থিতে। ⑤ وَ-আর ; مِنْ-
থেকে ; شَرِّ-অনিষ্ট ; حَاسِدٍ-হিংসুকের ; إِذَا-যখন ; حَسَدَ-সে হিংসা করে।

৪. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যেসব জিনিস সৃষ্টি করেছেন, সেগুলোর মধ্যে মানুষ যেসব জিনিসকে অনিষ্টের কাজে ব্যবহার করে, সেসব সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আমি সেসব জিনিসের স্রষ্টার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। দুনিয়াতে যত প্রকার অনিষ্টতার সম্মুখীন মানুষকে হতে হয় সেসব অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় যেমন এ চাওয়ার অন্তর্ভুক্ত তেমনি আখেরাতের সকল প্রকার অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় চাওয়া এর মধ্যে শামিল রয়েছে।

৫. রাতে যখন অন্ধকার ছেয়ে যায়, তখনকার অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় চাইতে বলা হয়েছে ; কারণ অধিকাংশ অপরাধ ও যুলুম-নির্যাতন, চুরি-ডকাতি, খুন-খারাবী রাতের অন্ধকারেই সংঘটিত হয়। তাই রাতের বেলা যেসব অনিষ্টকারিতা ও বিপদ-আপদ ঘটে, তা থেকে আশ্রয় চাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৬. অর্থাৎ গিরায় ফুঁকদান করে যারা যাদু করে তাদের যাদু থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। যাদুকররা সাধারণত কোনো সুতায় গিরা দিয়ে তাতে ফুঁক দিয়ে যাদু করে। তাদের যাদু থেকে আশ্রয় চাওয়ার জন্য বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স)-কে যখন যাদু করা হয়েছিল তখন জিবরাঈল (আ) এসে তাঁকে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ার জন্য বলেছিলেন।

৭. 'হিংসা' অর্থ—কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা যে অনুগ্রহ, শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণাবলী দান করেছেন তা দেখে অন্তরে জ্বালা অনুভব করা এবং তার ধ্বংস কামনা করা। তবে কেউ যদি অন্যের সম্পদ, শ্রেষ্ঠত্ব, গুণাবলী, মান-সম্মান ও সুনাম-সুখ্যাতি দেখে নিজের জন্যও তা কামনা করে এবং অন্যের ধ্বংস কামনা না করে, তাহলে সেটাকে হিংসা বলা যাবে না। হিংসুক হিংসা করে নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে যদি কোনো পদক্ষেপ নেয়, তা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাইতে এখানে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহর ওপর ভরসা করে তাঁরই নিকট আশ্রয় চাইতে হবে, তাহলে হিংসুকের হিংসা কোনো ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না।

দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহর ইচ্ছা না হলে কেউ কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। হিংসুকের আচরণে সবর করতে হবে। তাকে উপেক্ষা করতে হবে—এতেই তার পরাজয় ঘটবে। হিংসুকের সাথে অসদ্ব্যবহার করা যাবে না ; বরং সময়-সুযোগে তার প্রতি সদাচার দেখাবে।

❑

রুকূ' ১ | ১১৪. সূরা আন নাস-মাক্কী | আয়াত ৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١ قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ ٢ مَلِكِ النَّاسِ ۙ ٣ إِلٰهِ النَّاسِ ۙ

১. আপনি বলুন—'আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের প্রতিপালকের নিকট ;
২. (যিনি) মানুষের বাদশাহ, ৩. মানুষের ইলাহ।[১]

٤ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۙ ٥ الَّذِيْ يُوَسْوِسُ

৪. আত্মগোপনকারী শয়তানের কুমন্ত্রণার অনিষ্ট থেকে ;[২] ৫. যে কুমন্ত্রণা দেয়

① قُلْ-আপনি বলুন ; أَعُوْذُ-আমি আশ্রয় চাচ্ছি ; بِرَبِّ-প্রতিপালকের নিকট ; النَّاسِ-মানুষের। ② مَلِكِ-(যিনি) বাদশাহ ; النَّاسِ-মানুষের। ③ إِلٰهِ-ইলাহ ; النَّاسِ-মানুষের। ④ مِنْ-থেকে ; شَرِّ-অনিষ্ট ; الْوَسْوَاسِ-(ال+وسواس)-কুমন্ত্রণার ; الْخَنَّاسِ-(ال+خناس)-আত্মগোপনকারী শয়তানের। ⑤ الَّذِيْ-যে ; يُوَسْوِسُ-কুমন্ত্রণা দেয় ;

১. অর্থাৎ 'আমি আশ্রয় চাচ্ছি এমন সত্তার কাছে, যিনি মানুষের প্রতিপালক, মানুষের বাদশাহ এবং মানুষের ইলাহ। যেহেতু তিনিই প্রতিপালক, বাদশাহ ও ইলাহ, সেহেতু আশ্রয় দেয়ার ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই রয়েছে। একমাত্র তিনিই তাঁর বান্দাদেরকে সকল প্রকার বিপদ-মসীবত ও দুঃখ-দুর্দশা থেকে হিফাযত করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। তিনি ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর কাছে আশ্রয় চাওয়া যায় না ; কারণ অন্য সবকিছুই তাঁরই সৃষ্টি। এক সৃষ্টি অন্য সৃষ্টিকে আশ্রয় দেয়ার যোগ্যতা রাখে না।

২. 'ওয়াসওয়াস' শব্দের অর্থ কোনো মন্দ কথা বা কাজের কথা মনের ভেতর বারংবার জাগিয়ে দেয়া। আর 'খান্নাস' অর্থ প্রকাশ পাওয়া আবার আত্মগোপন করা। এর দ্বারা শয়তানকে বুঝানো হয়েছে। শয়তানই মানুষের মনের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কুমন্ত্রণা দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য বারবার চেষ্টা করে। আর এ কুমন্ত্রণা দানকারী শয়তান জিন জাতি এবং মানুষ উভয়ের মধ্যে থাকতে পারে। আল্লাহর পথের আহ্বানকারীর মনে বিভিন্ন ধরনের কুমন্ত্রণা দানকারী সে জিন হোক বা মানুষ, তাদের থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়াই উত্তম পন্থা।

এখানে স্মরণীয় যে, মনে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হওয়াই যত অনিষ্টের সূচনা মাত্র। কুমন্ত্রণার পরেই মানুষ মন্দ কাজের দিকে অগ্রসর হয়। কুমন্ত্রণা দ্বারা মানুষের মনে মন্দ কাজের ইচ্ছা জাগে অতপর ধীরে ধীরে ইচ্ছাটা সংকল্পে রূপ নেয়। অবশেষে অসৎকাজ সংঘটিত হয়। তাই কুমন্ত্রণা দানকারীর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাইতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেন

فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

মানুষের মনে—৬. জিন ও মানুষের মধ্য থেকে।[৩]

فِىْ صُدُوْرِ-(فى+صدور)-মনে ; النَّاسِ-মানুষের ; مِنَ-মধ্য থেকে ; الْجِنَّةِ-(ال+جنة)-জিন ; وَ-ও ; النَّاسِ-মানুষের।

অনিষ্টের সূচনাতেই আল্লাহ তা নির্মূল করে দেন। কুরআন মজীদে অন্যত্রও শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইতে বলা হয়েছে।

৩. অর্থাৎ কুমন্ত্রণা দানকারী মানুষ হোক বা জিন হোক, উভয়ের অনিষ্টতা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। অন্য কথায় মানুষের কুমন্ত্রণা জিন শয়তানরাও দেয়, আবার মানুষ শয়তানরাও দেয়। এ সূরায় উভয় প্রকার শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ নির্দেশ রাসূলে করীম (স)-এর পর সকল যুগের মু'মিনদের জন্য কার্যকর।

সূরা আল ফালাক ও আন নাসের শিক্ষা

১. মানুষকে সকল বিপদ-আপদ, যুলুম-নির্যাতন দুঃখ-দৈন্য, ভয়-শংকা এবং মানুষ ও জিন জাতীয় শয়তানের যাবতীয় ওয়াসওয়াসা তথা কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় চাইতে হবে একমাত্র সকল কিছুর স্রষ্টা, সকল কিছুর প্রতিপালক, সকল বাদশাহর বাদশাহ; ও একমাত্র ইলাহ মহামহিম আল্লাহর নিকট।

২. সকল কিছুর স্রষ্টা যেহেতু আল্লাহ, সব কিছুর উপর নিয়ন্ত্রণও একমাত্র তাঁরই আছে এটাই যুক্তি-বুদ্ধির অনুকূলে। তাই কোনো পরিস্থিতিতেই অন্য কোনো শক্তির নিকট আশ্রয় চাওয়া সংগত নয়। এটাই ঈমানের দাবী।

৩. এ সূরা দুটিতে যে আশ্রয় চাওয়ার নির্দেশ রয়েছে তাতে দুনিয়াবী সংকট থেকে আশ্রয় যেমন শামিল রয়েছে, তেমনি পরকালের কঠিন বিপদ থেকে আশ্রয়ও এর মধ্যে শামিল রয়েছে।

৪. আমাদেরকে আশ্রয় চাইতে হবে আল্লাহর সৃষ্টিলোকে যা কিছু আছে তার সর্বপ্রকার অনিষ্ট থেকে। এসব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অন্য কোনো মানবীয় বা অমানবীয় শক্তির নিকট আশ্রয় চাওয়া বা কামনা করা যাবে না।

৫. আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইতে হবে মনের পূর্ণ ঐকান্তিক আস্থা ও দৃঢ়তা সহকারে। কোনো প্রকার সন্দেহ-সংশয় বা দোদুল্যমানতা এতে থাকতে পারবে না। তবেই আল্লাহর আশ্রয়ের প্রতিফলন লক্ষ করা যাবে।

৬. রাসূলুল্লাহ (স) যেসব বিষয়ে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইতেন সেসব বিষয় সহীহ হাদীসসমূহে সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত রয়েছে। আমাদেরকে সেগুলো অনুসরণ করতে হবে।

৭. ঝাঁড়-ফুঁক সম্পর্কে হাদীসের কিতাবসমূহে পক্ষে-বিপক্ষে অনেক হাদীস রয়েছে। তবে ঝাঁড়-ফুঁকের ব্যাপারে মুফাস্সিরীনে কিরাম যা বলেছেন তার সারকথা হলো—(ক) এতে কোনো প্রকার শিরকের মিশ্রণ থাকতে পারবে না। (খ) আল্লাহর পবিত্র নাম বা তাঁর পবিত্র কালামের সাহায্যে ঝাঁড়-

ফুঁক করতে হবে। (গ) ঝাঁড়-ফুঁকের কথাগুলো সুস্পষ্ট ও বোধগম্য হতে হবে এবং আল্লাহ-রাসূলের নাফরমানী মুক্ত হতে হবে। (ঘ) ভরসা করতে হবে আল্লাহর ওপর—ঝাঁড়-ফুঁকের ওপর ভরসা করা যাবে না। মনে করতে হবে যে, আল্লাহ চাইলে এ ঝাঁড়-ফুঁকের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে পারেন বা রোগ থেকে নিরাময় করতে পারেন। (ঙ) ঝাঁড়-ফুঁকের প্রতিফল পাওয়া যাক বা না যাক আল্লাহর ওপরই নির্ভরতা রাখতে হবে।

৮. সর্বাবস্থায় আল্লাহর ইচ্ছার ওপর সন্তুষ্ট থাকতে হবে। আল্লাহর দরবারে আশ্রয়ের ফরিয়াদ পৌঁছানোর পর তার প্রতিফলন দেখা যাক বা না যাক আল্লাহর উপর ভরসা রাখা থেকে সরে আসা যাবে না। পূর্ণ নিশ্চিন্ততা সহকারে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল থাকতে হবে।

আমপারা সমাপ্ত

শব্দে শব্দে আল কুরআন

চতুর্দশ খণ্ড

আমপারা

মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান